



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
May 2023

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের উল্লতির জন্য অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করো, ভোরের সময় উপজনের জন্য খুব-খুব ভালো"

*প্রশ্নঃ - সদা নিরাপদ ও অক্ষয় (সলামত) থাকার আধার কি? সদা নিরাপদে ও অক্ষয় কাকে বলা হবে?

*উত্তরঃ - বাবার শ্রীমংই সদা নিরাপদে ও অক্ষয় রাখে । কখনোই কোনো দুঃখ আর সমস্যা হবে না । বাচ্চারা, তোমরা এত ভাগ্যবান হয়ে যাও, যাতে তোমাদের কখনোই কোনো প্রকারের চোট লাগতে পারে না । তোমাদের কায়া নিরোগী হয়ে যাবে । তোমরা তোমাদের ভাগ্যের মহিমা গাইতে থাকো । যারা উঠতে - বসতে বাবার স্মরণে থাকে - তারা হলো ভাগ্যবান বাচ্চা । তাদেরই সদা নিরাপদ ও অক্ষয় বলা হবে ।

*গীতঃ- রাতের পখিক ক্লান্ত হয়ো না...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি পুরুষার্থী বাচ্চারা তো এই গীতের অর্থ পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে স্বয়ং জানবে । যারা এই যাত্রাতে উপস্থিত, তারাই এর যথার্থ অর্থ বুঝতে পারে । এখন এই যাত্রা হলো রাতের আর দেহের যাত্রা হয় দিনের । অমরনাথ, বদ্রীনাথ যখন মানুষ যায় তখন দিনের বেলা যাত্রা করে আর রাতে ঘুমায় । আর বাচ্চারা, তোমাদের এই যাত্রা হলো রাতের । দিনে তো তোমাদের শরীর নির্বাহের কারণে কাজ করতে হয় । পুরুষ চাকরী করতে যায় আর মায়েরা ঘর সামলায় । সবথেকে বেশী উল্লতি হয় রাতে, যখন সকল মানুষই ঘুমিয়ে থাকে । তোমাদের ওই সময় খুব ভালো যাত্রা হতে পারে । ভক্তরাও ভোরবেলা অর্থাৎ অমৃতবেলায় স্মরণে থাকে । বাচ্চারা, যদি নিজের উল্লতি করতে চাও তাহলে বাবা তোমাদের রায় দেন -- নিদ্রাজিৎ হও । পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বলেছিলাম । যদিও পরে সকালবেলা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো । কথিত আছে "তাড়াতাড়ি শুতে যাওয়া আর ভোরবেলা ওঠা" -- এই অভ্যাস মানুষকে অনেক বড় করে । বরাবর তোমরা কতো বিত্তবান হও যে তোমাদের কখনো অর্থের চিন্তা থাকে না । তোমরা একুশ জন্মের জন্য শিবালয়ে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । এখানে তো তোমরা জন্ম বাই জন্ম পুরুষার্থ করো, আর তোমাদের এখানকার পুরুষার্থ একুশ জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী করে দেয় । এ তো ওয়ান্ডার (আশ্চর্যের) তাই না । এমন কেউই নেই যে, এমন পুরুষার্থ করায় । অবিনাশী বাবা তোমাদের অবিনাশী পুরুষার্থ করান । এখানে তো অর্থের জন্য মানুষ কি না করে - বাবা বাচ্চাকে, বাচ্চারা বাবাকেও মেরে ফেলে ।

তোমাদের এখন অবিনাশী বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে, তাই অবিনাশী বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে । আর কোনো অসুবিধা নেই, কেবল এই দুটি শব্দ । একে মহামন্ত্র বলা হয় । ব্যস্, এই দুটি শব্দ স্মরণ করলে তোমরা রাজ তিলক প্রাপ্ত করো । এখন এই স্মরণে থাকে শক্তি । যে যত স্মরণ করবে । এ হলো যোগ আর জ্ঞান । এখানে শাস্ত্র ইত্যাদির জ্ঞানের কোনো কথা নেই । মানুষকে এই দুটি শব্দ স্মরণ করার জন্য বললেও বলে, সময় নেই । তারা বলে দেয়, আমরা স্মরণ করতে পারি না, প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাই । দুটি শব্দের যাত্রাও করতে পারে না ! তোমরা গীত, কবিতা, ডায়লগ তৈরী করো, স্মরণও করো, বাস্তবে এই সবকিছুর এখানে দরকার নেই । এখানে তো মৌন থাকতে হবে । তোমরা কি বীজ আর বৃক্ষকে বুঝতে পারো না । বীজকে হাতে নিলেই সমস্ত বৃক্ষ সামনে এসে যাবে । এতে আছে চার যুগ আর চার বর্গ । এইসব বুদ্ধিতে আনতে সময় লাগে না । এক সেকেন্ডেই স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যায় । তোমাদের কেবল স্মরণে থাকতে হবে । সেকেন্ডে সাক্ষাৎকার করানো হয় । সেই সময় স্বর্গ বা কৃষ্ণপূরীতে থাকে । কেবল দুটি বিষয় স্মরণ করতে হবে -- এক তো বাবাকে স্মরণ, দ্বিতীয় হলো, এই নলেজ মনুষ্য থেকে দেবতা বানানোর কারণে অনেক উচ্চ । দেবতারা তো পবিত্র হন । নলেজ সবসময় ব্রহ্মচর্যতে পড়ানো হয় । যখন পড়াশোনা করে ঘর সামলানোর জন্য উপযুক্ত হয়, তখন বিয়ে করতে হয় । নিজের গৃহের লোকেদের গৃহকর্তা দেখাশোনা করবেন, তাই নিজের উপার্জন তো চাই, তাই না । তাই এই ব্রহ্মচর্যতে উপার্জনও হয় । আজকাল তো সবাই অর্থের জন্য ভিখারী হয়ে গেছে । অল্প কিছু আমদানি হলেই আবার দ্বিতীয় কোর্স করে । বাবা এখন বলছেন -- বাচ্চারা, এই কোর্স খুবই সহজ, কেবল শ্রীমতের উপরে রাত জেগে অভ্যাস করো । রাতে বুদ্ধির যাত্রা করা খুব সহজ, আর সেই সময় সাহায্যও অনেক পাবে । ২ টো - ৩ টের সময়কে অমৃতবেলা বলা হয় । ভোরে উঠে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে । এ হলো বুদ্ধির কাজ । বাবার নির্দেশ হলো -- তোমরা যদি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে । না হলে, তোমাদের মতো সজনীদের কীভাবে নিয়ে যাবো? তোমরা সজনীরা হলে পতিত, সকলেরই ডানা ভেঙ্গে গেছে । এখন কেবল স্মরণ

করো তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে । ভোরবেলা ওঠার প্রয়াস করো । দিনে যদি স্মরণে স্থির নাও হতে পারো, তাহলে রাতে পুরুষার্থ করো, রাতে পুরুষার্থ করা সহজ আর সাহায্যও অনেক পাবে । মুখ্য হলো স্মরণ । তোমরা জানো যে, আমরা হলো আত্মা । আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন । তাঁর কাছ থেকে পড়তে হবে । তিনি আমাদের বাবা, তাঁরই হতে হবে । তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা এসে শিব বাবার সাথে মিলিত হয়েছি । আত্মা - পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল... জীবাত্মারা এসে বাবার সাথে মিলিত হয় । তাহলে অবশ্যই পরমাত্মাকেও জীব আত্মা হতে হবে। তিনি তো সুপ্রীম আত্মা । আত্মা আর পরমাত্মার রূপ একই, যেমন স্টার্স ঝলমল করে । আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাঁচ ভরা আছে । বাবা বলেন, আমিও অ্যাক্টর (অভিনেতা) । আমিও এই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ আছি । এই দুনিয়া জানেই না যে, আমি কখনো কল্পের এই সঙ্গম যুগ ছাড়া আসতে পারি না । বিপর্যয় তো অনেকই আসতে থাকে । বাবা বলেন যে, আমি তখনই আসি যখন সবাই পতিত হয়ে যায় । আমিই হলো নতুন দুনিয়ার রচয়িতা । আমি এই পতিত দুনিয়াতেই আসি । আত্মাই প্রথমে পতিত হয় । আত্মা জানে যে, আমরা প্রথমে পাবন ছিলাম, এখন পতিত হয়ে গেছি । এই শিক্ষা একমাত্র তোমরাই পাও । টিচারের সামনে যে স্টুডেন্ট থাকে, সেই শিক্ষা পায় । তোমরা সবার প্রথমে এই শিক্ষা পাও । তোমরা এই পাঁচ বিকারকে জয় করো । যোগ অগ্নির দ্বারা এই বিকর্মকে ভস্ম করো । এই বিকার বিষই তোমাদের কবরে শায়িত করেছে, একে পয়জন (বিষ) বলা হয় । জ্ঞান অমৃতের দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে যাও ।

বাবা এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা, এ তো হলো খুবই সহজ । কোনো কোনো বাচ্চা বলে, বাবা ধারণা হয় না, বড় বোনেদের মতো বোঝাতে পারি না । বাবা বলেন - বাচ্চারা, এ তো প্রত্যেকের কর্মের আলাদা হিসেব - নিকেশ । কেউ কেউ তো ২৫ - ৩০ বছর থেকেও ধারণা করতে পারে না । তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা হলেন পরমাত্মা । তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা । বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতেই এসেছেন । তোমরা তো বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের বাচ্চাদেরকেও সুবুদ্ধিসম্পন্ন বানাতে হবে । বাচ্চারা, তোমাদের প্রথমে দয়া করা উচিত নিজের বাচ্চাদের উপর । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, আমরা এই সময় আমাদের অতি প্রিয় পরমপিতা পরমাত্মার সম্মুখে বসে আছি । পূর্ব কল্পেও আমরা নিরাকার বাবার থেকে অসীম জগতের স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলাম । বাবা বলেন, আমাকেও এই শরীরের লোন নিতে হয় । আমি এই ভাড়ার রথে বসে আছি । নিজের না থাকলে অবশ্যই ভাড়া করাই নেবে । এ হলো রথ, যাতে আমি কল্প - কল্প রথী হই । রথে রথীকে তো দেখছো, তাই না । পূর্বে তো গীতা পাঠ করলে কিছুই বোঝা যেতো না । কোথায় সেই অর্জুন আর ঘোড়ার রথ দেখানো হয়েছে । তোমাদের বাবা হলেন রথী, তিনি বাচ্চাদের বলেন, আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর চাট রাখো । এমন সাজন, যিনি ২১ জন্ম তোমাদের সুখ প্রদান করেন, তাঁকে কেন স্মরণ করবে না, কিন্তু এ হলো গুপ্ত । বাবা এখন বলছেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করে তারপর বাবার শ্রীমতে চলতে হবে, এতেই মায়া অনেক হয়রান করে । সেও কম চালাক নয় । খুব ভালো ভালো বাচ্চাদেরও অধিকার করে নেয় । বাবা স্বর্গের মালিক বানান আর মায়া চণ্ডালের জন্মে নিয়ে যাবে, কেননা শ্রীমৎ ছেড়ে দেয় । এখানে বাচ্চারা জানে যে, আমাদের ভগবান পড়ান । তোমরা তো গডলী স্টুডেন্ট, তাই না । যদিও তোমরা অন্য কোনো কোর্সও করো, তবুও তো টিচারকে স্মরণ করবে । বাবা বলেন - তোমরা গৃহস্থ জীবনে থেকেও সদা সুখী হওয়ার জন্য তার সাথে সাথে এই কোর্স করো । আমি তোমাদের অগাধ ধন প্রদান করি, যাতে তোমরা ২১ জন্ম কখনোই দুঃখ দেখবে না । তোমাদের মতো বুদ্ধিমান এই সৃষ্টিতে আর কেউই হয় না । মানুষ প্রেসিডেন্ট ইত্যাদিদের কতো মহিমা করে, কিন্তু তোমরা হলে মোস্ট বিউটিফুল ইনকগনিটো বড় অথরিটি (অতি সুন্দর ছদ্মবেশী বড় অথরিটি) । তোমাদের মতো নলেজফুল এই দুনিয়াতে আর কেউই হতে পারে না । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে ২১ জন্মের জন্য সেই স্বর্গের মালিক হচ্ছি । জগদম্ভার কতো বড় প্রাপ্তি । তিনিও এই মহামন্ত্রই দেন যে, শিব বাবাকে স্মরণ করো । বাবা সম্মুখেই বলেন - আমার অতি প্রিয় বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো । এই যাত্রা ভুলে যেও না । এই সময় নষ্ট করো না । এ হলো অনেক বড় উপার্জন । বুদ্ধিযোগ ওখানেই লেগে থাকা চাই । আমি শিব বাবার সম্মুখে বসে আছি । বাবার ঘরে এসেছি । এখন তো তোমরা হরিদ্বারে বসে আছো । হরি পরমাত্মা নিজে এখানে বসে আছেন । ওই হরিদ্বারে তো জল আছে । এ হলো সত্যিকারের হরির দ্বার । হর - হর অর্থাৎ দুঃখ হরণ করেন যিনি । এখানে সেই দুঃখহর্তা সুখকর্তা তোমার সামনে বসে আছে । ভক্তরা গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে, তারা মনে করে, গঙ্গার তটে থাকবো, গঙ্গার জল মুখে থাকবে । কারোর যখন মৃত্যু হয় তখন গঙ্গাজল পান করায় । এখন গঙ্গা তো পতিত পাবনী নয় । পতিত পাবন হলেনই শিব বাবা । প্রত্যেককে ওই শিব বাবাকেই স্মরণ করতে হবে তাহলে অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । এমন নয় যে, পরের দিকে কেউ বসে বলবে যে, শিব বাবাকে স্মরণ করো । অন্তিম সময়ে নিজে থেকেই শিব বাবার স্মরণে শরীর ত্যাগ করতে হবে । এখন আমাদের শিব বাবার কাছে মুক্তিধামে যেতে হবে । সত্যযুগকে জীবনমুক্তিধাম বলা হয় । থাকার জায়গাকেই ধাম বলা হয় । নির্বাণধামে নিরাকার আত্মারা ব্রহ্ম তত্ত্বে থাকে । তোমরা এখন এসে হরির ঘরে বসে যাও । দুঃখহরণকারী হলেন একজনই । বাচ্চারা,

এখন তোমাদের শিব বাবা আর তাঁর সুইট হোম স্মরণে আসবে। বাবা এসেছেন তোমাদের নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এখন তোমাদের শিব বাবাকে আর তাঁর সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে। এখানে তো সুইট (মিষ্টি) কিছুই নেই।

বাবা এখন বাচ্চাদের বলছেন - অসীম জগতের রাজত্ব নিতে হলে তোমরা রাত জেগে যাত্রা করো। আমি ঘোর অন্ধকারের রাতেই আসি। ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন হয়। আমি আসি অসীম জগতের রাত আর অসীম জগতের দিনের সঙ্গম সময়ে। তোমরাও তাই রাতে নিদ্রাকে জয় করে স্মরণ করার অভ্যাস করো। ২ টো থেকে ৩ টে, এমন সময়কে ব্রহ্ম মুহূর্ত বলা হয়। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা শিক্ষা দেন। তোমরা রাত জেগে আমাকে স্মরণ করো তাহলে পরিপক্ব হয়ে যাবে। মায়া খুবই বিরক্ত করবে, তবুও তোমরা পরিশ্রম করো। এখানে সমস্ত পরিশ্রমই বুদ্ধির। উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে স্মরণে থাকতে হবে। বাবা বলেন, রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ে যেও না। রাতে স্মরণে অনেক আনন্দ হবে। তারপর সেই নেশা দিনেও চলতে থাকবে। তোমরা এক তো বাবাকে স্মরণ করো আর নিজের ভাগ্যের মহিমা করো। আর সকলের ভাগ্যে তো ছেদ হয়ে গেছে। তোমাদের ভাগ্য এখন জাগ্রত হচ্ছে আর অন্য সকলের ভাগ্য এখনো ঘুমন্ত। যার বুদ্ধিযোগ এই সময় ধন উপার্জনে ব্যস্ত থাকে, তার ভাগ্য মনে করবে ঘুমন্ত। তোমাদের ভাগ্য সত্যিকারের জাগ্রত হচ্ছে। পেটের জন্য তো বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। ভীল সম্প্রদায় কি খায়? লক্ষা আর ভুট্টা বা ছোলার আটা মিলিয়ে রুটি করে খেয়ে নেয়। এখানে তো তোমরা সবকিছুই পাও। তোমাদের খুবই সাধারণ ভাবে থাকতে হবে। না খুব বিত্তবান ভাবে, না গরীব ভাবে। বাবা এখন বলছেন -- হে আমার অতি প্রিয় বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদের নয়নের উপর বসিয়ে নিয়ে যাবো। আমার চোখের মণি। আলোক রত্ন বাচ্চাদের বাবা সবসময় ভালোবাসেন। শ্রীমতে চললে তোমরা সদা নিরাপদ ও অক্ষয় থাকবে। সদা নিরাপদ ও অক্ষয় (সদা সলামত), এই কথার অর্থও অনেক ভারী। তোমাদের কোনো চোট লাগবে না, কোনো অসুবিধাও হবে না। তোমাদের আমি এমন সুরক্ষিত করি। তোমাদের কায়া এমন নিরোগী হবে যে, কালেরও কোনো ক্ষমতা থাকবে না। যদি তোমরা খুব ভালোভাবে স্মরণ করো তাহলে সাহায্য পাবে। যারা পূর্ব কল্পে পুরুষার্থ করে নিজের প্রালঙ্ক তৈরী করেছিলো। সাক্ষী হয়ে দেখছে, তারা নিজেদের ইনসিওর করে। বাবা ভক্তিমার্গেরও হলেন ইনসিওর ম্যাগনেট। মানুষ ঈশ্বরার্থে দান করে। গরীবদের গুপ্ত দান করে। কারোর বিয়ের প্রয়োজনে গুপ্ত দান করে। গুপ্ত দানের ফলও গুপ্তই পায়। শো করালে তার শক্তি অর্ধেক হয়ে যায়। বাবা হলেন ম্যাগনেট (বিশাল ধনবান)। তোমরা তাঁর কাছে নিজেকে ইনসিওর করাও। যে যেমন নিজেকে ইনসিওর করে, সে তেমনই ফল পায়। পাপ করলে তার দণ্ডও ভোগ করে। পুণ্যের ফলও ভালো প্রাপ্ত করে। ওরা হলো জাগতিক ফিলানথ্রফিস্ট (পরোপকারী, মানবপ্রেমী)। তারা তাদের উপার্জন থেকে আট আনা, চার আনাও দান করে। তোমাদের তো এখন কমপ্লিট ফিলানথ্রফিস্ট হতে হবে। সম্পূর্ণ ইনসিওর করতে হবে। দেখো, মাম্মা কেবল তন আর মন ইনসিওর করেছিলো। কন্যাদের কাছে তো ধন থাকেই না। তাদের এই চিন্তা করার দরকার নেই। তারা তন - মন দিয়ে সেবা করে তাই কন্যারা খুব প্রিয় হয়। কন্যারা এক নম্বরে এসে যায়। বাবা অধরকুমার ছিলেন। হ্যাঁ, কোনো কোনো কুমারও আছে। স্বয়ম্বর করেও পবিত্র থেকে দেখায়, তবে তো অহো সৌভাগ্য। তারা সম্পূর্ণ সমর্পণও করে। তারা খুব ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে। বাবা বোঝান যে, কর্মের ভোগও এখানে সম্পূর্ণভাবে শোধ করতে হবে। মাম্মা - বাবাকেও কর্মের ভোগ করতে হয়েছিলো। বাকি থাকা হিসেবনিকেশ এখানেই বের হবে। এমন নয় যে, ঈশ্বরের হয়ে গেছি, তবুও তিনি রক্ষা কেন করেন না। তা নয়, কর্মভোগ তো অবশ্যই এখানেই শোধ করতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মারূপী পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিযোগের দ্বারা সত্যিকারের যাত্রা করতে হবে। বিনাশী ধনের পিছনে নিজের ভাগ্যকে নষ্ট ক'রো না। প্রকৃত উপার্জন করতে হবে।

২) তন - মন এবং ধনের দ্বারা ফিলানথ্রফিস্ট মহাদানী) হতে হবে। নিজের সবকিছুই ২১ জন্মের জন্য ইনসিওর করে দিতে হবে।

বরদানঃ:-

দিব্য বুদ্ধির বল দ্বারা পরমাত্ম টাচিংয়ের অনুভব করে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

দিব্য বুদ্ধিকে বুদ্ধিবল বলা হয়, এই বুদ্ধিবল দ্বারাই বাবার থেকে সর্বশক্তি ক্যাচ করে মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠে। সায়েন্স যেমন বুদ্ধিবল কিন্তু সে হলো সংসারী বুদ্ধি, তাই তা এই সংসারের প্রতি, প্রকৃতির

প্রতিই চিন্তা করে । তোমাদের কাছে আছে দিব্য বুদ্ধির শক্তি যা পরমাত্ম প্রাপ্তির অনুভব করায় । দিব্য বুদ্ধির দ্বারা প্রতিটি কর্ম পরমাত্ম পিওর টাচিংয়ের অনুভব করে সফলতার অনুভব করতে পারো । দিব্য বুদ্ধির বলের দ্বারা মায়ার আঘাতকে হারিয়ে দিতে পারো ।

স্লোগান:- মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে সবাইকে জ্ঞানের লাইট - মাইট যারা দেয়, তারাই প্রকৃত সেবাধারী ।

এই মাসের সকল মুরলী (ঐশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমপিতা শিব, ব্রহ্মা মুখকমল দ্বারা নিজের ব্রহ্মা বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদের সম্মুখে ১৮-১-১৯৬৯ এর পূর্বে উচ্চারণ করেছিলেন। এ'গুলি কেবল ব্রহ্মাকুমারীজ এর অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি. কে. বিদ্যার্থীদেরকেই শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্ম-অভিমानी ভব, এক বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে থাকো, তোমাদের হলো কুল, তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও"

*প্রশ্নঃ - শিব শক্তি পান্ডব সেনা পতি বাবার ডাইরেকশন কি ?

*উত্তরঃ - বাবার ডাইরেকশন (নির্দেশ) হলো - শ্রীমং অনুসারে চলে তোমরা ভারতের তরী পাড় করো। সর্ব ধর্মান্ পরিত্যাগ্য.... মামেকম্ স্মরণ করো (সব ধর্ম পরিত্যাগ করে এক আমাকে স্মরণ করো)। পবিত্র হয়ে অন্যদেরও পবিত্র করে তোলা। তোমরা শিব শক্তি, পান্ডব সেনা পবিত্র হয়ে নিজেদের তন-মন-ধন দিয়ে ভারতকে স্বর্গ করে তোলার সেবা করো। তোমরা শ্রীমতে চলে ননভায়েলেন্সের (অহিংসা) বল এর দ্বারা ভারতের সত্যিকারের সেবা করো।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়ঃ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। এটা নিরাকার শিব পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা। ওঁনাকে ভগবান বলা হয়। ভগবান একজনই হয়। ভারতবাসীদের অনেক ভগবান । কুকুর, বিড়াল, নুড়ি, পাথর সবাইকে ভগবান বলে মানে আর নিজেদেরকেও ভগবান বলে মনে করে। সেইজন্যই ভগবান বলেন এরা সব হলে নাস্তিক। পরমপিতা পরমাত্মার অপার মহিমা, তিনি পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করে তোলেন অথবা কড়ি তুল্য কাঙাল ভারতকে হীরের মতো মুকুটধারী (সিরতাজ) করে তোলেন। ৫ হাজার বছরের কথা, যখন ভারত ডবল মুকুটধারী ছিল। এ'সব কে বোঝাচ্ছেন? পরমপিতা পরমাত্মা শিব, যাঁকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। মহিমা করা হয় রচয়িতা বাবার, বাদবাকি সব তো তাঁর রচনা। ভারতবাসীরা বলে তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক। ভারত সুখে সমৃদ্ধ ছিল, এখন আর নেই। এখন আসুরিক রাবণ সম্প্রদায়। প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে ৫ বিকারের ব্যাপকতা রয়েছে, এর মধ্যে রাজা-রানী, সাধু-সন্ন্যাসী সবাই পড়ে। কোনো না কোনো বিকার তো অবশ্যই আছে। এটা হলোই পতিত দুনিয়া, পতিত ভারত। সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিল। তখন পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম, পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। এখন হচ্ছে অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। ভারত ডবল মুকুটধারী ছিল, অগাধ ধন সম্পদ ছিল, হীরে-জহরতের মহল ছিল, পরবর্তী সময়ে মুসলমান ইত্যাদি এসে লুট করে নিজেদের মসজিদ, কবরে হীরে-জহরত লাগিয়েছে। ভারতবাসীরা তো সম্পূর্ণ কাঙাল হয়ে গেছে। আমাকে ভুলে যাওয়ার জন্য নাস্তিক হয়ে গেছে। আমি তো ভারতবাসীদের দেবতা করে তুলি। মহিমাও করা হয় – তুমি মাতা-পিতা... তবে নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। ওঁনার কাছ থেকেই স্বর্গের অগাধ সুখ পাওয়া যায়। বাবা বলেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করে তুলি - রাজযোগ আর জ্ঞান প্রদান করে। পরমপিতা পরমাত্মা এসে আত্মাদের শিক্ষা দেন, তিনি বলেন আত্ম-অভিমानी ভব। এমন নয়, পরমাত্ম-অভিমानी ভব। এটা ভুল। ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। বাবা হলেন শিব আর বাচ্চারা হলো শালগ্রাম। উভয়েই পরমধাম নিবাসী। সুতরাং আমরা সবাই আত্মা। সন্ন্যাসীরা বলে দেয় ব্রহ্মোহম্, ব্রহ্মই ব্রহ্ম। বাকি সব মিথ্যা। আমরাও ব্রহ্ম। শ্রী শ্রী ১০৮ জগৎ গুরু, পতিত-পাবন তো একজনই, ওঁনাকেই সন্দ্রু বলা হয়। যারা পতিত দুনিয়াতে বাস করে তাদের পতিত-পাবন কীভাবে বলবে? তারা নিজেরাই পতিত সুতরাং অন্যদের পবিত্র কীভাবে করবে। যে আগে পবিত্র ছিল তাকেও বিয়ে দিয়ে পতিত বানিয়ে দেয়।

এখন শিববাবা বলছেন - বাচ্চারা, আত্ম-অভিমानी ভব। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাবা এসেই রাজযোগ শেখান। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা যায় না। সে হলো দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ। সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স ছিল। পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা অনেক উচ্চ। তিনি স্বয়ং আত্মাদের বলেন - হে আত্মারা, তোমরা যখন সত্যযুগে ছিলে কত পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়ে গেছো। পুনরায় যদি তোমরা সুখী হতে চাও তবে শ্রীমং অনুসারে চলো। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত হলো ভগবানের। মানুষ তো একদিকে বলে - ভগবান নাম-রূপ থেকে পৃথক তারপর আবার বলে - তিনি সর্বব্যাপী, একেই বলে ধর্মের গ্লানি। কারো জানা নেই যে ভারতেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। কে সেই ধর্ম স্থাপনা করেছিল – কোনো নলেজ নেই। বাবা এবং বাবার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। মানুষই তো জানবে, জানোয়ার তো জানবে না। শিববাবাকেও বাবা বলা হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের স্থাপনা হয়। কোনো মানুষ জানে না যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের কীভাবে রচনা করেন এবং পালন করান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন, এবং পরমপিতা পরমাত্মাকে ক্রিয়েটর (রচয়িতা) বলা হয়। তিনি আত্মাদের পিতা। সুতরাং সবাই হলো শিবের সন্তান

ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। উত্তরাধিকার ঐ মাতা-পিতার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। বাবা বলেন আমি তোমাদের জন্ম দিয়েছি সুতরাং আমাকেই স্মরণ করতে হবে আর উত্তরাধিকারকেও স্মরণ করো। সামনেই মৃত্যু। মৃত্যুর সময় বলা হয় ভগবানকে স্মরণ করো। এখন ভগবান স্বয়ং বলছেন – বাচ্চারা, তোমরা আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলো। এক হলো যাদব মত, দ্বিতীয় হলো কৌরব মত। এটা হলো পান্ডব মত। পান্ডবরাই ঈশ্বরীয় মত পায়। গাওয়াও হয়ে থাকে বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। পান্ডবদের হলো প্রীত বুদ্ধি।

তোমরা জানো - এটা হলো মিথ্যা খন্ড। পাঁচ হাজার বছর আগে ছিল সত্যখন্ড। সেখানে দেবতারা রাজত্ব করত। ভারতবাসীরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিল, যা এখন নেই। এখন তোমরা আবারও বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। সত্যযুগে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি (বিশ্ব সর্বশক্তিমান অধিকারী) অথরিটির রাজ্য ছিল, এখন সেটা আর নেই। বাবা বলেন পুনরায় আমি স্থাপন করছি। বাকি সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। এখন তোমরা পতিত-পাবন পরমাত্মাকে স্মরণ করো, নিজেকে আত্মা মনে করো। পাপ- আত্মা, পুণ্য-আত্মা বলা হয়। ভারতে সব পুণ্য আত্মা ছিল, এখন পাপ-আত্মা আছে। পুণ্য-পরমাত্মা বলা হয় না। তোমরা বাচ্চাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমি এসেছি বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, আমি তোমাদের অসীম জগতের বাবা এবং টিচার। তোমাদের অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির রহস্য বুঝিয়ে স্বদর্শন চক্রধারী করে তুলি। দেবতারা স্বদর্শন চক্রধারী হয় না। সবচেয়ে উচ্চ কুল হলো ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণ হলো শীর্ষে (কেশ শিখা/ চটি) ! প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান যারা পুনরায় দেবী-দেবতা হবে। বাবা বলেন তোমরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলে, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছে। পুনর্জন্ম নিতে-নিতে আসছো। এখন পুনরায় তোমাদের শিক্ষা প্রদান করে দেবী-দেবতা করে তুলি। এই সময় ভারতবাসীরা সম্পূর্ণ কবরস্থ হয়ে গেছে আর নিজেদের বড়-বড় টাইটেল (উপাধি) দিতে থাকে – সর্বোদয়া লীডার। সর্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির মনুষ্য মাত্রেরই উপর দয়া করা, এটা তো মানুষ করতে পারবে না। নলেজফুল (জ্ঞানী), ক্লিসফুল এক বাবাকেই বলা যায়। এখন বাবা বলছেন সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য..... মামেকম্ স্মরণ করলে যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এমন নয় যে গঙ্গা পতিত-পাবনী। পতিত-পাবন একজনই বাবা। এরা হলো শিব শক্তি পান্ডব সেনা, যারা পবিত্র থাকে। এই ভারতের মাতারা শিব শক্তি পান্ডব সেনা যারা তন-মন-ধন দিয়ে এই ভারতকে স্বর্গ করে তুলছে। একদিকে ননভায়েলেস (অহিংসা), অন্যদিকে ভায়েলেস (হিংসা)। ওরা কি করছে আর তোমরা কি করছো? স্মৃতি স্মারক আছে, ৫ হাজার বছর আগে যারা সেবা করেছিল তাদের স্মৃতি চিহ্ন আছে। তোমরা সার্ভিস করছো। এটা হলো নলেজ (জ্ঞান), এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো বিষয় নেই। তোমরা শিবের মন্দিরে যাও কিন্তু জানতে না যে শিববাবা স্বর্গের রচয়িতা। সুতরাং ওঁনার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। পরমাত্মা সবসময়ই বাচ্চাদের সুখের বর্ষা প্রদান করেন সেইজন্যই সবাই তাঁকে স্মরণ করে – পতিত-পাবন এসো। হে বাবা, তুমি এসে আবার আমাদের স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্য দাও, তুমি এসে জীবনমুক্তি দাও। সদ্গতি দাতা হলেন ভগবান। তোমরা সেই শিব শক্তি পান্ডব সেনা যারা পবিত্র হয়ে অন্যদেরও পবিত্র করে তোলো। তোমরা শ্রীমতে চলে ভারতের তরী পার করে দাও। তোমরা বাবার শ্রীমৎ পেয়েছো – সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ স্মরণ করো। এই বাবা হলেন সত্য-চিৎ-জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর..... । তিনি আসেন বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদান করতে। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মারাই শোনে। আত্মাই সবকিছু করে। বাবা বলেন তোমরা হলে হারিয়ে যাওয়া বাচ্চারা যারা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিলে..... পরমধাম থেকে প্রথমে কোন্ আত্মারা আসে? যারা শেষ পর্যন্ত এখানে থাকবে। স্বর্গের আদিতে এরা দেবী-দেবতা ছিল। ওরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম ভোগ করেছে। যখন পরমপিতা পরমাত্মা আসেন তখন বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আত্মারাই সবার প্রথমে এসে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। বাচ্চারা, গৃহস্থ পরিবারে থেকেও বাবাকে স্মরণ করো, কমল পুষ্পের মতো থাকো, শ্রীমৎ অনুসারে চলে পুনরায় এমনই শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা অগাধ সুখ ভোগ করেছে। তারপর মায়া রাবণ আসুরিক মতে তোমাদের নিচে নামিয়ে এনেছে। যারা সূর্যবংশীয় ছিল তারাই চন্দ্রবংশীয় হয়েছে.... এখন আবারও শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে। তোমরা হলে গুপ্ত। তোমাদের কেউ চেনে না। অসীম জগতের বাপু জী বলেন আমিই সম্পূর্ণ সৃষ্টির বাপু জী, স্বর্গ তো আমিই স্থাপন করবো। সীমিত জগতের বাপু জী ফরেনার্সদের তাড়িয়েছিল। ইনি তারপর সবাইকে এই সৃষ্টি থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যান। অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। এ'সব বিষয়ে বুঝবে তারাই যারা কল্প পূর্বেও বুঝেছিল। যারা সূর্য বংশী রাজত্বে আসে তারাই আবার এসে রাজত্ব করবে। এটা অনেক বড় বৃক্ষ । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্যাপলিং (কলম) লাগানো হচ্ছে। কলিযুগ হলো কাঁটার জঙ্গল আর সত্যযুগ হলো ফুলের বাগিচা। যারা একে অপরকে সুখ দেয় তাদের বলা হয় দৈবী সম্প্রদায়। যারা দুঃখ দেয় তাদের বলে আসুরিক সম্প্রদায়। শিববাবা এসে শিবালয় স্থাপন করেন। তোমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন। যে যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। ভারতে প্রথমে দৈবী সম্প্রদায় ছিল তারপর আসুরিক সম্প্রদায় অথবা শূদ্র সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে গেছে। এখন আবারও তোমরা দৈবী সম্প্রদায় ভুক্ত হবে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছো এরপর দেবতা হবে।

এই চক্র সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। বন্দেমাতরম। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সবাইকে সুখ প্রদান করে দৈবী সম্প্রদায়ের হতে হবে। আসুরিক সম্প্রদায়ের কোনো কর্তব্য করা উচিত নয়। শিবালয় স্থাপনার কার্যে সহযোগী হতে হবে।

২) আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। গৃহস্থ পরিবারে থেকেই এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যোগ অগ্নির দ্বারা নিজের বিকর্ম দহন করতে হবে।

বরদানঃ:- অ্যাটেনশন (মনোযোগ) আর অভ্যাসের নিজস্ব সংস্কারের দ্বারা নিজের এবং সবার সেবায় সফলতা মূর্ত ভব

ব্রাহ্মণ আত্মাদের নিজস্ব সংস্কার হলো "অ্যাটেনশন আর অভ্যাস"। সেইজন্যই কখনও অ্যাটেনশন দেওয়ার সময় টেনশন (চিন্তা) করবে না। সবসময় স্ব সেবা এবং অন্যদের সেবাও সাথে-সাথে করো। যে নিজের সেবা বাদ দিয়ে অন্যের সেবায় নিয়োজিত থাকে সে সফলতা পেতে পারে না, অতএব উভয়ের ব্যালেন্স (ভারসাম্য) বজায় রেখে এগিয়ে যেতে হবে। দুর্বল হবে না। তোমরা বিজয়ী আত্মা অনেকবারের নিমিত্ত হওয়া বিজয়ী আত্মা তোমরা। বিজয়ী আত্মার জন্য কোনো পরিশ্রম নেই, মুশকিলও নয়।

স্লোগানঃ:- জ্ঞানযুক্ত ক্ষমাশীল হও, তবে অন্তরে দুর্বলতার প্রতি বৈরাগ্য আসবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের শীতল ছিটা দিয়ে তোমাদেরকে সকলকে শান্ত শীতল বানাতে হবে, তোমরা হলে জ্ঞান- বর্ষণকারী শীতল দেবী"

*প্রশ্নঃ - বাবা তোমাদেরকে জ্ঞানের কলস দিয়েছেন কেন?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের কলস প্রাপ্ত হয়েছে প্রথমে নিজেকে শীতল করে তারপর সকলকে শীতল করে তোলার জন্য। এই সময় প্রত্যেকে কাম বিকারের আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তাদেরকে কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞানের চিতার উপরে বসাতে হবে। আত্মা যখন পবিত্র শীতল হবে তখনই সে দেবতা হতে পারবে, সেই কারণে তোমাদেরকে প্রত্যেক আত্মাকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগিয়ে পবিত্র করে তুলতে হবে। তোমাদের এটা হলো রুহানি (আত্মিক) সেবা।

*গীতঃ- যে পিয়ার সাথে আছে....

ওম্ শান্তি । যারা বাবার সাথে রয়েছে তাদের জন্য এই বারিধারা । এখন বরিশণ আর বাবা। তাহলে বাবার বরিশণ কীভাবে? ওয়ান্ডার লাগবে, তাই না? দুনিয়ার লোকেরা এ সকল কথা জানেনা, এ হলো জ্ঞানের বর্ষা। তোমাদেরকে শীতল দেবী করে তোলার জন্য জ্ঞান চিতার ওপরে বসানো হয়। শীতল শব্দের এগেনস্ট হলো তপ্ত (গরম) । তোমাদের নামই হল শীতল দেবী। শুধুমাত্র একজন দেবী তো হওয়া সম্ভব নয়, তাই না। নিশ্চয়ই অনেক দেবীরা থাকবেন, যাদের দ্বারা এই ভারতভূমি শীতল হয়ে উঠবে। এখন সকলেই কাম বিকারের চিতায় বসে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। এখানে এখন তোমাদের নাম শীতল দেবী অর্থাৎ শীতলতা প্রদানকারী। কোনো তপ্ত বস্তুকে ঠান্ডা করার জন্য শীতল জল ছিটিয়ে তা ঠান্ডা করা হয়। এ হল জ্ঞান রূপ অমৃতের শীতল বারিধারা, যা তপ্ত আত্মার ওপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়, এই জ্ঞানের ধারায় আত্মা পবিত্র হয়ে ওঠে আর তারপরে তা শীতল শান্ত হয়ে যায়। এখন সমগ্র দুনিয়া কাম চিতায় বসে জ্বলে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখন এই জ্ঞান অমৃতের শীতল কলস তোমরাই পেয়ে থাকো। এই জ্ঞানের কলস দিয়ে তোমরা নিজেরাও শীতল হয়ে যাও আর অন্যদেরকেও শীতল করে তোলা। ইনিও (মাম্মা) তো শীতল হয়েছেন, তাই না। উভয়ে একত্রে বসে রয়েছে। এখানে ঘর-সংসার ত্যাগ করার কোনো ব্যাপারই নেই। কিন্তু গোশালা যখন তৈরি হয়েছে তাহলে অবশ্যই কেউ না কেউ ঘর সংসার ত্যাগ করে বেরিয়েছে। কিসের জন্য? জ্ঞান চিতায় বসে শীতল হয়ে ওঠার জন্য। যখন তোমরা এখানে নিজেরা শীতল হয়ে উঠতে পারবে, তখনই তোমরা দেবতা হতে পারবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের মাধ্যমে কেউ আত্মিক হয়ে উঠেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তো তারা নাস্তিক হয়েই রয়েছে। আত্মিক লোকেরা নিজেদের মধ্যে কখনো ঝগড়া মারামারি করে না। নাস্তিক লোকেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করে। নাস্তিক কাকে বলা হয়? যে আমাকে অর্থাৎ নিজের পারলৌকিক পরমপ্রিয় পরমপিতা পরমাত্মাকে জানে না, চেনে না - তাকেই বলা হয় নাস্তিক। আজ সমগ্র জগতের প্রতিটি ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠেছে, কারণ পরমপিতা পরমাত্মাকে ভুলে যাওয়ার জন্য সকলেই নাস্তিক হয়ে গেছে। অসীম অনন্তের পিতাকে এবং তাঁর রচিত এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে তারা জানে না। অসীম জগতের বাবা বুঝিয়ে দেন যে, তোমরা কেন নাস্তিক হয়ে গেছো? অসীম জগতের বাবা যাকে তোমরা গডফাদার বলে থাকো এমন পিতাকে তোমরা কেন ভুলে গেছো? নিজের পিতার অকুপেশন (ভূমিকা) জানা প্রয়োজন। তিনি হলেন বীজ রূপ, সং-চিৎ-আনন্দ, জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর... সমস্ত বিশেষত্ব তাঁর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাঁর বিশেষত্বই আলাদা। তাঁর উদ্দেশ্যই বলা হয়ে থাকে তুমি মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক.... তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের মাতা পিতা, তাই না । যতক্ষণ পর্যন্ত অল্ক-কে (আল্লাহ অর্থাৎ বাবাকে) জানতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পথ খুঁজে পাবে না। এ কথা তো তোমরা জানো যে সত্যযুগে এই ভারত ভূখণ্ডেই দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেবী দেবতা বলা হত, যারা দেবী দেবতা ধর্মের, শুধুমাত্র তারাই একথা বুঝতে পারবে যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ এই ভারতের সর্বপ্রথম মালিক ছিলেন। ৫ হাজার বছরের কথা। দেখো বাবা, শিক্ষকরূপে এসে যখন আমাদেরকে বোঝাতে থাকেন, তখন ভালোভাবে চারিদিকে সমস্ত বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, বাচ্চারা ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনে ধারণ করতে পারছে, নাকি তাদের বুদ্ধিযোগ অন্যত্র কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে? যেমন ভাবে ভক্তি মার্গে লোকে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সামনে বসে থাকে কিন্তু তবুও তাদের বুদ্ধি তাদের কাজকর্ম ব্যবসা ইত্যাদির দিকে ধাবিত হতে থাকে। একাগ্রচিত্ত হয়ে কখনই তারা বসে না। একইভাবে এখানেও যদি বাবাকে সম্পূর্ণরূপে চিনতে না পারো, তাহলে জ্ঞানের ধারণা বুদ্ধিতে হয় না। মায়াকে বশীভূত করার জন্য, শিববাবা বশীকরণ মন্ত্র প্রদান করেন। বাবা বলেন, তোমরা নিজের পরমপিতা পরমাত্মা শিবকে স্মরণ করো, বুদ্ধিযোগ

একমাত্র তাঁর সাথে যুক্ত করো। এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ যেন তোমাদের পুরাতন ঘর সংসারের দিকে না যায়। বুদ্ধিযোগ একমাত্র বাবার সাথেই যুক্ত হয়ে থাকা উচিত, কারণ তোমাদেরকে এখন আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। আমি পান্ডা হয়ে এসেছি, তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ হলো শিবশক্তি পান্ডব সেনা। তোমরা শিবের থেকে শক্তি গ্রহণ করো। পরমপিতা পরমাত্মা তো সর্বশক্তিমান, তাই লোকে ভাবে যে পরমাত্মা তো মৃত ব্যক্তিকেও জীবিত করে দিতে পারেন। কিন্তু বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, অসীম অবিনাশী এই ড্রামাতে প্রত্যেকেই নিজের নিজের অনাদি পার্ট পেয়েছে। আমিও ক্রিয়েটর (রচয়িতা), ডাইরেক্টর (পরিচালক) এবং প্রিন্সিপল অ্যাক্টর (প্রধান অভিনেতা)। ড্রামার কোনো পার্টই আমি কিছু মাত্র পরিবর্তন করতে পারি না। মানুষ ভাবে বুঝি - পরমাত্মার নির্দেশ ছাড়া গাছের পাতাটুকুও নড়ে না। পরমাত্মা এসে কি, গাছের প্রতিটি পাতাকে হুকুম করবেন? পরমাত্মা নিজেই বলেন যে - আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। এমন নয় যে - আমার নির্দেশ অনুযায়ী গাছের পাতা নড়বে। ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী - এই জ্ঞান ভারতবাসীকে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব ও কাঙাল করে দিয়েছে। বাবার জ্ঞানের দ্বারা, ভারত পুনরায় বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে দিলওয়াড়া মন্দিরও একদম সঠিকভাবে বানানো হয়েছে। আদি দেব হলেন দিলরাজ, সমগ্র সৃষ্টির, সকলের হৃদয়ের ভালোবাসা গ্রহণ করেন। ভক্তদের হৃদয় তো সেই এক ভগবানের প্রতিই সমর্পিত হয়। এই দিলওয়াড়া মন্দির তাঁরই স্মরণে বানানো হয়েছে। উপরে রয়েছে দেবতাদের চিত্র আর নিচে রয়েছে রাজযোগীর তপস্যার চিত্র। ১০৮ জন বাচ্চারা নিজ নিজ আসনে বসে শিববাবাকে স্মরণ করছে। তাঁরাই ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছেন। গান্ধীজীও বলতেন নতুন দুনিয়া রাম রাজ্য চাই। কিন্তু সেই রাম রাজ্য নতুন দুনিয়াতে তো হলো পবিত্রতা। সেটা তো করতে পারবে না। পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করে তোলা - এ তো শুধুমাত্র বাবারই কাজ। কোনো মানুষের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। এর (ব্রহ্মাবাবা) সম্বন্ধেও বলা হয়ে থাকে যে, বহু জন্মের শেষে অস্তিম জন্মেরও অস্তিমে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করি। সুতরাং ইনিও তো পতিত, তাই না। যে পবিত্র ছিল, সেই পতিত হয়ে গেছে, আবার পুনরায় পবিত্র হয়ে উঠছে। যে এক সময়ে ছিল পূজনীয়, সে নিজেই আবার পূজারী হয়ে যায়। যে পূজারী ভক্তিতে পরিণত হয়েছে, ভগবান সেই ভক্তদের কাছেই প্রাপ্ত হয়। বাকি যারা মুক্তি লাভের জন্য পুরুষার্থ করে, তারা ভাবে যে নিজ নিজ পার্ট পালন করলেই বুঝি তারা মোক্ষলাভ করবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মোক্ষলাভ কেউই করতে পারে না। ভগবান বলেন - আমিও মোক্ষলাভ করতে পারি না, আমাকেও সার্থিসের জন্য এখানে আসতে হয়। আমাকে আসতে হয় - ভক্তদেরকে খুশি করতে, এই ভারতকে ভরপুর করে তুলতে, হারিয়ে যাওয়া স্বরাজ্য পুনরায় ফিরিয়ে দিতে, সলভেন্ট বানাতে আমাকেও এই পতিত শরীরে পতিত দুনিয়াতে আসতে হয়। অনেকবার এসেছি আবারো আসতেই থাকবো। ভারতকে সুন্দর ফুল বানাবো। এটা তো হলোই আসুরিক দুনিয়া, একে দৈবী দুনিয়া করে তুলি আমি। যারা আমাকে চিনতে পারবে, তারাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে। শিববাবা কল্পকল্প ধরে ভারতকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করতে আসেন। মানুষ তাঁর জয়ন্তী আজকাল পালন করে না। ক্যালেন্ডারে হলি ডে-ও রাখে না। বাস্তবে একটি মাত্র উৎসব শিব জয়ন্তী পালন করা উচিত আর বাদবাকি সমস্ত জয়ন্তী পালন করার ওয়ার্থ নট এ পেনী (এক কানাকড়িও মূল্য নেই)। এক পরম পিতা পরমাত্মা শিবের জয়ন্তী পালন করা ওয়ার্থ পাউন্ড (বিশাল মূল্যের), কারণ তিনি ভারতকে আবার সোনার চড়ুই পাখি বানিয়ে থাকেন। মহিমা হলো সেই এক এরই। মানুষ ভাবে গঙ্গা হলো পতিত-পাবনী, কিন্তু তবুও শুধুমাত্র এই এক এই কি মানুষের মন ভরে! নানান তীর্থক্ষেত্র, ধর্মস্থানে ঘুরতে থাকে। আর এইভাবে তারা প্রমাণ করে যে, তারা পতিত। একমাত্র পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, যার থেকে তোমরা জ্ঞান-গঙ্গা রূপে নির্গত হয়েছে। তোমাদেরই নাম হলো সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা। গঙ্গা নদীর কাছে গঙ্গাদেবীর মন্দির বানানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তোমরাই হলে জ্ঞানগঙ্গা। তোমরা দেবতা নও, তোমরা তো ব্রাহ্মণ। গঙ্গা নদীর নামে এক দেবীর চিত্রও দেখানো হয়। তাদের তো জানাই নেই। তোমরাই হলে জ্ঞান গঙ্গা, তোমরা হলে শক্তি। এই রাজযোগের দ্বারা তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা হয়ে উঠছো। প্রকৃত যোগ একেই বলে। বাদবাকি তো সকলেই স্বল্পকালের হেল্থ এর জন্য অনেক রকমের যোগ অভ্যাস শেখায়। একমাত্র বাবার সাথে যোগযুক্ত হওয়ার ফলে আমরা এভার হেলদি হয়ে থাকি। এখন বাবা এসে এই ভারতকে স্বর্গ করে তোলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে আত্মা হিসেবে জানবে এবং নিজেকে স্বয়ং পরমাত্মার সন্তান হিসেবে অনুভব করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর থেকে উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত করতে পারবে না। সকল আত্মাই আমাদের ভাই। ভারতবাসী আবার বলে দেয় যে আমরা সবাই হলাম ফাদার্স, ঈশ্বরের রূপ। শিবোহম্ ততস্বম্। তাহলে ফাদার্স যারা তারা তো সবাই দুঃখী, সুখের বর্সা তারা কোথা থেকে পাবে। মানুষ কতখানি ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। এটা হলো রাত। জ্ঞান হলো দিন। এই সব কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা হলে রুহানি সোশ্যাল ওয়ার্কার (আত্মিক সমাজসেবী)। তারা হলো দৈহিক রূপে সোশ্যাল ওয়ার্কার। তোমরা আত্মাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে থাকো, যাতে আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। বাদবাকি সকলেই তো দৈহিকভাবে বাহ্যিক সেবা করে থাকে। বাবা বসে বোঝাতে থাকেন যে - কতখানি বিশাল পার্থক্য রয়েছে! তোমরা গভকে স্মরণ করে গড-গডেজ হয়ে উঠছো। ভগবান নিজে বলেন - প্রিয় মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের গোলাম হয়ে এসেছি। এখন আমি যা বলছি সেটাকে মানো। একে বলা হয় শ্রীমৎ ভগবত। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো এটাই। কেউ আবার বলে - ব্রহ্মা জয়ন্তী সবার শ্রেষ্ঠ - তা একেবারেই নয়। শিববাবা হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের রচয়িতা, তিনি এসে এই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর এর মাধ্যমে সমস্ত কার্য করিয়ে নেন। তা না হলে নতুন সৃষ্টি কীভাবে তৈরি হবে? সবচেয়ে মুখ্য হল ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী। শিববাবা আসেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের সাথে। তাই শুধুমাত্র তাঁরই আগমনের সেই শুভক্ষণের জয়ন্তী পালন করা যায়। আজকাল তো কুকুর-বিড়াল সকলেরই জয়ন্তী পালন করা হয়। কুকুরের প্রতিও মানুষের কতো ভালোবাসা দেখা যায়! আজকালকার দুনিয়াতে দেখো কী কীই না হচ্ছে! বলা হয় - সত্যযুগে বাঘ-সিংহ ইত্যাদি থাকবে না। নিয়ম তা বলে না। সত্যযুগে মানুষের সংখ্যাও অল্প থাকবে, তো জন্তু জানোয়ার ইত্যাদিও খুব অল্পই থাকে। আগে এত রকমের অসুখ বিসুখ ছিল না। এখন নাম না জানা কত রকমের অসুখ বিসুখে সকলেই রোগগ্রস্ত আর এই পশুপাখি ইত্যাদিও ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে গরু বাছুরও কতো সুন্দর হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে - শ্রীকৃষ্ণ গোপালক ছিল। কিন্তু একথা কখনোই বলা বলে না যে - সত্যযুগে এমন সুন্দর ফার্স্টক্লাস গরু বাছুর ছিল। সত্যযুগে দেবতারা হিরে জহরতের মহলে থাকেন আর এখন এখানে সকলে ইট পাথরের বাড়িতে থাকে। এই সবই ভালো করে বোঝার বিষয়। যে বুঝতে পারবে সে কখনো এই পার্শালা ছেড়ে যাবে না। এই পার্শের এইম অবজেক্ট (প্রধান লক্ষ্য) না বুঝে, যদি কেউ এসে এই জ্ঞান শুনতে বসে, তাহলে সে বুঝতে পারবে না। অন্যন্য যে সমস্ত সংসঙ্গ ইত্যাদিতে মানুষ যায়, সেখানে এইম অবজেক্ট বলে কিছুই নেই। এখানে এটা হলো পার্শালা। পার্শালাতে এইম অবজেক্ট অবশ্যই থাকা দরকার। তোমরা এই পড়াশোনার এইম অবজেক্ট কি তা জানো। যাদের ভাগ্যে নেই, তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞানের ধারণাও হবে না। জীবনমুক্তিতেও তারা আসতে পারবে না। পিছন যারা থাকবে, তারা স্বর্গে আসতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিযোগ সর্বদাই যেন একমাত্র বাবার সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। পুরাতন ঘর বাড়ি পুরাতন দুনিয়ার প্রতি যেন বুদ্ধি না যায় - এইরকম একাগ্রচিত্ত অবস্থা তৈরি করতে হবে।

২) বাবার সর্ব বিশেষত্ব (গুণ) নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। সকল আত্মার উপরে জ্ঞানের ছিটা দিয়ে দিয়ে তাপ প্রশ্ন করে শীতল করে তুলতে হবে।

বরদানঃ:- সকল আত্মার সাথে আত্মিক অটুট ভালোবাসা রেখে, স্নেহমাথা আচরণকারী সফলতার প্রতিমূর্তি ভব যেমনভাবে বাবার প্রতি অটুট, অখন্ড, অটল ভালোবাসা রয়েছে, শ্রেষ্ঠ ভাবনা রয়েছে, নিশ্চয় রয়েছে - তেমনি ভাবেই ব্রাহ্মণ আত্মাদের প্রতি অটুট এবং অখন্ড আত্মিক ভালোবাসা যেন থাকে। যার যেমনই স্বভাব-সংস্কার অথবা চালচলন হোক না কেন, তবুও সমগ্র কল্পের মধ্যে ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে রয়েছে পারম্পরিক অটুট সম্বন্ধ, তারা তো ঈশ্বরীয় পরিবার, বাবা প্রত্যেক আত্মাকে বেছে বেছে এই ঈশ্বরীয় পরিবারে নিয়ে এসেছেন - এই স্মৃতি যখন থাকবে তখন আত্মিক ভালোবাসা অটুট হওয়ার কারণে স্নেহ সম্পন্ন ব্যবহার হবে আর সহজেই সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- অন্তরমুখী সে, যে যখনই চায় তখনই আওয়াজে (ব্যক্ত স্থিতিতে) আসে আর যখনই চায় তখনই আওয়াজের উর্ধ্বে চলে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - কখনও সাকার শরীরকে স্মরণ করবে না, চোখ দিয়ে যদিও একে (ব্রহ্মা বাবাকে) দেখছে কিন্তু স্মরণ সুপ্রীম টিচার শিববাবাকে করতে হবে”

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা কোন্ এক নিয়ম জানার কারণে মালা-ফুল ইত্যাদি এখন স্বীকার করতে পারবে না?
- *উত্তরঃ - আমরা জানি যে যাদের আত্মা এবং শরীর দুটোই হল পবিত্র, তারাই মালা-ফুলের অধিকারী। এই নিয়ম অনুসারে আমরা মালা-ফুল ইত্যাদি স্বীকার করতে পারবো না। বাবা বলছেন যে আমিও তোমাদের ফুল-মালা ইত্যাদি স্বীকার করি না, কেননা আমি না পূজ্য হই আর না পূজারী। আমি তো হলাম তোমাদের ওবিডিয়েন্ট ফাদার (কর্তব্যপরায়ণ বাবা) আর টিচার।
- *গীতঃ- ছেড়ে দিয়ে ওই আকাশ সিংহাসন, এই ধরিগ্রীতে এসো...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গান শুনেছে। এই গানের দ্বারা ভগবান সর্বব্যাপী- এই জ্ঞান ভুল প্রমাণিত হয়। স্মরণ করে যে এখন ভারত অনেক দুঃখী হয়ে গেছে। ড্রামা অনুসারে এইসব গান তৈরী হয়েছে। দুনিয়ার মানুষ তা জানে না। বাবা আসেন পতিতদেরকে পাবন বানাতে বা দুঃখীদেরকে দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করতে। দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করতে। বাচ্চারা জেনে গেছে যে, সেই বাবা এসে গেছেন। বাচ্চারা তাঁর পরিচয় পেয়ে গেছে। তিনি নিজে বসে বলছেন আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে বাচ্চারা, পুনরায় তোমাদেরকে সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য শোনাচ্ছি। সৃষ্টি একটাই, কেবল নতুন আর পুরানো হয়। যেরকম জন্মানোর সময় শরীর একদম নতুন থাকে, তারপর ধীরে-ধীরে পুরানো হয়ে যায়। নতুন শরীর, পুরানো শরীর - দুটো আলাদা শরীর তো বলবে না। শরীর একটাই, কেবল নতুন আর পুরানো হয়। সেইরকমই দুনিয়া একটাই, কেবল নতুন থেকে এখন পুরানো হয়েছে। নতুন কবে ছিল - এটা কেউ বলতে পারবে না। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, যখন নতুন দুনিয়া ছিল তখন ভারত নতুন ছিল। সত্যযুগ বলা হতো। সেই ভারত-ই এখন পুরানো হয়ে গেছে। একে পুরানো ওল্ড ওয়ার্ল্ড বলা যায়। নিউ ওয়ার্ল্ড থেকে পুনরায় ওল্ড হয়েছে, পুনরায় একে নতুন অবশ্যই হতে হবে। বাচ্চারা নতুন দুনিয়ার সাক্ষাৎকার করেছে। আচ্ছা, সেই নতুন দুনিয়ার মালিক কে ছিল? অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। আদি সনাতন দেবী-দেবতারা মালিক ছিল, এসব কথা বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাবা বলছেন এখন নিরন্তর এটাই স্মরণ করো। বাবা পরমধাম থেকে আমাদেরকে পড়াতে, রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। সকল মহিমা সেই এক বাবার-ই, এনার (ব্রহ্মার) কোনও মহিমা নেই। এই সময় সকলের বুদ্ধি ব্রষ্ট হয়ে গেছে, কিছুই বুঝতে পারে না, এইজন্য আমি আসি, তাই তো এই গীত তৈরী হয়েছে। সর্বব্যাপীর জ্ঞান তো ভুল প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকের পাট হল নিজস্ব। বাবা বারংবার বলেন যে দেহ-অভিমান ছেড়ে দেহী-অভিমानी হও আর শিববাবাকে স্মরণ করো। এটাই মনে করো যে শিববাবাই সবকিছু করছেন। ব্রহ্মা নেই। যদিও এনার রূপ এই চোখের দ্বারা দর্শন হয় কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি শিববাবার প্রতি যেতে হবে। শিববাবা যদি না আসতেন তাহলে এনার আত্মা, এনার শরীর কোনও কাজেরই থাকতো না। সর্বদা মনে করো শিববাবা আছেন, যিনি এনার দ্বারা পড়াচ্ছেন। ইনি (ব্রহ্মা) তোমাদের টিচার নন। সুপ্রীম টিচার হলেন তিনি, তাঁকে স্মরণ করতে হবে। কখনও এই শরীরকে স্মরণ করবে না। বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে যুক্ত করতে হবে। তাহলে সর্বব্যাপীর জ্ঞান আর টিকবেই না। বাচ্চারা স্মরণ করে - পুনরায় এসে জ্ঞান যোগ শেখাও। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া তো কেউ রাজযোগ শেখাতে পারবে না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই গীতার জ্ঞান বাবা স্বয়ং শোনান, তারপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়। সেখানে (সত্যযুগে) এই জ্ঞানের দরকারই নেই। রাজধানী স্থাপন হয়ে যায়, সন্নতি হয়ে যায়। জ্ঞান দেওয়া হয় দুর্গতি থেকে সন্নতিতে যাওয়ার জন্য। বাদবাকি যা কিছু আছে সবই হল ভক্তি মার্গের কথা। সাধারণ মানুষ জপ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদি যাকিছু করে, সেসবই হল ভক্তিমার্গের কথা, এর দ্বারা আমাদের কিছুই প্রাপ্ত হয় না। আত্মার ডানা ভেঙে গেছে। পাথর হয়ে গেছে। পাথর থেকে পুনরায় পারস বানাতে আমাকে আসতে হয়।

বাবা বলছেন এখন অনেক মানুষ হয়ে গেছে, সরিষার দানার মত সংসার ভরে গেছে। সব শেষ হয়ে যাবে। সত্যযুগে তো এতো মানুষ থাকবে না। নতুন দুনিয়াতে অনেক বৈভব, মানুষ অল্প সংখ্যক হবে। এখানে তো এত মানুষ হয়ে গেছে যে থাওয়ার জন্য কিছু পাওয়া যায় না। পুরানো অনুর্বর জমি পুনরায় নতুন হয়ে যাবে। সেখানে হল এভরিথিং নিউ। নামটাই কত মিষ্টি - হেভেন, স্বর্গ। দেবতাদের নতুন দুনিয়া। পুরানো ঘর ভেঙে নতুন ঘরে গিয়ে বসার জন্য মনে ইচ্ছে হয় তাই না। এখন লগন হল নতুন দুনিয়া স্বর্গ আসার। এই পুরানো শরীরের কোনও ভ্যালু (মূল্য) নেই। শিববাবার তো কোনও

শরীর নেই। বাচ্চারা বলে যে মালা পরাই। কিন্তু একে মালা পরালে তো বুদ্ধিযোগ এর প্রতি চলে যাবে। শিববাবা বলেন যে আমার মালার দরকার নেই, তোমরাই পূজ্য হও। পূজারীও হও। তোমরাই পূজ্য, তোমরাই পূজারী হও। তাই নিজেদেরই চিত্রকে পূজা করতে শুরু করে থাকে। বাবা বলছেন যে আমি না পূজ্য হই, আর না আমার ফুল ইত্যাদির দরকার আছে। আমি কেন পরবো? এইজন্য কখনও ফুল স্বীকার করেন না। তোমরা যখন পূজ্য হবে তখন যত ইচ্ছে ফুল দিয়ে সজ্জিত হবে। আমি তো হলাম তোমাদের মোস্ট ওবিডিয়েন্ট ফাদার-ও, টিচারও আবার সার্ভেন্টও। বড় বড় রম্যাল ব্যক্তির যখন কাগজের নিচে সই করে তখন লেখে - মিন্টো বা কার্জন (“Minto or “Curzon”, British Viceroy)... নিজেকে লর্ড (প্রভু) কখনও লেখে না। এখানে তো লেখে - শ্রী শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী অমুক। একদম শ্রী শব্দটি লিখে দেয়। তো বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে - বাচ্চারা এখন এই শরীরকে স্মরণ করবে না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর বাবাকে স্মরণ করো। এই পুরানো দুনিয়াতে আত্মা আর শরীর দুটোই পতিত হয়ে গেছে। সোনা ৯ ক্যারেট হবে তো অলংকারও ৯ ক্যারেট হবে। সোনাতেই খাদ পড়ে। তাই আত্মাকে নির্লিপ মনে করা উচিত নয়। এখনই তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞান আছে পুনরায় ২১ জন্মের জন্য প্রালঙ্ক নিয়ে নেবে, তাই কতোই না পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রহ্মার আত্মাও তাঁকে স্মরণ করে। এক ভগবানকে সকল ভক্তরা স্মরণ করে। কিন্তু তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাই বাবাকে ভুলে নুঁড়ি কাঁকড় সকলের পূজা করছে। আমরা জানি যে যা কিছু চলছে, ড্রামা শুটিং হয়ে যাচ্ছে। ড্রামাতে একবার যে শুটিং হয়, মনে করো মাঝখান দিয়ে কোনও পাখি ইত্যাদি উড়ে গেল তো সেটাই প্রত্যেকবার শুটিংএ দেখা যাবে। ঘুড়ি উড়তে থাকা শুট হয়ে গেলে তো সেটাই বারংবার রিপিট হতে থাকবে। এই ড্রামাও প্রতি সেকেন্ডে রিপিট হতে থাকে। শুট চলতেই থাকে। পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা, তোমরা হলে অ্যাক্টর (অভিনেতা)। এমন নয় যে গাছের পাতা ভগবানের আদেশে নড়ে। এই সব ড্রামায় নিরূপিত আছে, একে ভালোভাবে বুঝতে হবে। বাবাই এসে রাজযোগ শেখান আর ড্রামার নলেজ (জ্ঞান) প্রদান করেন। চিত্রও কতো সুন্দর তৈরী হয়েছে! সময়ের কাঁটা সঙ্গম যুগে পৌঁছে গেছে। কলিযুগ শেষ, সত্যযুগ আদির সঙ্গম। এখন পুরানো দুনিয়াতে অনেক ধর্ম আছে। নতুন দুনিয়াতে এতো ধর্ম থাকবে না। বাচ্চারা তোমরা সর্বদা এটাই মনে করো যে বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাই। রাজারাও এই লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে। তো তাদেরকে পূজ্য আমিই বানাই। যারা পূজ্য ছিল তারা এখন পূজারী হয়ে গেছে। বাচ্চারা তোমরা এখন বুঝে গেছো যে আমরা পূজ্য ছিলাম, পুনরায় আমরাই পূজারী হই। বাবা তো হন না। বাচ্চারা তোমরা এখন ফুল-মালা ইত্যাদি স্বীকার করবে না, নিয়ম অনুসারে যার আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র তারাই এই ফুলের অধিকারী। সেখানে স্বর্গে অনেক সুগন্ধী ফুল থাকবে। সুগন্ধ আঘ্রাণের জন্য ফুল প্রয়োজন, মালা পরার জন্যও ফুল লাগে। বাবা বলেন যে এখন তোমরা বিষ্ণুর গলার হার তৈরী হচ্ছে, নম্বরের ক্রমানুসারে তোমাদেরকে সিংহাসনে বসতে হবে। কল্প পূর্বে যে যত পুরুষার্থ করেছিলে, ততটাই করবে, করতে লেগে যাবে। নম্বরের ক্রমানুসার তো আছেই। বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় যে অমুক বাচ্চা খুব সার্বিসেবল (সেবা পরায়ণ)। যেরকম দোকানে হয় - শেঠ বা মালিক থাকে, ভাগীদার (partner) থাকে, ম্যানেজার থাকে। এও সেইরকম।

বাচ্চারা তোমাদেরকে মাতা-পিতার থেকেও এগিয়ে যেতে হবে। তোমরা আশ্চর্য হবে যে মাতা-পিতার থেকে কীভাবে এগিয়ে যাবো! বাবা তো বাচ্চাদেরকে পরিশ্রম করে যোগ্য বানাচ্ছেন সিংহাসনে বসানোর জন্য। এইজন্য বলেন যে আমাদের (মাতা-পিতার) সিংহাসনকেও জয় করো। একে অপরের উপর জয় প্রাপ্ত করে তাই না। এমন পুরুষার্থ করো যাতে নর থেকে নারায়ণ হতে পারো। প্রত্যেকেরই মুখ্য এইম্ অবজেক্ট হল এক। তারপর বলে যে কিংডম (রাজধানী) স্থাপন হচ্ছে, তারপর সেখানে ভ্যারাইটি পদ থাকবে। মাঝাকে জয় করার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো। বাচ্চাদেরকেও অতি স্নেহের সাথে পালনা দাও। কিন্তু ট্রাস্টি (নিমিত্ত) হয়ে থাকে। ভক্তিমার্গে বলতে না যে - প্রভু, এই সব কিছু আপনার দান। নিজের সম্পত্তি যখন ভগবান ফিরিয়ে নেন তখন কাল্পনিক করার কথা নেই। কিন্তু এটা হলই দুঃখের দুনিয়া। মানুষ গল্প শোনাতে থাকে, মোহজীত রাজারও গল্প শোনায়। সেখানে কোনও দুঃখ ফিল (অনুভব) হয় না, এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে। সেখানে কখনও কেউ অসুস্থ হয় না। এভারহেল্দি (চিরসুস্থ) নিরোগী কায়া থাকে। সেখানে বিবাহ ইত্যাদি কীভাবে হয়, কেমন ড্রেস পরিধান করে, সেখানকার রীতি-রেওয়াজ কেমন - বাচ্চারা এইসব সাফাংকার করেছে। সেই সব পার্ট অতীত হয়ে গেছে। সেইসময় এত জ্ঞান ছিল না। এখন দিন-প্রতিদিন বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে শক্তি প্রবলভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে। এইসবও ড্রামাতে নিরূপিত আছে। আশ্চর্যের বিষয় - পরমাত্মার মধ্যেও কতো পার্ট ভরা আছে! নিজে বসে বোঝাচ্ছেন - ব্রহ্মাণ্ডের উপরে বসে আমি কতো কাজ করি! নীচে তো কল্পের মধ্যে একবারই আসি। অনেকে নিরাকারেরও পূজাও করে। কিন্তু নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কিভাবে এসে পড়ান - এই কথা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, তাই নিরাকারের সাথে প্রীতি ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই রাজযোগ তো পরমাত্মাই

শিখিয়েছেন আর জগতবাসীকে বলেছেন। এই জগত পরিবর্তন হচ্ছে, যুগ পরিবর্তন হচ্ছে। এই ড্রামার চরুকে এখন তোমরা বুঝে গেছো। সাধারণ মানুষ কিছুই জানে না। সত্যযুগের দেবী-দেবতাদেরকেও জানে না। কেবলমাত্র দেবতাদের নিদর্শনগুলি রয়ে গেছে।

বাবা বোঝাচ্ছেন সর্বদা এটা মনে করবে - আমি শিববাবার, শিববাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, শিববাবা আমাদেরকে এই ব্রহ্মা শরীর দ্বারা শিক্ষা প্রদান করছেন। শিববাবার স্মরণে অনেক মজা আসে। এইরকম গড় ফাদার আর কে হতে পারে! বাবাও, শিক্ষকও। কিন্তু সেই ফাদার গুরুও হবে, এটা হতে পারে না। টিচার হতে পারে, ফাদারকে গুরু কখনও বলা হবে না। এনার (ব্রহ্মা বাবার) ফাদারও টিচার ছিলেন, পড়াতেন। আমিও পড়তাম। তিনি হলেন লৌকিকের ফাদার টিচার। তোমরা নিজেদেরকে গডলি স্টুডেন্ট মনে করো সেটাও অহো সৌভাগ্য। গড় ফাদার পড়াচ্ছেন। কতটা ক্লিয়ার। তো বাবা কতোই না মিষ্টি! মিষ্টি জিনিসকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। যেরকম প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা হয়। তাদের ভালোবাসা বিকারের জন্য হয় না। ব্যস, একে-অপরকে দেখতে থাকে। তোমাদের হল আত্মাদের সাথে পরমাত্মার ভালোবাসা। আত্মা বলে যে বাবা কতোইনা জ্ঞানের, প্রেমের সাগর! এই পতিত শরীরে এসে আমাদেরকে কতোইনা শ্রেষ্ঠ বানান! গায়নও আছে - মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না। সেকেণ্ডে বৈকুণ্ঠে চলে যায়। সেকেণ্ডে মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যায়। এটাই হল এইম্ অবজেক্ট, এরজন্য পড়াশোনা করতে হবে। গুরু নানকও বলেছেন - নোংরা কাপড় পরিষ্কার করেন... লক্স (Lux) সাবান আছে তাই না। বাবা বলেন আমি কতো বড় ধোপা। তোমাদের বস্ত্রকে (আত্মা আর শরীরকে) কতোইনা শুদ্ধ বানাই! এইরকম ধোপা কখনও দেখেছো? আত্মা, যেটা একদম কালো হয়ে গেছে, তাকে যোগবলের দ্বারা কতোই না শুদ্ধ বানাই! তো এনাকে (ব্রহ্মা দাদাকে) কখনও স্মরণ করবে না। এই কাজ হল শিববাবার, তাঁকেই স্মরণ করো। এই ব্রহ্মার থেকেও তিনি অনেক মিষ্টি। আত্মাদেরকে বলছেন যে তোমরা এই চোখের দ্বারা এই ব্রহ্মার রথ দেখতে পাও কিন্তু তোমরা স্মরণ শিববাবাকে করবে। শিববাবা তোমাদেরকে এনার দ্বারা কড়ি থেকে হীরের মতো তৈরী করছেন। আচ্ছা

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট, ভগবান টিচার হয়ে পড়াচ্ছেন - এই স্মৃতিতে থাকতে হবে। ঘর-গৃহস্থ থেকে সম্পূর্ণ ট্রাস্টি (নিমিত্ত) হয়ে থাকতে হবে।

২) এখন মালা ফুল ইত্যাদি স্বীকার করবে না। বিষ্ণুর গলার মালা হওয়ার জন্য মায়াকে জয় করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- “আগে আপনি” এই বিশেষ গুণ দ্বারা সকলের প্রিয় হয়ে সফল মূর্তি ভব
একে-অপরকে এগিয়ে দেওয়ার গুণ অর্থাৎ “প্রথমে আপনি” (পহলে আপ) এই গুণ পরমার্থ আর ব্যবহার (ব্যবহারিক জগতের) দুই ক্ষেত্রেই সকলের প্রিয় বানিয়ে দেয়। বাবারও এটা হল মুখ্য গুণ। বাবা বলেন বাচ্চারা “প্রথমে তোমরা”। তো এই গুণের জন্য ফলো ফাদার করো, এটাই হল সফলতা প্রাপ্ত করার বিধি। যে বাবার প্রিয় হয়, ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রিয় হয় আর বিশ্ব সেবার প্রিয় হয় সে-ই হল এভারেডি।

স্লোগান:- মনন শক্তির আধারে জ্ঞান খাজানাকে নিজের আপন বানিয়ে নাও তাহলে বিঘ্ন বিদায় নিয়ে নেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে রূপ-বসন্ত, বাবার স্মরণে তোমাদেরকে থাকতে হবে। তাই জ্ঞান-রত্নের বীজও বপন করতে হবে, ভারতের শৃঙ্গারও করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা কলিযুগী গোবর্ধন পর্বতকে ওঠানোর জন্য কোন্ অঙ্গুলি দিয়ে থাকো?

*উত্তরঃ - পবিত্রতার। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করাই হলো যেন অঙ্গুলি দেওয়া। পবিত্রতা না থাকায় ভারতের কী হাল হয়ে গেছে দেখো। পবিত্রতা আছে তো পীস-প্রস্পারিপি সব আছে। সেইজন্য শ্রীমৎ অনুসারে আগুন আর কর্পূর একসাথে থেকেও পবিত্র হতে হবে (প্রবৃত্তিতে থেকে পবিত্র হতে হবে)। ঘর বাড়ি'র সন্ধ্যাস করতে হবে না।

*গীতঃ- আগত দিনের তোমরাই হলে ভাগ্য...

ওম্ শান্তি । মায়েরা, সকল সজনীরা এই গীত শুনলো। বাচ্চারা জানে যে, এই ভারতের ভাগ্য রেখা অবরুদ্ধ হয়েছে। কার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছে ভাগ্য? ৫ বিকার রূপী রাবণের দ্বারা । এখন আবার বাচ্চারা তোমরা ভারতের ভাগ্য নির্মাণ করছো। তোমরা হলে শিব শক্তি মাতা। যখন জ্ঞান সাগর আসেন তখন মাতাদের উপরে কলস রাখেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা ভারতের ভাগ্য নির্মাণে অর্থাৎ ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে থাকি। তোমরা হলে বাবার সেনা। বাবার গৃহের শোভা হলে তোমরা। মা-বাবার সন্তান না থাকলে ঘরবাড়ি ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এখন এই দুনিয়া ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এখন তোমরা একে স্বর্গ বানিয়ে তুলবে। বাবা বলেন, মায়েরা, আমি হলাম তোমাদের গোলাম। কেননা আগে এই মায়েরা তাদের পতিদের গোলাম ছিল। তাদেরকে বলা হতো হিন্দু নারীর পতিই হলো গুরু-ঈশ্বর সব কিছু। বাস্তবে এই সময়ের কথাকে তারা ভক্তি মার্গে নিয়ে গেছে। পরমপিতা পরমাত্মাকেই এই সময় বলা হয় স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব। সব কিছুই সেই এক-ই। হিন্দুরা একে তারপর পতিদের উপরে বসিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে শিব বাবা হলেন পতিদের পতি। তোমরা তো সৌভাগ্যশালী হয়ে ওঠো আর এই পতিও হলেন অমর। তোমাদেরকেও অমরনাথ, অমরপুরীর মালিক বানান। এই রকম পতিকে অনেক বেশী করে স্মরণ করতে হবে যে তোমাদেরকে পড়িয়ে স্বর্গের মালিক বানান। এই রকম পতিতে ভুললে পরে কাঁদতে হবে। বাবা বলেন - তোমাদের সাজন কি মরে গেছে যে তোমরা কাঁদছো? তোমাদেরকে তো এখন সর্বদা হর্ষিতমুখ থাকতে হবে। দেবতাদের চেহারা সব সময় প্রফুল্লিত থাকে। মানুষ সেই চেহারার দিকে তাকালেই খুশী হয়ে যায়। দেবতারা সেই খুশী কোথা থেকে নিয়ে এসেছে? সঙ্গমযুগে বাবা এই রকম হর্ষিতমুখ, হাসিখুশি বানিয়েছিলেন। এখন পুরুষার্থ করতে হবে, তবেই তো অবিনাশী হবে। বাবা বলেন - কাল্লার তো কোনো ব্যাপারই নেই। বাঃ এমন অপূর্ব সাজন পেয়েছি যার দ্বারা আমরা স্বর্গের মহারাজা-মহারানী হয়ে যাই। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে এক একটি পা ফেলে থাকো। তোমরা যে ভাস্কর্য শুনছো, সেই এক একটি ভাস্কর্য হলো লাখ টাকার। সেইসব বিদ্বানরা গীতা, বেদান্ত ইত্যাদি শোনায় আর বলে সে'সব ভাস্কর্য হলো লাখ টাকার। কিন্তু তা তো নয়।

তোমরা প্রত্যেকে হলে রূপ-বসন্ত। আত্মা তো হলো রূপ। বাবাও হলেন রূপ, তারপর ওঁনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । জ্ঞানের বর্ষা করেন তিনি। স্থূল জলের কথা নয়, একে বলা হয় জ্ঞান-রত্ন। প্রত্যেককে এই জ্ঞান রত্নের বীজ বুনতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে যে, তোমরা হলে আত্মা, এটা হলো তোমাদের শরীর। তোমরা বলে থাকো পাপ-আত্মা, পুণ্য-আত্মা। পাপ-পরমাত্মা, পুণ্য-পরমাত্মা তো বলা না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে - "পরমাত্মা সর্বব্যাপী নন। মায়া পাপ-আত্মা বানিয়ে দেয় । আর বাবা পুণ্য আত্মা বানায়। পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াকে স্বর্গ আর পাপ-আত্মাদের দুনিয়াকে নরক বলা হয় । সকলকে পবিত্র বানান, সন্নতি দেন একমাত্র বাবা-ই। তো তোমরা বাচ্চারা হলে এই অসীম গৃহের শৃঙ্গার। ভারতের শৃঙ্গার তোমাদেরকে করতে হবে । বৈকুণ্ঠকে ওয়াল্ডার অফ দ্য ওয়াল্ড বলা হয়। মানুষ ৭ স্থূল ওয়াল্ডার্সকে দেখায়। সে'সব তো হলো মানুষের তৈরী করা। বাস্তবে ওয়াল্ডার অফ দ্য ওয়াল্ড হলো বৈকুণ্ঠ, যেখানে সব আত্মারা সদা সুখী থাকে। গাওয়াও হয়ে থাকে অমুকে স্বর্গবাসী হলেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবা আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই যেতে পারে না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে - আমরা বৈকুণ্ঠে যেতে চলেছি। সেই সব স্থূল ওয়াল্ডার্স হলো চোখ (স্থূল) দিয়ে দেখার। তোমাদেরকে তো বৈকুণ্ঠ গিয়ে অগাধ সুখ ভোগ করতে হবে। সেখানে চোখের জল ফেলার ব্যাপারই নেই। বাবা বলেন, তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার সজনী, তোমরা কাঁদবে কেন? হয়ত সাজনকে ভুলে যাও। সাজনকে ভুলে যাওয়া মানে তার থেকে বিদায় নেওয়া। সর্বদা তাঁকে স্মরণ করতে থাকো তবে চোখের জল ফেলতে হবে না। কারো আত্মীয়

পরিজন বিয়োগ হলে তখন চোখের জল ফেলে। এখন তো বেঁচে থেকেই তাদের থেকে বিদায় নিয়ে থাকো। কাঁদতে কাঁদতে তারপর চিরকালের জন্য হাসতে থাকো, কারণ বৈকুণ্ঠে যাও যে। এখানে তো চোখের জল ফেলার দরকার নেই। বাবা বলেছেন - আত্মা (মা) মরলে তাও হালুয়া খাও। কোন্ হালুয়া। এই জ্ঞানের। এখন তো সবাই মরে পড়ে আছে। কার কথা ভাববে, আর কার কথা ভাববে না - এত এত মানুষ মারা যাবে। ক্রিয়াকর্ম করার জন্য কেউ থাকবে না। জাপানে বম্ব পড়ে কত কত মানুষের মৃত্যু হয়, কারা ক্রিয়াকর্ম করেছিল? যারা ক্রিয়াকর্ম করার তারাও মরে যাবে। এ'সব তো হলো ভক্তি মার্গের রীতি রেওয়াজ। সত্যযুগে এ' সব কিছুই হয় না। সেখানে তো অগাধ সুখ। মোহজিত রাজার কাহিনীও হলো ওখানকার। তোমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে সেইসব কথা শুনে আসছো। এখন বাবা বলেন - যা কিছু শুনেছো সব ভুলে যাও। এখন সব কিছু বাবার থেকে শোনো। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল... তারা বানরের চেহারা দিয়ে এক রকমের খেলনা বানিয়েছে। টক নো ইভিল, সী নো ইভিল... কেননা এই সময় মানুষ বানরের থেকেও নিম্নতর, যাই বলে সবচেয়েই সত্য-সত্য বলতে থাকে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, গ্লানির কথা শুনো না। আমি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। বাবাকে তো অবশ্যই আসতেই হয়, তবেই তো নলেজ দেবেন। মানুষ বলে মুনি ঋষিরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন। বাবা বলেন - একেবারেই নয়। লক্ষ্মী-নারায়ণও ত্রিকালদর্শী ছিল না। ত্রিকালদর্শী কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই হয়েছো। তোমাদের এটা হলো ৮৪ তম জন্ম অন্তিম জন্ম। এমন নয় যে এই জ্ঞানের সংস্কার পরের জন্মে থাকবে। না। এটা প্রায় লোপ পেয়ে যায়। সেখানে তো রাজত্ব স্থাপন হয়ে যায়, তাই রাজযোগের দরকার নেই। তাহলে দেখো, বাবা কী বলেন আর মানুষ কী বলে। রাত আর দিনের প্রভেদ। মানুষ বলে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী, বাবা বলেন - না। মানুষ বলে কলিযুগের আয়ু এখন ৪০ হাজার বছর পড়ে আছে, বাবা বলেন - না। কতো গালগল্প শুনিয়েছে, ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে।

এখন মিষ্টি বাবা বলেন - অত্যন্ত মিষ্টি মধুর হও। তোমরা ঈশ্বরীয় দরবারে ঈশ্বরের সন্তান। তোমাদের কর্তব্য হলো যোগ লাগানো। গোবর্ধন পর্বতে যাবে তো সেখানে অঙ্গুলি দেখানো হয়। পর্বতের কতো পূজা হয়ে থাকে। ভারত যখন গোল্ডেন এজ হয়ে যায় তখন তার পূজা হয় না। তাই এই অঙ্গুলি হলো প্রতীক। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করা তো যেন অঙ্গুলি দেওয়া - ভারতকে স্যালভেজ (উদ্ধার) করবার জন্য। পবিত্রতা আছে তো পীস প্রস্পারিটিও আছে। পবিত্রতা নেই তো ভারতের হাল দেখো কী হয়েছে। পরিশ্রম আছে যে। সন্ন্যাসীরা বলে আসছে - আগুন আর কর্পূর একসাথে থাকতে পারে না। শাস্ত্রে এমনটাই রয়েছে। কিন্তু তোমরা সন্ন্যাসীদেরকে বলতে পারবে যে আমরা কীভাবে আগুন আর কর্পূর একসাথে পবিত্র থাকতে পারি। সন্ন্যাসীরা কী খোড়াই শ্রীমৎ পেয়ে থাকে নাকি। আমরা তো এখন বাবার শ্রীমতে চলছি। তারা পেয়ে থাকে শংকরাচার্যের মত। এটা হলো শিবাচার্যের মত। তোমরা হলে শিবাচার্যের সন্তান। এ'কথা কেউই জানে না। বলা হয় পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাহলে তো আচার্যই হলেন, তাই না? সন্ন্যাসী অনেক শাস্ত্র পড়ে টাইটেল প্রাপ্ত করে। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য এ' কথা কখনোই বলা হয় না। শিবের কথা তো তাদের জানাই নেই। তারা তো বাবাকে জানেই না। বাবাকে ছাড়া আর কাউকেই জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। কোনো সন্ন্যাসীর সামনাসামনি পড়লে বোলো - তোমরা তো হলে নিবৃত্তি মার্গের হঠযোগ সন্ন্যাসী। আমরা হলাম প্রবৃত্তি মার্গের রাজযোগী। তোমরা রাজযোগ শেখাতে পারবে না। তোমরা হলে রজোগুণী, কেননা শংকরাচার্য আসেনই দ্বাপরে। তোমাদের হলো হঠযোগের সন্ন্যাস। বাস্তবে কর্ম সন্ন্যাস তো হয়ই না। এখন বাচ্চারা তোমাদের ডায়রেকশনই অন্য কিছু প্রাপ্ত হয়। মানুষ চায় শান্তিতে থাকতে। বোলো - আচ্ছা, নিজেকে এই অরগ্যান্স গুলির থেকে ডিট্যাচ করে দাও। কিন্তু কেবল ডিট্যাচ করলেই লাভ হবে না। ডিট্যাচ হয়ে তারপর আমাকে স্মরণ করো, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। শান্তি তো হলো তোমাদের গলার মালা। আত্মার স্বধর্মই হলো শান্তি। আমরা আত্মারা মূললোকে সাইলেন্সে থাকি। তারপর সূক্ষ্মলোকে হলো মুভি। এটা হলো টকি, স্ট্রল লোক। তোমরা বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে। বাবা তো বেশি করে দেখেছেন। মাম্মা তো কিছুই দেখেননি। কখনোই ধ্যানে যাননি। জ্ঞানে তিনি কতো ক্ষুরধার ছিলেন। এই ধ্যানের আশাও রাখা উচিত নয়। মাম্মাকে দেখো ধ্যানে না গিয়েই কত এগিয়ে গিয়ে নম্বর নিয়েছেন। প্রথমে শ্রীলক্ষ্মী তারপর শ্রী নারায়ণ, সেনাদের বিষয়ে লেখা হয়েছে অর্জুনের বিনাশ আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার হয়। এই রথে রথী শিব বাবা বসে নলেজ শোনান। এই রথও নলেজ ওঁনার থেকে পেয়েছেন। ইনি নিজেও গীতা পড়তেন। অনেক কথকতা করতেন। এখন ওয়াল্ডার মনে হয় যে - শাস্ত্রে কী কীই না রয়েছে। বাবা বলেন - যা কিছু পড়েছো সব ভুলে যাও, শুনো না, দেখেও দেখো না। ব্যস্, আমরা তো চলছি বাবার ঘর সুইট হোমে। যতক্ষণ পর্যন্ত গাইড তথা লিবারেটর না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই যেতে পারে না। পান্ডা আর মুক্তিদাতা তো একজনই, তিনি হলেন বাবা। দুঃখের থেকে মুক্ত করে দেন, সেইজন্য তাঁকে গতি-সঙ্গতি দাতা বলা হয়। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সুপ্রীম সোল। নিরাকারী দুনিয়া হলো আত্মাদের থাকার স্থান। এমন নয় যে ব্রহ্ম হলেন পরমাত্মা, তাতে আত্মারা লীন হয়ে যাবে। কতখানি ওয়াল্ডারফুল সব কথা। তোমাদের ৮৪ জন্মের চার্ট হলো অবিনাশী, এটা কখনোই মিটেতে পারে না। সৃষ্টি অনাদি কাল থেকে রচিত। সত্যযুগকে নতুন দুনিয়া বলা হয়। এখন হলো পুরানো সৃষ্টি। পুরো সৃষ্টি কখনো বিনাশ হয় না। বাবা

আমেনই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানাতে। সৃষ্টি তো আছেই আছে। ৮৪ জন্ম তো অবশ্যই দেবতাদেরই হবে, তারপর কম হতে থাকে। তারপর খ্রীষ্টান প্রমুখদেরও হিসাব বের করতে পারবে। বাস্তবে ভারতবাসীদের জনসংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে যাওয়ার কারণে কম হয়ে গেছে। নামই হিন্দু রেখে দিয়েছে। বাবা বলেন আমি আসিই তখন যখন আমাকে ব্রহ্মার দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে হয়। শংকরের দ্বারা বিনাশ... তারপর যে স্থাপনা করবে সে-ই পালন করবে। গান্ধীজীকে যারা সহায়তা করেছিল, পরিশ্রম করেছিল, তবেই তো সবাই এখন সবাই সুখী। সেখানে সুখী তো সবাই হবে। বাকি পদ এর মধ্যে পার্থক্য এসে যায়। যে বাবার স্মরণে থাকে আর বর্ষাক (অবিনাশী উত্তরাধিকারকে) স্মরণ করে সে সূর্যবংশী হবে। কম স্মরণ করবে তো চন্দ্রবংশী, না হলে তখন প্রজা, দাস দাসী ইত্যাদি তো অনেক চাই তাই না! বাবা বুঝিয়েছেন যে, যোগবলের দ্বারাই যে কেউই বিশ্বের মালিক হতে পারে। তোমরা হলে যোগবলের অহিংসক সেনা। খ্রীষ্টানদেরও যদি এতখানি বল প্রাপ্ত হয়ে যায় তবে তারাও বিশ্বের মালিক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ল' তা বলে না। সেই বানরের গল্পটা আছে না! শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন এসে যায় - বিশ্বের রাজত্বের । তাই বিশ্বের রাজত্ব যোগবলের দ্বারাই প্রাপ্ত হতে পারে। বাবা বলেন আমি স্বর্গ রচনা করি। বাচ্চারা তোমাদেরও হলো এটাই কাজ। বাচ্চারা বাবার হয়ে স্থাপনাতে সহায়তা করে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা প্রফুল্লিত, হাসিখুশি থাকতে হবে। কখনোই চোখের জল ফেলবে না। বেঁচে থাকতেই সকলের থেকে বিদায় নিয়ে নিতে হবে। কারোর চিন্তনই করবে না।

২) নিজের শান্তি স্বধর্মে স্থিত থাকতে হবে। জ্ঞান আর যোগের দ্বারা সুতীর বেগে এগিয়ে যেতে হবে। ধ্যানের আশ (ইচ্ছা) রাখবে না।

বরদানঃ:- যথার্থ শ্রেষ্ঠ হ্যান্ডলিং দ্বারা সকলের আশীর্বাদ (দুয়া) প্রাপ্তকারী সকলের স্নেহী ভব বাবা যেমন কোনো বাচ্চারই ত্রুটি বিচ্যুতিকে দেখেননি, সাহস দিয়ে গেছেন যে, তুমি আমারই ছিলে, আছে আর সদা আমারই হবে, এই রকমই ফলো ফাদার করো। প্রত্যেকের বিশেষত্বকে দেখে তাদের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে এসো, তবে আত্মাদের থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আত্মিক ভালোবাসা ইমার্জ হবে আর বাবার সাথে সাথে সকলের স্নেহী হয়ে যাবে । যেখানে আত্মিক স্নেহ রয়েছে, সেখানে সর্বদা সকলের থেকে সম্ভাবনা, সহযোগের ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই আশীর্বাদের রূপে প্রাপ্ত হয়ে যায় । একেই বলা হয় রুহানী যথার্থ হ্যান্ডলিং ।

স্নোগানঃ:- নিজের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের একাগ্রতার দ্বারা, অন্য আত্মাদের বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়া বুদ্ধিকে একাগ্র করে দেওয়াই হলো সত্যিকারের সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সুসন্তান হয়ে শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে মাতা-পিতার আশীর্বাদ নিয়ে এগোতে থাকো, আশীর্বাদ প্রাপ্তিতে কখনও ভুল করবে না”

*প্রশ্নঃ - শিববাবা বাচ্চাদেরকে কোন্‌ শুভ মার্গ বলে দেন, যা কোনও মানুষ বলে দিতে পারে না?

*উত্তরঃ - পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করার শুভ মার্গ একমাত্র বাবাই বলে দেন। এই মার্গ বা পথের কথা কারো জানা নেই। যদি কোনও আত্মার জ্ঞান থাকতো তবে দুঃখ এলেই সেখানে ছুটে যেত। বাবা তোমাদেরকে মার্গ বলে দিয়েছেন - বাচ্চারা, দেহ সহ সব কিছু ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, এর দ্বারাই পবিত্র হবে।

*গীতঃ- নিয়ে নাও আশীর্বাদ মাতা পিতার....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা গীত শুনলো। আমরা মাতা-পিতাকে পতিত-পাবন তো বলেই থাকি। বাচ্চারা জানে যে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা নামাতে হবে, কীভাবে? শুধুমাত্র মাতা-পিতাকে স্মরণ করলে। আহবানও করে শিববাবাকেই। উঁচু থেকে উঁচু জ্ঞান, শিববাবা বোঝান। বাচ্চারা বর্ষা প্রাপ্ত করে শিববাবার কাছে। কিন্তু যত দিন অ্যাডপ্ট না করেন, মুখবংশী সন্তান না হয়, সন্তানের পরিচয় প্রাপ্ত হয় না। ভক্তিমার্গের মানুষ তো শুধু গান করে, তোমরা এখানে সম্মুখে বসে আছো। শিববাবা বলেন এখন আমি এসেছি তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা নামানোর পরামর্শ দিতে, শ্রীমৎ অনুসরণ করতে। ব্রহ্মাবাবা বলেন না, শিববাবা বলেন - আমার প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা বুঝেছো অবশ্যই একমাত্র পতিত-পাবন বাবা পাপের বোঝা নামানোর মার্গ বা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মার্গ বলে দেন। যেমন সুভাষ মার্গ নাম রাখা হয় । এ হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মার্গ। শিববাবা বলেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের মার্গ বলে দিতে এসেছি। মানুষ আহবান করে - হে পতিত-পাবন এসো এবং এসে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মার্গ বলে দাও। তোমাদেরকে এখন সেই মার্গ কে বলে দিচ্ছেন ? মোস্ট বিলাভেড বাবা। সাধু সন্ন্যাসীরা সাধনা করে মুক্তিতে যাওয়ার জন্য, কিন্তু যেতে পারে না। যখন দুনিয়া পতিত হয় তখন পবিত্র দুনিয়ার মার্গ বলে দিতে বাবাকে আসতে হয়। কোনও মানুষ মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ বলতে পারে না। অতএব শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলা উচিত। সব সঙ্গ ছাড়তে হবে। সর্ব ধর্মনি পরিত্যাজ, মামেকম্ দেহের সব ধর্ম গুলি যা যা আছে, সেসব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমি অমুক, আমার এত সম্পত্তি - এই সব ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং নিরন্তর পুরুষার্থ করো, আমাকে স্মরণ করো। আমি শুভ মার্গ বলে দিচ্ছি। এই রূপ শুভ মার্গ আর হয় না। এখন এই দুঃখের নাটক পূর্ণ হচ্ছে। এখনও এই দুঃখের পার্ট প্লে করতে চাও কি? তাহলে তো আরও দুঃখী হবে। এখানে কোনও মানুষ সুখী নেই। অকালে মৃত্যু ইত্যাদি কত রকমের দুঃখের সব রয়েছে । বিরলই এক আধজন দীর্ঘায়ু ব্যক্তি পাবে, বাকিরা তো রুগী হয়ে রয়েছে।

শিববাবা বলেন আমি গাইড হয়ে এসেছি। এখন মাতা-পিতাকে স্মরণ করো। শ্রীমৎ অনুসরণ করে চললে তোমাদের উপরে অনেক আশীর্বাদ বর্ষিত হয় যার ফলে তোমরা সবাই ভাগ্যশালী হয়ে যাও। শিববাবা বলেন তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। অসীম জগতের বাবার কাছে বিশ্বের মালিকানা নেওয়া কোনো কম কথা কি ! টাকা পয়সার জন্য কতভাবে মানুষ মানুষকে ঠকায়। এখানে এমন কোনো কিছু নেই। শিববাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তো সদাকালের জন্য নিরোগী হয়ে যাবে। ২১ জন্মের জন্য বিশাল বর্ষা প্রদান করেন ! এমন বাবার কাছে ভক্তিমার্গ থেকে তোমরা প্রতিজ্ঞা করে এসেছো। তোমার কাছে সমর্পণ করবো, তারপরে তোমার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করবো। এখন তোমরা জানো - আমরা আমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবার কাছে বসে আছি। শিববাবা হলেন নিরাকার, নিরহঙ্কারী, গায়ন আছে। অনেক উঁচু থেকেও উঁচু হলেন শিব পিতা। যখন ভক্তি পূর্ণ হয় তখন ভক্তির ফল প্রদান করতে আমি আসি। এ'কথাও বলে দেন - আমার প্রকৃত সত্য ভক্ত কারা! যারা সর্ব প্রথমে পূজ্য ছিল, ভগবান-ভগবতী ছিল, তারপরে উপর থেকে নীচে এসেছে, সতঃ-রজঃ-তমঃ-তে এসে এখন সম্পূর্ণ ভাবে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। তোমরা জানো আমরাই সেই বিশ্বের মালিক ছিলাম। ভারতের বিশাল মহিমা আছে তাই সবাই ভারতকে সহযোগিতা করে। জানে যে ভারত প্রথমে বিত্তবান ছিল। এখন ভারত গরিব হয়েছে তাই সবার দয়া হয়। ভারতকে খুব গরিব মনে করে সহযোগিতা করে। কেউ অনেক ধনী হয়ে পরে গরীব হয়ে যায় তো সবার দান দেওয়ার ইচ্ছে হয়। শিববাবা বলেন ভারতবাসী অনেক বিভ্রান্তিতে আছে। শিব জয়ন্তী পালন

করে, কিন্তু জানেনা যে শিববাবা কবে আসেন, এসে কি করেছেন। অবশ্যই শিববাবা বর্ষা নিয়ে এসে থাকবেন! স্বর্গের মালিক করেছিলেন। তিনি বলেন আমি বাচ্চাদেরকে সদা সুখী বানিয়ে, সিংহাসন প্রদান করে বাণপ্রস্থে চলে যাই। আমি কোনও আশা রাখি না। বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য আমি মালিক হই না। এমন বিলাভেড বাবাকে কীভাবে শক্ত হাতে ধরে থাকা উচিত। স্থূল হাত দিয়ে ধরার কথা নয়। বুদ্ধি দিয়ে ধরার কথা। সবাইকে নিজের ঘরে গৃহস্থেও থাকতে হবে। সন্তানদের প্রতিপালনও করতে হবে। এ'হল অসীম জগতের (বেহদের) সন্ধ্যাস। দেহ সহ যা কিছু আছে সব ত্যাগ করতে হবে। এখানে প্রতিটি বস্তু হল জরাজীর্ণ তমোপ্রধান। দুঃখ প্রদানকারী। তত্ত্বও দুঃখ দেয়। বৃষ্টিপাতের অভাবে অনাবৃষ্টি হয়। কখনও বন্যা আসে। সেখানে তো এই তত্ত্ব ইত্যাদি সবই তোমাদের অর্ডারে থাকবে। পাঁচ তত্ত্বও তোমাদের অবজ্ঞা করবে না।

এখন তোমরা বাচ্চারা শিববাবার কাছে দুআ বা আশীর্বাদ প্রাপ্ত করছো। দুআ প্রাপ্ত হবে শ্রীমতের আধারে। শিব বাবার শ্রীমৎ অনুসরণ করে সহযোগী হও তারপর আমাকে স্মরণ করো। কিন্তু থাকো পদ্ম ফুলের মতন। ব্যস, স্মরণের দ্বারাই তোমরা এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করবে। শিববাবা বলেন তোমরা শুধু পবিত্র হও। এমন নয় যে সব মানুষ অঙ্গুলি (সহযোগিতা করবে) দেবে। যারা কল্প পূর্বে শ্রীমৎ অনুসারে বাবার সহযোগী হয়েছিল, তারাই হবে। এই নেশা থাকা উচিত আমরা পরমপিতা পরমাত্মার রাইট হ্যান্ড হয়েছি। রাইট হ্যান্ড হলে পূর্ণ রাইটিয়াস হয়ে যাবে। বিজয় মালায় স্থান অর্জন করবে। এ'হল খুব সহজ। এতে কোনও হঠ যোগ ইত্যাদি করানো হয় না। নাটক পূর্ণ হয়েছে, ৮৪ জন্মের পার্ট পূর্ণ হয়েছে। এখন ছিঃ ছিঃ (অপবিত্র) বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। এখন আমাকে স্মরণ করতে করতে শান্তিধামে ফিরে যাবে। প্রথমে সেখানে নিবাস করবে পরে তোমাদেরকে সুখের সম্বন্ধে পাঠিয়ে দেবো। যথার্থই আমরা আত্মারা সেখান থেকেই আসি। ওই সুইট হোমকে তো সবাই ভুলে গেছে। মানুষ কাশীতে কালবট খায় (তলোয়ারে পূর্ণ কুঁয়োতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে)। মানুষ ভাবে এখানে দুঃখ আছে, আমরা ফিরে যাই শিবের কাছে। কিন্তু শিববাবার কাছে পৌঁছায় না। বাচ্চারা, এখানে তো তোমাদের পড়াশোনা করানো হয়। তোমরা উপার্জন করো। প্রথমে বাবার সন্তান হও। বাবা পড়ানো শুরু করেন তারপরে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান পরে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই এখানে চাই, তাইনা। অতএব তোমরা বোঝাতে পারো - আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার কুমারী। ব্রহ্মা হলেন শিববাবার সন্তান। শিববাবা হলেন আমাদের ঠাকুরদাদা। বর্ষা অর্থাৎ অবিনাশী উত্তরাধিকার ঠাকুরদাদার কাছে থেকেই প্রাপ্ত হয়। উনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাঁর কাছেই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে তাই বাবার মতানুসারে চলতে হবে। তাঁর আশীর্বাদ নিতে হবে। আঙুকারী সন্তানরাই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার অধিকারী। বাবা বলেন কুসন্তান নয় বরং সুসন্তান হও। বাবার হাত শক্ত করে ধরে নাও। বাবা তোমাদেরকে খুব আরামে নিয়ে যান। সব আত্মাদের উড়ে যাওয়ার ডানা বা পাখা প্রাপ্ত হয়। তোমরা যত শিববাবাকে স্মরণ করবে ততই উড়ে যাওয়ার ডানা প্রাপ্ত করবে। যারা দন্ড ভোগ করে তারা খোড়াই উঁচু পদের অধিকারী হবে। শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলো তাহলে দন্ড ভোগের অধিকারী হবে না। পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করা উচিত। মাঙ্গা বাবার চেয়েও উঁচু স্থান জয় করা উচিত। শিববাবা বার বার বলেন - বাচ্চারা, বাবার কাছে বিমুখ হবে না। কেউ সেন্টার স্থাপন করে, খুব সেবা করে, কেউ চলতে চলতে রুপ্ত হয়ে পড়ে, সম্পূর্ণ তো কেউ হয়নি। কিছু না কিছু খিট খিট হয়। কিন্তু কখনও বাবার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। বাবা, আমরা তোমার সন্তান, তোমার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করি। গৃহস্থ ইত্যাদিও প্রতিপালন করতে হবে। এই সন্ধ্যাস তো ভক্তিমার্গের সন্ধ্যাস নয়। তোমরা সন্তানের রচনা করেছ তো তাদের প্রতিপালনও করতে হবে। তাদের মধ্যেও কুসন্তান ও সুসন্তান অবশ্যই থাকবে। কু সন্তান সকলকে বিরক্ত করবে। বাবা বলেন তোমরা সবাইকে পারলৌকিক পিতার পরিচয় দাও। বলো - ও গড ফাদার বলছো, তবে উনি সর্বব্যাপী হবেন কীভাবে? বলাও হয় পতিত-পাবন, গড ফাদার তো নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়া আছে এবং পবিত্র দুনিয়াও আছে। সব আত্মাদের পিতা হলেন একমাত্র উনি শিববাবা। এখন তোমরা জানো আমরা সেই পিতার সম্মুখে বসে আছি, তিনি আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে আশীর্বাদ দেন - চিরঞ্জীবী হও। সেখানে তোমাদেরকে কাল গ্রাস করতে পারে না। তাই শিববাবা বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চলো। সবাইকে সুখ প্রদান করো। শিববাবা এসেছেন সবাইকে সুখী বানাতে। সুখ এবং শান্তির দুই বর্ষা প্রদান করতে। সেখানে তো মায়াই নেই, তো দুঃখ আসবে কোথা থেকে? এখানে একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করে। শিববাবা এসেছেন - সুখধাম - শান্তিধামের মালিক বানাতে। তার জন্য তোমরা পড়াশোনা করো। শিববাবা তো সব রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সবই তো বাচ্চাদের জন্যই। বাবা বলেন আমি হলাম তোমাদের সার্ভেন্ট। বাচ্চারা বলে - শিব বাবা, আমাদের নামে বাড়ি তৈরি করবেন। আচ্ছা, যা হুকুম। বাবাও বলেন যা হুকুম বাচ্চাদের। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই তোমাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করেছেন। সবকিছু শিববাবাই করেন। বাবা বলেন চিঠিও যদি লিখবে তো লেখো শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। এইরূপ অভ্যাস হওয়া উচিত। শিববাবাকে স্মরণ করলে অনেক পাপ নষ্ট হয়ে যায়। বাবা যুক্তি বলে দেন। শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। কতখানি সহজ তাইনা। নামই হল সহজ রাজযোগ

আর সহজ জ্ঞান। শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল... সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দেন। এও হলো সেকেন্ডের বিষয়। এখন ভারতবাসীদের উপরে রাহুর দশা পরিবর্তন হয়ে বৃহস্পতির দশা বসেছে।

বাবা বলেন বাচ্চারা দুআ নিয়ে নাও, তো তোমাদের পাপের বোঝা নামবে। মামেকম্ স্মরণ করার প্র্যাক্টিস করো। উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে শিববাবা বলেন আমি মোস্ট বিলাভেড বাবা, আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদেরকে বর্ষা প্রদান করি। তাই মাতা-পিতার কাছে আশীর্বাদ নেওয়ার উপযুক্ত হওয়া উচিত। ব্রহ্মা বাবাও লৌকিক পিতার অনেক আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেছেন। পিতার সেবা করেছেন। শেষ সময়ে ওনার পিতা বলেছিলেন কাশীতে নিবাস করাও। আচ্ছা বাবা চলুন। সেখানে থাকার ভালো ব্যবস্থা করে চাকরবাকর ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল। বাবার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন তাইনা। সকলের সার্ভিস করলে আশীর্বাদ পাওয়া যায়। মাতা-পিতার আশীর্বাদই বাচ্চাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এখন হলো অসীম জগতের কথা তাই সুসন্ধান হয়ে আশীর্বাদ নিতে হবে। অতএব শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে থাকো আর সবাইকে পথ বলে দাও। ভারতবাসী স্বর্গের মালিক ছিল। এখন বাবা এসেছেন স্বর্গের বর্ষা প্রদান করতে। তিনি বলেন আমি তোমাদের বাবা, শুধু আমাকে স্মরণ করো আর অন্য কোনও নাম-রূপে আটকে থেকো না। দেহী অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করো তো ভবসাগর পার হয়ে যাবে। তুমি মাতা-পিতা, আমি বালক তোমার... এখন সেই মাতা-পিতা সম্মুখে বসে আছেন। বাবা যথার্থই কল্প পূর্বেও এসেছিলেন। কল্প-কল্প এমনভাবে বাবা এসেছিলেন। এই কথা আমরা জানি আর কেউ জানেনা। তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রকে জেনেছো। এখন শিববাবার কাছে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে ভুল করবে না। এই আশীর্বাদ প্রাপ্তি হলো বিশাল বড় আশীর্বাদ। বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে নিজে নির্বাণধামে গিয়ে বসেন। তিনি নিজে এই সৃষ্টির সুখ নেন না। আচ্ছা! বাবা বলেন বিস্তারিতভাবে কি শোনাবো। অল্প একটুই বুঝে নাও - তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও। গিট বেঁধে নাও। মানুষ কোনও কথা স্মরণে রাখার জন্য গিট বেঁধে নেয় তখন আর ভোলে না। সুতরাং এ'কথাও ভুলবে না।

যারা সেন্টার খোলে, তারা কতো আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে। স্বর্গের ফাউন্ডারকে সবাই অনেক স্মরণ করে। ও গড ফাদার, মর্সি অন মী (ও পরমপিতা, আমার উপরে দয়া করো)। তিনি হলেন সর্বজনের সদগতিদাতা, শান্তি দাতা....। বাবা কীভাবে বসে বাচ্চাদের সেবা করেন। উঁচু থেকে উঁচু বানিয়ে তোলেন। কেউ জানেনা যে বাবা এসে এদের কেমন তৈরি করেন। বাবা বাচ্চাদের সেবায় উপস্থিত আছেন, অত্যন্ত নিরহঙ্কারী তিনি। বাচ্চারাও কতো নানান রকমের আছে, তবুও বলেন ভবিষ্যৎ এমনই নির্দিষ্ট আছে। শিববাবা বলেন আমার অ্যাক্ট হুবহু সেম কল্প পূর্বের মতন চলে। গাঙ্কী অথবা নেহরুও চাইতেন যে ওয়ান অলমাইটি অথরিটি গভর্নমেন্ট হোক। এখন সেই কাজ শিববাবা করছেন। আস্তে আস্তে সবাই জানবে। কিন্তু টু লেট হয়ে যাবে। কর্মাতীত অবস্থা হলেই এই দেহ থাকবে না। শেষের দিকে যারা আসবে তাদেরকে খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। আর এমনিতেও শেষের দিকে যারা আসে তারাই খুব তীব্র বেগে এগিয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শিববাবার শ্রীমৎ পুরোপুরি অনুসরণ করে চলে বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে সম্পূর্ণ রাইটিয়াস হতে হবে। শিববাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে।

২) মাতা-পিতার আশীর্বাদই এগিয়ে নিয়ে যায়, তাই আঞ্জাকারী হয়ে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হবে। বাবার সমান নিরহঙ্কারী হতে হবে।

বরদান:- মন্সা-বাচা এবং কর্মণা তিনটি সেবারই খাতায় জমা করতে সক্ষম যন্তু স্নেহী ভব বাপদাদার কাছে সব বাচ্চাদের সেবার তিন প্রকারের খাতা জমা আছে। যে যন্তু স্নেহী হয় সে মন-বাণী-কর্মে, তন মন ও ধনের দ্বারা তিন প্রকারের সেবাতেই সদা সহযোগী হয়। প্রত্যেকটি খাতায় রয়েছে ১০০ করে মার্শ্ব। যদি কারো বাণীর সেবা আছে তো তার জন্য মন্সা ও কর্মের পার্সেন্টেজ যেন না কমে। বাণীর সেবা সহজ কিন্তু মন্সা সেবায় মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপার আছে এবং কর্ম সেবা শুধু স্থূল সেবা নয়, বরং সংগঠনে সম্পর্ক-সম্বন্ধে আসা - এও কর্মের খাতায় জমা হয়।

স্লোগান:- নিজের উপরে রাজস্বকারী স্বরাজ্য অধিকারী হও, সাথীদের উপরে রাজস্বকারী নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"পরমাত্ম-প্রতিপালন এবং পরিবর্তন শক্তির প্রত্যক্ষ স্বরূপ - সহজযোগী জীবন"

আজ বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার মস্তকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের বিশেষ তিন রেখা দেখছেন। সব বাচ্চার ভাগ্য তো সদা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েই আছে, কিন্তু আজ বিশেষ তিন রেখা ঝলমল করছে। এক হলো পরমাত্ম-প্রতিপালনের ভাগ্যের রেখা, আরেক হলো অসীম জগতের উঁচু থেকে উঁচু পড়াশোনার ভাগ্যের রেখা। তৃতীয়তঃ, শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হওয়ার ভাগ্যের রেখা। হয় লৌকিক, অথবা অলৌকিক, জীবনে প্রত্যেকের এই প্রাপ্তি হয়েই থাকে। তোমাদের পরিপোষণ প্রাপ্ত হয়, পাঠ প্রাপ্ত হয় এবং মতও প্রাপ্ত হয়। এই তিনের দ্বারাই প্রত্যেক আত্মা নিজের বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বানানোর নিমিত্ত হয়। তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার কা'র থেকে পরিপোষণ প্রাপ্ত হচ্ছে? পরমাত্ম-পরিপোষণের ভিতরে প্রতিটা সেকেন্ড পালিত হচ্ছে। যেমন পরম আত্মা উঁচু থেকে উঁচু তেমন পরমাত্ম-পালনও কত শ্রেষ্ঠ! আর এই পরমাত্ম-প্রতিপালনের পাত্র (সুযোগ্য) কে হয়েছে এবং কত সংখ্যক হয়েছে? সারা বিশ্বের আত্মারা 'বাবা' বলে, কিন্তু প্রতিপালন আর পড়ার পাত্র হয় না। আর তোমরা কত অল্প আত্মা এই ভাগ্যের পাত্র হও! সারা কল্পে এই ছোট একটা সময় পরমাত্ম-পালন প্রাপ্ত হয়। দৈবী লালনপালন, মানব লালনপালন এতো অনেক জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ প্রতিপালন এখন নয় তো কখনো নয়। এই রকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা সদা নিজের মস্তকে চকমকে অনুভব করো? কোনও প্রাপ্তিলাভ সদা করতে চাও নাকি কখনো কখনো? সুতরাং প্রাপ্তির পুরুষার্থও সদা চাই নাকি কখনো কখনো চাই? আর সদা তীব্র চাই নাকি কখনো সাধারণ, কখনো তীব্র? প্র্যাকটিক্যাল অবস্থা কী? চাওয়া আর প্র্যাকটিক্যালি হওয়া, এতে প্রভেদ হয়ে যায় তো না! ভাবো তো অনেক, কিন্তু স্মৃতিতে কম রাখো। কল্পনাস্বরূপ হতে হবে নাকি স্মৃতিস্বরূপ হতে হবে? স্মৃতিস্বরূপ হবে, তাই না! তো একটা বিষয় স্মৃতিতে রাখো, অমৃতবেলায় তোমাদের কে উঠিয়ে দেন? বাবার স্নেহ-ভালোবাসা উঠায়। দিনের আরম্ভ কত শ্রেষ্ঠ! তাছাড়া, বাবা স্বয়ং মিলন উদযাপনের জন্য ডাকেন, আত্মিক বার্তালাপ করেন, শক্তি ভরে দেন। সুতরাং প্রতিদিনের প্রারম্ভ কত শ্রেষ্ঠ! বাবার ভালোবাসায় ওঠো নাকি কখনো কখনো বাধ্য-বাধকতাতেও ওঠো? ভালোবাসার যথার্থ গীতই তো তোমাদের উঠায়। অমৃতবেলা থেকে বাবা কত স্নেহের সাথে ডাকেন, উঠিয়ে দেন - মিষ্টি বাচ্চা, প্রিয় বাচ্চা, এসো...। তো যার আদি এত শ্রেষ্ঠ তাহলে মধ্য আর অন্ত কী হবে? শ্রেষ্ঠ হবে তো না!

বাপদাদা দেখছিলেন যে, বর্তমান সময়ে প্রতিপালনের ভাগ্য বাচ্চাদের কতটা প্রাপ্ত হয়েছে! যতটা প্রাপ্ত হয়েছে ততটা লাভ নিয়েছে? স্বপ্নেও সঞ্চল মাত্র ছিল না যে, এত ভাগ্যের পাত্র হবে! ভাবনার বাইরে ছিল কিন্তু পেয়ে গেছ কত সহজে! বাবার ভালোবাসার প্রতিপালনের প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপই হলো 'সহজ যোগী জীবন'। যার প্রতি ভালোবাসা থাকে তার জন্য কঠিন পরিস্থিতি কিংবা কঠিন কোনও বিষয় না দেখা যায় না শোনা যায়। তাইতো বাবাও কঠিনকে সহজ বানিয়েছেন, তাই না! সদা সহজ। সুতরাং সদাই পুরুষার্থের গতি তীব্র হোক। আজ খুব ভালো পুরুষার্থ আর কাল পার্সেন্টেজে অল্প কম হয়ে যায় তাহলে কি সদা সহজ বলবে? সদা মুশকিল কে বানায়? নিজেই বানাও তো না? কারণ কী? কল্পনা করা তো তোমাদের অভ্যাস, কিন্তু স্মৃতিস্বরূপের সংস্কার কখনো ইমার্জ রাখো, কখনো মর্জ (দুর্বল) হয়ে যায়, কারণ যে স্মৃতিস্বরূপ সেই সমর্থ স্বরূপ। কল্পনা, এটা সমর্থ স্বরূপ নয়। স্মৃতি শক্তিশালী। বিস্মৃতিতে কেন এসে যাও? অভ্যাসের দ্বারা তোমরা বাধ্য হয়ে যাও। যদি পাকাপোক্ত না হও তো বাধ্য হয়ে যাবে। যেখানে শক্তি সেখানে বাধ্যবাধকতা নেই, যখন অরিজিনাল অভ্যাস বিস্মৃতির নয়। আদিতে স্মৃতিস্বরূপ হওয়ার প্রালব্ধ প্রাপ্তকারী দেবাত্মা তোমরা, যোগ লাগানোর পুরুষার্থ করো না, কিন্তু স্মৃতিস্বরূপ হওয়ার প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো। সুতরাং আদিতেও স্মৃতিস্বরূপের প্রত্যক্ষ জীবন আর অনাদি আত্মা, যখন তুমি পরমধাম থেকে এসেছ তখন তোমরা সব বিশেষ আত্মার সংস্কার আপনা থেকেই স্মৃতিস্বরূপ। আর অন্তে সঙ্গমেও স্মৃতিস্বরূপ হও তো না! সুতরাং অনাদি, আদি আর অন্ত – তিনকালই স্মৃতিস্বরূপ। বিস্মৃতি তো মাঝখানে এসেছে। তাহলে, আদি, অনাদি স্বরূপ সহজ হওয়া উচিত নাকি মধ্যের স্বরূপ? ভাবছ যে হ্যাঁ, আমি আত্মা কিন্তু স্মৃতিস্বরূপ হয়ে চলা, বলা, দেখা এতেই ফারাক হয়ে যায়। সুতরাং এটা স্মৃতিতে রাখো যে, আমি পরমাত্ম-প্রতিপালনের অধিকারী আত্মা।

বাপদাদা চার্ট চেক করেন, তখন রেখা কখনো উঁচু, কখনো নিচু হয়ে থাকে, কখনো কোনো দাগ থাকে, কখনো জীবনের কাগজে কোনো দাগ যদি নাও থাকে আর অন্য কোনো সময় দাগই দাগ, একের পিছনে দ্বিতীয়, দ্বিতীয়'র পিছনে তৃতীয় দাগই নজরে আসে। কেন? এক তো ভুল হয়ে যায় কিন্তু ভুল হওয়ার পরেও সেই ভুল বিষয়েই ভাবতে থাকো। কেন, কী, কীভাবে, এভাবে নয়, ওভাবে, নানাভাবে... বিষয়টাকে তোমরা ছাড়তে পারো না। পরিস্থিতি তোমাকে ছেড়ে চলে যায়

কিন্তু তুমি বিষয়টাকে ছাড়ো না। যতটা সময় ভাবনা স্বরূপ হও, যথার্থ স্মৃতিস্বরূপ হও না, ততটাই দাগের উপরে দাগ লাগতে শুরু করে। পেপারের টাইম কম হয় কিন্তু ব্যর্থ ভাবনার সংস্কার হওয়ার কারণে পেপারের টাইম বাড়িয়ে দাও। সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই নির্বিকল্প স্থিতি হবে – এই সংস্কার ইমার্জ করো। নির্বিকল্প কীভাবে হতে হয় জানো তো না? নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে স্মৃতিতে এনে সদা উৎফুল্ল থাকো। নিজের পরমাত্ম-প্রতিপালনকে সদা বারবার স্মৃতিতে নিয়ে এসো। শুনতেও জানো, ভাবতেও জানো কিন্তু তফাৎ কী হয়ে যায়? বাপদাদা বাচ্চাদের খেলা দেখতে থাকেন। সারাদিনে কি-কি খেলা করো - এটা রাতে চেক করো, তাই না? মায়ার খেলনা বড়ই চিত্তাকর্ষক। তো সেই খেলনা দিয়ে খেলতে শুরু করে দাও। প্রথমে তো খুব ভালোবাসার সাথে তোমাদের খেলা করায় আর খেলা করাতে করাতে যখন হার মানায় তখন তোমাদের হুঁশ ফিরে আসে। মেজরিটিতে এক বিশেষ শক্তির খামতি থেকে যায়। কখনো খুব ভালো এগিয়ে চলো, কখনো এগিয়ে চলো, কখনো ওড়ো, অগ্রসর হও কিন্তু আবার নিচে কেন এসে যাও? এর বিশেষ কারণ কী? পরিবর্তন শক্তির দুর্বলতা। বুঝতেও পারো যে, এটা যথার্থ নয় কিন্তু পরিবর্তিত হওয়ায় ঘাটতি রয়ে যায়। ব্রাহ্মণ জীবনে পরিবর্তনের মধ্যে এসে গেছ, এখন তোমরা কেউ বলবে যে আমি ব্রাহ্মণ নই? সবাই নিজেকে বি. কে. হিসেবেই লেখ, লেখ তো না! আমরা ব্রাহ্মণ, এটাই তো মনে করো, তাই না? ব্রাহ্মণ জীবনে যে পরীক্ষাই আসুক তার জন্য পরিবর্তন করার শক্তি আবশ্যিক হয়। যখন ব্যর্থ সঙ্কল্প চলে তখন তোমরা বুঝতেও পারো যে সেটা ব্যর্থ। কিন্তু ব্যর্থ সঙ্কল্পের ধারা এত প্রবল হয় যে সেটা নিজের দিকে আকর্ষণ করে চলে। যেমন নদী কিংবা সাগরের অনেক ফোর্স থাকে, যতই নিজেকে থামানোর চেষ্টা করুক তবুও ভেসে যায়। তোমরা বুঝতেও পারো, আবার ভাবো যে এটা ঠিক নয়, এতে লোকসান আছে তবুও স্রোতে ভেসে যাও, এর কারণ কী? পরিবর্তন শক্তির ঘাটতি। প্রথম বিশেষ পরিবর্তন হলো স্বরূপের পরিবর্তন। আমি শরীর নই, কিন্তু আমি আত্মা, এটাই স্বরূপের পরিবর্তন। এটা প্রথম পরিবর্তন। এতেও চেক করো, যখন দেহবোধের ফোর্স থাকে তখন আত্ম-অভিমানের স্বরূপে স্থিত হতে পারো নাকি ভেসে যাও! যদি সেকেন্ডে পরিবর্তন শক্তি কাজে এসে যায় তাহলে সময়, সঙ্কল্প কত বেঁচে যায়! ওয়েস্ট থেকে বেস্টে জমা হয়ে যায়।

প্রথম পরিবর্তন শক্তি হলো স্বরূপের পরিবর্তন আর স্বভাবের পরিবর্তন। পুরানো স্বভাব পুরুষাণী জীবনে ঠকিয়ে দেয়। বুঝতে পারো যে আমার এই স্বভাব যথার্থ নয়, আর এই স্বভাব সময় সময়তে ধোকাও দেয় - এটাও বুঝতে পারো, কিন্তু তবুও স্বভাবের বশ হয়ে যাও। তারপর নিজের রক্ষার জন্য বলো যে, আমার উদ্দেশ্য এটা ছিল না, আমার স্বভাব এই রকম, আমি চাই না কিন্তু আমার স্বভাব এটা। ব্রাহ্মণ হয়ে গেছ, সুতরাং তোমাদের জন্মই বদলে গেছে, সম্বন্ধ বদলে গেছে, মা-বাবা বদলে গেছে, পরিবার বদলে গেছে কিন্তু স্বভাব বদলায়নি! তারপরে রয়্যাল শব্দ বলছ আমার নেচার! তো প্রথম শক্তিহীন স্বরূপের পরিবর্তন, দ্বিতীয় স্বভাবের পরিবর্তন, তৃতীয় সঙ্কল্পের পরিবর্তন। সেকেন্ডে ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তন করো। কেউ কেউ মনে করে মাত্র আধঘন্টার তুফান ছিল, আধঘন্টা চলেছে কিংবা পনেরো মিনিট, কিন্তু আধঘন্টা বা পনেরো মিনিটের তুফান শক্তিহীন সংস্কার বানিয়ে দেয় তো না? যেমন কারও শরীর যদি বারবার দুর্বল হতে থাকে তবে সবসময়ের জন্য হীনবল হয়ে যায়। সুতরাং ১৫ মিনিট কিছু কম নয়। সপ্তমযুগের একেক সেকেন্ড বছরের সমান। সুতরাং এভাবে অমনোযোগী হয়ো না। যদিও বা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কিন্তু খুইয়েছ কতটা? যখন কদমে পদম্ বলো তো ১৫ মিনিটে কত কদম উঠবে আর কত পদম্ হারাবে? সঞ্চয়ে তো হিসেব ভালোই রাখো যে কদমে পদম্ জমা হয়ে গেছে, কিন্তু খোয়ানোরও তো হিসেব রাখো। তাহলে, না চাইলেও সংস্কার টানে! যে কোনো বিষয়ই যা বারবার হয় সেটা সংস্কারের রূপে ধারণ হয়ে যায়। অতএব, সঙ্কল্প পরিবর্তন করো। শুধু ভাবতে থাকো না - করা তো উচিত ছিল না, হয়ে গেছে, কী করবো? না, ভাবো আর কার্যে করে দেখাও। তোমরা বলে থাকো যা হয়ে গেছে তাতে বিন্দু লাগাও, একে অপরকে জ্ঞান দাও তো না - যখন কেউ এসে তোমাদের কোনো বিষয়ে বলে তখন তোমরা বলো ঠিক আছে, বিন্দু লাগিয়ে দাও, কিন্তু নিজে বিন্দু লাগাও। বিন্দু লাগানোর জন্য কোন শক্তি প্রয়োজন? পরিবর্তন-শক্তি।

যাদের পরিবর্তন-শক্তি আছে তারা সদাই নির্মল আর নিরহঙ্কার থাকে। যেমন বাপদাদা আগেও শুনিয়েছেন যে, যে মোন্ড হতে পারে সেই রিয়েল গোন্ড। যে রিয়েল গোন্ড তার লক্ষণ - সে মোন্ড হবে। সুতরাং চেক করো পরিবর্তন শক্তি সময়মতো কাজে আসে নাকি সময় চলে যাওয়ার পর ভাবছ? সুতরাং পরিবর্তন শক্তিকে বাড়াতে হবে। যার মধ্যে পরিবর্তন শক্তি আছে সে সকলের প্রিয় হবে। বিচারেও সহজ থাকবে, অগ্রসর হওয়ার জন্যই তো সেবায় থাকো, তাই না? সেবাতেও বিঘ্নরূপ কী? - আমার বিচার, আমার প্ল্যান, আমার সেবা এত ভালো হওয়া সত্ত্বেও কেন মানা হয়নি? তাহলে তাকে রিয়েল গোন্ড বলবে? আমিত্বভাব এসে গেছে, আমিত্বভাব আসা অর্থাৎ অ্যালয় মিক্স হওয়া। যখন রিয়েল গোন্ডে অ্যালয় মিক্স হয়ে যায় তখন সেটা রিয়েল থাকে? তার মূল্য থাকে? কত ফারাক হয়ে যায়! সুতরাং সময় আর বায়ুমন্ডল যাচাই করে নিজেকে পরিবর্তন করার আবশ্যকতা আছে। বড়-বড়ো বিষয়ে পরিবর্তন করা তো সহজ কিন্তু প্রতিটা

পৰিস্থিতিতে, সব সম্বন্ধ-সম্পৰ্কে সময় আৰু বায়ুমণ্ডলকে বুঝে নিজেকে পৰিবৰ্তন কৰা, এটাই নম্বৰ ওয়ান হওয়া। এটা ভেবো না যে, অমুকেও বুঝুক তো না, এ'ও পৰিবৰ্তন কৰুক তো না, শুধু আমিই পৰিবৰ্তন কৰব কী? যে উদ্যোগী সেই অৰ্জুন, এতে যদি নিজে নিজেকে পৰিবৰ্তন কৰেছ তৰে এই পৰিবৰ্তনই বিজয়ী হওয়ার নিদৰ্শন হয়। বুঝেছ। আচ্ছা।

চতুৰ্দিকৈৰ সকল স্মৃতিস্বৰূপ আত্মাদেৱ, সদা সেকেণ্ডে পৰিবৰ্তন শক্তি দ্বাৰা স্ব-পৰিবৰ্তনকাৰী শ্ৰেষ্ঠ আত্মাদেৱ, সদা সহজ যোগী অনুভবকাৰী অনুভাবী আত্মাদেৱ, সদা বাবাৰ সমীপ আৰু সমান হওয়ার উৎসাহ-উদীপনায় থাকা সকল আত্মাদেৱ বাপদাদাৰ স্মরণ-স্নেহ আৰু নমস্কাৰ।

টিচাৰ্চ :- সব টিচাৰ তো সদাই জ্ঞানস্বৰূপ, স্মৃতিস্বৰূপ তো বটেই, কেননা বাবা যেমন শিক্ষক হয়ে আসেন তোমরা তেমনই বাবা সমান নিমিত্ত শিক্ষক। বাবা যেমন নও, কিন্তু নিমিত্ত শিক্ষক তোমরা। সুতরাং টিচাৰদেৱৰ বিশেষত্ব নিমিত্ত ভাব আৰু নিৰ্মান (নিৰহঙ্কাৰ) ভাব। সফল টিচাৰ তাৰাই হয় যাদেৱ স্বভাব হ'বে নিৰ্মল।

এখন নিৰ্মল স্বভাব নিৰহঙ্কাৰিতাৰ নিদৰ্শন। অতএব, আন্ডাৰলাইন কৰো 'নিৰ্মল স্বভাব'। পূৰোপূৰি শীতল। শীতলতাৰ গায়ন হয় শীতলা দেবী ৰূপে। তো নিৰ্মল স্বভাব অৰ্থাৎ শীতল স্বভাব। ক্ৰোধ উৎপন্ন হয় এমন বিষয় হলেও তোমরা নিৰ্মল থাকবে তখন বলা যাবে সফল টিচাৰ। তো বাপদাদা তবুও কিসে আন্ডাৰলাইন কৰাচ্ছেন? নিৰ্মল স্বভাব। বুঝেছ? আচ্ছা!

প্ৰশ্নঃ - সৰ্বাপেক্ষা বড় খাজানা কোনটা? যাৰ দ্বাৰা জ্ঞান আৰু যোগেৰ যাচাই কৰা হয়?

উত্তৰঃ - সবচাইতে বড় খাজানা খুশি। যতই জ্ঞান হোক, যোগ হোক কিন্তু খুশিৰ প্ৰাপ্তি যদি না হয় তৰে জ্ঞান ঠিক নয়। যে পৰিস্থিতিই আসুক খুশি গায়েব হতে পাৰবে না। অবিনাশী বাবাৰ অবিনাশী খাজানা প্ৰাপ্ত হয়েছে সেইজন্য খুশি কখনো উধাও হতে পাৰে না। যোগযুক্ত হয়ে যদি তোমাদেৱ খুশি না থাকে তৰে যোগ ঠিক নয়। তোমাদেৱ খুশি দেখে অন্যেৱা জিজ্ঞাসা কৰবে, তোমরা কী পেয়েছ, সেটাই জ্ঞান আৰু যোগেৰ প্ৰত্যক্ষতাৰ সাধন।

প্ৰশ্নঃ - কীৰূপ ভালবাসাৰ আধাৰে বিঘ্নেৰ সমাপ্তি আপনা থেকেই হয়ে যায়?

উত্তৰঃ - এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়, এই একনিষ্ঠায় মগ্ন থাকো তৰে বিঘ্ন থাকতে পাৰে না। বিঘ্ন থাকা মানে একাগ্ৰতা নেই। বিঘ্ন যদি বা আসে কিন্তু তাৰ প্ৰভাৱ যেন না পড়ে। যখন তুমি প্ৰভাৱশালী আত্মা হয়ে যাও তখন কোনও প্ৰভাৱ পড়তে পাৰে না। যেমন সূৰ্যকে যে যতই লুকিয়ে ৰাখতে চেষ্টা কৰুক তবুও লুকিয়ে ৰাখা যায় না। সদা ৰালমল কৰতে থাকে। একইৰকম ভাবে প্ৰভাৱশালী আত্মাদেৱ কোনও প্ৰভাৱ তাৰ নিজেৰ দিকে টানতে পাৰে না। তাইতো, সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই, এই একনিষ্ঠায় মগ্ন থাকে, এটাই সঙ্গমযুগেৰ বিশেষ অনুভব।

বৰদানঃ- স্নেহেৰ লিষ্ট দ্বাৰা উড়তি কলাৰ অনুভব কৰে অবিনাশী স্নেহী ভব
পৰিশ্ৰম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাবাৰ স্নেহী হও। এই অবিনাশী স্নেহই অবিনাশী লিষ্ট হয়ে উড়তি কলাৰ অনুভব কৰায়। কিন্তু যদি স্নেহে অমনোযোগী হয় তাহলে বাবাৰ থেকে কাৰেন্ট পাওয়া যায় না এবং লিষ্ট কাজ কৰে না। যেমন লাইট বন্ধ হওয়াতে কানেকশন থাকে না, তো লিষ্ট দ্বাৰা সুখেৰ অনুভূতি কৰতে পাৰো না, একইভাবে স্নেহ কম হলে তখন পৰিশ্ৰমেৰ অনুভব হয়, সেইজন্য অবিনাশী স্নেহী হও।

স্নোগানঃ- শুভ সঙ্কল্প আৰু দিব্য বুদ্ধিৰ যন্ত্ৰ দ্বাৰা তীৰ্ণগতিতে উঁচু, উঁচু আৰু উঁচুতে উড়তে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2

2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পিওরিটি (পবিত্রতা) ব্যতীত মানুষ কোনো কাজের থাকে না, সেইজন্য নিজে পবিত্র হয়ে অন্যদেরকেও পবিত্র বানানোয় সহায়তা করতে হবে"

*প্রশ্ন:- কোন নিশ্চয় ব্যতীত তোমাদের জীবন সমৃদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে নষ্ট হয়ে যায়?

*উত্তর:- যদি নিশ্চয় না থাকে যে মোস্ট বিলাভেড বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, আমরা এসেছি জ্ঞান আর যোগ শিখে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে তাহলে খাবার নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ জীবনটাই বরবাদ। সংশয় ওঠার অর্থই হলো সৌভাগ্যে দাগ পড়ে যাওয়া, সেই জন্য নিশ্চয়ই রয়েছে বিজয়। বাবা মাতাদের আগে রাখেন, এতে ঈর্ষা করার কথা নয়। এতেও বাচ্চাদের সংশয় বা দেহ অভিমান আসা উচিত নয়।

*গীত:- কে এসেছে আমার মনের দুয়ারে...

ওম্ শান্তি । এ'কথা বাচ্চারা বলে। বাবা বোঝান - আমি সাকারী নই, আকারী দেবতাও নই। আমি হলাম পরম আত্মা। এও আত্মাই বলে থাকে। কেবল এই শব্দটি যুক্ত হয়ে যায় - পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। ওঁনারই হলো মহিমা, যে পরমাত্মাকে সকল ভক্ত স্মরণ করে, একেই মনুষ্য সৃষ্টি বলা হয়। এখন হলো রাবণ রাজ্য, আসুরীয় সম্প্রদায়, একে-অপরকে দুঃখ প্রদানকারী সম্প্রদায়। এ'কথা কে বোঝান? যাঁকে এই চোখ (স্থূল নয়ন) জানতে পারে না। আত্মা নিজের বুদ্ধির দ্বারা চেনে, যখন বাবা পরিচয় দেন। তোমরা হলে আমার সন্তান, যেমন তোমরা হলে আত্মা, আমিও আত্মা। কিন্তু আমি বাবা হওয়ার কারণে আমাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে, সেইজন্য ভগবানুবাচ বলা হয়। এমন নয় যে ব্রহ্মা ভগবানুবাচ বলবে। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ....বিশ্ব দেবতায় নমঃ বলা হয়ে থাকে। একমাত্র স্বয়ং বাবাই বলেন - হে বাচ্চারা, শিব ভগবানুবাচ, আমিই তোমাদের সকলের ঈশ্বর। সকলেই আমাকে স্মরণ করে। আমিই সমস্ত বাচ্চাদেরকে সদা সুখী, সদা শান্ত করে দিই। কেবল বললেই তো নয়। যেমন মানুষ মানুষকে প্রাইজ দেয় -- অমুকে হলেন পীস স্থাপনকারী লিডার (নেতা)। এখানে মানুষের কথা নয়। সকল মানুষকে পুরস্কার (প্রাইজ) প্রদানকারী, তিনি হলেন পিতা। তোমরা শ্রীমতানুসারে পিওরিটি, পীস, প্রম্পারিটি(সমৃদ্ধি) স্থাপন করছো। তোমরা যারা সহযোগী হও তাদের পিওরিটি, পিস, প্রম্পারিটির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় -- কল্প-পূর্বের মতন। এখন তো পরমপিতা পরমাত্মার অ্যাকিউরেট চিত্র বের করতে পারবে না। ব্রহ্মার তবুও সূক্ষ্ম রূপ রয়েছে। এই পরমাত্মা যিনি হলেন স্টার, তাঁর চিত্র কীভাবে বের করবে। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন অদ্বিতীয় আর হলেন স্টারের মতন। চিত্র তৈরি করতে পারবে না। তারপর আত্মা, যার মধ্যে মন-বুদ্ধি রয়েছে, সে ওঁনাকে জানে। এ হলোই নতুন কথা সেইজন্য বুঝিয়ে থাকেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো। এই শরীর তো পরে প্রাপ্ত হয়। তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী, ইন্সটাল। শরীর হলো মর্টাল(নশ্বর)। শরীর যুবা, বৃদ্ধ হয়ে থাকে। আত্মার চিত্র তো বের করতে পারা যায় না, সাক্ষাৎকার হতে পারে। সাক্ষাৎকারেরও ফটো বের করা যায় না। তবে বোঝানো যেতে পারে। মানুষের, দেবতাদের ফটো বের করা যেতে পারে, পরমাত্মার নয়, সেইজন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে না। এখন বাবা বোঝান - সারা কল্প দেহ-অভিমাণে থাকো। এখন দেহী-অভিমানী হও। সত্যযুগে তোমাদের দৈবী শরীর ছিল তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র শরীরে এসেছে। এখন হে আত্মারা, তোমাদের চেঞ্জ করতে হবে। তোমরা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছো। তোমরা এই কানের দ্বারা শুনছো। আর কোনো মানুষ এমন বলতে পারবে না। তোমরা এখানে এসেছো পরমপিতা পরমাত্মা শিবের কাছে। কিন্তু তিনি হলেন নিরাকার। অবশ্যই সেই নিরাকারই সাকারে এসেছেন তবেই তো তোমরা এসেছো, তাই না ! তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় - কার কাছে এসেছো? তোমরা বলবে শিব বাবার কাছে। মধ্যখানে ইনি (দাদা) হলেন দালাল কারণ প্রপাটি হলো গ্র্যান্ড ফাদার এর (দাদু)। মধ্যখানে বাবা (ব্রহ্মা) না থাকলে তখন দাদু কি'করে বলতে পারবেন। দাদুর উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে। বাবা থাকলে তবেই তো দাদুর উত্তরাধিকার নিতে পারবে। এখানে নিশ্চয় না থাকলে কেউই আসতে পারে না। নিশ্চয় ব্যতীত আসার কোনো মানে সিদ্ধ হয় না। আসেই শিববাবার সাথে মিলিত হতে। ব্রহ্মার দ্বারা বাবার কাছে জন্ম নেওয়া ব্যতীত আমরা ওঁনার কিভাবে হতে পারি। এ তো বুঝবার মতন কথা, তাই না ! কিন্তু মায়া অবুঝ বানিয়ে দেয়, পুনরায় বাবা এসে সমঝদার বানান। তোমরা বাবাকে ভুলে গেছো সেইজন্য নির্ধন অরফ্যান (অনাথ) হয়ে গেছো। আদি- মধ্য-অন্ত দুঃখ পেয়ে এসেছো। অর্ধেক কল্প থেকে নিয়ে যবে থেকে তোমরা বিকারী হয়েছো তবে থেকে তোমরা দুঃখী হতে হতে এখন মহা-দুঃখী হয়ে পড়েছো। যে দেবতারা সদা সুখী ছিল, এইসময় মহা দুঃখী হয়ে পড়েছে। কোথায় স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্য, কোথায় এ ! এটাই তো তোমরা মনে করো যে শিব বাবা হলেন আমাদের সত্যিকারের বাবা, যার দ্বারা সত্য-ভূখণ্ডের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়।

এটা বুঝেই এখানে আসো। নাহলে আসার দরকারই নেই। বাইরে গিয়ে তোমরা ভাষণ কর যে বাবার কাছে এসে পড়ো তাহলে স্বর্গের মালিক দেবী দেবতা হয়ে যাবে। কেউ দেবী দেবতা ধর্মের হলে স্যাপলিং লেগে যাবে। এছাড়া কলেজ বা ইউনিভার্সিটি তা হলো একটাই, যেখানে রোজ পড়তে হবে। বাবাকে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে হবে আর পবিত্র হতে হবে। রাখিবন্ধনেরও গায়ন রয়েছে। বোন ভাইকে রাখি পড়ায়। মাতারা হলো শক্তি, তাই না ! এখন তাদের মান-মর্যাদা অবশ্যই উঁচুতে ওঠাতে হবে। ভাইদেরকেও বলা হয়, তোমরা এই মাতাদের রিগার্ড রাখো, এনাদের সহযোগী হও। দুঃখর থেকেও বাঁচাতে হবে। সম্পূর্ণ রীতিতে না বোঝার কারণে, উল্টোপাল্টা কথা শোনানোয়, তারপর বেচারী অবলারা বেঁধে (আবদ্ধ হয়ে) যায়। তাই যারা উল্টো কর্ম করে, বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাদের উপর বড় পাপের বোঝা চড়ে যায়। এখানে তোমরা এসেছো জীবন তৈরি করার জন্য। এই জ্ঞান মার্গে বিঘ্নও ঘটে কারণ এখানে পবিত্রতার কথা রয়েছে। থাইস্ট-কেও ফ্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। সেখানেও পবিত্রতার কথা ছিল। আত্মা পবিত্র হয়ে আসে, পবিত্র বানানোর প্রচেষ্টা করে। তারপর পোপ-পাদ্রীরা গুরু হয়ে যায়। বাস্তবে গুরু পবিত্র হওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল বিবাহাদিও করে নেয়। পিওরিটি ব্যতীত মানুষ কোন কাজের থাকে না। এখানে পিওরিটিই হলো মুখ্য। এতেই বিঘ্ন আসে। যেমন মদ্যপের মদ ব্যতীত আরাম আসে না তেমনই বিষ (বিকার) ব্যতীত থাকতে পারে না। বাবা বোঝান আমি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র, রাজার-রাজা বানিয়ে দিই।

তাহলে বাচ্চারা, তোমরা যখন এখানে আসো তখন তো খেয়াল থাকে - কারোর সংশয় ওঠে না তো? নাহলে অবলাদের উপরে অনেক বন্ধন চলে আসবে, তারপর অত্যন্ত সাজা খেতে হবে কারণ বাবা হলেন ধর্মরাজও। আমরা বাবা নিরাকারকে বলি, আজকাল অবশ্যই মেয়রকেও বাপুজি বলে, গান্ধিজীকেও বাপু বলা হত। কিন্তু ইনি হলেন সকল আত্মাদের প্রকৃত পিতা। এ কোনো অযথা বড়াই (মহিমা) করা নয়। বাবা মানে বাবা। আমি আত্মাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। বাবা আসেন -- এতে সংশয় আসা উচিত নয়। সংশয় আনে মায়া-রাবণ। সংশয়কে ভূত বলা হয়। নিশ্চয়কে ভূত বলা হয় না। নিশ্চয়ের দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত করো। সংশয় ভূতের দ্বারা বিনাশকে প্রাপ্ত করো। "বাবা এরকম কেন করেন", "বাবা মাতাদের মহিমা কেন করেন" - এই সংকল্প আসাও সংশয় ওঠা, তাই না ! বাবা বলেন - এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ, কিন্তু এতেও মাতাকে গুরু বলা হয়ে থাকে। বন্দে মাতরম। মাতা গুরু ব্যতীত কারোর কল্যাণ হতে পারে না। গোপেদেরও কল্যাণ সাধিত হয়। তারা আবার অন্যদের সার্ভিস করে। মিত্র- পরিজন ইত্যাদিদের নিয়ে আসে। চলো ব্রহ্মা কুমারীদের কাছে তোমাকে নিয়ে তাই। ব্রহ্মাকুমার হলে তুমিও। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন প্রসিদ্ধ। যখন সৃষ্টির রচনা হয়েছিল তখন অবশ্যই ভগবান এসেছিলেন। তোমরা হয়ে গিয়েছিলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। ব্রহ্মাকে কে জন্ম দিয়েছিলেন? পরমপিতা পরমাত্মা শিব। নাহলে মনুষ্য সৃষ্টি কিভাবে রচনা করবেন? মানুষ বলেও থাকে আমাদের খুদা (ঈশ্বর) জন্ম দিয়েছেন। তাহলে অবশ্যই ঈশ্বরকে পুনরায় শরীর ধারণ করে আসতে হবে। শরীরের নাম কি? সন্ধ্যাস নেওয়ার কারণে, ওঁনার হয়ে যাওয়ার কারণে, নাম হয়ে যায় ব্রহ্মা। দেখো, সৃষ্টি কিভাবে রচিত হয়? এ অত্যন্ত বিস্ময়কর কথা। গীতা ইত্যাদিতে এই কথার কিছুই নেই। এই নলেজ হলো সদগতির। বাবাই হলেন সদগতিদাতা। সেই রচয়িতাই এই সৃষ্টির আদি-মধ্য- অন্তকে জানেন। অবশ্যই সমগ্র দুনিয়ায় খোঁজো, কেউ এমন রয়েছে যে রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে -- ব্রহ্মাকুমার- ব্রহ্মাকুমারীরা ব্যতীত। সেও জ্ঞানী তু আত্মা বাচ্চারাই জানতে পারে।

তোমাদের প্রমাণ করতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বাবা, তিনি সর্বব্যাপী নন। শেষে সকলেই বুঝে যাবে যে এদের এই জ্ঞান পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মার দ্বারা দিয়ে থাকেন, সেইজন্য এর নামই হলো ব্রহ্মা জ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞান নয়। অবশ্যই বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, ওঁনার মহিমা আছে। জ্ঞানের কলস আবার মাতাদের দিয়েছে। বাবা এসে এই মাতাদের উচ্চ বানান। পুরুষও উচ্চ হয় কিন্তু এতে ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়। এমন নয় যে মাতাদের নাম কেন দেবে...। বাবা এসে মাতাদের মান বৃদ্ধি করেন। বাবা বাচ্চাদের ব্রহ্মার দ্বারা জ্ঞান প্রদান করে থাকেন যার নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মা জ্ঞান। জ্ঞান হলো শিব বাবার। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করকে জ্ঞানসাগর বলবে না। ব্রহ্মা নিজেও বলে থাকেন -- আমি জ্ঞানসাগর নই। এ হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, বাবার হয়েছি তাই বাবা নাম রেখেছেন, যে অ্যাডপ্টেড হয় তার নাম বদল করে দেওয়া হয়। কত ভালোভাবে বাবা বুঝিয়ে থাকেন। বড় রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। লেখাও রয়েছে - রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকে বিনাশের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। রুদ্র মানে শিব। শ্রীকৃষ্ণ তো প্রিন্স ছিলেন। তিনি কি করে যজ্ঞ রচনা করবেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের রচনা করেননি, সে তো রচয়িতাই রচনা করবেন। সে'কথা বুঝবেও সেই যে আপন কুলের হবে। দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীদেরই স্যাপলিং(চারারোপন) লাগবে। তোমরা বুঝতে থাকবে যে কতখানি পর্যন্ত উত্তরণ ঘটবে - সূর্যবংশীয়তে যাবে বা চন্দ্রবংশীয়তে যাবে বা প্রজায় ? সকলেই বোঝে -- মৃত্যুর উপর কারো ভরসা নেই। আজকাল তো বসে বসে ঝট করে মৃত্যু হয়ে যায়। স্বর্গে অকালে মৃত্যু হয় না। মানুষ সুখের জন্য মেহনত করে। আমরা নিজেদের

সুখী রাখবো, ধনবান হবো। কারোর ৫ টাকা প্রাপ্ত হলে তখন চেষ্টা করে ৬-৭ পেতে। বাবা বলেন আমি তো তোমাদের সম্পত্তিবান বানিয়ে দিই। সন্ন্যাসীরা বলে - সুখ হলো কাকবিষ্ঠা সমান। তারা কি জানে। বাবা বোঝান যে হঠযোগীরা কাউকে জীবনমুক্তি প্রদান করতে পারে না। জীবনমুক্তি পরমপিতা পরমাত্মাই প্রদান করেন - এই মাতাদের দ্বারা। অবশ্যই পুরুষও থাকবে। তারপর অন্যান্যদেরকেও নিজের সমান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে। যত পুরুষার্থ করবে ততই পদ লাভ করবে। মেজোরিটি হলো মাতাদের। নামও গোপাল, কানু গাওয়া হয়ে থাকে। ষাড়ের উপর নাম খোড়াই রয়েছে ! এতে দেহ-অভিমান আসা উচিত নয়। দেহ-অভিমান এলে মায়া উড়িয়ে নিয়ে যায়। বাচ্চারা আসে নিশ্চয় থেকে যে - আমরা যাই অতি প্রিয়তম বাবার কাছে। এ'কথা আত্মা মুখের সাহায্যে বলে - যাই পরমপিতা পরমাত্মার কাছে রাজযোগ আর জ্ঞান শিখে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। না হলে এখানে আসার প্রয়োজন নেই। এই চিন্তায় না এলে তখন সংশয়ই উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ আপন উত্তরাধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তখন দাগ লেগে যায়, সেইজন্য বলা হয়ে থাকে - "নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তি, সংশয়বুদ্ধি বিনাশন্তি"। প্রথমেই লিখিয়ে নেওয়া উচিত কার কাছে যাচ্ছ? পরমপিতা পরমাত্মার কাছে। ব্যস, তিনিই বুঝিয়ে থাকেন। বাবা বোঝান - ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎকার করে, কত প্রগাঢ় (নৌধা) ভক্তি করে, যখন গলায় একদম কুড়াল বসাতে আসে, বলে যদি সাক্ষাৎকার না হয় তাহলে আমরা মরে যাব, তখন মুশকিলই সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। এই সাক্ষাৎকারও আমিই করিয়ে থাকি। এখানে তো বাচ্চাদেরকে আমায় সাক্ষাৎকার করাতেই হবে। এইম অবজেক্ট রয়েছে, সাক্ষাৎকার হয়েই যায় কিন্তু এতে খুশি হওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরুষার্থ করবে তাহলে এই প্রালঙ্ক কীভাবে পাবে? সেইজন্য পুরুষার্থ ফাস্ট, আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতে চলে বাবার সাথে সহায়তাকারী হয়ে সমগ্র বিশ্বে পিওরিটি, পীস স্থাপন করে পীস-প্রাইজ (শান্তি-পুরস্কার) নিতে হবে।

২) মাতা এবং বোনেদের দুঃখ থেকে রক্ষা করতে হবে। মাতাদের মানমর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। রিগার্ড রাখতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের সহযোগের স্টক (পুঁজি) দ্বারা প্রতিটি কার্যে সফলতা প্রাপ্তকারী মাস্টার দাতা ভব সেবার অবিনাশী সফলতার জন্য মাস্টার দাতা হয়ে সকলকে সহায়তা দাও। বিগড়ে যাওয়া কাজকে বিগড়ে যাওয়া সংস্কারকে বিগড়ে যাওয়া মুড়-কে শুভ ভাবনার দ্বারা ঠিক করাতে সর্বদা সকলের সহযোগী হও - এ হলো বড়-র থেকেও বড় (সর্ববৃহৎ) দান। এ এই বলেছে, এই করেছে, এসব দেখে, শুনে, বুঝেও আপন সহযোগের স্টক দ্বারা পরিবর্তন করে দেবে। কারোর দ্বারা কোনো শক্তির স্বল্পতাও অনুভূত হলে তখন আপন সহযোগ দ্বারা স্থান পূরণ করে দেবে - এ'টাই হলো মাস্টার দাতা হওয়া।

স্লোগানঃ:- সর্বদা প্রফুল্লিত থাকতে হলে, বিশ্ব ড্রামার প্রতিটি সীনকে (দৃশ্য) সাক্ষী হয়ে দেখো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা হলেন নিষ্কাম নম্বর ওয়ান ট্রাস্টি, ওঁনাকে তোমরা যদি নিজেদের পুরানো ব্যাগ-ব্যাগেজ ট্রান্সফার (হস্তান্তর) করে দাও তবে সত্যযুগে তোমরা সবকিছু নতুন পাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের বাবাকে সবরকম যন্ত্র নিতে হয়?

*উত্তরঃ - যারা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ খবর বাবাকে দেয়, প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার ডাইরেকশন (নির্দেশ) নেয় - এমন বাচ্চাদের প্রতি বাবার খুব খেয়াল থাকে। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, কখনও শ্রীমতের প্রতি সংশয় আসা উচিত নয়। সংশয় এলে মায়া খুব ক্ষতি করে দেবে। তোমাদের যোগ্য হতে দেবে না।

*গীতঃ- তোমার দ্বারে এসেছি

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গান শুনেছে। বাচ্চা তাদেরই বলা হয় যারা বাবার হয়। বাবা বুঝিয়েছেন - এটাই অস্তিম মরজীবা জন্ম, বেঁচে থাকতেই বাবার হতে হবে। এটা তো বাচ্চারা জানে, শ্রীমত গাওয়া হয়েছে। শ্রীমদ ভগবানুবাচ। ঐ গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রথমে শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা, এরপর শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণের বলা যায় না, কৃষ্ণ ছিল দৈবী গুণে সম্পন্ন। কোনো দেহধারী মানুষকে পতিত-পাবন বলা যেতে পারে না। পতিতকে পবিত্র করে তোলেন একমাত্র শিববাবা, যাঁর শ্রীমৎ অনুসারে তোমরা চলছো। নিরাকার পরমাত্মা সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের পিতা। শ্রীকৃষ্ণকে সবাই মানবে না। ক্রিস্চানরা, ক্রাইস্টকে ফাদার মানে, শ্রীকৃষ্ণকে তো মানে না। কেননা ক্রিস্চানরা হলো ক্রাইস্টের মুখ বংশাবলী।

শিববাবা এসে তোমাদের নিজের করেন। বলেও থাকে - হাতের তালুতে মাথা রেখে বাবার হয়েছি - ওঁনার ডাইরেকশন অনুযায়ী চলার জন্য। বাচ্চাদের ওঁনাকে মত দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। উনি স্বয়ং মত দিয়ে থাকেন। এমন নয়, এটা কেন বলছেন? না, এরা তো সবাই বাচ্চা। শিববাবার প্রসিদ্ধি আছে। তিনিই তো মত দেবেন, যা কিছু করবেন, রাইট (ঠিক) করবেন। এই সাকার (ব্রহ্মা) দ্বারাও যা কিছু করাবেন সেটা ঠিকই হবে, কেননা উনি হলেন করনকরাবনহার। ব্রহ্মাকেও উনি মত দেন যে এটা করো। তোমাদের কানেকশন (যোগাযোগ) শিববাবার সাথে। কারো অবগুণ দেখবে না, শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। শিববাবা হলেন নিরাকার, সাক্ষী। ওঁনার ঘর এখানে নয়। তোমরাও এখানে পরের ঘরে থাকো। এরপর স্বর্গে গিয়ে নিজের ঘরে থাকবে। শিববাবা বলেন - আমি তো থাকবো না। আমি তো সঙ্গম যুগে কিছু সময়ের জন্য আসি।

তোমরা হলে প্রকৃত রুহানী সেলভেশন আর্মি (মুক্তি সেনাদল)। সুপ্রীম বাবা ডাইরেকশন (নির্দেশ) দিচ্ছেন, হুবহু কল্প পূর্বের মতোই। কল্প পূর্বেও যে ডাইরেকশন দিয়েছিলেন তাই দেবেন। দিবা-রাত্রি গুহ্য থেকে গুহ্য বিষয় শোনাতেই থাকেন। নতুন কেউ এই বিষয়ে বুঝতে পারবে না। করাচি থেকেই মুরলী চলে আসছে। প্রথমে বাবা মুরলী চালাতেন না। রাত দুটোর সময় উঠে ১০-১৫ পাতা লিখতেন। শিববাবা লেখাতেন, তারপর তার কপি বের হতো। ভক্তি মার্গে তো বড়-বড় বই তৈরি করে থাকে। তারপর সেটা রেখে দেওয়া হয়। তোমরা কত রাখবে কেননা তোমরা জানো যে এ'সবই বিনাশ হবে। চিত্র ইত্যাদি যা কিছু অল্প সময়ের জন্য আছে সেই সবও শেষ হয়ে যাবে। ওখানে না শাস্ত্র, না চিত্র থাকবে। এখন যা কিছু চলছে, কল্প পরেও সেইসব হবে। শাস্ত্র ইত্যাদি দ্বাপর থেকে শুরু হবে। যার জন্য বাবা বোঝান - এসব করে পরমধামের রাস্তা পাওয়া যায় না। প্রথমে গুরু গ্রন্থ (সাহেব) ছোট ছিল, দিন-দিন সেগুলো বড় করে তৈরি করা হয়েছে। বাস্তবে শিববাবার জীবন কাহিনী বড় করে তৈরি করা উচিত। তোমরা বাচ্চারা শিববাবার জীবন কাহিনী সম্পর্কে জানো।

বাবা বোঝান - আমি ভক্তি মার্গে এসে কি-কি করি। ভক্তি মার্গেও ইনসিওরেন্স (বীমা) করি। ঈশ্বর অর্থে মানুষ দান করে থাকে। কথিত আছে না সে ঈশ্বর অর্থে করেছে তবেই সাহকারের ঘরে জন্ম নিয়েছে। ভক্তি মার্গে প্রচুর ধর্মাত্মা হয়। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের পরের জন্মে এদের অল্প সময়ের জন্য এর ফল দিতে এসেছি। ভালো বা মন্দ ফল তো পাওয়া যায় তাইনা। কত বড় ইনসিওরেন্স হলো। যে যেমন কর্ম করে সেই অনুযায়ী ফল পায়। মায়া উল্টো কাজ করিয়ে থাকে, যার জন্য তোমরা দুঃখ পাও। এখন আমি তোমাদের এমন কর্ম করা শেখাই, যা কখনোই দুঃখ দেবে না আর ওখানে মায়াও

থাকে না সুতরাং যে যতটা হয় নিজেকে ইনসিওর করো।

শিববাবা হলেন নম্বর ওয়ান ট্রাস্টি। কারো অন্যের প্রতি আসক্তি চলে যায়, কোনো ট্রাস্টি কারো খাবারও (ভাগ্য) নষ্ট করে দেয়। দেখো বাবা কেমন ট্রাস্টি। তিনি বলেন এ'সব কিছুই বাচ্চাদের জন্য। তোমাদের সম্পূর্ণ কানেকশন (যোগাযোগ) বাবার সাথে। বাবা বলেন আমিই হলাম সত্যিকারের ট্রাস্টি। আমি স্বয়ং সুখ নিই না, বাচ্চাদের সম্পূর্ণ রাজধানী দিয়ে দিই। এই বাবাও (ব্রহ্মা) বলেন - আমি সম্পূর্ণ ইনসিওর করে নিয়েছি। তন-মন-ধন সবকিছুই বাবার সার্ভিসে দিয়েছি। সিন্ধিতে কথিত আছে "দাতার সমান হাত যার সে প্রথম নম্বরে পৌঁছে যায়। দু মূঠো দিলেই মহল প্রাপ্ত হয়ে যায়। দেখো, এখন বাড়ি তৈরি হয়েছে, কেউ এক টাকা পাঠিয়েছে - আমার ইট লাগিয়ে দাও.... আরে, তুমি সবচাইতে ভালো মহল পাবে কেননা তুমি গরিব। আমি তো দীনবন্ধু। গরিবের এক টাকা, সাহকারের ১০ হাজার। দুজনেই একই পদ পেয়ে থাকে। সাহকার খুব অল্পই আসে। কন্যারাই সবচেয়ে ফ্রি (মুক্ত)। মাম্মা দেখো নম্বর ওয়ানে গেছেন। বাবা (ব্রহ্মা) সবকিছু দিয়েছেন তবুও প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ, কত ওয়ান্ডারফুল (চমকপ্রদ) খেলা।

কখনও, কোনো বিষয়ে সংশয় আসা উচিত নয়। বিন্দু মাত্রও সংশয় আনা উচিত নয়। খুব মিষ্টি হতে হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমত নিতে হবে। তা না হলে মায়া খুব ক্ষতি করে দেবে। কত বাচ্চাদের ডাইরেকশন দিতে হয়। বাবা বলেন সম্পূর্ণ খবর লেখো। বাবা সব রকম ভাবে সামলাবেন। বাবারও খুব খেয়াল থাকে যে - বাচ্চারা কতটা উল্লসিত করছে। পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ ধ্যান (মনোযোগ) দেওয়া উচিত। তোমরা মোস্ট বিলাভেড গড ফাদারলী স্টুডেন্টস (অতি প্রিয় ঈশ্বরের ছাত্র)। ভগবানুবাচ গাওয়াও হয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মানবের থেকেও উচ্চ প্রমাণিত। ফার্স্ট নম্বরে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়, নারায়ণের নয় কেন? শ্রীকৃষ্ণ হলো ছোট এবং সতোপ্রধান। এরপর যুবক এবং বার্ধক্যের পর্যায় অতিক্রম করে। বালক ব্রহ্ম স্ত্রী সমান একথা বলা হয়। বাচ্চাদের দ্বারা পাপ হয় না। শ্রীকৃষ্ণেরও জন্মদিন পালন করা হয়, শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এ'সবই বাবা বসে বোঝান।

এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে উত্তম। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। সত্যযুগে ঈশ্বরীয় সন্তান বলা হয় না। ঈশ্বরের কাছ থেকে অবশ্যই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এটা তোমাদের অতি অমূল্য দুর্লভ জীবন। সবার এটা হতে পারে না। এই ড্রামাই এইভাবে তৈরি হয়েছে। যারা কল্প পূর্বে পড়াশোনা করেছিল, তারাই আবার পড়ছে। ভগবান এসে নিশ্চয়ই ভগবান ভগবতী রচনা করেছেন। কিন্তু তাদের আমরা ভগবান ভগবতী বলতে পারি না কেননা গড ইজ ওয়ান (ঈশ্বর এক)। সম্পূর্ণ মহিমা ঐ নিরাকারের। সাকারের মহিমা খোড়াই হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে নিরাকার এইরকম বানিয়েছেন। তোমরাও বাবার দ্বারা স্বর্গের মালিক হচ্ছে। রাজযোগ শিখছে। পূর্বের মতোই গীতাতে রাজযোগ আছে। যখন রাজস্ব স্থাপন হয়েছিল সেই সময় বিনাশও হয়েছিল। এখন হলো সঙ্গম যুগ। শিববাবা এসে খেলা সম্পূর্ণ করেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। ভক্তি মার্গে অনেক বড়-বড় মন্দির নির্মাণ করে। ঐ সব মন্দিরে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল। এখন সব লোপ পেয়েছে। ভক্তি মার্গে শাস্ত্র পড়তে-পড়তে, যাত্রা করতে-করতে, মন্দির নির্মাণ করতে-করতে, খরচ করতে-করতে ভারত কাণ্ডাল হয়ে গেছে।

এখন তোমরা মাস্টার নলেজফুল (স্ত্রী) হয়ে গেছো। বাবা হলেন স্ত্রীনের সাগর, আনন্দের সাগর, ব্লিসফুল। এ'সবই বাবার মহিমা। বাবা বলেন - ভারত হলো সবচেয়ে ভালো তীর্থ স্থান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে দেওয়াতে সম্পূর্ণ সম্মান শেষ করে দিয়েছে। নয়তো সবাই শিবের মন্দিরেই ফুল অর্পণ করত। সবার সঙ্গতি দাতা একজনই। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা প্রালব্ধ ভোগ করে নিচে নেমে এসেছো, তমোপ্রধান সবাইকেই হতে হবে। এখন বাবা বলছেন যা কিছু ব্যাগ ব্যাগেজ তোমাদের আছে সবকিছু দিয়ে দিলে সত্যযুগে তোমাদের ট্রান্সফার করে দেবো। আমি নিজে কিছুই নিই না। মানুষ তো নিজের জন্য করে তারপর বলে আমি নিষ্কাম কর্ম করি। কিন্তু নিষ্কাম তো কেউ করতে পারে না, প্রতিটি জিনিসের ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। আমি তো বাচ্চাদের তোমাদের অবিনাশী স্ত্রী-রত্ন দিয়ে থাকি। তোমাদের জন্য বৈকুণ্ঠ নিয়ে আসি। বাচ্চাদের সন্তরেন্টির সুভিন্যার (সার্বভৌমত্বের উপহার) দিয়ে থাকি। সুতরাং তোমাদের এটা পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। তোমাদের স্বর্গের মালিক হতে হবে। হাতের মধ্যে স্বর্গ পাওয়া যায়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অথবা সেকেন্ডে বাদশাহী। শিববাবা হলেন দিব্য দৃষ্টি দাতা। সেকেন্ডে বৈকুণ্ঠ নিয়ে যান, এই সাকার বাবার হাতে চাবি নেই। বাবা বলেন আমি বাচ্চারা তোমাদের রাজস্ব দিই। আমি রাজস্ব করি না। তারপর তোমরা যখন ভক্তি মার্গে যাবে তখন তোমাদের দিব্য দৃষ্টি দিয়ে পরিবর্তন করবো। কতো ভালো ভাবে বাবা বুঝিয়ে থাকেন।

বাবা কল্পে-কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে একবারই আসেন। বাদবাকি এতো অবতার ইত্যাদি সব গল্প কথা। এই শাস্ত্র ইত্যাদি

সব ভক্তি মার্গের। সেটাও আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে এখন কিছুই তৈরি করতে হবে না। যা কিছু হচ্ছে সবই ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে, একে সাক্ষী হয়ে দেখো। বাবা অনেক ভালোভাবে বোঝান - বাচ্চারা, আমি তোমাদের ইনসিওর ম্যাগনেট (সর্বাধিক ধনী)। তোমাদের এক পয়সাও হারাই না। কড়িহীন থেকে তোমাদের হীরে তুল্য করে তুলি। এ'সবই শিববাবা বলেন এনার (ব্রহ্মা) মাধ্যমে। তিনি হলেন করনকরাবনহার। নিরাকার এবং নিরহঙ্কারী তিনি। গডফাদার কীভাবে বসে পড়ান। এমন বলেন না যে তাঁর পায়ে পড়ো। বাবা হলেন অবিডিমেন্ট সার্ভেন্ট। বাবা বলেন যাদের মালিক বানিয়েছি তারা প্রথমে অগাধ সুখ ভোগ করে, এখন তারা দুঃখী হয়ে পড়েছে। অগাধ সুখ পেয়ে থাকে। কোনো ধর্ম এতো সুখ পায় না। এমন বলা যায় না যে ভারতবাসীরাই কেন? বাকিরা কি করেছে? আরে, এতো অসংখ্য মানুষ সবাই তো আর আসতে পারে না। ড্রামা এইভাবেই তৈরি হয়েছে। ভারতেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। ভগবান এসে সত্যিকারের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। বাবা বলেন আমি আবার এসেছি। তোমরা ৮৪ জন্ম ভূমিকা পালন করেছে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই শরীর অনেক পুরানো হয়ে গেছে। সর্পের যেমন পুরানো খোলস ত্যাগ করে। সন্ন্যাসীরা বলে আত্মা, পরমাত্মার সাথে লীন হয়ে যায়। এমন অবস্থায় থাকতে-থাকতে তারপর শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু ব্রহ্মতে লীন কেউ হয় না। কিন্তু ওদের মধ্যেও কেউ-কেউ খুব তীক্ষ্ণ হয়। শান্ত ভাবে বসে শরীর ত্যাগ করে। বাবা তো ব্রহ্ম নন। এটা ওদের বিচারের ভ্রম। যেমন হিন্দুদের ভ্রম যে আমরা হিন্দু ধর্মের। হিন্দু ধর্ম কোথা থেকে এসেছে? হিন্দুস্তান নাম থেকে এসেছে। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল। এখন দেখ কত ধর্ম! কত ভাষা! ওখানে তো একটাই ভাষা হবে। বলা হয় ওয়ান গভর্নমেন্ট হোক কিন্তু সব গভর্নমেন্ট এক হবে কী করে! ব্রাদারহুডও (ভ্রাতৃত্ব) বোঝেনা। ভগবান সর্বব্যাপী বললে ফাদার হুড হয়ে যায় তারপর নিজেদের ফাদার বললে কাকে ডাকবে! এটাও বোঝার মতো বিষয় তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কারো অবগুণ দেখবে না। এক শিববাবার সাথে কানেকশন (যোগাযোগ) রেখে ওঁনার কাছ থেকে যে শ্রীমত পাও তাকেই সঠিক মনে করে চলতে হবে। শ্রীমতের প্রতি কখনোই সংশয় ওঠানো উচিত নয়।

২) নিজের তন-মন-ধন সম্পূর্ণ রূপে ইনসিওর (বীমা) করতে হবে। কদম-কদম শ্রীমত নিতে হবে। পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে।

বরদানঃ:- সংস্কার মেটানো এবং মেলানোতে এভাররেডি (সবসময় প্রস্তুত থাকা) হয়ে থাকা রুহানী (আত্মিক) সেবাধারী ভব
যেমন স্কুল সেবাতে সবসময় এভাররেডি থাকো, যেখানেই ডাক আসে সেখানেই পৌঁছে যাও। তেমনই মন্সাতেও যে সংকল্প ধারণ করতে চাও তাতেও এভাররেডি হও। যা ভাবছো ঐ সময়েই সেটা করো। রুহানী সেবাধারী বাচ্চারা রুহানী সম্বন্ধ আর সম্পর্ক পালন করতেও এভাররেডি হয়। তাদের সংস্কার মিটাতে বা সংস্কার মেলাতে সময় লাগে না। যেমন বাবার সংস্কার তেমনই তোমাদের সংস্কার যেন হয়। এই সংস্কার মেলানোই হলো সবথেকে বড় রাস।

স্লোগানঃ:- পিউরিটির রয়্যালটির অনুভব করা এবং করানোই হলো রয়্যাল আত্মার লক্ষণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সোশ্যাল ওয়ার্কার (সমাজ-সেবী), তোমাদেরকে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে, দুঃখধামকে সুখধাম বানাতে হবে”

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কোন্ কথাতে খুব এক্সপার্ট (অভিজ্ঞ) হয়ে যাও?

*উত্তরঃ - সকল মনুষ্যাত্মাদের মনোকামনা পূর্ণ করতে এখন তোমরা এক্সপার্ট হয়ে গেছো। মানুষের কামনা হলো মুক্তি আর জীবন্মুক্তি প্রাপ্তি করা, সেটা তোমাদেরকে পূর্ণ করতে হবে। তোমরা সবাইকে শান্তির রাস্তা বলে দাও। শান্তি কোনও জঙ্গলে পাওয়া যায় না, কিন্তু আত্মার স্বধর্ম হল শান্তি। শরীর থেকে ডিট্যাচড (পৃথক) হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে সুখ শান্তির উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে।

*গীতঃ- চেহারা দেখেনে রে প্রাণী মন রূপী দর্পণে...

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের বাবা নিজের হারানিধি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। যে বাচ্চারা বাবাকে জেনেছে আর বাবার শরণে এসেছে। বলে যে প্রভু তোমার শরণাগত হয়েছি। শরণ তখন পাওয়া যাবে, যখন বাবা আসেন আর বাচ্চাদের বোঝাবেন। ভক্ত ভগবানের শরণে আসে কেননা এখানে সবাই হল দুঃখী। ভারত হল দুঃখধাম। একে-অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এটা হল তোমাদের হংসমণ্ডলী। এখানে পাবন বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ আসতে পারবে না। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, পাবন ভারতকেই সুখধাম বলা হয় আর কোনও খণ্ডকে সুখধাম বলা হয় না। ভারতই সুখধাম আর ভারতই দুঃখধাম হয়। ভারতবাসী খুবই দুঃখী কারণ পতিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই কথা তাদেরকে কেউ বোঝায় না। বাবা বোঝাচ্ছেন - সন্ন্যাসীরা হলো পাবন, বাড়ি ঘর ত্যাগ করে, কিন্তু নিজেরাই গান করে - পতিত-পাবন সীতারাম...। এখন তোমরা এসেছো পতিত-পাবন বাবার কাছে। এক পরমপিতা পরমাত্মাই সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানান। মনুষ্য, মনুষ্যকে পবিত্র বানাতে পারে না। এটা হলই পতিত দুনিয়া। কেউই পাবন নয়। বলেও থাকে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। আবার বলে দেয় ঈশ্বর সর্বব্যাপী। শিবোহম্, তস্মৈ (আমিই শিব, যেটা আমি, সেটাই তুমি)। বেচারী সবাই বাবাকে ভুলে গেছে। যেরকম মানুষ মদ্যপান করে, তারা দেউলিয়া হয়ে থাকলেও মদ্যপান করে তাদের যেমন নেশা চড়ে যায়। সেইরকমই সাধারণ মানুষের এটা জানা নেই যে এই বিকারই পতিত বানায়, তাই তো সন্ন্যাসীরা পাবন হওয়ার জন্য ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে। কিন্তু সেটা হলো নিবৃত্তি মার্গ। এখানে তো বাবা এসেছেন। যারা অর্ধেক কল্প ধরে দুঃখী হয়ে গেছে তারাই এসে শরণ নেয়। দুঃখী করে মায়া। পাঁচ বিকারের মহারোগী। রাবণ মানুষকে একদম অসুর বানিয়ে দিয়েছে। যখন একদম দুঃখধাম হয়ে যায়, তখন পুনরায় বাবা এসে সুখধাম স্থাপন করেন।

তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সোশ্যাল ওয়ার্কার। বাবা তোমাদেরকে দিয়ে এই সেবা করাচ্ছেন যে - বাচ্চারা, তোমরা এই ভারতকে স্বর্গ বানাও। সবকিছুর আধার হল যোগ। যদি কেউ ৭ দিন ভালোভাবে যোগ করে তো কামাল হয়ে যাবে। এইরকম যোগে কোনও বিরল আত্মাই থাকতে পারে। ঘর স্মরণে আসবে, মন এদিক ওদিক ছুটে থাকবে। সাতদিনের ভাড়া সুপরিচিত। গীতা, ভাগবত, গুরুগ্রন্থের পাঠও সাত দিনের জন্য রাখা হয়। এই রীতি-রেওয়াজ হল এই সঙ্গম যুগের। সাতদিন ভাড়াতে থাকতে হবে। কারো কথা যেন স্মরণে না আসে। এক বাবার সাথে যোগযুক্ত থাকবে। সাতদিন এই একরস অবস্থাতে থাকা - এটা বড়ই মুশকিল। বাচ্চারা তোমাদের স্মরণিকও এখানেই আছে। তোমরা এখন ঝাড়ের নিচে বসে রাজযোগের তপস্যা করছো। জগদম্বাও আছেন তো তোমরা বাচ্চারাও আছো। তোমরা হলে সকল মানুষের সকল মনোকামনা পূর্ণকারী অথবা মানুষকে মুক্তি-জীবন্মুক্তির ফল প্রদাতা। তোমরা হলে এক্সপার্ট (অভিজ্ঞ)। দুনিয়াতে এটা কেউ জানে না যে মুক্তি-জীবন্মুক্তি কাকে বলা হয়? এটা কে প্রদান করেন? পতিত দুনিয়াতে কে পাবন বানাতে পারে? সন্ন্যাসীরা শান্তির জন্য ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে। জঙ্গলে চলে যায়, কিন্তু শান্তি তো প্রাপ্ত হতে পারে না। আত্মার স্বধর্ম হল শান্তি আর মানুষ বাইরে খুঁজতে থাকে। এটা কারো জানা নেই যে আত্মার স্বধর্ম হল শান্তি। (রাণীর হার যেমন গলাতেই ছিল অথচ খুঁজে পাচ্ছিল না) এগুলি হল অরগ্যান্স (কর্মেন্ড্রিয়), কর্মেন্ড্রিয় দিয়ে কাজ করো বা না করো। আমি আত্মা এই শরীর থেকে নিজেকে ডিট্যাচড (পৃথক) করে নিই। যেরকম রাতে আত্মা ডিট্যাচড হয়ে যায়। সবকিছু ভুলে যায়। তাকে তোমরা নিদ্রা বলে থাকো। এখানে কেবল তোমরা শান্তিতে বসে থাকো। আত্মা বলে যে আমি কর্মেন্ড্রিয় দিয়ে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেছি। আত্মা, নিজেকে শরীর থেকে ডিট্যাচড করে নাও। এই অরগ্যান্স হল কর্ম করার জন্য। এই নলেজ বাবাই প্রদান করেন। ডিট্যাচড হয়ে বসে যাও, কিছু কথা বলবে না। কিন্তু এইরকম ডিট্যাচড হয়ে কতক্ষণ বসবে? এটা তো তোমরা

জানো যে কর্ম ছাড়া কেউ থাকতে পারে না। ডিট্যাচড তো হয়েছে কিন্তু এতে লাভও তো চাই। কেবল ডিট্যাচড হয়ে বসলে এতে লাভ কিছু হবে না। ডিট্যাচড হয়ে আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের লাভ হবে, শক্তি প্রাপ্ত হবে। বাবা নিজের বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে - বাচ্চারা এটা হল জ্ঞান-ইন্দ্র-সভা। এখানে তোমরা সকল রক্ত বসে আছো। কোনও পাথর বুদ্ধি বসে থাকলে তো বায়ুমন্ডল খারাপ করে দেবে কারণ তারা শিববাবার স্মরণে থাকবে না। তাদের মিত্র সম্বন্ধী স্মরণে আসবে। তোমাদেরকে তো নিজের বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। এটা কোনও কমন (সাধারণ) সংসঙ্গ নয়। এটা হল বড় ইউনিভার্সিটি (বিশ্ব বিদ্যালয়)। মেডিকেল কলেজে কোনও অশিক্ষিত এসে বসে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। তাকে তো অ্যালাউ করবে না (সেখানে বসতে অনুমতি দেবে না)। কেবল দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না। এই জ্ঞানকে কোনও বিকারী পতিত বুঝতে পারবে না, এইজন্য এইরকম মানুষদের অ্যালাউ করা হয় না। কেউ কেউ বলে যে আমি ক্লাসে আসবো, লেকচার (বক্তৃতা) শুনবো? কিন্তু এর দ্বারা সে কিছু বুঝতে পারবে না। এটা হল ইউনিভার্সিটি - স্লেচ্ছ থেকে স্বচ্ছ দেবতা হওয়ার জন্য। এখানে এমন কাউকে অ্যালাউ করা হয় না। বাবাকে তো জানতে পারবে না। বাবা হলেন গুপ্ত। তোমরা জানো যে তোমরা অসীম জগতের বাবার স্মরণে এসেছো - বাবার থেকে সদা সুখের উত্তরাধিকার নিতে। বাবা নিজে বলেন যে এই ব্রহ্মার যে শরীর আছে, এটা হল অনেক জন্মের অন্তিম বাণপ্রসী শরীর। ইনিও অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছেন। এখন আমি সকল বেদ-শাস্ত্রের সার এনার দ্বারা শোনাচ্ছি। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়। বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়েছে। বোঝানো হয়েছে যে বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নাভি কমল থেকে বিষ্ণু বেরিয়েছে। ব্রহ্মা সরস্বতী দু'জনে কীভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। পুনরায় ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে অস্ত্রে ব্রহ্মা সরস্বতী হয়। তারা আবার গান্ধীর নাভি কমল থেকে নেহেরু দেখিয়েছে। এখন এখানে তো ক্ষীর সাগর নেই। এটা হল বিষয় সাগর। ক্ষীর সাগর সত্যযুগে দেখায়।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে অর্ধেক কল্প থেকে মায়া আমাদের দুঃখী বানিয়েছে। ভারতের মতো দুঃখী আর কেউ নেই। ভারতের মতো সুখীও আর কেউ হতে পারবে না। বাবা বলছেন দেবী-দেবতা ধর্ম তো প্রায়লোপ হবেই। তবেই তো আমি এসে পুনরায় নতুন ধর্ম স্থাপন করি। অবশ্যই এখন স্থাপন হচ্ছে। বাচ্চারা তোমরা এসে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছে। তোমরা জেনে গেছো যে স্বর্গে কারা রাজত্ব করেন। শৈশবের রাধা-কৃষ্ণই বড় হয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। এখন তো বাবা এসে গেছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ অন্য নাম রূপ ধারণ করে এখন পড়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ রূপ এখানে বসে আছে। বাবা এনাকে ওইপারে নিয়ে যাচ্ছেন। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে ঝুড়িতে করে ওই পারে নিয়ে গেছে। এখন শিববাবা এসে গেছেন। বাচ্চারা তোমাদেরকে চোখের পলকে বসিয়ে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। সমগ্র বংশাবলীকে পড়িয়ে বাবা কংসপুরী থেকে কৃষ্ণপুরীতে নিয়ে যাচ্ছেন। একজনের তো কথা নয়। রাবণপুরী থেকে তোমাদের সবাইকে বের করে নয়নের উপর বসিয়ে সুখধামে নিয়ে যাই। বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছি। পুনরায় এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। যুদ্ধের কথাও শাস্ত্রে লেখা আছে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। এই দাদাও অনেক শাস্ত্র পড়েছিলেন। এখন বাবা বলছেন এই সব ছেড়ে আমাকে স্মরণ করো। আমি হলাম সকলের সদ্ধরু। কংসপুরী কলিযুগকে, কৃষ্ণপুরী সত্যযুগকে বলা হয়। এখন তোমাদেরকে রাবণপুরী থেকে রামপুরী বা কৃষ্ণপুরীতে নিয়ে যাচ্ছি। সুখধাম কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাও? গাইতে থাকে - ভজো রাধে-গোবিন্দ... এটা হলো ভক্তিমার্গ। এখন তোমরা পুনরায় রাধে-গোবিন্দ তৈরী হচ্ছে। এখন তোমাদের দুইরকম মুকুট নেই - না লাইটের, না রাজার। পবিত্রকেই লাইটের মুকুট দেওয়া হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো হলেনই সদা পবিত্র। তাদেরকে কখনও সন্ধ্যাস করতে হয় না। তোমাদের ২১ জন্মের জন্য এই এক জন্মের সন্ধ্যাস করতে হয়। তারা (লৌকিক সন্ধ্যাসীরা) ২১ জন্ম পবিত্র থাকে না। তারা প্রথমে বিকারীদের কাছে জন্ম নিয়ে পতিত হয়ে যায়, পুনরায় পবিত্র হওয়ার জন্য বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে, তাদের হল রজোগুণী সন্ধ্যাস। বাবা বলেন যে আমি হলাম নলেজফুল। নলেজফুল, ব্লিসফুল... আমার মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। সূক্ষ্ম বতন, মূলবতন, স্থূলবতন আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদেরকে প্রদান করি, যার দ্বারা তোমরা সম্পূর্ণ হও। দেবী-দেবতারা হলেনই সম্পূর্ণ। বাচ্চারা তোমরা বাবার কোলে এসেছো। জানো যে আমরা শ্রীমতে চলে পুনরায় রাজ্যভাগ্য গ্রহণ করছি। এটা হল হার-জিতের খেলা। মায়ার কাছে হেরে গেলে পরাজয়, মায়ার বিরুদ্ধে জয়ী হলে বিজয়। তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগ লাগিয়ে, শক্তি নিয়ে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করছো। বুঝতে পারো - আমাদের ৮৪ জন্মের ড্রামা এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে। আমরা পুনরায় রাজ্য ভাগ্য নিচ্ছি। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ক্ষীর সাগরে দেখানো হয়। এটা হল বিষয় সাগর। রাধা-কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে দোলনায় দোলায়। মনে করে - তিনি হলেন স্বর্গের প্রিন্স। শ্রীকৃষ্ণকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা হয়, রামকে ১৪ কলা। সেই শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় পরিনত হয়। পুনর্জন্ম তো নিতেই হয়। বাবা বুঝিয়েছেন - পুরো ৮৪ জন্ম তো সবাই নেবে না। অন্যান্য ধর্মের আত্মারা ৮৪ জন্ম নেবে না। এটা হল বোঝার বিষয়। ফাদারের থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া চাই। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তো

অবশ্যই স্বর্গের মালিকই বানাবেন। এই ফাদার পরমধামে থাকেন। আমরাও সেখান থেকে আসি। বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করলে শান্তি পাওয়া যাবে। সাধারণ মানুষ তো বলে যে পরমাত্মার সাথে কিভাবে যোগযুক্ত হবো? বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তোমাদের তো সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাবা আসেনই দুঃখধাম আর সুখধামের সঙ্গমে। কলিযুগের অন্ত হল দুঃখধাম, সত্যযুগের আদি হল সুখধাম। দুঃখধামকে পরিবর্তন করে সুখধামে বাবাই বসাবেন। এতটাই হল বোঝার বিষয়। এই পড়া পবিত্রতা ব্যতীত কেউ পড়তে পারবে না এইজন্য এখানে পতিতদেরকে বসানো হয় না। বোঝাতে হবে যে তোমরা হলে অর্ধেক কল্পের মহারোগী। মায়া মহারোগী বানিয়ে দিয়েছে এইজন্য প্রথমে ভাঙিতে রাখা হয়। বাচ্চারা তোমরা প্রত্যেকের অক্যুপেশন (পেশা) জেনে গেছো। শিবের মন্দিরে গেলে বুঝতে পারবে - এই বাবা হলেন গতি-সঙ্গতি দাতা। সবথেকে বড় তীর্থও হল ভারত। কিন্তু গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। শিববাবার নাম গুপ্ত করে দিয়েছে। শিববাবাই এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। এছাড়া জলের গঙ্গা তো পতিত-পাবনী হতে পারে না। সেই নদী তো পাহাড় থেকে বয়ে আসে। তাকে পতিত-পাবনী কিভাবে বলবে। একে বলা হয় অঙ্ক শ্রদ্ধা। সাধারণ মানুষ কি না কি করতে থাকে। গাইতে থাকে - মনুষ্য জন্মের মতো দুর্লভ জন্ম আর নেই। কথিত সেই দুর্লভ জন্ম হল তোমাদের, এই জন্মে তোমরা বাবার হয়েছে। এটা হল তোমাদের অমূল্য জন্ম। তোমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করো এই জন্য শিবশক্তি ভারত মাতা গাওয়া হয়ে থাকে। তোমরা জানো যে বাবা পবিত্রতার সহায়তার দ্বারা কেবল ভারতকে নয়, সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানাচ্ছেন। যারা-যারা পবিত্রতার অঙ্গুলি (সহযোগ) দেয়, মন্মনা ভব হয়ে থাকে, তারাই হলো সহযোগী। এর অর্থও তোমরা বুঝতে পারো। এই দাদাও আগে বুঝতে পারতেন না। ইনি অনেক গুরু করেছেন। শাস্ত্র পড়েছেন। তখন বাবা বলেছেন মামেকম্ স্মরণ করো। আমিই হলাম তোমাদের সবকিছু, গতি-সঙ্গতি দাতা। মানুষ তো পতিত হয়ে গেছে। এখন তোমরা এসেছো শিববাবার কাছে, ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে। এই নিশ্চয় না হলে কেউ এখানে আসতে পারবে না। এসে আরোই অশান্তি ছড়িয়ে দেবে। তোমরা ভারতকে সুপ্রীম শান্তিতে নিয়ে যাচ্ছে। এটা হল স্থাপনার কার্য, যেটা সাধারণ মানুষ করতে পারবে না। তোমরাও শিববাবার সহায়তায় করছো। তোমাদের কি প্রাইজ প্রাপ্ত হয়? তোমরা স্বর্গের মালিক তৈরী হও। এইরকম বাবার হয়েও যদি নিশ্চয় বুদ্ধি না থাকে তাহলে মায়া একদম হপ্ (গ্রাস) করে নেবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই এক জন্মে পুরানো দুনিয়ার থেকে সন্ধ্যাস নিয়ে বাবার সহায়ক হতে হবে। পবিত্রতার অঙ্গুলি দিতে হবে আর মন্মনাভব হয়ে থাকতে হবে।

২) ভারতকে সুপ্রীম শান্তিতে নিয়ে যাওয়ার সেবা করতে হবে। এই শরীর থেকে ডিট্যাচড হয়ে বাবার স্মরণে থেকে শক্তি নিতে হবে। শান্তি দান করতে হবে।

বরদানঃ:- তিন কাল, তিন লোকের স্তানকে ধারণ করে বুদ্ধিবান হয়ে ওঠা বিঘ্ন-বিনাশক ভব যে তিন কাল আর তিন লোকের নলেজফুল থাকে, তাকেই বুদ্ধিবান অর্থাৎ গণেশ বলা হয়। গণেশ অর্থাৎ বিঘ্ন-বিনাশক। সে কোনও পরিস্থিতিতে বিঘ্নরূপ হতে পারে না। যদি কেউ বিঘ্নরূপ হয়ও, তখন তোমরা বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে যাও, এর ফলে বিঘ্ন সমাপ্ত হয়ে যাবে। বিঘ্ন-বিনাশক আত্মারা বাতাবরণ, বায়ুমণ্ডলকেও পরিবর্তন করে দেয়, তার বর্ণনা করে না।

স্নোগানঃ:- নিজের আচার-আচরণ আর চেহারার দ্বারা সত্যতার সত্যতার অনুভব করানোই হল শ্রেষ্ঠত্ব।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রথমে নিজের প্রতি করুণা করো, তারপর তোমাদের কর্তব্য হলো নিজেদের পরিবার-পরিজনকে স্বর্গের অভিমুখে চলার সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া, তাই তাদেরকেও যোগ্য করে তোলার জন্য পুরোপুরি পুরুষার্থ করো"

*প্রশ্নঃ - তোমরা কোন্ রেসের আধারে শিবালয়ের মালিক হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - ফলো ফাদার মাদার। কেবল এক জন্ম পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। নরক থেকে মন সরিয়ে নাও। শিববাবা তোমাদের জন্য শিবালয় স্থাপন করছেন, যেখানে তোমরা চৈতন্য স্বরূপে রাজত্ব করবে। জীবনধারণের জন্য কাজকর্ম করতে থেকেও বাবাকে এবং স্বর্গকে স্মরণ করলে রাজত্বের তিলক প্রাপ্ত করবে অর্থাৎ শিবালয়ের মালিক হয়ে যাবে।

*গীতঃ- তুমিই মাতা, তুমিই পিতাও....

ওম্ শান্তি । কিছু না কিছু মুখে অবশ্যই বলতে হয়। ওম্ শান্তি কিংবা নমঃ শিবায়। বলে থাকে না পরমাত্মায় নমঃ! আমরা বলি - ওম্ শান্তি। এই কথা বলার মাধ্যমে আমরা নিজেদের আর আমাদের বাবার পরিচয় প্রদান করি। ভক্তগণ মহিমা কীর্তন করে - স্বমেব মাতাশ্চ, পিতা স্বমেব... কিন্তু তোমরা তো তাঁর সন্তান। ভক্তি মার্গে ভক্তরা যার মহিমা কীর্তন করে, আজ সেই পিতা তোমাদের সামনে বসে রয়েছেন। এক সময় তিনি আমাদের সামনেই ছিলেন, এখন আবার তিনি সামনে এসেছেন। বাচ্চারা, এ সকল কথা শুধুমাত্র তোমরাই এখন জানো, যা ভক্তরাও জানেনা। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে একমাত্র সেই বাবা-ই রয়েছেন যার মহিমা কীর্তন হয়। বাচ্চারা, এই বাবা তোমাদেরকে এখন কত সুখ প্রদান করছেন ! যার ফলে পরবর্তী ২১ জন্মের জন্য তোমরা কখনো দুঃখী হবে না। এমন বাবার সামনে তোমরা বসে রয়েছো। তোমরা জানো যে ইনি আমাদের অসীম জগতের পিতা, যিনি আমাদেরকে স্বর্গের সুখ প্রদান করার জন্য সেবা করছেন। বাবা সর্বদাই বাচ্চাদেরকে রচনা করে, সেবার মাধ্যমে তাদেরকেই যোগ্য করে তোলেন। বাবা যেন বাচ্চাদের গোলাম হয়ে যান। লৌকিক পিতাও বাচ্চাদের লালন পালন করার জন্য কত মেহনত করেন। দিনরাত একই চিন্তায় তারা থাকে যে, সেবা করে কিভাবে বাচ্চাদেরকে যোগ্য করে তুলবে। লৌকিক পিতা তো এই সীমাবদ্ধ জীবনের রচনার গোলাম। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। ইনিও বলেন - বাচ্চারা, সম্পূর্ণভাবে শ্রীমংকে অনুসরণ করো আর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে স্বর্গের মালিক হও। বাচ্চাদের প্রতি বাবার সর্বদাই দয়া ভাব থাকে। সেন্সিবল (বুদ্ধিমান) পিতা চাইবে যাতে - বাচ্চারাও আমার সাথে সাথে প্রকৃত উপার্জনের পথে চলুক। লৌকিক পিতা তার লৌকিক বাচ্চাদেরকে অর্ধেক কল্প ধরে বাহ্যিকরূপে লালন-পালন করতে থাকে। বাচ্চাদেরকে লালন পালন করে তাদের বড় করে তোলে, জীবনের উপযুক্ত করে তোলে। লৌকিক পিতা তাঁর সন্তানদের জন্য উইল করে সম্পত্তি রেখে যায়, তারপর দেহত্যাগ করে পুনরায় নতুন শরীরে জন্মগ্রহণ করে। এ তো গেলো লৌকিক পিতার কথা, এখন ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। লৌকিক পিতা হলেন এই সীমাবদ্ধ জগতের ব্রহ্মা - সন্তানদের রচনা করে পুনরায় তাদের গোলাম হয়ে যান। তাঁদেরকে সন্তানদের লালন পালনে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, পাছে বাচ্চারা কুসঙ্গে পড়ে অধঃপতনে না চলে যায়, নাম যেন বদনাম না করে। কিন্তু এ তো হলো স্বল্পকালের সুখ। তারা এই কথা জানে না যে - তাদের সন্তানেরা সুপুত্র হবে নাকি কুপুত্র? কুসন্তানেরা একেবারে নাম বদনাম করে ফেলে - তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পিতার সম্পত্তির বাজে খরচ করে উড়িয়ে দেয়। এইজন্য অনেক সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হয়। অসীম জগতের পিতাও কত চিন্তায় থাকেন! তিনি বলেন - তোমরা উত্তরাধিকার নাও আর নিজেদের রচিত সন্তানদেরকেও এই উত্তরাধিকার দাও। তবুও কুপুত্ররা বাবার কথা শোনে না। বাবা বলতে থাকেন যে - পড়াশোনা করো। তবুও তারা পড়াশোনা করে না, পবিত্রতাকে ধারণ করে না। কোটি কোটি সন্তানদের মধ্যেও অত্যন্ত বিরলই কোনো কোনো বাচ্চা আঞ্জাকারী হয়। এখানে শ্রীমত প্রাপ্ত হয়।

তুমি মাতা পিতা... এই মহিমা সেই এক শিববাবারই। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে সাধারণ মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সামনে, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে নতমস্তক হয়ে বলে যে, তুমি আমাদের মাতা পিতা... এও তো অন্ধশ্রদ্ধা। সত্যযুগে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁদের প্রালম্ব ভোগ করেন। তাঁদেরও নিজেদের সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাহলে আমরা কি করে বলতে পারি যে, তুমি আমাদের মাতা পিতা... প্রকৃতপক্ষে এ হলো শুধুমাত্র এক শিব বাবারই মহিমা। গানে শোনা যায় যে, সকলের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন শিব বাবা। তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা... সকলকে শান্তিধাম ও সুখধামে তিনিই নিয়ে যান। সুতরাং এমন পিতার শ্রীমংকে অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। বাচ্চারা একথা বুঝতে পারে যে, অসীম জগতের এই

মাতা পিতার থেকেই পরবর্তী ২১ জন্মের জন্য নিবিড় সুখের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু অত্যন্ত বিরলই কেউ এমন শ্রীমতে চলতে পারে। এই পথে শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য নিজের হাতে করে স্বর্গের সুখ নিয়ে এসেছি। যখন তোমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করবে, তবেই তোমরা এর যোগ্য হয়ে উঠতে পারবে। প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার থেকে রায় নাও। শ্রীমৎ অনুযায়ী না চললে উচ্চপদ প্রাপ্ত হবে না। স্বর্গে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এ'কথা কারোরই জানা নেই। এর পূর্বে তোমরাও বলতে যে, অমুক ব্যক্তি স্বর্গবাসী হলেন অথবা কোনো সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করে জ্যোতিতে জ্যোতি মিশে গেল। কিন্তু এইভাবে কেউই মিশে যায় না। জীবন মুক্তিদাতা অথবা মুক্তিদাতা তো একমাত্র বাবা, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি না আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যেতে পারে না। পরমধাম হলো নিরাকারী দুনিয়া। নিরাকারী পিতা আর নিরাকারী আত্মারা সেখানে থাকে - সেই স্থানকে পরমধাম বলা হয়। বৈজ্ঞানিকরা মনে করে যে মানুষ এখানেই জন্মায় আর এখানেই মৃত্যুবরণ করে, ঠিক যেন মশার মত। সৃষ্টি চক্রের কথা কারোরই জানা নেই। সাধারণ মানুষ তাঁকে সর্বব্যাপী বলে - এই জ্ঞানের দ্বারা তারা কোনো কিছুই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বাবাকে জেনেছো, তাঁকে পেয়েছো। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন ঘরে ফিরে চলো। আমি আগের কল্পের মতই সকলকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাদের আত্মার মধ্যে অনেক অশুদ্ধি প্রবেশ করেছে। সকলের আত্মা তথা শরীর আয়রন এজেড (লৌহ যুগের) হয়ে গেছে। তাদেরকে পুনরায় সত্যোপদান করে তুলতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের আত্মা যখন সত্যোপদান ছিল, তখন এই পৃথিবীতে গোল্ডেন এজ (স্বর্ণযুগ) ছিল। পবিত্র আত্মার কাছে সোনার মতো পবিত্র শরীর ছিল। তাকেই সত্যিকারের অলংকার বলা হত। এখন তা আর নেই। এক কণাও সোনার মতো পবিত্রতা আর অবশিষ্ট নেই। অশুদ্ধি মিশে গেছে। এখন বাবা বলেন - শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই সত্যিকারের সোনার মতো পবিত্র হয়ে যাবে, আত্মা হাল্কা হয়ে উড়তে থাকবে। এখন আত্মার ডানা ভেঙে গেছে। যে যেমন পুরুষার্থ করবে, সে তেমনি পদ লাভ করবে। এই পড়াশোনা কত শ্রেষ্ঠ পড়াশোনা। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে থাকি, যার দ্বারা তোমরা রাজার রাজা হবে। বিকারগ্রস্ত পূজারী রাজাদের কাছেও তোমরা পূজনীয় হয়ে উঠবে। গায়ন রয়েছে যে - নিজেই পূজনীয়, আবার নিজেরাই পূজারী হয়ে যায়। তোমরা জানো যে - তোমরাই সেই পূজনীয় দেবী দেবতা ছিলে, পুনরায় তোমরাই পূজনীয় চন্দ্রবংশী হয়ে যাও। তোমরাই প্রথমে পূজনীয় আর পরে পূজারী হয়ে ওঠো। বাবা এসে তোমাদেরকে পূজারী থেকে পূজনীয় করে তুলছেন। এখন জ্ঞান জিন্দাবাদ হয়ে উঠছে। ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদের রাত্রিকাল এখন শেষ হতে চলেছে। এই রাত্রিকাল কবে থেকে শুরু হয় - এ কথা শাস্ত্রবাদীরা জানেন না। ব্রহ্মার দিন হলো সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগ... দ্বাপরযুগের আদিকাল থেকে রাত্রিকাল শুরু হয়। বাচ্চারা, এই সমস্ত কথা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে, তোমরা পুনরায় রাজ্য ভাগ্য ভোগ করবে। সত্য যুগে এই জ্ঞান থাকবে না, সেখানে থাকবে শুধুই প্রালম্ব। সেখানেও তোমরা তোমাদের এই পিতার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে থাকো। কিন্তু তা এই সময়েরই প্রালম্ব, যা তোমরা ২১ জন্ম ধরে চলবে। ভারতেই এই সমস্ত খেলা হতে থাকে। ভারতে সত্যযুগে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল, এখন তা আসুরিক রাজত্বে পরিণত হয়েছে। এখন প্রজার উপরে প্রজার রাজত্ব চলছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, হিয়ার নো ইভিল (খারাপ কথা শুনোনা), সি নো ইভিল (খারাপ কিছু দেখো না)... এখানে বানরের চিত্র দেখানো হয়। এখন মানুষ বানরের মতো হয়ে গেছে, তাই বানরের চেহারা দেখানো হয়। এই সমস্ত এখনকারই কথা। একে বলা হয় - রৌরব নরক (ভয়ানক)। মানুষ একে অপরকে বিষাক্ত বিছের মতো কামড়াতে থাকে। সন্তান তার বাবারও খুন করে দেয়। মায়া সকলকে ডার্টি (নোংরা) করে দিয়েছে। ভারত হেভেন ছিল, এখন হেল (নরক) হয়ে গেছে। ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করে।

বাবা বলেন তিনি কতো ভাবে বোঝাতে থাকেন। তিনি বলেন - আই এম মোস্ট ওবিডিয়েন্ট ফাদার (আমি সবচেয়ে অনুগত পিতা)। আমি এখন ফাদার সার্ভেণ্ট (পিতা রূপে সেবাবাহারী), টিচার সার্ভেণ্ট, গুরু সার্ভেণ্ট হয়ে এসেছি। লৌকিক তীর্থযাত্রা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পান্ডারাও যাত্রীদের সার্ভেণ্ট রূপে সেবা করে - পথ বলে দেওয়ার জন্য। বাচ্চারা, এখন আমি তোমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের গাইড হয়েছি। লিবারেট (উদ্ধার) করি। হিস্ট্রি রিপোর্ট (ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি) অবশ্যই হবে। গুরুগ্রন্থও বলা হয় - তিনিই সত্য,... এক ওঙ্কার... এ শুধুমাত্র পরমাত্মারই মহিমা। একদিকে বলা হয় যে - তিনি অযোনি সঙ্কৃত, আবার অন্যদিকে বলা হয় যে - তিনি সর্বব্যাপী, যেকোনো তাকাই শুধুই তোমাকে দেখতে পাই। অনেকেই বলে যে, আমরা তো এই পৃথিবীতে এসেছি আনন্দ করতে। এখন বাবা বলেন যে বাচ্চারা এই সমস্ত কথা তোমাদেরকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি সর্বব্যাপী - এই জ্ঞান সকলের পতনের কারণ হয়ে ওঠে। বাবা কতো ভাবে বোঝাতে থাকেন। কেউ তো চট করে দৃঢ় নিশ্চয় করে যে, বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবার মতো এত সুইট ফাদার (মিষ্টি বাবা) আর কোথাও পাবো না। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। বাবাকে পেয়েছি বলেই তো এখন আমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবো। এমন বাবাকে ঝটপট আপন করে নেওয়া উচিত। বাবা বলেন - আমার সেই সকল বাচ্চাদের প্রয়োজন, যারা পূর্বকল্পেও আমাকে আপন করে বাবা বলে মেনে নিয়েছিল। তারাই এখন এসে সুপুত্র

অথবা কুপ্ত হয়ে উঠবে - ঠিক যেমন পূর্বকল্পে হয়েছিল। স্ত্রী সন্তান ইত্যাদি সকলের দায়-দায়িত্ব এক রচয়িতা বাবার ওপরেই রয়েছে। বাবারই কর্তব্য যে - বাচ্চাদেরকেও তিনি স্বর্গের মালিক করে তুলবেন। প্রথমে নিজের প্রতি নিজেই দয়া করো, করুণা করো। এমনটা কখনোই নয় যে - বাবা কৃপা করলে, সকলেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যেতে পারবে। এই পরীক্ষা, খুব বড় পরীক্ষা। ৮ জনই কেবলমাত্র স্কলারশিপ পাবে। তারপরে ১০৮ জনের স্থান, লটারির পর এই ফলাফল নিশ্চিত হবে। বাবা বলেন - দেহ সহ দেহের যে যে সম্বন্ধ রয়েছে, সে সমস্ত ভুলে যাও। নিজেকে অশরীরী বলে জানবে আর আত্মা হিসেবে দৃঢ় নিশ্চয় রাখবে। তুমি কখনোই পরমাত্মা নও। ওরা বলে যে আত্মাই হলো পরমাত্মা। ওরা ভাবে যে, আত্মা গিয়ে পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যাবে। যতক্ষণ না আত্মা লীন হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে পরমাত্মা বলা হবে না। প্রকৃতপক্ষে আত্মা কখনোই পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায় না, এ তো অনাদি অনন্ত ড্রামা তৈরি হয়েই আছে। প্রত্যেক অ্যাক্টর নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে, যা তাকে পালন করতে হবে। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে ইমমর্টাল (অবিনাশী) পার্ট ভরা রয়েছে। এসকল কথা বাবা ছাড়া আর কেউ বোঝাতে পারে না। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদেরকে এই সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান প্রদান করে তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী করে তোলেন। দেবতাদের চিত্রে তাদের তৃতীয় নয়ন দেখানো হয়। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় নেত্র শুধুমাত্র দেবতাদেরই রয়েছে, শূদ্রদের নেই। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমাদেরই এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র রয়েছে - যার দ্বারা তোমরা সকলের অক্যুপেশনকে জানতে পারো। সত্যভূমি এবং মিথ্যাভূমির ব্যাপারে তোমরাই জানো। তোমাদের মধ্যেও ক্রম অনুযায়ী পুরুষার্থ রয়েছে। এ হলো পার্থশালা, এতে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। নিজের লৌকিক কাজকর্ম সমস্ত করতে থাকো। শুধুমাত্র নিজের বাবাকে এবং স্বর্গকে স্মরণ করো, তবেই তোমরা রাজ তিলকের অধিকারী হবে। আত্মা স্মরণ করতে থাকে, সমস্ত সংস্কার আত্মার মধ্যেই রয়েছে। বাবা এসে আত্মার সাথেই কথা বলেন। তিনি বলেন যে - আমি তোমাদের বাবা, পূর্বকল্পেও তোমরাই এসে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলে, সূর্যবংশী হয়ে রাজত্ব করেছিল, তারপর চন্দ্রবংশী হয়েছিল। ক্রমশ কলা কমতে থাকে। তারপর বৈশ্য এবং শূদ্রতে তোমরা আসো। এখন তোমাদের স্মৃতি ফিরে এসেছে যে এই নাটক পূর্ণ হতে চলেছে। মামেকম স্মরণ করলে, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী যদি না চলো, তবে দেহের অহংকারে চলে আসবে আর তখনই আঘাত লাগবে। তখন বৃহস্পতির দশার জায়গায় রাহুর দশা হয়ে যায়। বাবাকে ছেড়ে চলে গেলে, রৌরব নরকবাসী হয়ে যায়।

বাবা বলেন যদি উচ্চপদ লাভ করতে হয়, তাহলে রেস করো। এখন যদি উচ্চপদ লাভ করতে পারো, তাহলে পরবর্তী কল্প-কল্প ধরে তাই পাবে। শুধুমাত্র এক জন্মের জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো, তাহলে পরবর্তী ২১ জন্ম স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। এখন নরক থেকে নিজের সমস্ত মন ভুলে নাও। এখন শিববাবা তোমাদের জন্য শিবালয় স্থাপন করছেন, যেখানে তোমরা চৈতন্য দেবতারাজ্য করতে পারবে। তাহলে তোমরা কি শিবালয়ের মালিক হতে চাও? ফলো মাদার-ফাদার। বাচ্চারা, যা কিছু রয়েছে এখানে, তা সব তো তোমাদেরই জন্য। তোমরাই তো রাজা হবে, আগে তোমরাই রাজা ছিলে, এখন তোমরাই ফকির হয়ে গেছো। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তো কোনো কথাই নেই এখানে। যারা দেবী দেবতা ধর্মের ছিল, তারা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট (ধর্মান্তরিত, পরিবর্তিত) হয়ে গেছে, সেই জন্যই হিন্দুদের সংখ্যা কমে গেছে। তা না হলে ভারতে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত ছিল। তোমাদেরকে ভগবান এসে পড়াচ্ছেন, কত মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত - এ বড়ই ওয়ান্ডারফুল পড়াশোনা। শিশু, বয়স্ক, যুবা সকলেই পড়াশোনা করে। এমনকি যারা অসুস্থ তারাও পড়তে পারে। যদি বাবাকে আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ না করো, তাহলে মায়া থাপ্পড় মারবে। নিজের ব্লাড দিয়ে লিখে দেওয়া উচিত যে - আমি রাতদিন বাবাকে স্মরণ করবো। শিব বাবার হাত শক্ত করে ধরবো, বাবা যা বলবে তাই করবো। শিববাবা বলেন যে, বাচ্চাদেরকেও লালন-পালন করো। তারপর যেটুকু বাকি থাকবে তার থেকে এক ঠুঠো দুই মুঠো শিব বাবার সেবাতে লাগিয়ে দাও। তারপর এরজন্য তোমরা এতো পুরস্কার পাবে, কোনো ধনী ব্যক্তি লাখ লাখ টাকা দিলে যা পাবে তার সমান। সেবার প্রত্যক্ষ ফল তো পেয়েই যাবে। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ ভুলে অশরীরী আত্মা হওয়ার অভ্যাস করো। বাবার থেকে শ্রীমৎ নিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে তা অনুসরণ করতে হবে।

২) পড়াশুনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে - রাত দিন একমাত্র শিব বাবার স্মরণেই থাকবো।

আর বাবা যা বলবেন তা অতি অবশ্যই করবো। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল...

বরদান:- এক বহিঃশিখার প্রতি বহিঃপতঙ্গের মতো সমর্পিত হয়ে কোটির মধ্যেও কোনো এক শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আমরা হলাম কোটির মধ্যেও কেউ আর সেই কয়েকজনের মধ্যেও এক শ্রেষ্ঠ আত্মা - যারা নিজেরা অনুভব করেছে যে, তারা পূর্বকল্পের সেই শ্রেষ্ঠ আত্মা। যারা স্বয়ং নিজেকে বহিঃশিখা বাবার প্রতি নিজেকে সমর্পিত করেছে। তারা শুধুমাত্র বাবার চারপাশে ঘুরে বেড়াবে না, বহিঃপতঙ্গ হয়ে তাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত হয়ে যাবে। সমর্পিত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ মরে যাওয়া। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই এমন ভাবেই জ্বলে পুড়ে বাবার প্রতি সমর্পিত হয়ে যাওয়া বহিঃপতঙ্গ, তাই না! জ্বলে পুড়ে যাওয়াই হল বাবার হয়ে যাওয়া, জ্বলে পুড়ে যাওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়া।

স্লোগান:- বাবার সাথে মিলনের আর সর্বপ্রাপ্তির আনন্দে মশগুল হয়ে থাকাই হলো সঙ্গম যুগের বিশেষত্ব।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বোচ্চ মত হলো একমাত্র বাবারই, তার উপরেই সদা চলতে থাকো, প্রকৃত সন্তান (মাতালে) হয়ে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নাও"

*প্রশ্নঃ - সতীন পুত্রদের (সৌতেলে) কোন্ বিষয়ে নিশ্চয় না হওয়ার কারণে পুরোপুরি বাবার সহায়ক হয়ে উঠতে পারে না?

*উত্তরঃ - সতীন পুত্রদের (সৌতেলে) এই নিশ্চয় হয় না যে এখন পবিত্র হলে তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবো। পবিত্র না হলে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হতে পারবে না। এই নিশ্চয় হলে তখন পুরোপুরি সহায়ক হবে। প্রকৃত বাচ্চারা বাবাকে ভালো ভাবে চিনে জেনে, সুযোগ্য হয়ে ওঠার পুরুষার্থ করে থাকে। বাবার শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে।

*গীতঃ- সৌভাগ্যকে জাগিয়ে এসেছি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। এটা বাচ্চারা বলে থাকে যে, আমরা পাঠশালাতে এসেছি। একে কমন সংসঙ্গ বলা যাবে না। সত্যের সাথে সংসঙ্গ হলো তোমাদেরই। সং বা সত্য বলা হয় একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা সেই সত্য অর্থাৎ অসীম জগতের বাবার সঙ্গে বসে আছো। বাস্তবে বাবা হলেন দু'জন। জাগতিক পিতা আর অসীম জগতের পিতা। এক হলেন সকল আত্মাদের নিরাকারী বাবা, দ্বিতীয় হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । বাচ্চারা তোমরা দু'জন বাবাকে পেয়েছো। অসীম জগতের বাবা, যাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তিনি হলেন একজনই, সব ভক্তদের ভগবান। ভক্ত তো অসংখ্য। ভগবান হলেন এক। তিনি হলেন নিরাকার অসীম জগতের বাবা। দ্বিতীয় হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা অসীম জগতের বাবা আর তৃতীয় হলো লৌকিক বাবা। শরীর তো বিকারের দ্বারা জন্ম নেবে। তাদেরকে কুখ বংশাবলী বলা হয় । এই কলিযুগী দুনিয়াকে পাপ আত্মাদের দুনিয়া বলা হয় । দ্বিতীয় হলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া - ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, নতুন দুনিয়া। দুনিয়া হলো একটাই, দুটো নয়। বাড়ি একটাই হয়, দুটো বাড়ি না। প্রথমে তাকে নতুন বাড়ি বলা হয়, তারপর সেটা পুরানো হয়ে যায়। ভারত নতুন ছিল, তখন তাকে সত্যযুগ বলা হয়। এখন হলো পুরানো, তো তাকে কলিযুগ বলা হয় । একে দুঃখ প্রদানকারী বিকারী দুনিয়া বলা হয় । বিশ্ব যখন নতুন ছিল তখন ভারতও নতুন ছিল। যখন সৃষ্টি পুরানো হয় তখন ভারতও পুরানো হয়ে যায় । নতুন ভারতে দেবী-দেবতাদের ছাড়া আর কোনো ধর্ম ছিল না। লক্ষ্মী-নারায়ণেরই একমাত্র রাজত্ব ছিল আর কোনো খন্ড সেখানে ছিল না। এ হলো ৫ হাজার বছরের কথা। ভারতকে স্বর্গ বলা হতো। দুই কলা কম হলো তো ত্রেতাতে রাম-সীতার রাজত্ব শুরু। দেবতা, ঋত্নিয়তে চলে গেলো। সত্যযুগ ত্রেতা দুটিকে মিলিয়ে সুখধাম বলা হয়। যখন দুঃখধাম দ্বাপর থেকে শুরু হয়, তখন ভক্তিমার্গ শুরু হয়। ভারত যে সন্নতিতে ছিল, সেটাই তখন দুর্গতিতে এসে যায়। প্রথমে ১৬ কলা সন্নতি, তারপর ১৪ কলা সন্নতি, তারপর যখন দ্বাপর থেকে বাম মার্গ শুরু হয় তখন ভারতবাসীর দুঃখী হওয়া শুরু হলো। এখন তোমরা এসেছো নতুন দুনিয়ার জন্য ভাগ্যকে জাগাতে। মানুষ তো সব পুরানো দুনিয়ার জন্য পরিশ্রম করে থাকে।

তোমরা জানো যে, এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য হলো মহাভারতের যুদ্ধ। কিন্তু বিনাশ হওয়ার পূর্বে নতুন সৃষ্টিও চাই। এখন বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করছেন। তোমরা সবাই হলে ঈশ্বরের সন্তান । আগে আসুরিক সন্তান ছিলে। এখন সদা পাবনের সন্তান হয়েছো - সুখধামের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য অর্থাৎ দেবতা পদ প্রাপ্তির জন্য। তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে সৌভাগ্য বানাতে এসেছো। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে অসীম সুখ দেওয়ার জন্য পুনরায় এসেছেন। ভারতবাসী একেবারেই কড়ি তুল্য হয়ে গেছে । এখন রাজা আর কেউই নেই, প্রজার রাজ্য প্রজাদের উপরে। দেবী-দেবতার যারা পবিত্র ছিল, এখন তারা পতিত হয়ে গেছে। গেয়ে থাকে পতিত পাবন এসো। রাবণ দহন করে, কিন্তু রাবণের দহন হয় না। সত্যযুগে কখনো দহন করবে নাকি! সত্যযুগে ছিল অলমাইটি অথরিটি দেবী দেবতাদের রাজত্ব । এই সময় সবাই নরকবাসী হয়ে পড়েছে। এখন এই পার থেকে ওই পারে যেতে হবে। মান্নি হলেন একজনই, যিনি এসে বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যান। এখানকার ধনবানরা মনে করে আমরা তো স্বর্গে রয়েছি। যারা গরীব তারা নরকে রয়েছে। তাদের জানা নেই যে স্বর্গ কাকে বলা হয় । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে ছিল পারসনাথ আর পারসনাথীদের রাজ্য। অসীম জগতের বাবাকে তোমরা চিনে জেনে বাবা বলে থাকো, তবে নিশ্চয়ই উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। তোমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা হলাম শান্তিধামের অধিবাসী। পরমধাম

থেকে এখানে এসেছি পাট প্লে করতে। ৮৪ জন্ম তোমরা কীভাবে নিয়ে থাকো - এ'কথা বাবা বসে সমস্ত হিসাব তোমাদেরকে বোঝান। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন হলো কলিযুগের অন্ত। এখানে তোমরা বাবার থেকে সহজ যোগ শিখছো। তোমরা বলে থাকো যে - বাবা, আমরা সূর্যবংশী ঘরানাতে (কুলে) অবশ্যই আসবো। এটাই হলো এইম অঙ্কেট। এই পাঠশালা হলো ভগবানের। ভগবানুবাচ - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে মানব থেকে দেবতা বানাতে এসেছি। তোমরা রাজাদেরও রাজা হও। প্রকৃত সন্তান (মাতালে) হয়ে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নাও। শ্রীমৎ অনুসারে চলবে, তবেই শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ হবে। বাবা হলেন উচ্চ থেকে উচ্চ। নিরাকার ভগবান, তিনি না সাকারী, না তিনি আকারী। আকারী হলো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর দেবতারা। তাদেরকে ভগবান বলা যায় না। ভগবান হলেন এক, ভক্ত হলো অনেক। ভক্তি মার্গের ভক্তরা কতো ধাক্কা খাচ্ছে এখানে ওখানে কত কত স্থানে। তোমরা সবাই হলে ড্রামার অ্যাক্টর, সুতরাং ড্রামার ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর কে তা জানা উচিত। কিন্তু তারা কিছুই জানে না। সত্যযুগে সূর্যবংশী দেবতারা ছিলেন, মানুষ তাদেরই মহিমা গেয়ে থাকে। তারা উভয়েই যদিও মানুষই, তাহলে তাদের মহিমা মানুষ গায় কেন? কারণ তাদেরকে ঈশ্বর এই রকম বানিয়েছেন। তোমাদেরকেও বাবা মানব থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। তারপর তোমরা দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হতে থাকবে। নতুন দুনিয়াতে থাকে দেবতারা, তারপর পুরানো দুনিয়াতে তমোপ্রধান পতিত হয়ে যায়। বাবা এসে তারপর সুযোগ্য করে তোলেন। কড়ি থেকে হীরে তুল্য বানান। তোমাদের মধ্যে কেউ খুব ভালো ভাবে চিনতে পারে, কেউ সেমি। সেমিদেরকে সৎ ছেলে (সৌতেলা) বলা হয়। এটা নিশ্চয় করতে পারে না যে বাবা আমরা অবশ্যই পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। বাবার সহায়তাকারী হয় না। আগে তো মাতা-পিতার হতে হয়। বাবা আমরা তোমার ছিলাম, তারপর আধা কল্প বাবাকে ভুলে মায়ার বশীভূত হয়ে গেছি। এখন আবার তোমার হয়েছি। এই পতিত দুনিয়াতে পতিতদেরই মান রয়েছে। স্বর্গে এই রকম কিছুই ঘটবে না।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, স্বর্গে শরীর ত্যাগ করার পূর্বে সাক্ষাৎকার হয়। এখন আমি শরীর ত্যাগ করে ছোট শিশু হবে। শরীরের আয়ু পূর্ণ হয়েছে। অকালে মৃত্যু হয় না। পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নিয়ে থাকে। সাপ যেমন ছেড়ে থাকে, ভ্রমরী করে থাকে... ভ্রমরীর মধ্যেও বুদ্ধি আছে। এখনকার মানুষের মধ্যে কোনো বুদ্ধি অবশিষ্ট নেই। তোমরা হলে সত্যিকারের ভ্রমরী। ভ্যারাইটি কীটকে ভুঁ ভুঁ করে মানব থেকে দেবতা বানিয়ে থাকো। তোমাদেরকে বাবা সুখী বানাতে এসেছেন। সহজ যোগ শেখাতে এসেছেন। বাবা রাজযোগ কখন শিখিয়েছিলেন, এ'কথা কেউই জানে না। সেইজন্য বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আমার মতে চলে শ্রেষ্ঠ হও। এই সময় সকলের হলো আসুরিক মত। সর্বব্যাপীর জ্ঞান ভারতকে একেবারেই কড়ি তুল্য বানিয়েছে। ঋণের পর ঋণ নিতে থাকে। ভগবান কে, কোথায় থাকেন - মানুষ কিছুই জানে না। তিনি হলেন নিরাকার, তাহলে এখানে কেন তাঁকে খোঁজো? ভগবান বলেন, তোমরা বলে থাকো, আমরা হলাম শিবানন্দের ফলোয়ার্স, তাহলে ফলো কোথায় করছো? আজকাল তাদের কতো নামডাক। কিন্তু শ্রীমৎ তো সেই এক পরমপিতা পরমাত্মারই গাওয়া হয়েছে। এখন তোমরা এসেছো ঈশ্বরের মতে চলে ঈশ্বরের থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বাবা বলেন, যারা মত পথে ধাক্কা খেতে থাকে, তারা আমাকে জানে না। তাদের জানা নেই যে, বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে বর্সা দিয়ে বিশ্বের মালিক বানান। তোমরা এখন ধাক্কা খাওয়ার থেকে বেঁচে গেছো। ভগবানুবাচ - তোমাদেরকে দেবতা বানাতে এসেছি। তোমরা বি. কে. রা জানো যে, ভগবান এসেছেন বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিকানার বর্সা দিতে। তোমরা পুরুষার্থের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা। এখন তোমাদেরকে ধাক্কা খেতে হবে না। যারা মত পথে ধাক্কা খেতে থাকে তারা ভগবানকে পায় না। তোমরা তো বাবার থেকে সুখের বর্সা নিয়ে থাকো। বাকি সকলের শান্তিধামের বর্সা প্রাপ্ত হয়ে যাবে। এখন দুঃখের খাতা খালি করে সুখের খাতা জমা করে থাকো। বাকি সবাই শান্তি ভোগ করে নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে।

বাচ্চারা গীত শুনেছে। নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন সৌভাগ্য তৈরী করতে এসেছো। সেই সৌভাগ্যই আবার ২১ জন্ম পূর্ণ হলে তখন পুরানো হয়ে যায়। এখন পুরুষার্থ করতে হবে - সূর্যবংশী রাজত্ব নাও, কিম্বা ধনবান প্রজা হও অথবা গরীব প্রজা হও। প্রজাও অনেক ধনবান হয়ে থাকে, অনেক রাজারাও তাদের থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। এখনও প্রজারা হলো ধনবান। তবে সত্যযুগের মতো নয়। যারা পরে রাজা-রানী হয়, তাদের থেকে প্রজাও অনেক ধনবান হয়ে থাকে। বড় বড় মহলে থাকে। এখন যা হতে চাও হও। এখন সবাই হলো দুঃখী, বাবা এসেছেন তোমাদেরকে স্বর্গে সদা সুখী অথবা স্বর্গবাসী বানান। এই সময় নরকে যারা রয়েছে, তারা আবার নরকেই জন্ম নেবে। তোমরা স্বর্গবাসী হওয়ার পুরুষার্থ করছো। বাবার শরীরের কোনো নাম নেই। মানুষের তো ৮৪ জন্মে ৮৪ টা নাম হয়। ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল। শিববাবার না আকারী না সাকারী শরীর প্রাপ্ত হয়। তিনি বলেন আমি তো লোন নিই। তখনই আসি যখন এনার বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়। এই ড্রামা সেকেন্ড বাই সেকেন্ড শ্যুট হয়ে যেতে থাকে। আমি আর তোমরা পূর্ব কল্পে মিলিত হয়েছিলাম, এখন আবার

মিলিত হয়েছি, আবার মিলিত হবো। যে সেকেন্ড চলে গেলো সেটা হলো ড্রামা। বাবাও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা রয়েছেন। ব্রাহ্মণ বলেন বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি হীরের মতো বানাই। আমি হলাম তোমাদের মোস্ট ওবিডিয়েন্ট, মোস্ট বিলাভড ফাদার, টিচার আর সন্ধুরুও হয়ে থাকি। আমার কোনো বাবা, টিচার, গুরু নেই। সবারই বাবা স্বয়ং আমিই। নলেজফুল আমি। আমার কোনো গুরু হয় না। আমি নিজেই হলাম সকলের সঙ্গতি দাতা। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভ্রমরীর মতো ভুঁ ভুঁ করে মানবকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে। বাবার শ্রীমতে চলে সদা সুখী হতে হবে আর বানাতে হবে।

২) সুউচ্চ সৌভাগ্য নির্মাণের জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। সকলকে বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবার মতো পারানি মাঝি হতে হবে।

বরদানঃ:- ট্রাস্টি ভাবের স্মৃতির দ্বারা সকল পরিস্থিতিতে একরস স্থিতির অনুভবকারী পৃথক এবং প্রিয় ভব যখন নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে থাকবে, তখন সকল পরিস্থিতিতে একরস থাকবে। কেননা ট্রাস্টি অর্থাৎ পৃথক এবং প্রিয়। গৃহস্থ মনে করলে অনেক রস এসে যায়, আমার আমার ভাব বেশী এসে যায়। কখনো আমার বাড়ি, কখনো আমার পরিবার। গৃহস্থী ভাব অর্থাৎ অনেক রসে বিহ্বল হওয়া। ট্রাস্টি ভাব অর্থাৎ একরস। ট্রাস্টি সর্বদা হাল্কা আর সদা চড়তি কলাতে যাবে। তার মধ্যে আমার আমার এর মমতা থাকবে না, দুঃখের ডেউও আসবে না।

স্নোগানঃ:- সন্তুষ্টতা আর সরলতার ভারসাম্য রাখাই হলো শ্রেষ্ঠ আত্মার লক্ষণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - লক্ষ্য রূপী সাবানের দ্বারা আত্মা রূপী ময়লা বস্ত্রকে পরিষ্কার করো, পবিত্রতার ম্যানার্স ধারণ করো আর অন্যদের করাও”

*প্রশ্ন:- কোন্ জাদুকরী হলো অত্যন্ত ফার্স্টক্লাস জাদুকরী - কীভাবে?

*উত্তর:- ঈশ্বরীয় জাদুকরী হলো ফার্স্টক্লাস জাদুকরী, কারণ এর দ্বারা নরকবাসীরা স্বর্গবাসীতে পরিণত হয়, পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যায়। এই জাদুকরী একমাত্র বাবা শিখিয়ে থাকেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, কেবল ফলো করো তাহলেই তোমরা রাজার রাজা হয়ে যাবে। আত্মাকে পবিত্র বানাও তবে শরীরও পবিত্র পাবে। পুরানো তন-মন-ধন ইনসিওর করে দাও তো নতুন প্রাপ্ত হবে। এমন সওদা সঙ্গমেই একমাত্র বাবা শিখিয়ে থাকেন।

*গীত:- আজ অন্ধকারে রয়েছে মানুষ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীতের লাইন শুনলো। এক দিকে সম্পূর্ণ দুনিয়া ভক্তি মার্গের মানুষ। অন্য দিকে তোমরা জ্ঞান মার্গের বাচ্চারা। তারা ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে আর তোমরা জ্ঞান মার্গের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছো এবং ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছো। বাচ্চারা জানে অর্ধেক কল্প ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। ভক্তির সিঁড়ি বেয়ে যত উপরে উঠেছো ততই নীচে নামতে হয়। তারপরে যত জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে ততই সদগতি প্রাপ্ত হবে। ভক্তও প্রথমে অব্যভিচারী হয়। পরে ব্যভিচারী হয়, তারপরে একেবারে অন্ধ শ্রদ্ধায় চলে যায়। কিছুই বুঝতে পারে না। গানও করে আমরা ঘোর অন্ধকারে আছি। সঙ্করু ছাড়া ঘোর অন্ধকার। গুরু তো এখানে অনেক আছে, এবারে সত্য গুরু কে? সাধু সন্ত মহাত্মা ভক্ত ইত্যাদি সবাই সাধনা করে অথবা স্মরণ করে। শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ পাঠ করে তবুও বলে ভগবান যখন আসবেন তখন উনি এসে আমাদের সঙ্গতি করবেন। সদগতি দাতাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের উজ্জ্বলতায় এসেছো। পতিত-পাবন বাবাকে জেনেছো এবং তাঁকেই স্মরণ করছো। যে যতখানি শিবপিতাকে স্মরণ করে এবং জ্ঞান ধারণ করে ততই তার অজ্ঞানতা রূপী অন্ধকার বিনাশ হয়ে যায়। জ্ঞানের আলোয় নিয়ে যান একমাত্র শিববাবা। তবেই বলা হয় জ্ঞান অঙ্গন সঙ্করু দিয়েছেন... কোনও রকম সুরমা বা কাজল ইত্যাদি নয়। এ'হল জ্ঞান রূপী অঙ্গনের কথা। জ্ঞানের সঙ্গে যোগও থাকে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধি যোগ যুক্ত আছে - নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সাথে । কিন্তু তোমাদের মধ্যেও ক্রম অনুসারে আছে। অন্য কোনও মানুষেরই সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যোগ নেই। তোমাদেরও বাবার সাথে, মুক্তি ও জীবনমুক্তি ধামের সাথে যোগ লাগতে হয়। মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য দৈবী ম্যানার্সও থাকা চাই। এই সময় সকলের ম্যানার্স হলো আসুরিক। পরমপিতা পরমাত্মার গুণের গায়ন করা হয়। মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ, উনি সত্য, উনি চৈতন্য, আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। ফর এভার (সদাকালের জন্য) । তাঁর এই পদ হলো অবিনাশী। অন্য কোনও মানুষের অবিনাশী পদ হতে পারে না। যদিও এখন তোমরা জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর হও, কিন্তু লিমিটেড । শিববাবা বলেন - আমি আনলিমিটেড। তোমাদেরকে আনলিমিটেড বানাতে পারবো না। তা নাহলে খেলা চলবে কীভাবে। তোমরা ফর এভার হতে পারো না, ২১ জন্মের জন্য হও তোমরা। ২১ কূলের গায়ন আছে। তোমরা ফর এভার হবে - এমন নিয়ম নেই। আমি হলাম এভার পিওর। বাস করি পরমধামে। আমার কাছে জ্ঞান, পবিত্রতা ইত্যাদি আছেই। তোমরা ভুলে যাও। তো এই সময় বাবা এসে বাচ্চাদেরকে ঘোর অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞান ও যোগের দ্বারা পবিত্র বানান। অন্য কেউ এমন কথা বলতে পারে না যে আমি পরমধাম থেকে এসেছি, আমি বাবা, আমাকে স্মরণ করো। যদিও সল্ল্যাসীরা নিজেকে পরমাত্মাও বলে দেয় কিন্তু এমন কথা বলতে পারে না যে আমি পরমধাম থেকে এসেছি। এখন আমাকে স্মরণ করো। এই মহাবাক্যের কপি কেউ করতে পারে না।

শিববাবা বলেন আমি আসিই তোমাদেরকে রাজার রাজা বানাতে। এখন রাজা হবে তারাই যারা কল্প পূর্বেও হয়েছিল। তোমরা জানো কতো কতো বাচ্চারা পবিত্র হয়। অনেকে অশুদ্ধ ময়লাও হয়ে যায়। শিববাবা এসে ময়লা কাপড় গুলি পরিষ্কার করেন। আত্মাই ময়লা হয়ে যায়। আত্মাকে বোঝানো হয় তোমাকে মায়া কতখানি ময়লা করে দিয়েছে। এক জন্মের কথা নয়। জন্ম-জন্মান্তরের কথা। এখন শিববাবা এসে আত্মাকে শুদ্ধ পরিষ্কার হওয়ার জন্য লক্ষ্য রূপী সাবান দেন, বলেন আমাকে স্মরণ করো তবে তোমাদের আত্মা যে নিস্তুজ হয়ে পড়েছে তা যোগের দ্বারা জাগ্রত হয়ে যাবে। স্মৃতি

প্রদান করেন - তোমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম, মায়া ময়লা করে দিয়েছে। এখন তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি। আমি এই ব্রহ্মার দেহের আধারে তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করছি। আত্মাকে বলেন - দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ গুলিকে ভুলে আমি বাবা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে আত্মা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপরে তোমরা শরীরও ভবিষ্যতে নতুন প্রাপ্ত করবে, তত্ত্ব ইত্যাদিও সত্যপ্রধান হয়ে যায়। বাবা বলেন এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। আমাকে স্মরণ করো তো আমার কাছে পৌঁছে যাবে। এই পুরানো দুনিয়ায় কোনও বস্তু তৈরি করলে তার নতুন নামও রাখা হয়। যেমন নতুন দিল্লী বলে কিন্তু দুনিয়া তো পুরানো তাই না। এখন তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো দুনিয়া থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত। তোমরা আত্মা, তোমাদেরকে সুইট হোমে যেতে হবে। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে এবং বাবাকে স্মরণ করলেই অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। মানুষ অনেককে স্মরণ করে - কেউ গুরুকে, কেউ শ্রীকৃষ্ণকে। কিন্তু এই কথা জানেনা যে শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি কোথায় গেছে। এ'কথাও জানে না যে পুনর্জন্ম অবশ্যই সবাইকে নিতে হবে। এই নিয়ম সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে। সত্য যুগের আদিকালে দেবী-দেবতারা ছিলেন তো নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই। সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ হলেন ফার্স্ট পবিত্র মানুষ। ওনার মহিমা অনেক বেশি। লক্ষ্মী-নারায়ণের এতখানি নেই, কারণ শিশুরা পবিত্র সত্যপ্রধান হয়। কিন্তু মানুষ এ'কথা জানে না যে শ্রীকৃষ্ণ পুরী কোথায় আছে। বৈকুণ্ঠের কথা বলে কিন্তু সত্যযুগের কথা কারও জানা নেই। শ্রীকৃষ্ণ কে তারা দ্বাপরে নিয়ে গেছে। ওই নাম-রূপ তো অন্য জন্মে হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিলেন। তোমরা জানো, এই জগৎ অস্বা, জগৎ পিতা পরে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। সত্যযুগকে কৃষ্ণপুরী বলা হয়। এখন হলো কংস পুরী। এ হলো আসুরিক নাম। ওইখানে থাকে দৈবী সম্প্রদায়, এখানে আছে আসুরিক সম্প্রদায়। এই নাম শুধুমাত্র গীতায় আছে অন্য কোনও শাস্ত্রে হতে পারে না। বাবা বসে সঙ্গম যুগের কথা বোঝান। তো শিববাবা হলেন রচয়িতা, তাঁকেই বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। তোমরা গানও করে থাকো যে - বাবা তুমি হলে পতিত-পাবন, এই পতিত দুনিয়াকে এসে পবিত্র করো। পবিত্র সৃষ্টির রচনা করে পতিত দুনিয়ার বিনাশ করো। অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র সৃষ্টির রচনা করেন পরে শঙ্করের দ্বারা পতিত সৃষ্টির বিনাশ করেন। এই কথাগুলি অন্য কেউ জানেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সাথে যোগ যুক্ত হও। তোমরা দেখছো ময়লা কাপড় গুলি কীভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে তাতে কিছু কাপড় ছিঁড়েও যায়। অজামিলের মতো এমন পাপীরা আছে যারা একেবারেই শুদ্ধ হয় না। বাবা কত ভালো ভাবে বোঝান - বাচ্চারা, মোস্ট বিলাভেড বাবা এবং মোস্ট বিলাভেড সুখধামকে স্মরণ করো। এ'হল অতি দুঃখধাম। সবাই গ্রাহি গ্রাহি করে। একে অপরকে মারে তারপরে বলে ভগবান রক্ষা করো। শিববাবা তো হলেন লিফেটর। তোমরা জানো বাবা এসেছেন ইনপার্টিকুলার (বিশেষ করে) আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এবং সবাইকে ইনজেনারেল (সাধারণ জনমানবকে) শান্তিধামে নিয়ে যান। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে আছে যাদের এই নেশা থাকে। এই পড়াশোনা কোনো ভাবেই কম নয়। পড়ানো হয় দেখো কাদেরকে। অজামিল সম পাপ আত্মাদেরকে স্বর্গের মালিক বানান। বাচ্চাদেরকে বার বার বোঝান যে তোমাদেরকে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। এইম অবজেক্ট (মুখ্য উদ্দেশ্য) তো বুদ্ধিতে আছে।

এই পবিত্রতার ম্যানার্স অন্য কেউ বলে না। সন্ন্যাসীরা তো ঘর সংসার ত্যাগ করিয়ে দেয়। তোমাদেরকে ঘর পরিবার ত্যাগ করতে হবে না। কিন্তু পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করতেই হবে। ওটা হলো সীমিত জাগতিক সন্ন্যাস, এ'হল অসীম জগতের সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীদের অনেক সম্মান প্রাপ্ত হয়। এখানে তো কোনও সন্ন্যাসী এলে তাদের বলা হয় প্রথমে ড্রেস পরিবর্তন করুন। স্ত্রীকে গিয়ে গুত্তান শোনান। অনেকে এসে তোমাদের চরণে মাথা নোয়াবে। মাতা ছাড়া তাদের উদ্ধার তো হতে পারে না কারণ তোমরা নলেজ প্রদান করে থাকো। চরণে মাথা নোয়ানোর কোনও ব্যাপার নেই। কেউ নমস্কার বা রাম-রাম বলে অভিবাদন করলে প্রত্যুত্তর তো দিতেই হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, নমস্কার। আমি তোমাদেরকে নিজের থেকেও উঁচু স্থান প্রদান করি। তোমাদেরকে ব্রহ্মান্ড এবং সৃষ্টির - দুইয়ের মালিক বানাই আর আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই। কিন্তু শ্রীমৎ অনুসরণ করেও চলতে হয়। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে বিমুখ হতে হয়। যেমন রাম ও রাবণের চিত্র আছে। কৃষ্ণেরও চিত্র আছে, নরককে লাথি মারছে। স্বর্গের গোলা হাতে আছে। বাবা খুব ভালো রীতি বোঝান কিন্তু খুব কমজনই থাকে যারা এই ব্যবসা করে। পিতাকে তন-মন-ধন দান করে নতুন প্রাপ্ত করে। এই হল ফার্স্টক্লাস ইনসিওরেন্স। বাবা বলেন তোমরা আত্মাকে পবিত্র বানাবে, তো শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত করবে। তারপরে স্বর্গে রাজত্ব করবে তাই তাঁকে সওদাগর এবং জাদুকরও বলা হয়। পতিতকে পবিত্র বানানো - এ'হল ঈশ্বরীয় জাদুকরী। শিববাবা বলেন - নরকবাসীদের স্বর্গবাসী বানাও। কেমন ফার্স্টক্লাস জাদুকরী। প্রাপ্তি অনেক। শিববাবা বলেন রাজার রাজা হও, ফলো ফাদার করো। ব্রহ্মাবাবা হলেন অধরকুমার। মাম্মা হলেন কুমারী কন্যা তাই ফলো করতে হবে। তোমরা বলবে আমরা ভাই-বোন, বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। যদিও লৌকিকে বোনেরা অধিকার পায় না, ভাইদের প্রাপ্ত হয়। এখানে তোমরা সবাই প্রাপ্ত করো কারণ তোমরা সবাই হলে আত্মা। বাবা বলেন তোমাদের সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে

তখন তো ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিল হয়ে যায়। সেখানে বাবা আর সন্তানের সম্পর্ক থাকে তাই বলা হয় " উই আর অল ব্রাদার্স" । ব্রাদারহুড হয়, ফাদারহুড হয় না। সর্বব্যাপীর জ্ঞানই অনেক ক্ষতি করেছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমন নয়, কেউ যোগে বসিয়ে দিক। তোমরা লক্ষ্য পেয়েছো। মুরলী শুনে তারপরে চলতে-ফিরতে যোগে যুক্ত থাকতে হবে। এ'হল যাত্রা, এগিয়ে চলেছি। আট ঘন্টা সার্ভিস করার করো, তারও সময় দেওয়া হয়েছে, বাকি সময়টা দিতে হবে। মুখ্য কথা হলো পবিত্রতার। একে অপরকে পতিত বানিয়ে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখী করেছে। এখন সৃষ্টি রূপী বৃষ্টি একেবারে জরাজীর্ণ হয়েছে। বাবা এসে জীর্ণ বৃষ্টিটিকে দৈবী বৃষ্টি পরিণত করেন। এখন শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলো। শিববাবাও কথা বলেন তো ব্রহ্মাবাবাও কথা বলেন। কিন্তু তোমরা জানো শিববাবা হলেন আমাদের পিতা, টিচার এবং সদগুরুও। তোমরা হলে সন্তান এবং স্টুডেন্টও, তোমাদেরকে গ্যারান্টি করেন সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। এমন গ্যারান্টি আর কেউ করতে পারে না। তারা তো নিজের নামে বড় বড় টাইটেল লাগিয়েছে। তোমরা এখন অথরিটি পেয়েছো। তোমরা বোঝাতে পারো যে জগৎ গুরু হলেন একজনই, তিনিই সকলের সদগতি করেন। এমন সুখ দাতা বাবাকে কেউ জানে না। যদি বাবাকে জানে তবে তো প্রপাটিকেও জানবে। আচ্ছা!

মাতা - পিতা, বাপদাদার মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্তিম সময়ে যেমন মতি সেই অনুযায়ী গতি - এর জন্য পুরানো দুনিয়ার থেকে হৃদয় মন সরিয়ে, নিজের মুখ ঘুরিয়ে নিতে হবে। নিজের সুইট হোমকে স্মরণ করতে হবে।

২) সওদাগর বাবার সাথে প্রকৃত সত্য সওদা করতে হবে। তন-মন-ধন সব ইনসিওর করে ফলো ফাদার করতে হবে।

বরদানঃ:- সীমিত দেয়াল পেরিয়ে লক্ষ্যের নিকটে পৌঁছে গিয়ে উপরাম ভব
যে কোনও রকমের সীমিত দেয়াল পার করে যাওয়ার নিদর্শন হল - পার করা, উপরাম হওয়া। উপরাম স্থিতি অর্থাৎ উড়ন্ত কলা। এমন উড়ন্ত কলা যাদের, তারা কখনও সীমিত দুনিয়ায় ঝুলে যায় না বা আটকে যায় না, তাদের লক্ষ্য সদা নিকটে দৃশ্যমান থাকে। তারা উড়ন্ত বিহঙ্গ রূপে কর্ম রূপী কল্প বৃক্ষের ডালে এসে বসবে। অসীম জগতের সমর্থ স্বরূপ দ্বারা কর্ম সম্পাদন করবে আর উড়ে যাবে। কর্ম রূপী ডালের বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। সদা স্বতন্ত্র থাকবে।

স্লোগানঃ:- অনুভবের অথরিটি হও তবে মায়ার নানার প্রকারের রয়্যাল রূপের ধোঁকা থাকে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বর্তমান সময়ের আবশ্যিকতা - অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল বানানো"

আজ স্নেহের সাগর বাবা স্নেহে সমাহিত আপন বাচ্চাদের দেখছেন। এই ঈশ্বরীয় স্নেহ তোমরা বাচ্চারা ব্যতীত অন্য কারও প্রাপ্ত হয় না। তোমাদের সকলের এটা বিশেষ প্রাপ্তি। সব বাচ্চারই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু প্রথম স্টেজ হলো প্রাপ্তি হওয়া আর পরবর্তী স্টেজ হলো প্রাপ্তির অনুভবে হারিয়ে যাওয়া। প্রথম বিষয় হলো প্রাপ্তির নেশায় তোমরা সবাই বলে থাকো, আমি বাবার ভালোবাসা পেয়েছি। বাবাকে পাওয়া অর্থাৎ ভালোবাসা পাওয়া। সকলের মুখ থেকে এটাই বেরোয় 'আমার বাবা'। তো প্রথম স্টেজে প্রাপ্তি সকলের। কিন্তু অনুভূতিতে সদা তন্ময় হয়ে থাকতে নম্বরক্রম রয়েছে। পরমাত্ম-ভালোবাসায় যে তন্ময় হয়ে থাকে তাকে এই ভালোবাসা থেকে কেউ সরাতে পারে না। পরমাত্ম-ভালোবাসায় নিমজ্জিত আত্মার চমক আর পরিতৃপ্তি, অনুভূতির কিরণ এত শক্তিশালী হয় যে কেউ কাছে আসা তো দূর চোখ তুলে দেখার সাহস থাকে না। এমন অনুভূতি যদি সদা থাকে তবে কখনও কোনও প্রকারের পরিশ্রম হবে না। এখন যোগ লাগাতে তোমাদের যুদ্ধ করতে হয়। যোগে তো বসো কিন্তু অনুভূতিতে নিবিষ্ট না হওয়ার কারণ কখনো যোগ, কখনো যুদ্ধ দুইই চলতে থাকে। আমি বাবার, এটা বারবার তোমাদেরকে স্মৃতিতে নিয়ে আসতে হয়। তো বারবার স্মৃতিতে নিয়ে আসা বিস্মৃতি, তবেই তো স্মৃতিতে নিয়ে আস, তাই না? সুতরাং হ্যাঁ-না, স্মৃতি-বিস্মৃতি এই যুদ্ধ লাভলীন অনুভূতি করতে দেয় না। বর্তমান সময়ে বাচ্চাদের যে যুদ্ধ বা পরিশ্রম করতে হয়, সেই যুদ্ধ বেশি চলে ব্যর্থ আর সমর্থের। কোনো কোনো বাচ্চার ব্যর্থ দেখার সংস্কার ন্যাচারাল নেচার হয়ে গেছে। কারও মধ্যে শোনার, কারও মধ্যে বর্ণন করার, কারও মধ্যে ভেবে নেওয়ার ন্যাচারাল নেচার এমন হয়ে গেছে সেগুলো আমিই করছি সে মনেই করে না। এমনকি, কেউ যদি ইশারা করেও, মায়ার বিচার-বুদ্ধি থাকার কারণে নিজেকে খুব বিচক্ষণ মনে করে। নয়তো মায়ার-মতি হয়ে যায় অথবা অমনোযোগিতা এসে যায় – এরকম তো চলেই, এমন তো হয়ই... মায়ার বিচার-বুদ্ধিতে ভুলের (রং) মধ্যেও নিজেকে রাইট মনে করে। থাকে মায়ার ধারণা-শক্তি কিন্তু মনে করবে আমার মতো জ্ঞানী, আমার মতো যোগী, আমার মতো সেবাধারী কেউই নেই, কেননা সেই সময় মায়ার ছায়া মন-বুদ্ধিকে এমনভাবে বশীভূত করে যে যথার্থ নির্ণয় করতে পারে না। মায়ারী যোগী কিংবা মায়ারী জ্ঞানী অনুভাবী, ঈশ্বরীয় বোধ থেকে সরিয়ে দেয়। মায়ার অনুভাবীও কম নয়। যারা মায়ার সাথে যোগ লাগায় তারাও অনড়-অটল যোগী, সেইজন্য ফারাক বোঝে না। সেই সময়ের বোলের নেশাও কত অসাধারণ হয় সবাই জানো তো না! সেইজন্য বাপদাদা সদা বাচ্চাদের বলেন, সমস্ত প্রাপ্তির অনুভূতির সাগরে সমাহিত হয়ে থাক। সাগরে সমাহিত হওয়া অর্থাৎ সাগর সমান অসীম জগতের প্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে কর্মে আসা।

বাপদাদা চারদিকের বাচ্চাদের চার্ট চেক করেছেন। কী দেখেছেন? সময়ের সামীপ্যের অনুসারে বর্তমানের বায়ুমন্ডলে অসীম বৈরাগ্য প্রত্যক্ষ স্বরূপে হওয়া আবশ্যিক। অসীম বৈরাগ্য বর্ণনও করো। অনেক পয়েন্টস বের করো, খুব ভালো ভাষণও করো। সকলের কাছে পয়েন্টস রয়েছে তো না? পয়েন্টস বর্ণন করা বা চিন্তা করা - এতে তো মেজরিটি পাস। এই ছোট ছোট কুমারীদেরও যদি ভাষণ তৈরি করে দাও তবে তারাও সেটা পারবে। যথার্থ বৈরাগ্য বৃত্তির সহজ অর্থ, আত্মাদের সম্পর্কে আসতে বা সমুদয় সাধনের সম্বন্ধে আসতে হোক, কিম্বা সেবার চাক্সে চ্যাম্পেলর হওয়ার ভাগ্য প্রাপ্তি হোক, কিন্তু সকলের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে যতটা স্বতন্ত্র, ততটাই প্রিয় এই বিষয়ে ব্যালেন্স থাকতে হবে। কি হয়, কখনো স্বতন্ত্র ভাবের পার্সেন্টেজ বেড়ে যায় আর কখনো প্রিয় হওয়ার পার্সেন্টেজ বেড়ে যায়। প্রিয় হওয়ার অর্থ নিমিত্ত ভাব, নিরহঙ্কার ভাব। কিন্তু এর পরিবর্তে আমিদের বোধ এসে যায়। এটা আমারই কাজ, আমারই স্থান, সাধন ভাগ্য অনুসারে আমারই সব প্রাপ্ত হয়েছে, এত পরিশ্রমে আমি এই সাধন, স্থান বা সেবা কিংবা সেবা-সাথী (স্টুডেন্টরাও সাথী) বানিয়েছি। এটা আমার, আমার পরিশ্রমের কী কোনো ভ্যালু নেই? এই নিমিত্ত ভাব আর আমিদের ভাবে কোনো প্রভেদ আছে নাকি সবই এক? এই আমিষভাব রয়্যাল রূপে বেড়ে গেছে। আমিষবোধের রয়্যাল ভাষা, রয়্যাল সঙ্কল্প, বাবার সঙ্গে আত্মিক বার্তালাপেও বাপদাদা অনেক শোনে। খুব ভালোবাসার সাথে বাবাকে অথবা নিমিত্ত আত্মাদের সম্মত করাতে কিংবা সম্মতি নিতে আসে - বাবা আপনিই এতে আমাকে সাহায্য করুন, আপনি মনে করেন কী এটা আমার কাজ নয়, আমার দায়িত্ব নয়, আমার অধিকার আমারই পাওয়া উচিত। বাবাকেও জ্ঞান দেওয়ার জন্য খুব চাতুরী করে, বাপদাদা মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। তোমরা নিমিত্ত, যা পেয়েছ, যেখানে বসানো হবে, যা থাওয়ানো হবে, যা করানো হবে সেটাই করবে। প্রথম প্রথম এটাই সকলের প্রতিজ্ঞা থাকে। প্রতিজ্ঞা করেছ তো না? এটা প্রতিজ্ঞা নাকি শুধু ভোজনপানের জন্য? আমিষভাবের বৈরাগ্যই অসীম জগতের বৈরাগ্য। অনেক রকম নতুন নতুন আমিষভাব আরও ইমার্জ হচ্ছে। বর্তমান

সময়ে মায়া নতুন নতুন ধরনের আমিষভাবের ছায়া ফেলছে, সেইজন্য সময়ের সমীপতা প্রত্যক্ষ রূপে আসছে না। স্ত্রী হোক বা অস্ত্রী উভয়েই জানে আর বলেও থাকে, দুনিয়ার অবস্থা খুব খারাপ, কত পর্যন্ত এই দুনিয়া চলবে, কীভাবে চলবে? কিন্তু দুনিয়া তবুও চলছে। সময়ের সামীপ্যের ফাউন্ডেশন হলো - অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি। বাপদাদা চেক করেছেন অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির পরিবর্তে নতুন নতুন ধরনের ছোট ছোট আকর্ষণের বিস্তার অনেক বড়। এই বিস্তার সার অংশ লুকিয়ে ফেলেছে। বুঝেছে? এখন কী করতে হবে?

এই আকর্ষণ খুব টেস্টি লাগে। এক-দু'বার যদি টেস্ট করেছ তো সেই টেস্ট টানতে থাকে। ভালো সেবা করছ, কিন্তু নিজের চেকিং করো নিমিত্ত ভাব রয়েছে নাকি আকর্ষণের ভাব রয়েছে? 'বাবা বাবা'র বদলে 'আমার আমার' এসে যায় না তো! মানতে হবে 'তোমার' আর হয়ে যায় 'আমার'। তাহলে এখন কী করবে? আমার আমার পছন্দ? বাপদাদা আগেও শুনিয়েছেন - তোমরা খুব বড় একটা ভুল করে থাকো কিংবা চলতে চলতে হয়ে যায়, সেটা করতে চাও না, কিন্তু হয়ে যায়, সেটা কী? অন্যের জজ হয়ে যাও আর নিজের জন্য উকিল হয়ে যাও। হতে হবে নিজের জজ আর হয়ে যাও অন্যের! এর এটা করা উচিত নয়, এর বদলানো উচিত। আর নিজের জন্য মনে করবে এই ব্যাপারটা একেবারে ঠিক! আমি যা বলি, সেটা রাইট, এ' এরকম, এ' ওরকম। উকিলরাও তো সত্যিকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যি প্রমাণ করে, তাই না। তাছাড়া, উকিলরা যত প্রমাণ দিতে জানে, ততটা আর কেউ জানে না। নিজের জজ হতে হবে, কিন্তু তোমাদের এটাই ভুল হয়ে যায়। অন্যদের জন্য রিমার্ক দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু নিজেকে বদলাতে হবে। তোমাদের স্লোগানও সেটা "স্ব পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন।" প্রথমে 'স্ব'। শুনলে, বাবা কী চার্ট দেখেছিলেন?

বাপদাদাও মায়ার চাল দেখে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন - মায়া কত চতুর! মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মাদেরও নিজের বানিয়ে নেয়। তাহলে এখন কী প্রয়োজন? অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমন্ডল বানাও, যেমন তোমরা সেবার বায়ুমন্ডল বানিয়ে থাকো না, প্রোগ্রাম বানাও। শুধু মগজ পর্যন্ত নয়, হৃদয়ে যেন পৌঁছায়। সবার মাথায় আছে - হওয়া উচিত, করা উচিত কিন্তু হৃদয়ে যাতে এই তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তার আবশ্যিকতা আছে। বুঝেছে? সবাই ভালো করে বুঝেছে? নাকি এখন বোধগম্য হয়েছে, আবার ওঠার পরে ভাববে কীভাবে হবে, এটা করা মুশকিল, শোনা-বলা তো সহজ, করা কঠিন। সুতরাং এখন এভাবে বলবে না তো না?

স্নেহের সাথে তোমরাও পৌঁছে গেছ আর বাপদাদাও পৌঁছে গেছেন। স্নেহতে দেখ কত শক্তি! স্নেহ অব্যক্তকে ব্যক্ততে নিয়ে আসে। তোমাদের সবাইকে মধুবনে নিয়ে আসে। সবাই স্নেহবশে ঠিকভাবে পৌঁছে গেছ তো না? কে এনেছে? ট্রেন এনেছে নাকি স্নেহ নিয়ে এসেছে? যেখানে স্নেহ থাকে সেখানে পরিশ্রম, পরিশ্রম মনে হয় না, কঠিনকে কঠিন লাগে না। এই তিন পা ভূমির পরিবর্তে যদি দু' পা ভূমিও মেলে তো কেমন লাগে? সত্যযুগের পালঙ্কের থেকেও শ্রেষ্ঠ। সবাই আরামে রয়েছে নাকি বাধ্যবাধকতায় আছে? কী করবো, থাকতে তো হবেই...। ভক্তিমার্গে তো শুধু পা রাখার জন্য কত পরিশ্রম করে, তোমাদের ঘূমানোর জন্য তিন পা না হোক দু' পা তো মেলে। তোমরা তো চেয়েছিলে যে চরণে জায়গা দিয়ে দাও কিন্তু বাবা চরণের পরিবর্তে পাটরানী বানিয়ে দিয়েছেন। তবুও মধুবনের অঙ্গন তো না! যে কোনো স্থানেই ঘুমাও না কেন কিন্তু মধুবনের অঙ্গনেই তো না! বাবার এত কাছে আসার অধিকার পাবে এ তো তোমাদের স্বপ্নেও ছিল না। সবাই তোমরা খুশি তো না? দু' পা জায়গার বদলে যদি এক পা জায়গা পাও তবুও রাজী থাকবে? বসে বসে ঘুমাবে! অনেকের বসে বসেই ভালো ঘুম আসে। যদি শোয় তো ঘুম আসবে না। যোগে বসলো আর মুহূর্তে ঘুম শুরু। পাঁচদিন অশ্রুত তপস্যা করতে হ'লে সবাই তৈরি আছ? খাবারও যদি না পাও তো চলবে? নাকি মনে করো এটা হওয়ারই নয়? যে জিনিস ওখানে থাওনি সে'সব আরোই মধুবনে পেয়ে যাও। কিন্তু এভাররেডি থাকা চাই। যদি পাও তো খুব ভালো, না পেলেও খুব ভালো, কেননা অমৃতবেলায় সবারই তো দিলখুশ মিঠাই প্রাপ্ত হয়ই আর সারাদিন খুশির পুষ্টিকর আহারও প্রাপ্ত হয়। তো এভাবে চলতে পারবে তো না? এটাও ট্রায়াল করবো। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের, সদা সর্বপ্রাপ্তির অনুভূতিতে সমাহিত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা পরখ করার, নির্ণয় করার শক্তিকে তীব্র বানানো সমীপ আত্মাদের, সদা সেবায় সমর্থ হয়ে সমর্থ বানানোর নিমিত্ত আত্মাদের, সদা স্বতন্ত্র এবং প্রিয় হওয়ার ব্যালেন্স রাখা ব্যালেন্সিংয়ের যোগ্য আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

টিচারদের সাথে:- ঠিক যেমন টিচারদের টাইটেল, তো যেমন টাইটেল তেমনই বৈরাগ্য বৃত্তির বিশেষ বায়ুমন্ডল বানানোতে টাইট থাকো। হালকা হয়ো না, কারণ নিমিত্ত টিচারদের বায়ুমন্ডল অনেকের কাছে পৌঁছায়। তো টিচারদের এখন এই চমৎকার করে দেখাতে হবে। যেমন, পরিবর্তনে আঙ্গাকারী তো হয়েছে, আঙ্গাকারী হওয়ার, হাঁ জী করার পাঠ

তো পাকা করে নিয়েছ, কিন্তু দ্বিতীয় পাঠ অসীম বৈরাগ্য বৃত্তির, এখন এই পাঠ পাকা করে দেখাও, কেননা নিমিত্ত তোমরা, তাই না! সুতরাং নিমিত্ত আত্মারাই নিরহঙ্কার হয়ে নির্মাণের কর্তব্য অনেক সহজে করতে পারে। এখন এই বছর তো পুরো হয়েই আসছে। কিন্তু নতুন বছরে এই নবীনত্বের চমক বাপদাদাও দেখবেন। সেবা করেছে, সেন্টার খুলেছ, অনেক বাড়িয়েছ, আই. পিজ্.ও এসে গেছে, ভি. আই. পিজ্.ও এসে গেছে, এতো হতেই থাকে কিন্তু সেবাতে অসীম বৈরাগ্য বৃত্তি অন্য আত্মাদের আরও কাছে নিয়ে আসবে। মুখের সেবা সম্পর্কে নিয়ে আসে আর বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলের সেবা সমীপে নিয়ে আসবে।

বুঝেছ? বাপদাদা তো চাট দেখেনই, তাই না? যতই হোক, সেবার নিমিত্ত তোমরা - এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কম নয়! এটাও বিশেষ উত্তরাধিকার। তো এই বিশেষ উত্তরাধিকারের অধিকারী তোমরা। বুঝেছ? আচ্ছা।

ডবল বিদেশি:- (সব জায়গা থেকে পৌঁছেছে) ডবল ফরেনাররা বুদ্ধিমান। সব দেশ থেকে অ্যাম্বাসেডর পাঠানোর মতো, তাই না। তো ইন্টারন্যাশনাল ব্রান্সপার পরিবার হয়ে গেছে তো না! ডবল বিদেশিদের বিশেষত্ব হলো সদা হাতে হাত আর সাথ থাকে। বিদেশের ফ্যাশন আছে তো না হাতে হাত ধরা। তো এখন কার হাতে রয়েছে? বাবার। সদা বাবার হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলে। হাত হলো শ্রীমৎ, তো সদা তোমরা সাথে থাকো আর শ্রীমতের হাতে হাত রেখে এগিয়ে চলে। যার সাথী বাবা, যার হাত বাবার হাতে সে সদাই নিশ্চিত, নিশ্চিত বাদশাহ কেননা, হাত আর সাথ দুইই মজবুত। ঠিক তো না? যারা নাইরোবি থেকে তাদের পাকা হাত আর সাথ থাকে, তাই না? যদি সারা দুনিয়ার অফ্রোহিনী লোক হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে তো হাত ছেড়ে যাবে? সেই অফ্রোহিনী শক্তিশীল আর তোমরা একা মাস্টার সর্বশক্তিমান, সেইজন্য ডবল বিদেশিদের নেশা থাকে যে, বাপদাদার এক্সট্রা হাত আর সাথ রয়েছে, লিস্ট রয়েছে তাদের। আচ্ছা।

বরদান:- দিব্য বুদ্ধির বরদান দ্বারা নিজের রেজিস্টার দাগহীন রেখে কর্মের গতির গুণাতা ভব ব্রান্সপার জন্ম নিতেই প্রত্যেক বাচ্চার দিব্য বুদ্ধির বরদান প্রাপ্ত হয়। এই দিব্য বুদ্ধিতে কোনও সমস্যার, স্পেন্স বা মনমতের প্রভাব যদি না পড়ে তবেই রেজিস্টার দাগহীন থাকতে পারে। কিন্তু সময়মতো যদি দিব্য বুদ্ধি কাজ না করে তবে রেজিস্টারে দাগ লেগে যায়, সেইজন্য বলা হয়ে থাকে কর্মের লীলা অতি গুহ্য। দুনিয়ার লোকে তো প্রতি কদমে কর্মকে চূর্ণ করে, কিন্তু কর্মের গতির গুণাতা তোমরা বাচ্চার কর্ম চূর্ণ করতে পারো না। তোমরা তো বলবে বাহ আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম।

স্লোগান:- পবিত্রতার গভীর ধারণা থেকেই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful

Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- চলতে-ফিরতে বিচার সাগর মন্ডন করো, এই জ্ঞান-মন্ডনই হলো বুদ্ধির ভোজন, বিচার করে সার্ভিসের নতুন নতুন যুক্তি বের করো"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞান অমৃত ধারণ করার এবং করানোর শক্তি কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় ?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা বাবার হয়েই পাকাপাকিভাবে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, স্মরণে রাখবে যদি এত শুনেও পবিত্র না হও তাহলে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে। এক কান দিয়ে শুনবে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বাবার হয়ে গেছো তো আবর্জনা বের করে দাও। উল্টো কাজ করলে তখন গলা আটকে যাবে। তখন জ্ঞান শোনাতে পারবে না, সেইজন্য সাবধান।

*গীতঃ- তুই রাত নষ্ট করলি ঘুমিয়ে...

ওম্ শান্তি । এখন বাবা বসে বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন যে - বাচ্চারা অসীম জগতের বাবাকে সঠিকভাবে জেনেছো? জিজ্ঞাসা করতে হয়, না হলে জিজ্ঞাসা করার নিয়ম নেই। সকলেই জানে তিনি আমাদের মাতা পিতা। মাতা পিতাকে পেয়ে গেছো তখন আস্থিক হয়ে গেছো। মাতা পিতা, যার থেকে অগাধ সুখ প্রাপ্ত হয়, সত্য যুগে তো হলোই প্রালব্ধ (ফলভোগ)। ওখানে আস্থিক বা নাস্তিকের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আস্থিক, নাস্তিক জানা, না জানা সঙ্গমে হয়ে থাকে। বাচ্চারা এখন জানে যে কাল নাস্তিক ছিল, বাবা আর বাবার রচনাকে জানতো না, তারাই এখন আস্থিক হয়ে গেছে। বাবাকে আর নিজের ৮৪ জন্মকে জেনে গেছে। কাল জানতো না, আজ জানে। কাল আর আজ - বলা হয়ে থাকে তাই না? আজ হলো পুরোনো দুনিয়া, কাল নতুন দুনিয়া হবে। আজ হলো রাত, কাল দিন হবে। বাস্তুবে ভারতবাসীদের নিজের বাবাকে জানা উচিত। ভারতেই সোমনাথের মন্দির রয়েছে। শিবজয়ন্তী পালন করা হয় কিন্তু এ'কথা কেউ জানে না যে শিববাবা কবে এসেছিলেন। সোমনাথ যে নামকরণ হয়েছে, তিনি কবে এসে জ্ঞান অমৃত পান করিয়েছিলেন। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো আমরা বাবার দ্বারাই আস্থিক হয়েছি। বাবা বসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা অনুসারে পরিচয় পাওয়াও যায় সঙ্গমেই। বাচ্চারা জানে আজ হলো নরক, কাল স্বর্গ হবে। কাল অর্থাৎ পরের জন্ম আমাদের সত্যযুগে হবে, আমরা পুরুষার্থ করছি। আজ হলো মৃত্যুলোক, কাল অমরলোক হবে। নতুন দুনিয়া বদল হচ্ছে। কলিযুগ থেকে সত্যযুগ তৈরি হচ্ছে। সে তো বাবাই বানাবেন। বাবা হলেন পতিত-পাবন। দুনিয়ায় সঙ্গমের কথা কারো জানাই নেই। এখন তোমরা কত আলোয় এসে গেছো। তোমরা এখন ভক্তিমার্গ ছেড়ে দিয়েছো। আজ হলো ভক্তি, কাল থাকবে না। এমন নয় আজ ভক্তি রয়েছে, কাল আবার জ্ঞান হবে। না। ভক্তি তো আধাকল্প চলে। জ্ঞান একবারই প্রাপ্ত হয় আর সদগতি হয়ে যায়। বাবা একবারই এসে সকলের সদগতি করেন, সেইজন্য গায়নও করা হয় - পতিত-পাবন, সদগতি দাতা। ওঁনার জন্ম ভারতেই হয়ে থাকে কিন্তু ভারতবাসীরা জানে না যে এ হলো নিরাকার শিববাবার মন্দির। কোথাও জ্যোতির মন্দির রয়েছে। ব্রহ্ম সমাজীরা জ্যোতি জাগরিত করে। মনে করে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্যোতি স্বরূপ। অনেক প্রকারের মত রয়েছে। যে যে'কথা বুঝিয়েছে তাই মনে নিয়ে ফলো করে ফেলে। এখন তোমরা রচয়িতা আর রচনাকে জেনে গেছো। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝে তারপর অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। প্রত্যেক অ্যাক্টরের মহিমা আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলার জন্য আলাদা আলাদা মহিমা হতে পারে না। প্রত্যেক আত্মায় আলাদা আলাদা পার্ট ভরা থাকে। সর্বব্যাপী হলে তখন পরমপিতা পরমাত্মার ভূমিকা প্রত্যেকের ভিতরে বাজবে। কত অন্ধকার রয়েছে ! তবেই তো বাবাই এসে বুঝিয়ে থাকেন।

বাচ্চারা জানে অবশ্যই উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) ভূমিকা হলো পরমাত্মার। সেই এক-কেই সব ভক্ত স্মরণ করে থাকে। ভক্তরা সকলেই হলো পতিত। পতিত কাকে বলা হয় -- এ'কথা মানুষ জানে না। সন্ন্যাসীরা মনে করে যে এই বিকারের দ্বারাই আমরা নরকবাসী হয়েছি, সেইজন্য ঘর-পরিবার ত্যাগ করলে আমরা গিয়ে ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যাব। বাবা বুঝিয়ে থাকেন - এ হলো কলিযুগ। সকলেই বিষয় সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, সেইজন্য একে বেশ্যালয় বলা হয়ে থাকে। আমি এসে শিবালয় তৈরি করি। সত্য যুগে এক ধর্ম ছিল, সেই দেবী-দেবতাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে, এখন নিজেদের দেবী-দেবতা বলে না। যারা পূর্বে দেবী দেবতা ছিল, তাদেরই অধঃপতন হতে হতে ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-বর্ণ-তে এসে পতিত পূজারী হয়ে গেছে। সবথেকে বেশি পবিত্র ছিল ভারত। সেই এখন পতিত হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীদেরকেও সম্পূর্ণ পবিত্র বলতে পারা যাবে না কারণ পতিত দুনিয়ায় বসে রয়েছে। ঘর-পরিবার ত্যাগ করে কেউ সত্যযুগে যেতে পারে না। তোমাদের তো এই দুনিয়াকে

ভুলে সত্যযুগে যেতে হবে। স্বর্গে যাওয়ার জন্য হুবহু পূর্বকল্পের মতো পুরুষার্থ করছে। ভারতই পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে, পুনরায় পূজ্য হবে। এই নলেজ বুঝবে সে-ই যে হারিয়ে যাওয়া আদরের দুলাল (সিকিলধে) হবে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের নয় তাদের বুদ্ধিতে বসবে না। ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে। আর কোনো ধর্মাবলম্বীরা ৮৪ জন্ম নিতে পারে না। তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের অনুক্রম রয়েছে। সকলেই একসাথে আসবে না। বাচ্চাদের চক্রের রহস্য বলা হয়েছে। বংশ লতিকা কিভাবে তৈরি হয়। বংশলতিকা আত্মাদেরও হয়ে থাকে। তাকে আবার রুহানি বলা হয়। বাচ্চারা জানে আমরা ব্রহ্মাণ্ডে থাকি। প্রথম নশ্বরে রয়েছে শিববাবা তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, তারপর হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাদের ঘরানা। নশ্বরের অনুক্রম তো রয়েছে, তাই না ! এই সময় তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র বৃক্ষই রয়েছে। ওখানে এই জ্ঞান নেই। কে-কে আসবে, কি-কি হবে। কিন্তু ওখানে অজ্ঞানতা রয়েছে বলা যাবে না। ওটা হলো প্রালম্ব, যা এই জ্ঞানের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। এখন হলো উত্তরণ কলা, পরে হলো অবতরণ কলা। ১২৫০ বছরে দুই কলা কম হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অধঃপতন হয়। তোমরা এখন সব হিসেব বের করতে পারো। প্রথমে হলো বৃক্ষকান্ড বা ফাউন্ডেশন বেরোয়। এখন তোমরা বীজ আর বৃক্ষকে ভালোভাবে জেনে গেছো। এখন তোমরা বাবার মাধ্যমে নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়ে গেছো। বাবা বুঝিয়েছেন ফাদার শো'জ সন (বাবার মধ্য দিয়ে সন্তানের প্রত্যক্ষতা)। টিচার শো'জ স্টুডেন্ট। পূর্বে গুরু শো'জ ফলোয়ার্স। ফলোয়ার্স শো'জ গুরু। এখানে তো তিন-ই হলেন এক বাবা। তিনি হলেন রচয়িতা। অবশ্যই নতুন দুনিয়াই রচনা করবেন। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। তারা এই উত্তরাধিকার কোথা থেকে প্রাপ্ত করেছেন? কে এমন কর্ম শিখিয়েছেন যে এত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করেছেন? এখন বাবা বলেন তোমাদের এইরকম কর্ম শেখাই যাতে তোমরাই দেবতা হয়ে যাবে। স্বর্গে তোমরা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলে। বাবার থেকেই উত্তরাধিকার নিয়েছিলে। তাহলে অবশ্যই বাবাই এসে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছিলেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, চলতে ফিরতে এইরকম বিচারসাগর মন্বন করো। এ হলো বুদ্ধির জন্য ফুড (আহার)। বাবার ইচ্ছা যে এই গোলক (সৃষ্টিচক্র), অনেক বড় বড় আকারের যেন হয়। চক্রের উপরে তোমাদের যেকোনো কাউকে বোঝানো অত্যন্ত সহজ হবে। এখন বিচার করা উচিত, মানুষ-মানুষকে কীভাবে বোঝাবে? বোঝাতে হবে - এখন হলো সঙ্গম, দুনিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। এখানে অনেক ধর্ম রয়েছে, ওখানে হয় এক ধর্ম। যা বাবা স্থাপন করেছেন। ভারতের প্রাচীন যোগ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তোমরা জানো আমরা পুনরায় রাজযোগ ভগবানের দ্বারা শিখছি। ভগবানই অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বলবেন। মানুষ মানুষকে বলতে পারে না। এই বাবা (ব্রহ্মা) বলেন আমি কিছুই জানতাম না। বাবা নিজের মহিমা করতেন না যে এইরকম ছিলাম, ওইরকম ছিলাম। বাবা বলেন - এই ভক্তির কর্মকাণ্ড এখন ক'রো না। এখন ভক্তি সম্পূর্ণ হবে। রাতের পর দিন আসবে।

বাচ্চারা, এখন তোমরা সঙ্গমে রয়েছে। সঙ্গমেই নলেজ প্রাপ্ত হয়। বাবা কিভাবে প্রথমে সূক্ষ্মলোকের রচনা করেন তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। এঁনারই মনুষ্য সৃষ্টির বংশলতিকা রয়েছে। এঁনাদেরই আদি-দেব, আদি-দেবী বলা হয়ে থাকে। অ্যাডাম-ইভও বলা হয়। এখন মাতা-পিতা রয়েছে তো সৃষ্টির রচনা কিভাবে হয়েছে, অ্যাডাম-কে আদিদেব ব্রহ্মা বলা হবে। কিন্তু তিনি তো ক্রিয়েটর নন। এটা বোঝে না যে পরমপিতা পরমাত্মা অ্যাডাম এর দ্বারা (রচনা) করিয়েছেন। অবশ্যই গড-ই(ঈশ্বর) হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তিনি হলেন নিরাকার বাবা। আমরা আত্মারাও হলাম নিরাকার। এই শরীর ধারণ করে পুনর্জন্মে আসি ভূমিকা পালন করতে। নিরাকার বাবাকে ভক্তিতেও স্মরণ করা হয়, পরম ধামে থাকেন। তিনি হলেন পতিত-পাবন। পতিত দুনিয়ায় এসে বাচ্চাদের পড়িয়ে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান। সেইজন্য তিনি হলেন বাবাও, টিচারও। অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি পড়িয়ে থাকেন। এখন তোমরা মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছো। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, স্মরণে রেখো, পবিত্র না থাকলে তখন যতই শুনবে, তা এক কান দিয়ে শুনবে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। প্রথমে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো, না হলে পাপের বোঝা দূর হবে না। পবিত্র হও না তাই আরোই জোরে পড়ে যাও। বাবা বলেন স্মরণে রেখো - এখন পবিত্র না হলে, তখন অত্যন্ত সাজা ভোগ করতে হবে। অজ্ঞানকালে এত সাজা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু আমার কাছে এসে প্রতিজ্ঞা করে তারপর পবিত্র না হলে আর লুকিয়ে ইন্দ্রসভায় আসতে থাকলে তখন প্রচুর দণ্ডভোগ করতে হবে আরোই প্রস্তুতবুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে যাবে। তখন সাধারণ প্রজায় চলে যাবে। পদমর্যাদাও নশ্বরের অনুক্রমেই হয়, তাই না ! উচ্চ থেকে উচ্চও হয়ে থাকে আবার নিম্ন থেকে নিম্নতর হয়ে থাকে। এখানে তো সকলেরই দুঃখ রয়েছে। আচমকা মৃত্যু হয়ে যায়। বাস্তবে কাল (মৃত্যু) আসা উচিত আয়ু পূর্ণ হওয়ার পর। অবশ্যই ভারতে নিয়ম অনুসারেই আয়ু সম্পূর্ণ হতো। বৃদ্ধ হয়ে যেত তখন সাম্রাজ্যকার হতো যে এখন পুনরায় ছোট বাচ্চা হয়ে জন্মাবো। তোমরা জেনেছো, শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যাবো। এই পুরোনো চোলা (শরীররূপী বস্ত্র) এখন খুলে ফেলতে হবে। প্রতিমুহূর্তে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা, ব্যস্ আমরা এই এলাম বলে। যোগবলের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র বানানো হয়। এরজন্য একটাই উপায় রয়েছে - বাবার সাথে যোগ যুক্ত হওয়া। তারপর তোমরা পবিত্র সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। যোগযুক্ত হতে হতে অবশেষে যোগ-সিদ্ধ হতে হবে। বাবা বলেন - এ হলো আমার

রথ। ল্যান্ড লেডি (ভূ-স্বামিনী) বলো বা ল্যান্ড লর্ড (ভূ-স্বামী) বলো - এ হলো বড়ই বিচিত্র। কীভাবে শিববাবা আসেন, বলেন -- ইনি হলেন ল্যান্ড-লেডিও, আবার প্রজাপিতাও। আমি নিরাকার, আমার অবশ্যই শরীর চাই। প্রত্যেকের আপন আপন রথ আছে। আমি কিভাবে রথী হবো। আমাকে তো আসতে হয় অপবিত্র দুনিয়ায়। শ্রীকৃষ্ণ তো পবিত্র ছিলেন। ড্রামায় এই রথই নির্দিষ্ট রয়েছে। আর আসিও ভারতেই। এমন নয়, এক কল্পে ভারতে, অন্যকল্পে জার্মানিতে আসবো। বাবা বুঝিয়ে থাকেন তাহলে তোমরা হলে কর্মযোগী। কর্ম করতে হয়। পূর্বে পুরুষেরা উপার্জন করতো, মায়েরা ঘরের দেখাফশো করতো। মায়েরা এত পড়াশোনা করতো না। এ তো এখন পড়াশোনা শুরু হয়েছে। মাতারাও কাজকর্ম (ব্যবসা-চাকরি) করে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের অবিনাশী কামাই (রোজগার) করতে হবে। প্রত্যেককে অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। যে করবে সে নিজের পদ পাবে। এই পড়ার পদ ২১ জন্ম পর্যন্ত চলে। এই পড়াশোনা বাবা ব্যতীত আর কেউ করতে পারে না। পতিত-পাবনও হলেন গডফাদারই। তিনিই রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত করে তোলেন। এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি। এ'কথাও স্মরণে থাকলে তোমরা প্রফুল্লিত থাকবে। বাবা নিজের অনুভব বলেন - চেষ্টা করো স্মরণে রাখার কিন্তু ভুল হয়ে যায়। সেইজন্য বাবা বলেন রাতে জেগে প্র্যাকটিস করো, তাহলেই অবস্থা স্থায়ীভাবে পাকা হয়ে যাবে। সেইজন্য বলা হয়ে থাকে - হে নিদ্রার উপর বিজয় প্রাপ্তকারী বাচ্চারা, উপার্জন করো। হাত, পা, মুখকে কিছু করতে বা বলতে হবে না। পূর্বে তো মালা গুনতে গুনতে রাম-নাম জপ করতে। মালার রহস্য এখন তোমরা বোঝো। বিজয় মালা আর রুদ্রমালা। এখন তোমরা সকলেই হলে পুরুষার্থী। একে মালা বলা যাবে না। রাতে জাগলে তোমাদের অত্যন্ত মজা লাগবে। রাতে ৯টা থেকে ১২ টা এই সময়টা হলো অত্যন্ত অপবিত্র। ২টা থেকে হলো অমৃতবেলা। এখানে তো আবর্জনাকে (অপবিত্রতা) সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করে দাও। এত শুনেও যদি পবিত্র না হও তাহলে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কাউকে জ্ঞানও শোনাতে পারবে না। যেমন বৃন্দাবনে (কৃষ্ণের নৃত্য বা রাসলীলার স্মরণিক) কিছু রাসলীলা তৈরী হয়ে রয়েছে। এও হলো জ্ঞান ড্যান্সের কথা। এখানে শুনে, দেখে বাইরে গিয়ে উল্টো বললে তাহলে গলা রুদ্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্য সাবধান হতে হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে তবেই যোগ যুক্ত হতে পারবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কর্মযোগী হয়ে থাকতে হবে। কর্ম করেও বাবাকে স্মরণ করে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) নিজের প্রতিটি চালচলনের দ্বারা বাবা, টিচার, গুরুর শো (প্রত্যক্ষতা) করতে হবে। "আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি" - এই স্মৃতির দ্বারা সদা প্রফুল্লিত থাকতে হবে।

বরদানঃ:- মহাবীর হয়ে প্রতিটি সংকল্পকে স্বরূপে আনা সদা বিজয়ী সফলতা-মূর্তি ভব
যে কোনো বিশেষ সংকল্পই গ্রহণ করো, তাতে দৃঢ় হয়ে থাকো, সংকল্প করেই তার স্বরূপ হয়ে যাও, তবেই বিজয়ের পতাকা উড়তে থাকবে। এইরকম ভেবোনা যে দেখবো, করবো..... বো বো করা অর্থাৎ দুর্বল হয়ে যাওয়া। এইরকম দুর্বল সংকল্প করা অর্থাৎ মায়া'র কাছে পরাজিত হওয়া। সর্বদা এই অমর অবিনাশী সংকল্পই করো যে আমরা হলাম সদাকালের বিজয়ী, মহাবীর। সর্বদা এগিয়ে যাবো, বিজয়ী হবো। তাহলে এই সংকল্পের দ্বারাই সফলতা-মূর্তি হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- চেহা'রায় খুশির ঝলক থাকলে, তখন চিয়'রফুল (প্রফুল্লিত) চেহা'রা বোর্ডের কাজ করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভারতকে স্বর্গ করে তোলার জন্য বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি হয়ে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করো, এটাই হলো বাবাকে সহায়তা করা"

*প্রশ্নঃ - যোগবলের আত্মিক (রূহানী) ড্রিল শেখার মুখ্য আধার কি?

*উত্তরঃ - এই ড্রিলের জন্য সব কিছুই থেকে বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে এবং সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গে জোড়ো। সেই এক এর প্রতিই সত্যিকারের প্রীতি হলে তবেই রূহানী ড্রিল করতে পারবে। এটাই হলে যোগবল যার মাধ্যমে ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের রাজত্ব পাশ্চ হয়।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকেও অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে। এটা কার মহিমা? ভোলানাথ শিববাবার মহিমা। পরমপিতা পরমাত্মাকে ভোলানাথও বলা হয়। তাঁকে নলেজফুলও বলা হয়, পতিত-পাবনও বলা হয়। ওঁনাকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা। লৌকিক বাবাকে পরমপিতা বলা যায় না। পরমপিতা সবসময় এক পরমাত্মাকেই বলা হয়। আত্মা নিজেদের পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা করে থাকে। বলে থাকে - ভক্তদের রক্ষাকারী অর্থাৎ ভক্তদের পুনরায় ভক্তির ফল দাতা। ভক্তদের ভগবান কি ফল দেবেন? ভগবান এসে গতি আর সন্নতির ফল প্রদান করেন। গতি অথবা মুক্তি পাওয়া যায় নির্বাণধামে। তাকে নিরাকার দুনিয়া বলা হয়। আত্মাও নিরাকার। নিরাকার আত্মা এই সাকার শরীর পেয়েছে। কিসের জন্য? কর্মক্ষেত্রে পার্ট (ভূমিকা পালন প্লে করার জন্য। এখন কর্মক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে-করতে ভারত যা একসময় হীরের মতো ছিল, স্বর্গ ছিল, উচ্চ থেকে উচ্চতর পবিত্র ছিল, এখন কড়ি তুল্য অপবিত্র খন্ড হয়ে গেছে।

বাবা বাচ্চারা তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি- মধ্য- অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। আদিতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। মধ্যে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। দেবী-দেবতারা বাম মার্গে চলে যায়। ভারত পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়ে গেছে। এটাও বোঝানো উচিত। এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তুলতে পারেন একমাত্রই পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে ভক্তরা স্মরণ করে। ভক্তরা পতিত হয়ে গেছে। এখন বাবা এসে পবিত্র করে তোলেন তারপর ভক্ত কেউ থাকে না। না কেউ আহ্বান করে। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল সুতরাং ভগবানকে কেউ স্মরণ করতো না। ভারত সুখধাম ছিল। এমন নয় যে ইসলাম খন্ড বা বৌদ্ধ খন্ড স্বর্গ ছিল। ভারতই স্বর্গ ছিল, যেখানে আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। যখন দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন ঋগ্বেদের রাজ্য ছিল না। এ'সব কে বসে বোঝাচ্ছেন? নলেজফুল গডফাদার। তিনিই সত্য, চৈতন্য। আত্মাও সত্য, চৈতন্য। এই শরীর হলো জড়, আত্মাই একে চালায়। সত্যযুগে একটাই দেবতা ধর্ম ছিল সুতরাং লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল, তারপর সৃষ্টি রূপী বৃষ্ণ বুদ্ধি পেতে থাকে। এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শাস্ত্রে নেই। ওসব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আহ্বান করে বলে - হে পতিত-পাবন এসো। বাপু গান্ধীজীও চাইতেন রাম রাজ্য হোক। হাতে গীতা ছিল কেননা গীতা জ্ঞান দ্বারাই পরমপিতা পরমাত্মা ভারতকে স্বর্গ করে তুলেছিলেন। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির (বিশ্বের সর্বশক্তির অধিকারী) রাজ্য ছিল। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে, তবে নিশ্চয়ই বিশ্বের রচয়িতাই বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলেন। শিববাবা বলেন - আমি এসেছিলাম, তবেই তো তোমরা শিব জয়ন্তী পালন করো তাইনা। ৫ হাজার বছরের কথা। গীতাতেও ভগবানুবাচ লিখিত আছে না ! ভারতবাসীরা তমোপ্রধান হওয়ার কারণে ভগবানকে জানে না। ভগবান হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চতম। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করেরও রচনাকার তিনি। নিরাকার শিব ভগবানের নিজস্ব শরীর নেই। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করের সূক্ষ্ম শরীর হওয়ার কারণে তাদের দেবতা বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং বলেন - আমি হলাম রচয়িতা। এরা সব আমার বাচ্চা। আত্মা রূপে তোমরা সবাই ভাই-ভাই। এমন নয় যে তোমরা সবাই ফাদার। যেমন সন্ন্যাসীরা বলে - আত্মাই পরমাত্মা। না। পরমাত্মা অর্থাৎ পরম (শ্রেষ্ঠ) আত্মা। ড্রামায় পরমাত্মার পার্ট (ভূমিকা) আলাদা। তিনি ক্রিয়েটর (রচয়িতা), ডাইরেক্টর (পরিচালক) এবং করনকরাবনহার। ব্রহ্মার দ্বারা আবারও আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের তিনি অ্যাডপ্ট (দত্তক) করেন। মুখ বংশাবলীদের অ্যাডপশন (দত্তক গ্রহণ) বলা হয়। এরা হলো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের পরমপিতা পরমাত্মা এসে পড়ান। এখন তারা রাজযোগ শিখছে। এমন নয় আত্মাই পরমাত্মা। এতো কোটি কোটি আত্মা সবাই ইমার্টাল (অমর)। এই ড্রামা বিশাল। ড্রামার রহস্য কারো জানা নেই। বাবা বসে বোঝান - কল্পে-কল্পে সঙ্গম যুগে আমি আসি। আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। ব্রহ্মা নিজের জন্ম সম্পর্কে জানত না। আমিই শোনাই - আমি এনার মধ্যে আসি। এনার নাম আমি

প্রজাপিতা ব্রহ্মা রেখেছি। আমাকে পতিত দুনিয়াতে আসতে হয়। এনার (ব্রহ্মা) এটা হলো অন্তিম জন্ম, ৮৪ জন্ম ইনি সম্পূর্ণ করেছেন। এই ব্রহ্মা সরস্বতী-ই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। সরস্বতী কে, মানুষ জানে না। সরস্বতীকে ভগবতী বলা হয় না। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী এই কন্যার নাম জগৎ অম্বা সরস্বতী। সপ্তম যুগে জগৎ অম্বাকে কামধেনু বলা হয়। ব্রহ্মাকে আদি দেব মহাবীরও বলা হয়। দিলবালাও (সহৃদয়) বলা হয়।

বাস্তবে দিলবালা (সহৃদয়) হলেন শিববাবা। তিনিই বাম্বাদের হৃদয় জয় করে, স্বরাজ্য দেওয়ার জন্য আসেন।

বাম্বারা বলে - বাবা, আমাদের আবারও সদা সুখী করো তোলা। অতএব শিববাবা এসে ব্রহ্মা শরীর দ্বারা তোমাদের হৃদয় জয় করেন। তিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন সেইজন্যই দিলওয়ারা মন্দির সুন্দর স্মৃতি স্মারক নির্মাণ হয়েছে। ওটা হলো জড় মন্দির। তোমরা ৫ হাজার বছর আগে ভারতকে স্বর্গ করে তুলেছিলে, এরই স্মৃতি চিহ্ন এই মন্দির। তোমরা আবারও সার্ভিস করছো, এরপর এই জড় মন্দির ভেঙেচুরে যাবে। বাবা বলেন - কল্পে-কল্পে আমি পুরানো পতিত শরীরে আসি পবিত্র করে তুলতে। এখানে কেউ-ই পবিত্র নয়। এখন অনেক ধর্ম। শুধু আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আর নেই। দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের হিন্দু বলে থাকে। দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে। দেবী-দেবতার সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। তারা সবাই বাম মার্গে চলে যাওয়ার পর থেকেই দেবী-দেবতা বলা বন্ধ হয়ে গেছে। দেবতা ধর্ম লুপ্ত তো হতেই হবে। তখনই আমি এসে সবার প্রথমে ডিটি (দেবী-দেবতা) ধর্মের স্থাপনা করি। ইসলাম, বৌদ্ধ পরে আসে। হিন্দু ধর্ম কবে স্থাপন হয়েছিল? আদি সনাতন তো এই দেবী-দেবতার ছিল। সুতরাং ভোলানাথ শিববাবা বোঝাচ্ছেন সহজ-সরল যে বাম্বারা আছে তাদের ঝুলি ভরপুর করে স্বর্গের মালিক করে তুলছেন। বড় ভোলা সওদাগর তিনি। যখন কেউ মারা যায় তখন পুরানো জিনিস ডোমকে দিয়ে দেওয়া হয়। বাবা বলেন আমি পুরানো সমস্ত জঞ্জাল নিয়ে তোমাদের স্বর্গের মালিক করে তুলি। তোমরা শিবালয়ে নিবাস করতে। শিব সত্যযুগ স্থাপন করেছিলেন, এখন সেটা বেশ্যালয় হয়ে গেছে। তোমাদের পুনরায় শিবালয়ের করে তুলি। বর্ণের রহস্যও বাম্বাদের বুঝিয়ে থাকি। তোমরা পুনর্জন্ম নিতে-নিতে আসছো। বর্ণও পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ বলে দেয় - ৮৪ লক্ষ জন্মের কথা। বাবা অনুযোগ করে বলেন - তোমরা নিজেদের জন্য ৮৪ জন্মের পরিবর্তে ৮৪ লক্ষ জন্ম লিখে দিয়েছো আর আমার বিষয়ে বলে দিয়েছো - সর্বব্যাপী, যদিকে দেখি তুমিই তুমি। আমি তো সর্বব্যাপী নই। এই সময় সর্বব্যাপী তো ৫ বিকার। সত্যযুগে এসব ছিল না। ওখানে দেবী-দেবতার ছিল। এখন অসুর হয়ে গেছে। আবারও অসুর থেকে দেবতা করে তোলা হয়। সেটাই বুঝিয়ে বলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান, ওঁনারই রচনা হলো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। এটা হলো স্থূললোক যেখানে প্রথমে ছিল দেবী-দেবতাদের রাজ্য, এরপর ঋত্বিকদের রাজ্য, তারপর বৈশ্য এবং শূদ্রদের রাজ্য। এখন কোনো রাজ্য নেই। এখানে আছে প্রজার উপরে প্রজার রাজ্য। সত্যযুগে ধার্মিক রিলিজন (ধর্ম) ছিল। কখনও একে অপরকে দুঃখ দিত না। ভারতের অনেক বড় মহিমা কিন্তু শাস্ত্রে উল্টো-পাল্টা লিখে মহিমাকে উড়িয়ে দিয়েছে। প্রাচীন ভারতের যোগ আর জ্ঞানের খুব প্রসিদ্ধি। কে শিখিয়েছেন? শ্রীমৎ ভগবানুবাচ। বাবা বসে বোঝান আমারও এখানে আসার পাট আছে। আমি জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসি না। আমি হলম জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। এই মহিমা আর কারো নেই। দেবতাদের মহিমা আলাদা। প্রত্যেক অ্যাক্টরের (অভিনেতা) নিজের নিজের পাট রয়েছে। সেই পাট অনুসারেই মহিমা করা হয়। তোমরা জানো উচ্চ থেকেও উচ্চতম হলেন ইনকরপোরিয়াল (নিরাকার) গডফাদার। লৌকিক ফাদারকে গডফাদার বলা যায় না। তিনি হলেন সীমিত জগতের শরীরের পিতা, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। ডাকে তো সবাই পরমপিতা পরমাত্মা। মনে করে বাবা এলে আমাদের সুখধামে নিয়ে যাবেন।

বাবা বলেন আমি অজামিলের মতো পাপীদের, সাধু ইত্যাদি যারা আছে সবাইকে এই মাতাদের দ্বারা উদ্ধার করি। এই ভারত মাতারা হলো শিব শক্তি। যোগবলের দ্বারা কাজ করে থাকে। ঐ কন্যারা-মাতারা ভায়োলেট (হিংসা) ড্রিল শেখে। এখানে এটা হলো যোগবলের ড্রিল। তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে, সব সঙ্গ এবং পুরানো দুনিয়া থেকে প্রীতি ছিন্ন করে এক বাবার সাথে জুড়েছো। কৌরবদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি আর তোমরা পান্ডব বিনাশ কালে যাদের প্রীত বুদ্ধি থাকে। তোমরা ভারতকে স্বর্গ করে তুলছো। বাবার কাছে তোমরা প্রতিজ্ঞা করো - বাবা, আমরা পবিত্র থেকে ভারতকে পবিত্র করে তোলার কাজে সাহায্য করবো, কেননা এখন মৃত্যুলোক মূর্দাবাদ হবে আর অমরলোক জিন্দাবাদ হবে। বাবা অমরকথা শোনাচ্ছেন। তোমরা হলে পার্বতী, সজনী। বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বর্সা নিচ্ছে। সজনী রূপে বলা হয় - ফুল হয়ে ওঠে। তোমরা মহারাজা-মহারানী হবে। এসব রহস্য বাবা বসে বোঝান। বাবা হলেন নলেজফুল (জ্ঞানী), ক্রিয়েটর (রচয়িতা), ডাইরেক্টর (পরিচালক)। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর তাঁর রচনা, সেইজন্যই ত্রিমূর্তি শিব বলা হয়। ভক্তি মার্গের লোকেরা ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে থাকে। ত্রিমূর্তি শিব, যিনি এই তিনের রচয়িতা, তাঁকে ভুলে যায়। শিববাবাকে ভুলে গিয়ে

নাস্তিক হয়ে গেছে। ও গডফাদার! বলে কিন্তু তাঁর অক্যুপেশনকে (কর্তব্য) জানে না। মায়া সবাইকে নাস্তিক করে দেয়, আমি তারপর আস্তিক করে তুলি। বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে।

বাবা বোঝান যে - এই ভারত বিশ্বের মালিক ছিল, কোনো পার্টিশন (বিভাজন) ছিল না। আকাশ, পৃথিবী, বায়ু সবার মালিক ছিল। এখন কত পার্টিশন হয়ে গেছে। অমুক সীমার (হদের) বাইরে যেন না যায়, কত ঝগড়া হয়। ভারত অসীমিতের মালিক হীরার মতো ছিল। এখন সীমিত মালিক হয়ে কড়ি তুল্য হয়ে গেছে। এ হলো ড্রামা, প্রত্যেক আত্মা নিজস্ব পার্ট পেয়েছে। কারো ৮৪ জন্মের পার্ট, কারো বা দুই তিন জন্মের পার্ট আছে। এটা ইম-মরটাল (অবিনাশী) ড্রামা যা রিপটি হতেই থাকে। ভারতের মতো পবিত্র খন্ড হয়না। ঘর পুরানো হলে সেটা রিপেয়ারিং (মেরামত) করাতে হয়। ভারতই বাম মার্গে যায় সুতরাং তাকে থামানোর জন্য সল্যাস মার্গ থাকে। এখন তো সেও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সব পুরানো হয়ে পড়ে আছে, পুনরায় নতুন হবে। পুরানো ঘরে মজা হয় না। বাবা বলেন আমাকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য আসতে হয়। আমিই এসে ভারতকে জীবনমুক্ত করে তুলি। বাকি আত্মাদের মুক্তি দিই। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। এখন তোমরা স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছে। কত বড় এই প্রাপ্তি। তোমরা ২১ জন্মের জন্য পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। তোমরা উচ্চ (পুণ্য) আত্মা ছিলে, স্বর্গের মালিক ছিলে। পাপ আত্মা তোমাদেরকে মায়া বানিয়েছে। পুনরায় বাবা এসে পুণ্য আত্মা করে তোলেন। হিসেব-নিকাশ মিটিয়ে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। ভোলানাথ বাবা লিবরেটরও (মুক্তি দাতা)। তিনি বলেন আমি তোমাদের জীবনমুক্তিধামে নিয়ে যাই। পরমপিতা পরমাত্মা হলেনই সবচাইতে মিষ্টি, সেইজন্যই সবাই তাঁকে স্মরণ করে।

ভোলানাথ বাবা তোমরা মাতাদের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ করে তোলেন, যার স্মৃতি স্মারক হলো দিলওয়ারা মন্দির। তোমরা প্রত্যেকের অক্যুপেশন (কর্তব্য) জানো। ড্রামায় প্রত্যেকের পার্ট চলতে থাকে। কত পুনর্জন্ম নেয়। পান্ডবরা ছিল গুপ্ত, যাদব কৌরব ছিল প্রত্যক্ষ। তোমরা হলে ইনকগনিটো (গুপ্ত), ননভায়োলেন্স (অহিংসা) শক্তি সেনা ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের মালিক হও। তবে নিশ্চয়ই পরিশ্রম করতে হবে। কদম-কদম শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে গেলেই মায়ার গোলা এসে লাগবে। সেইজন্য তোমাদের এই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। মৃত্যু সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। পাপের বোঝা অনেক ভারী। যতক্ষণ জীবন থাকবে, পুরুষার্থ করতেই হবে আর কিছুই স্মরণে যেন না আসে। এই মৃত্যুলোকে আর আসা নয়। দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। যাদব এবং কৌরবরা নিজেদের কুলের বিনাশ করেছিল। বাকি পান্ডবরা নিজেদের রাজ্য প্রাপ্ত করেছিল। এখন আমরা পান্ডবরা বাবার হয়েছি, এখানে রক্তের নদী বইবে। তা না হলে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ কীভাবে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যোগবলের ড্রিল করে ননভায়োলেন্স (অহিংসক) হয়ে সবাইকে উদ্ধার করার নিমিত্ত হতে হবে।

২) ভোলানাথ বাবার সাথে প্রকৃত সওদা (ব্যাপার) করতে হবে। পুরানো জঞ্জাল সব দিয়ে স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য নিতে হবে। পুরানো দুনিয়ার প্রতি প্রীতি ছিন্ন করে এক বাবার সাথে জুড়তে হবে।

বরদানঃ:- নিজেকে পরিবর্তন করার ভাবনার দ্বারা সকল বিষয়ে বিজয় প্রাপ্তকারী সফলতা স্বরূপ ভব সেবার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সাথে মিলেমিশে চলার লক্ষ্য থাকবে, নিজেকে পরিবর্তন করার ভাবনা হলে তবেই সব বিষয়ে বিজয়ী হতে পারবে। অন্যরা বদলাক - এটা যারা দেখে বা ভাবে তারা ধোঁকা খেয়ে যায়। সেইজন্যই আমাকে পরিবর্তন হতে হবে, আমাকে করতে হবে, প্রথমে প্রতিটি বিষয়ে নিজেকে সামনে রাখো। অহমিকায় নয়, কাজে এগিয়ে চলো তবেই সফলতা আর সফলতা। যারা মোল্ড হতে জানে তারাই রিয়েল গোল্ড হতে পারে।

স্লোগানঃ:- যেমন চোখের মধ্যে আলো মিশে থাকে তেমনি বুদ্ধিতেও শিব পিতার স্মরণ মিশে যেতে হবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেকে ভালো রাখার জন্য প্রতিদিন দু-বার জ্ঞান স্নান করো। মায়া তোমাদেরকে দিয়ে ভুল করিয়ে দেয়, বাবা তোমাদেরকে নির্ভুল বানাচ্ছেন”

*প্রশ্নঃ - কোন নিশ্চয় বা পুরুষার্থের আধারে বাবার সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - প্রথমে পাক্ষা নিশ্চয় করো যে আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। বাবার কাছে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে সমর্পণ করো অর্থাৎ ট্রাস্টি (নিমিত্ত) হয়ে প্রেমপূর্বক সেবা করো। তো এইরকম বাচ্চাদের, বাবার সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত হয়।

*গীতঃ- আমাদেরকে সেই পথেই চলতে হবে...

ওম্ শান্তি । গীতে এই কথাটি কে বলছেন? পরমপিতা পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগর বলছেন - বাচ্চারা, এখন আমি তোমাদেরকে যে পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বা মায়ার উপর জয়ী হওয়ার যে মং অথবা রায় প্রদান করছি, তাতে এমন তো থাকবেই যে - কেউ পড়ে যাবে তো কেউ উঠে দাঁড়াবে বা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সুরজিৎ (চেতনাপ্রাপ্ত) আর মূর্ছিত হতে থাকবে। সুরজিৎ হওয়ার জন্য এটা হলো সঙ্গীবনী বুটি। পরমপিতা পরমাত্মার হল জ্ঞান বুটি। রামায়ণেও কাহিনী আছে না যে রাম আর রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল, লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়েছিল, হনুমান সঙ্গীবনী বুটি নিয়ে এসেছিল। এখন রামায়ণ তো পরবর্তীকালে বসে বানিয়েছে। এমন কোনও কথা নেই আর না কোনও মানুষের বানানো গীতা ভগবান বসে শুনিয়েছেন। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। কার জ্ঞান? সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন। যার আধারে মানুষ গীতা শাস্ত্র বানিয়েছে, আর নাম রেখে দিয়েছে শ্রীকৃষ্ণের। যেরকম বাবার জীবন কাহিনীতে যদি কোনও বাচ্চার নাম লিখে দেয় তাহলে কি হবে! সেইরকমই শিববাবা গীতার জন্ম দিয়েছেন, সেই গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে, এইজন্য অনর্থ হয়ে গেছে। গীতার খন্ডন অর্থাৎ মিথ্যা বর্ণন হওয়ার কারণে সকল মনুষ্য আত্মার বুদ্ধিযোগ পরমাত্মার থেকে সরে গেছে। তাহলে মানুষ পবিত্র কীভাবে হবে! এই যোগ অগ্নিতেই আমরা পবিত্র হই, নাকি গঙ্গাজলে? বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান অমৃত পান করিয়ে মানুষকে দেবতা বানাচ্ছেন। তাছাড়া অমৃত বলতে কেবল জলকেই বোঝানো হয় না। এটা হল পড়াশোনা। পড়াশোনা মানে জ্ঞান। এই শাস্ত্র তো ভারতবাসী দ্বাপর থেকে বানিয়েছে। মানুষ বলে যে শাস্ত্র হলো অনাদি। আমরা বলি ড্রামা হলো অনাদি। কিন্তু এমন নয় যে এই সব শাস্ত্র সত্যযুগ থেকে শুরু হয়েছে। এ'সব হলো অনাদি, মানে ড্রামাতে পূর্ব থেকে নির্ধারিত আছে। দ্বাপর থেকে মানুষ লিখেই এসেছে। এখন অসীম জগতের বাবা নিজের সমগ্র জীবন কাহিনী বলেছেন। বলেন যে সত্যযুগ ত্রেতাতে আমার পার্ট নেই। সৃষ্টি, ড্রামা অনুসারে চলতেই থাকে। ড্রামাতে আমার পার্টও নির্ধারিত আছে। আমি ড্রামার বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছি। সত্যযুগ ত্রেতাতে আমার পার্ট নেই। যেরকম যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ প্রমুখ আত্মাদের সত্যযুগ ত্রেতাতে পার্ট নেই। সকল আত্মা মুক্তিধামে থাকে। এমন নয় যে দেবী-দেবতাদের আত্মারাও সবাই সেইসময় চলে আসে। না, তারাও ধীরে-ধীরে নশ্বরের ক্রমানুসারে আসে। তারপর সতোপ্রধান থেকে পরিবর্তন হয়ে সতঃ, রজঃ, তমঃ স্টেজে আসে। পুনরায় সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হয়, তারপর বুদ্ধি হতে থাকে। এই সম্পূর্ণ রহস্যটি বুঝতে হবে।

তোমরা জানো যে, যারা অর্ধ পবিত্র হবে, তার রাজ্যও অসম্পূর্ণ প্রাপ্ত হবে। যে জ্ঞান যোগে সবার থেকে এগিয়ে যাবে, সে-ই প্রথমে রাজা হবে। এখানে রাজধানী তৈরী হচ্ছে। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। শিববাবা বোঝাচ্ছেন - তোমাদেরকে হীরের সমান হতে হবে। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। তোমাদেরকে পুনরায় মাস্টার জ্ঞান সাগর হতে হবে। শান্তির অর্থ হলো একে অপরের সাথে লড়াই করবে না। সন্ন্যাসীরা মনে করে প্রাণায়াম ইত্যাদি করবে, এখানে এইরকম নয়। বাবা রশি ধরে টেনে নেন। ছোটো ছোট কন্যাদের রশিও বাবা টেনে নেন, তাই তো তারা ধ্যানে চলে যেত। একে বলা যায় ঈশ্বরীয় বরদান। ভক্তিতেও সাক্ষাৎকার হয়। এই দিব্যদৃষ্টি দান করা বাবার ছাড়া আর কারো শক্তি নেই। এখন তো বাবা সম্মুখে আছেন। বলছেন যে ভক্তদের কাছে ভগবানকে তো আসতেই হয় - মায়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য। বাবা বলছেন - আমি জানি, এটা হল মায়ার যুদ্ধ, কখনও উপরে উঠবে, কখনও পড়ে যাবে। যোগ খন্ডিত হলে মন, বাণী, কর্মের দ্বারাও ভুল হতে থাকবে। পরীক্ষা সকলেরই হয়। মায়ার আক্রমণ না হলে তো শরীরই ত্যাগ হয়ে যাবে (মানে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে)। সম্পূর্ণ কেউ হয়নি। এটা হলো ঘোড়দৌড়। রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ বলে থাকে। রাজাদের জন্য অশ্ব অর্থাৎ রথকে শিববাবার কাছে বলি প্রদান (মানে সমর্পণ) করতে হবে অর্থাৎ বাবার বাচ্চা হয়ে সম্পূর্ণ সেবা করতে হবে।

ট্রাস্টী হয়ে পুনরায় পুরুষার্থ করতে হবে তাহলে বাবার সহায়তাও প্রাপ্ত হবে। পাঞ্চা নিশ্চয় চাই। আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। মরতে তো সবাইকেই হবে।

পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি হলেন বাবা-টিচার-সদ্ব্রু, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। এখন সকলেরই হলো বাণপ্রস্তু অবস্থা। সবাইকে একসাথে মরতে হবে। যখন বিপর্যয় আসে, তখন সবাই একসাথে মারা যায় তাই না। অল্প কিছু বোমা পড়লেই বড় বড় অট্টালিকা ভেঙে পড়বে। তো এখন সকলের মৃত্যুর সময় এসে গেছে, এইজন্য বাচ্চাদেরকেও আত্মিক উপার্জন করাও। এটাই হলো সত্যিকারের উপার্জন। যে করবে, সে পাবে। এমন নয় বাবা উপার্জন করবে তো বাচ্চা পেয়ে যাবে। না। বাচ্চাদেরকেও এই সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে। এটাই হল বোঝার বিষয়। তারজন্য খাবারের প্রতি অনেক সংযম চাই। আমরা দেবতা হচ্ছি তাই কোনও অশুদ্ধ বস্তু খেতে পারবো না। কেউ মনে করে মাছ খেলে পাপ হবে না। ব্রাহ্মণদেরকেও খাওয়ায়। সব রীতি-রেওয়াজই উল্টো হয়ে গেছে। বাবা বলছেন একদম পবিত্র হতে হবে। প্রথমে জ্ঞান চিত্তে বসতে হবে। মনের মধ্যে বিকল্প যতই আসুক কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনও বিকর্ম করবে না। যখন তোমরা বাবার হও তখন থেকে মায়ার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যারা প্রজা হবে তাদের সাথে মায়ী এত যুদ্ধ করে না। মায়াজীত জগৎজীত হতে হবে। প্রজা জগৎজীত হয় না। জগৎজীত মানে সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী হওয়া। পরিশ্রম করে ৩-৪ বছর পবিত্র থেকে পুনরায় থাপড় খেয়ে যায়। আবার চিঠি লেখে - বাবা ক্ষমা করে দিও। এখানে নিয়ম আছে। বাচ্চা হয়েছে - তাহলে সারাজীবনে কি কি পাপ করেছে, তা লিখতে হবে - ধর্মরাজ শিববাবা, এই জন্মে আমি এই এই পাপ করেছি। তাহলে অর্ধেক মাফ হয়ে যায়। এটা হলো ল'। আগে জজের (বিচারক) সামনে সত্য কথা বললে শাস্তি কম হয়ে যেত। ভুল করে না লিখলে ১০০ গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। বাচ্চাদেরকে অনেক সংযম করতে হবে। বাইরের লোকেদের এত নিয়ম নেই, এইজন্য তারা এখানে আসতে ভয় পায়। অসীম জগতের বাবা অথবা সাজন, যিনি সৌভাগ্যশালী বানাচ্ছেন, তাঁর কাছে সমর্পিত হয় না। ভুল তো হতে থাকে কিন্তু অবশেষে নির্ভুল অবশ্যই হতে হবে। এখানে অনেক সংযম বা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সমর্থ বাবার হাত ধরেছে তো বাবাই রক্ষা করবেন। সতীন (সৌতেলে) বাচ্চাদের খোড়াই করবেন। প্রকৃত সন্তানের (সগে) সংখ্যা অল্প, তবুও অনেক বাচ্চাই চিঠি লেখে। কতো পোস্ট প্রতিদিন আসে। বাবার তো একটা হাত, প্রত্যেকে লেখে আমাকে আলাদা পত্র লেখো... এখন তো অনেক বৃদ্ধি হবে। পোস্টের এত ব্যাগ আর কারো এতো বের হয় না। এটা হলোই গুপ্ত গভর্নেন্ট। আন্ডারগ্রাউন্ড রয়েছে। রিলিজিও-পলিটিক্যাল। কোনও হাতিয়ার ইত্যাদি নেই। গন্তব্য স্থল অনেক উঁচু। চড়লে বৈকুন্ঠ রস চাখতে পারবে, আর পড়ে গেলে রাজস্ব হারিয়ে প্রজা হয়ে যাবে। বুঝেছো।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভারত, যা হীরের মতো ছিল তা এখন কড়ির মতো হয়ে গেছে। এখন তো তোমরা বলবে যে আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। আমরা সদা সৌভাগ্যশালী হওয়ার জন্য এসেছি। বাবা পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছেন। পুনরায় এই রাবণ রাজ্য নিচে চলে যাবে। এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হয়, তাই না। রাবণ রাজ্য নিচে তো রাম রাজ্য উপরে চলে আসবে। নিজেকে খুব ভালো ভাবে সামলাতেও হবে। সামলাতে সেই করতে পারবে যে প্রতিদিন জ্ঞান স্নান করবে। রয়্যাল মানুষজন দিনে দু'বার স্নান করে। এখানেও অমৃবেলা আর নুমাশাম দু'বার জ্ঞান স্নান অবশ্যই করতে হবে। একবার এক ঘন্টা পড়ে পুনরায় দ্বিতীয় বার মুরলী রিভাইজ অবশ্যই করতে হবে। ধারণা করতেও হবে আর করাতেও হবে। বাচ্চাদেরকে, স্ত্রীকেও সত্যিকারের উপার্জন করাতে হবে। ২১ জন্মের রাজ্যভাগ্য নেওয়া কোনও মাসির ঘর (সাধারণ ব্যাপার) নয়। বোঝা যায় কে কে তীব্র পুরুষার্থ করছে। অসুস্থ হলে ডোলিতে (একধরনের বাহন) বসিয়ে নিয়ে আসতে হবে। জ্ঞান অমৃত মুখে থাকবে, তখন আত্মা শরীর ত্যাগ করবে। অন্ধ, বধির যে কেউই এই উপার্জন করতে পারবে। জ্ঞান তো খুবই সহজ। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। একবারই বাবা সম্মুখে এসে বাদশাহী প্রদান করেন। বাচ্চারা সুখী হলে বাবা বাণপ্রস্তু চলে যান। অসীম জগতের বাবা সবাইকে সুখী করে নিজে পরমধাম গিয়ে বসে যান। তারপর আত্মারা নশ্বরের ক্রমানুসারে সেখান থেকে আসতে থাকে। বাবা কাউকে উপর থেকে প্রেরণ করেন না। এটা লোকে বলে কিন্তু এই ড্রামা অটোমেটিক্যালী (স্বয়ংক্রিয় ভাবে) চলতে থাকে। নিজের সময় অনুসারে ধর্ম স্থাপন করতে আসতেই হয়। তোমরা জানো যে আমরা হলাম ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ। শিব বংশী তো হলো সমগ্র দুনিয়া। আর শরীরধারী বাবা হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার বাচ্চা হিসেবে আমরা হলাম ভাই-বোন। এখন আমরা হলাম ঈশ্বরীয় ধর্মাবলম্বী। সত্যযুগে হবো দেবী-দেবতা ধর্মের। এখন ঈশ্বরের কাছে জন্ম নিয়েছি। এখন আমরা তাঁর হয়ে গেছি। সাধারণ মানুষ রচয়িতাকে না জানার কারণে রচনার আদি মধ্য অন্তকেও জানে না। তাদেরকে বলা হয় নাস্তিক, কড়ি তুল্য। অবশ্যই এখন আমরা আত্মিক হয়েছি তাই আমরা হীরের মতো হয়ে যাই। রচয়িতা আর রচনাকে জানলে আমাদের রাজস্ব প্রাপ্ত হবে। বাবা আমাদেরকে ওয়ার্থ পাউন্ড (মূল্যবান) বানাচ্ছেন, তাহলে হওয়া উচিত তো তাই না! সত্যখন্ডের বাদশা, সত্যখন্ডের

মালিক বানাচ্ছেন। ছদ্মবেশী রাজার নগরভ্রমণ এর মতো (চামড়াপোশ। তার রাজধানীর প্রজার কেমন আছে দেখার জন্য)। খুদা দোস্ত (ভগবান বন্ধু) - এই বিষয়ে একটা গল্পও আছে। তো এখন সেই ভগবান হলেন আমাদের বন্ধু। খুদা দোস্ত, অল্লাহ্ অবলদীন, হাতমতাই এর খেলা (মুখের মধ্যে মুহুরা) - সব গল্পই এখনকার।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা ওঁনার আল্লা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে আর সকলকে করাতেও হবে। পরীক্ষা বা তুফান এলেও কর্মেন্দ্রীয় দিয়ে কোনও ভুল করবে না। মায়াজীত জগৎজীত হতে হবে।

২) দেবতা হওয়ার জন্যে খাদ্য-পানীয়ের উপর সংযম বা সতর্কতা রাখতে হবে। কোনও অশুদ্ধ বস্তু থাকবে না। দু-বার জ্ঞান জ্ঞান অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ:- এক বল এক ভরসা-র আধারে সফলতা প্রাপ্তকারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব
যে বাচ্চারা সত্যিকারের লগনে মগন (সত্যিকারের ভালোবাসায় মগ্ন) হয়ে এক বল এক ভরসা-র আধারে চলে, তাদের সদা সফলতা প্রাপ্ত হয় আর ভবিষ্যতেও প্রাপ্ত হতে থাকবে। কারণ সত্যিকারের ভালোবাসার একাগ্রতা (লগন) বিঘ্নগুলিকে সহজেই সমাপ্ত করে দেয়। যেখানে সর্বশক্তিমান বাবা সাথে আছেন, তাঁর উপরে ভরসা আছে, সেখানে ছোটো ছোটো বিষয় এমনই সমাপ্ত হয়ে যায়, যেন কোনো বিঘ্ন ছিলোই না। অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। মাখন থেকে চুল সহজেই বের করে নিয়ে আসার মতো সকল পরিস্থিতি সমাপ্ত হয়ে যায়। তাই এইরকম নিজেকে মাস্টার সর্বশক্তিমান মনে করে সফলতা স্বরূপ হতে থাকে।

স্লোগানঃ:- নয়নে পবিত্রতার ঝলক হবে আর মুখে পবিত্রতার হাসি থাকবে - এটাই হলো শ্রেষ্ঠ পার্সোনালিটি (ব্যক্তিত্ব)।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছে, সেসব ভুলে যেতে হবে, সকল শরীরধারীদেরকে ভুলে, অশরীরী বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের মুখমিষ্টি হয় জ্ঞানের মাধ্যমে, ভক্তির মাধ্যমে নয় - কেন?

*উত্তর:- তার কারণ হলো ভক্তিতে ভগবানকে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে। তাঁকে সর্বব্যাপী বলার জন্য বাবা আর তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকারের গুরুত্ব সমাপ্ত হয়ে গেছে। সেই কারণেই সেই ভক্তি মার্গের কথায় তোমাদের মুখ মিষ্টি হয়ে ওঠে না। বাচ্চারা, তোমরা ভালোবেসে যখন 'বাবা' বলে ডাকো, তখন বাবার উত্তরাধিকার তোমাদের মনে পড়ে যায়। সেই কারণেই জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের মুখ মিষ্টি হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তিমার্গে তোমরা পুতুল নিয়ে শুধু খেলা করে এসেছো, পরিচয়ই ছিল না, তাই মুখ মিষ্টি কীভাবে হবে।

*গীত:- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । শিবায় নমঃ অথবা নমস্কারও বলা যায়। নমস্কার সব সময় বড়দেরকেই করা হয় । মানুষের বুদ্ধিযোগ পতিতপাবন বাবার সাথে নেই। পতিতকে পাবন করে তোলেন একমাত্র তিনিই। তাঁকে বলা হয় শিবায় নমঃ। মানুষের বুদ্ধিতে একথাও আসে যে শিব তো নিরাকার। মানুষ যখন শঙ্করকে নমঃ বলবে, তখন বলবে - শংকর দেবতায় নমঃ। শিবায় নমঃ আর শঙ্কর দেবতায় নমঃ - উভয়ই আলাদা। বলা হয়ে থাকে - ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ। কিন্তু ব্রহ্মা তো এখন এখানে রয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সূক্ষ্মলোক নিবাসী হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে দেবতা বলা যায় না। এখানে তো রয়েছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যতক্ষণ পর্যন্ত ইনি প্রজাপিতা হয়ে রয়েছেন, মনুষ্য শরীরে অবস্থান করছেন - ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে দেবতা বলা যায় না। তোমাদেরকেও এ সময়ে ব্রাহ্মণ বলা হয়, কিন্তু তোমরা এখন দৈবী বুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ দেবতা হয়ে ওঠার জন্য পুরুষার্থ করছো। দেবতাদের মহিমা হলো সর্বগুণ সম্পন্ন... এ সকল ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের মহিমা নয়। সকল মানুষের এবং দেবতাদের মহিমা - পৃথক পৃথক হয়। প্রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রপতি), প্রাইম মিনিস্টার (প্রধানমন্ত্রী) - সকলের নিজস্ব নিজস্ব পার্ট রয়েছে। ড্রামাতে সকলেরই পার্ট পৃথক পৃথক হবে, তাই না। সুতরাং যখন শিবায় নমঃ বলা হয়ে থাকে, তখন তোমরা সে কথা শিব বাবাকেই বলছো। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ - এ সব পৃথক। শিব বাবার জন্য এ কথা বলা হয় না। তাঁকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা শিব। শিব এবং শালগ্রাম উভয়ই রয়েছে - শালগ্রামকে ছোট আকৃতির দেখানো হয় আর শিব এর আকৃতি অনেক বড় দেখানো হয়। বাবা এসে বুঝিয়ে দেন যে - কেউ ছোট বড় হয় না। তাঁকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা, গডফাদার - এ কথা কেন বলা হয়? শালগ্রাম রূপী আত্মা, শিবকে বাবা বলে সম্বোধন করে, সুতরাং অবশ্যই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত, কারণ তিনি তো স্বর্গের রচয়িতা। নিশ্চয়ই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের রচনা পরমপিতা পরমাত্মাই করেছিলেন আর কেউই এই রচনা করতে পারেন না। এই পিতাকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়ার জন্য তাঁর দ্বারা প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের নাম চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে। ওরা বলে যে - ভগবান ওমনিপ্রজেন্ট (সর্বব্যাপী), তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তারা বলে - আমরা সেই ঈশ্বরকে মানি যিনি সর্বত্র বিরাজমান। যেহেতু তারা জানেই না যে বাবা আসলে কে এবং তিনি কোথায় আছেন, তাই সেই ঈশ্বরের নামে তারা যে শপথ গ্রহণ করে - তাও মিথ্যা।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে - এখন ঈশ্বর স্বয়ং হাজির রয়েছেন, তিনিই তো সুপ্রিম সোল অর্থাৎ পরমাত্মা। তাঁর মহিমা সকলের থেকে পৃথক। তিনি নিরাকার, তাঁর নাম হল শিব। তাঁর কখনো কোন দৈহিক নাম হয় না। বাদবাকি সকলেরই দৈহিক নাম হয়ে থাকে। প্রত্যেক জন্মে ভিন্ন ভিন্ন শরীরে, নাম পরিবর্তিত হতে থাকে। কেবল আত্মা তো আত্মাই থাকে, শুধু মানুষের নাম বদলাতে থাকে। যখন বলা হয় যে, কোনো মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তর্পণ অথবা শ্রাদ্ধ করা হয়, তখন সেই ব্যক্তিকে স্মরণ করা হচ্ছে। কিন্তু তাঁর নশ্বর দেহ তো পোড়ানো হয়ে যায়, বাকি থেকে যায় শুধু আত্মা - সুতরাং সেই আত্মাকেই আহবান করে খাদ্য পানীয় অর্পণ করা হয়। সুতরাং আত্মাকে নির্লিপ্ত বলা যায় না। বাবা বসে বুঝিয়ে দেন - যখন কেউ দেহত্যাগ করে চলে যায় তখন তার সেই দেহের অস্তিত্বও সমাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় কাকে ডেকে এই খাদ্য পানীয় অর্পণ করো ! যদিও আত্মাকেই এসব কিছু অর্পণ করা হচ্ছে, তবুও ওই ব্যক্তির শরীরের প্রতি, তাদের মোহ থেকেই যায়। এখন বাবা এসে বলেন যে - কারোর শরীরের প্রতি মোহবদ্ধ হয়ে থেকো না। সম্পূর্ণরূপে নষ্টমোহ হও। নিজের বুদ্ধিকে সমস্ত শরীর অর্থাৎ দেহের স্মৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে। এখন এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখতে পাও, তার

সব ভুলে যেতে হবে। বাবা শুধু বলেন যে - আমাকে স্মরণ করো, যেহেতু আমার কোনো শরীর নেই, তাই আমাকে স্মরণ করতে তোমাদের ডিফিকাল্টি (অসুবিধা) হয়। বাগদানের (সগাই, এনগেজমেন্ট) এর সময় আংটি আঙুলে পরানো হয়। শিববাবা তো নিরাকার, তাঁর কোনো চিত্র নেই। আঙুলে আংটি পরানো হয় এইজন্য, যাতে নিরাকার শিববাবাকে মনে পড়ে। এতো নতুন কথা তাই না। মানুষ যখন মরে যায় তো, জানবে সে সমাপ্ত হয়ে গেল, তাহলে তার পিন্ডদান করে কাকে খাওয়ানো হয়? নিশ্চয়ই আত্মাই আসে তা গ্রহণ করতে। সমস্ত সংস্কার, আত্মা তার সাথে নিয়ে যায়। এটা নোনতা, এটা মিষ্টি - এটা কে বলে? আত্মা বলে - আমার জিভে তিক্ত স্বাদ অনুভূত হলো, আমার কানে শুনতে পাচ্ছি না, আমার মাথায় ব্যথা করছে। এ সকল কথা কে বলে? মানুষ তা ভুলে গেছে। বাবা বুম্বিয়ে দেন যে - আত্মাই সুখ দুঃখ ভোগ করে। কেবলমাত্র বাবাই হলেন অভোক্তা। বাবা এসে আত্মাকে জ্ঞান প্রদান করেন। তাছাড়া আত্মাই পরমাত্মা - একথা বলা হল সবচেয়ে বড় অজ্ঞানতা। সমগ্র দুনিয়ার লোক বলে - পরমাত্মা সর্বব্যাপী, তাহলে তাঁকে স্মরণ করলে কি প্রাপ্ত হবে? ভক্তগণ তাঁকে স্মরণ করে, কিন্তু তাঁর থেকে কি প্রাপ্ত হয় - তা কেউ জানে না। তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়ার জন্য, তাঁর সাথে মিলনের কোনো কথাই ওঠেনা। আসুরিক মতানুযায়ী চলার কারণে, মানুষ ক্রমাগত অধঃপতিত হতে থাকে। একমাত্র বাবার শ্রীমং রয়েছে। রাবণ হল আসুরিক মত প্রদানকারী। সেই মতে চলে সকলে একে অপরকে ক্রমাগত শুধু দুঃখই দিতে থাকে। এখন তোমরা হল ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, একে অপরকে সুখ প্রদানকারী। বাবা হলেন সকলের জন্য সুখদাতা।

মানুষ নিজেদেরকে সর্বোদয়া লিডার বলে থাকে, কিন্তু সকলের মালিক, সকলের রচয়িতা তো একমাত্র ঈশ্বরকেই বলা হয়ে থাকে। সর্ব অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি, কখনো কোনো মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গতি দাতা বলা যায় না। সুতরাং প্রধান বিষয় হলো - প্রথমে ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী জ্ঞানকে দূর করতে হবে। বাবাকে সকলেই স্মরণ করে। ভক্তরা চায় যে, ভগবান এসে তাদেরকে কিছু না কিছু দেবে। বাবা অবশ্যই কিছু তো দিয়েছেন। রচয়িতা যখন রচনা করবেন, তবে তিনি অবশ্যই কিছু না কিছু দেবেন। বাবা, স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করেন। এমন বাবাকে কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তাঁকে স্মরণে রাখতেই সমস্ত পরিশ্রম। বাচ্চারা এখন তোমরা যথেষ্ট বুদ্ধিদার, জ্ঞানবান হয়েছে। আগে তোমরা অববুদ্ধি ছিলে। বাবাকে সর্বব্যাপী বললে, তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছুই প্রাপ্ত হয় না। সবার প্রথমে বাবা এ'কথা প্রমাণিত করেন যে তিনিই হলেন পরম পিতা। কখনো লৌকিক বা জাগতিক পিতাকে 'পরম' এই শব্দ দিয়ে সম্বোধিত করা হয় না। পরমপিতা হলেন সবার ঊর্ধ্বে পরমধামের অধিবাসী। তিনিই হলেন সুপ্রীম। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। বাবা হলেন বীজ। স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে তারপর রচনা রচিত করা হয়। শিব বাবা বলেন - আমিও ঐকে (ব্রহ্মা বাবাকে) অ্যাডপ্ট করি। লৌকিকে হয় মাতৃগর্ভজাত সন্তান আর এখানে হল মুখ বংশাবলী সন্তান। বাবা বলেন - এই ব্রহ্মা আমার স্ত্রী কিন্তু তারা তোলা বা বেশ হহো পুরুষের, আমি ঐকে অ্যাডপ্ট করি। ঐর মুখের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে জন্ম দিয়ে থাকি। তোমরা শিব বাবার সন্তান তো বটেই, কিন্তু শিববাবা ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে তোমাদেরকে নতুন জন্ম দিয়েছেন। বলা হয়ে থাকে - তুমি আমাদের মাতা পিতা... কিন্তু তিনি তো নিরাকার। তাহলে তাঁর পক্ষে মা হওয়া কি করে সম্ভব। এতে অতি সূক্ষ্ম ভাবে বোঝার বুদ্ধি দরকার। বাবাকে তো বলা হয় রচয়িতা, তাহলে তিনি ক্রিয়েট করবেন কিভাবে? যাঁকে জগদম্বা সরস্বতী বলা হয়, ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী কন্যা হিসেবে তাঁর গায়ন রয়েছে। তাহলে মাতা এনাকে বলা হবে নাকি ওনাকে? আসল রিয়েলিটিতে ইনি (সাকার ব্রহ্মা বাবা) হলেন মাতা। যেহেতু তিনি পুরুষের তনে রয়েছেন, তাহলে মাতাদের চার্জ এনাকে কীকরে রাখা যাবে? সেইজন্যই জগদম্বা সরস্বতী নিমিত্ত হয়েছেন। বাবা বলেন - আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে অ্যাডপ্ট করে থাকি। তবেই তোমরা বলতে পারো যে, তোমরা ব্রহ্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তান হয়েছে। ঈশ্বর তো আমাদের ঠাকুরদাদা। এ সকল কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। শাস্ত্র ইত্যাদি সবই হলো ভক্তি মার্গের খেলনা। খেলনার মাধ্যমে মানুষের মুখ মিষ্টি হয় না। এখানে বাবার থেকে উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত করার টেম্পটেশন (আকুলতা) থাকে। তাঁকে সর্বব্যাপী বলার জন্যই, কারোর মুখ মিষ্টি হয়ে ওঠে না। সমগ্র দুনিয়াতে এই সর্বব্যাপীরই জ্ঞান রয়েছে। এই সময় যারা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে, তাদের বুদ্ধিতেই আমার স্মরণ রয়েছে। আর মানুষ এর ব্যাখ্যা এইভাবে করেছে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। সকল মানুষই আমাকে স্মরণ করে কিন্তু তারা আমাকে সঠিকভাবে জানে না বলে, এর অর্থে কত পার্থক্য এসে গেছে। দড়িকে সাপ ভেবে নিয়েছে। এখন বাবা বলেন - শুধু আমাকে স্মরণ করো, আর কাউকে নয়। এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তোমরা জানো যে, তোমাদের আত্মা এখন বাবাকে স্মরণ করে। তাহলে সর্বব্যাপী এই শব্দে কতটা পার্থক্য হয়ে গেল। এও ড্রামার ভবিতব্য, তাই পুনরায় আবার এইভাবেই হবে। হতেই হবে। এই সময় যে অ্যাক্ট চললো, শ্যুট হলো তাকে ড্রামা বলা হয়। এ হলো অনাদি অনন্ত কালের পূর্বনির্ধারিত ড্রামা, এতে কোনো রকম পার্থক্য হতে পারে না। ড্রামা অনুযায়ী, এ সমস্ত চিত্র ইত্যাদি সব বাচ্চাদের দ্বারা বানানো হয়েছে। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) নিজেই বলতেন যে, আমি কিছুই জানতাম না, এখন বাবা এসে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছেন। তিনিই হলেন একমাত্র দিব্যদৃষ্টি দাতা। তিনি বাচ্চাদের মাধ্যমে

নতুন নতুন চিত্র বানাতে থাকেন। একবার তৈরি করার পর আবার যখন নতুন পয়েন্ট বেরোয় তখন তা আবার সংশোধন করতে হয়। ব্রহ্মার নামের পূর্বে 'প্রজাপিতা' এই শব্দটি অবশ্যই লিখতে হয়। না হলে মানুষ বুঝতে পারে না। বলে হয় - ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, তাহলে তো সন্তান হলো, তাই না! ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণই হয়। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো - প্রাক্তিক্যালে আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান, শিবের পৌত্র। সর্বপ্রথম কথাই হলো বাবা এবং তাঁর দেওয়া সম্পদের উত্তরাধিকার - যার দ্বারা মুখ মিষ্টি হয়ে ওঠে। বাবা যেহেতু স্বর্গের রচয়িতা সুতরাং তাঁর থেকে উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। কেউ যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে আমাদের এই দৈবী ধর্মের নয়। এসে শুধুমাত্র তারাই বুঝবে, যারা দেবী দেবতা পদের অধিকারী হতে চলেছে। প্রধান বিষয় হলো পবিত্রতার। পবিত্র হয়ে না থাকলে রাখি বন্ধন (রক্ষা বন্ধন) হওয়া সম্ভব নয়। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে - বাবা আমরা অতি অবশ্যই পবিত্র হয়ে উঠবো। পবিত্র না হয়ে তোমার কাছে কিভাবে যেতে পারবো! অবশ্যই শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে, আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবো। সত্যযুগে তো নয়, অবশ্যই এই কলিযুগেই শ্রীমৎ অনুসরণ করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছিলাম। কলিযুগের অন্তিমে এবং সত্যযুগের আদিতে সঙ্গম হবে অর্থাৎ সঙ্গম যুগেই বাবা এসে বাচ্চাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। ভারতের নাম অত্যন্ত উজ্জ্বল। ভারতই সত্যভূমি এবং মিথ্যাভূমি হয়ে ওঠে। অন্য কোনো ভূখণ্ড গোন্ডেন এজে থাকবে না। অন্য সমস্ত ভূখণ্ড হলো বিনাশশীল, শুধুমাত্র ভারত ভূমি হলো অবিনাশী ভূখণ্ড, কারণ অবিনাশী বাবা পুনরায় এখানে এসেছেন। ধর্ম স্থাপনের যে অ্যাক্টিভিটি (কর্মকাণ্ড) হয়েছে পরবর্তী কল্পেও তার পুনরাবৃত্তি হবে। বাবা কতো সম্পদ দিয়ে থাকেন! মোস্ট বিলাভেড (সর্বাধিক প্রিয় হলেন) বাবা তিতি। ঘর গৃহস্থ থেকে, প্রবৃত্তি মার্গে থেকেও তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হয়ে উঠতে হবে। সন্ন্যাসীদের অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গের অনুসরণকারীদের ধর্মই সম্পূর্ণ পৃথক। এছাড়াও আলাদা আলাদা আরো অনেক ধর্ম রয়েছে, স্বর্গে সে সকল ধর্মের আত্মারা আসবে না। যারা আমাদের ধর্মের, অন্য ধর্মে মিলে গেছে, তারা বেরিয়ে এখানে আসবে। এখন তোমরা কতো জ্ঞান লাভ করেছো, তোমাদের তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়ে উঠছো। শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরা ছাড়া আর কোনো মানুষই ত্রিকালদর্শী হতে পারে না। এমনকি দেবতারাও ত্রিকালদর্শী নয়। আমি তোমাদের প্রত্যেককে তৃতীয় নেত্র প্রদান করে তোমাদেরকে দেখার যোগ্য করে তুলি।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখন তোমাদের তৃতীয় নেত্র খুলে যাচ্ছে। যেমনভাবে বাবার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই তোমরা যারা তাঁর সন্তান হয়েছো তোমরাও বাবার থেকেই এই জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো। অর্থাৎ তোমরা মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে উঠছো আর অন্য কাউকে মাস্টার জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। কিন্তু তোমাদেরকেও জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না, তোমরা হলে জ্ঞান নদী। এই রকম কখনোই হতে পারে না যে, অর্জুন তীর নিষ্ক্ষেপ করলো আর গঙ্গা নির্গত হলো। আর এমনটা নয় যে গরুর মুখ থেকে গঙ্গা নির্গত হল। ওখানে গঙ্গা আসবে কোথা থেকে। তোমরা তো সকলে দ্বি ভুজা আর কোথায় তারা জগদম্বাকে ৪ - ৬ বাছ বিশিষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে গিয়ে সকলকে অনেক কিছু বোঝাতে হবে। কিছু বাচ্চারা বলে যে, তাদের মনে বাবার স্মরণ সदा থাকে না, নিজেদেরকে আত্মা হিসেবে অনুভব করতে পারে না, ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যায়। বাবাকে স্মরণ না করলে উত্তরাধিকার কি করে প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন - নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো, তবে সেই যোগবল এর দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ না করলে মাঝে বাবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কীভাবে হবে, তাকে কুপুত্র বলা হবে।

সুপুত্র সুসন্তানেরা তো বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করার অত্যন্ত পুরুষার্থ করতে থাকে। অন্তিম সময় পর্যন্ত তা করতেই হবে, বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই তোমাদের উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। নিজের চাট রাখো, যে অর্জন করবে সেই অর্জুন। তাদেরকেই উত্তরাধিকারী বলা হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ঈশ্বরীয় মতে একে অপরকে সুখ দিতে হবে। কখনো কাউকে দুঃখ দিও না, বাবার সমান সুখ দাতা হয়ে উঠতে হবে।

২) এই শরীর গুলির থেকে মোহ দূর করে নষ্টমোহ হয়ে উঠতে হবে। সুসন্তান হয়ে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- হংস আসনে বসে প্রতিটি কার্য করে সফলতার প্রতিমূর্তি বিশেষ আত্মা ভব

যে বাচ্চারা হংস আসনে বসে প্রতিটি কার্য করে থাকে তাদের নির্ণয় শক্তি শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়, সেই কারণেই তারা যে কার্যই করে, তার মধ্যে বিশেষত্ব সমাহিত হয়ে থাকে। যেমন তোমরা চেয়ারে বসে কাজ করো, ঠিক তেমনভাবে বুদ্ধিকে এই হংস আসনে বসিও। তাহলে তোমাদের লৌকিক কার্যের দ্বারাও সকল আত্মা স্নেহ আর শক্তি প্রাপ্ত করতে থাকবে। প্রতিটি কার্য সহজ এবং সফল হতে থাকবে। সুতরাং নিজেকে হংস আসনে বিরাজমান বিশেষ আত্মা জেনে, যে কোনো কর্ম সম্পাদন করো আর তাতে সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে।

স্লোগান:- স্বভাবের সংঘাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের বুদ্ধি, দৃষ্টি এবং বাণীকে সরল বানিয়ে নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অন্তিম সময়ে পর্যন্ত এই মিষ্টি নলেজ শুনতে থাকতে হবে, যতক্ষণ বেঁচে থাকবে - পড়তে এবং যোগ শিখতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার সাথে সাথে তোমরা বাচ্চারা কোন্ সেবার নিমিত্ত হয়েছো?

*উত্তরঃ - বাবা যেমন সম্পূর্ণ বিশ্বকে লিবারেট (উদ্ধার) করেন, সবাইকে পরম সুখ দান করেন, পীস মেকার হয়ে পীস (শান্তি) স্থাপন করেন, তেমনই তোমরা বাচ্চারাও বাবার সাথে সাথে এই সেবার নিমিত্ত হয়েছো। তোমরা হলে স্যালভেশন আর্মি (উদ্ধারকারী সেনা)। তোমাদের ভারতের দুর্বল তরীকে স্যালভেজ (উদ্ধার) করতে হবে। ২১ জন্মের জন্য সবাইকে সম্পত্তিবান বানাতে হবে। এমন সেবা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই করতে পারে না।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জানে, আর গাওয়াও হয়ে থাকে - সন শোজ ফাদার অ্যাণ্ড মাদার (সন্তান বাবা - মাকে দর্শায়)। যেহেতু বাবা বাচ্চাদের রচনা করেন, যতক্ষণ না তিনি রচনা করেন ততক্ষণ বাবা বাচ্চাদের কিভাবে শেখাবেন যে, ইনি তোমাদের মাতা-পিতা। বাচ্চারা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ফাদারকে শো করায় যে, আমাদের বাবা এমন। সেই রকমই আবার গাওয়া হয় যে, স্টুডেন্ট শোজ টিচার। যেহেতু টিচার স্টুডেন্টকে পড়ান তাই তারা শো করায়। অমুক ব্যারিস্টার আমাকে ব্যারিস্টার বানিয়েছে। যতক্ষণ না ব্যারিস্টার হবে ততক্ষণ স্টুডেন্ট কিভাবে শো করাবে। তেমনই গুরুরা যখন ফলোয়ার্স তৈরী করে, তখন তারা বলে যে, গুরুর থেকে এই - এই পেয়েছি। এখন ওই বাবা, টিচার, গুরু তো আলাদা আলাদা হয়। হ্যাঁ, কোনো কোনো বাবা বাচ্চাদের পড়ানও, এটা হতে পারে, কিন্তু সেখানে তো সাবজেক্ট অনেক। এমন তো নয় যে, একজন টিচার সব সাবজেক্টই পড়ান। প্রত্যেক সাবজেক্টেরই আলাদা আলাদা টিচার হয়। এখানে তো একজনই বাবা - টিচার এবং সঙ্গুরু। যতক্ষণ না বাচ্চাদের নিজের করবেন ততক্ষণ শো করানো যাবে না যে, আমরা অমুকের বাচ্চা, আমরা তাঁর সম্পদের অধিকারী। সবার প্রথমে তো বাবা বাচ্চাদের নিজের বানান। বাচ্চারাও বলে যে, আমরা আপনাকে আপন করেছি। বাচ্চারা জানে যে - কিভাবে বাবাকে শো করাতে হবে। আমরা প্র্যাক্টিক্যালি হলাম ঈশ্বরের সন্তান। এমনি তো সবাই নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করে, ও গড ফাদার বলে। ফাদার যখন বলা হয় তখন মাদারও স্বরণে আসে। বলেও থাকে - তুমি মাতা-পিতা... ফাদার এসে বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন - আমিই তোমাদের মাতা-পিতা। তোমরাও জেনে গেছো যে, ইনি হলেন অসীম জগতের মাতা-পিতা। সেই বাবাই বসে পড়ান, তিনি এই সৃষ্টিচক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দেন। বাচ্চারা যখন নিজেরা বুঝতে পারে, তখন তারা অন্যদেরও বোঝায় যে, কিভাবে সৃষ্টিচক্র ঘোরে। এমন গায়নও আছে -- ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট হয়। তোমরা কিন্তু এই নলেজ পাও এই সময় যখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। এখন এই ওয়ার্ল্ডের চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। কলিযুগ অথবা পুরানো যুগ সম্পূর্ণ হয়ে নতুন দুনিয়া, নতুন যুগ শুরু হচ্ছে। এই নলেজ টিচার তোমাদের অর্থাৎ স্টুডেন্টদের শোনাচ্ছেন। স্টুডেন্টরা আবার তা অন্যদের শোনায়। এই টিচার বাবাও, সেই সুপ্রীম বাবা বসে বোঝান। নতুন দুনিয়া, নতুন যুগ যখন ছিলো তখন ভারতে অবশ্যই দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো। দুই যুগ ধরে একই অলমাইটি অথরিটির রাজ্য ছিলো। তাঁরা এই বিশ্বের মালিক ছিলেন। কারা? ভারতবাসী আদি সনাতন দেবী - দেবতারা। যদিও তারা ভারত খণ্ডের মালিক ছিলো কিন্তু তারা এই অসীম বিশ্বের মালিক ছিলো। সেখানে কোনো পার্টিশন ছিলো না। সাগর, আকাশ, বায়ু, পৃথিবী সবারই একাই মালিক ছিলো ভারত। বিশ্বের রচয়িতার জয়ন্তী বা জন্মও এখানেই হয়। বাবা বলেন, আমি তো পুনর্জন্মে আসি না। আত্মা বলে, আমি এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করি বা পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হচ্ছি। বাবা বোঝান, তোমরা জানোও যে মানুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। ম্যাকিমাম ৮৪ জন্ম।

এই নলেজকে দুনিয়া বোঝে না। বাবাকেই নলেজফুল, ক্লিসফুল (সুখদাতা) বলা হয়। সম্পূর্ণ বিশ্বে তিনি সুখদান করেন, সবাইকে লিবারেট করেন। বাবা বসে বোঝান - আমি কীভাবে বাচ্চাদের লিবারেট করি। আমি গাইডও, পীস মেকারও। আমিই পীস (শান্তি) স্থাপন করি। সভরেন্টিও (সার্বভৌমত্ব) স্থাপন করি। বাচ্চারা জানে - এই সময় ভারত ইন-সলভেন্ট (দেউলিয়া) হয়ে গেছে। অসীম জগতের বাবার এ হলো জন্মস্থান কিন্তু মানুষ তা বোঝে না। শিবের সোমনাথ মন্দিরও এখানেই। ওখানে এই শিবলিঙ্গই রাখা আছে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - পরমাত্মার তো এতবড় রূপ হয় না। পরমাত্মা স্টারের মতো। আচ্ছা, গুরুর ফলোয়ার্স তৈরী হয়, গুরু তাদের শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়, তারা আবার অন্যদের শোনায়।

তারা বলবে - গুরু আমাদের এই শাস্ত্র ইত্যাদি শিখিয়েছেন । বেনারসে গিয়েও শাস্ত্র ইত্যাদি শেখে । বিদ্বৎমণ্ডলীদের থেকে টাইটেল ইত্যাদি নিয়ে আসে । যেমন 'সরস্বতী' ইত্যাদি... এখন এই সরস্বতী নাম তো মাষ্টার, কেননা তিনি অসীম জগতের নলেজ শিখিয়েছেন । ওরা তো জাগতিক ভক্তিমার্গের শাস্ত্র শেখে । এখন এ তো বাচ্চারা জানে যে, আমাদের সুপ্রীম গুরুও তিনিই । বাবা সুপ্রীমও, সর্বশক্তিমান বাবাকে তো চাই কারণ মায়াও তো কম নয় । সেও সর্বশক্তিমান । মায়া সকলের মধ্যে সর্বব্যাপক । বাবা সর্বব্যাপী নয়, তিনি তো পুনর্জন্ম রহিত । পরমপিতা পরমাত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না, মানুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন । তবুও পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা তাঁর কতো গ্লানি করা । যখন মানুষ এমন গ্লানি করে আর মানুষ পতিত হয়ে যায়, তখনই আমি আসি । শাস্ত্রে এমন কথা তো নেইই যে, অসীম জগতের পিতা যেমন টিচারও, তেমনই সঙ্করও । তিনিই সবাইকে পতিত থেকে পাবন বানান । বাবা বলেন, এইসব বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি সবই ভক্তিমার্গের । ভক্তিমার্গ অর্ধেক কল্প ধরে চলে কিন্তু জ্ঞানমার্গ অর্ধেক কল্প ধরে চলে না । জ্ঞান তো বাবা একবার, একই সময়ে এসে বোঝান । এই একবারই জ্ঞান প্রাপ্ত করলে তোমাদের সেই প্রালব্ধ ২১ জন্ম ধরে চলে । এমন নয় যে, এই নলেজ বা জ্ঞান অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এ তো বোঝাই যে, এই নলেজ প্রায় লোপ হয়ে যায় । ওখানে যারা থাকে তারা সবাই সন্নতি প্রাপ্ত, তাদের জ্ঞানের কোনো প্রয়োজনই নেই । এই নলেজ খুবই মিষ্টি । যোগও অন্ত সময় পর্যন্ত শিখতে হয়, কেননা মাথার উপরে জন্ম - জন্মান্তরের পাপের অনেক বোঝা রয়েছে । এ এক জন্মের কথা নয় । জন্ম - জন্মান্তর ধরে আত্মার উপরে ময়লা জমে আছে, তাই আত্মা ঘোর অন্ধকারে এসে গেছে । আত্মার মধ্যে পুনর্জন্মের ময়লা থাকতে থাকতে, খাদ জমতে জমতে আত্মা কতো পতিত, তমোপ্রধান হয়ে গেছে । আত্মাও নকল সোনার হয়ে গেছে আর শরীরও নকল সোনার হয়ে গেছে । একদম জর্জরিভূত অবস্থা প্রাপ্ত করেছে । বিশেষতঃ ভারতবাসী আর সাধারণভাবে আর সমস্ত ধর্ম নশ্বরের ক্রমানুসারে । তাই সমস্ত বাচ্চাদের ফাদার আর মাদারকে শো করাতে হবে । স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... এমন বলা হয়, তাই ফাদারের সঙ্গে সঙ্গে মাদারও চাই । মানুষ মনে করে - অ্যাডাম ব্রহ্মা আর ইভ সরস্বতী । বাস্তবে এ হলো রং । নিরাকার গড ফাদার যখন আছেন তখন মাদারও অবশ্যই থাকবেন কিন্তু ওরা ইভ জগদম্বাকে বলে দেয় । বাস্তবে এ হলো খুবই মুখ্য বিষয় । নিরাকার শিববাবা এই ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বলেন - তোমরা আমার সন্তান । এই ব্রহ্মা তখন মাতা হয়ে যায় । ব্রহ্মা যেমন প্রজাপিতাও, আবার মাতাও । তিনি হলেন সুপ্রীম রুহানী বাবা । এরপর স্থূলতে মাতা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতীকে বলা হয় । জগদম্বার কতো বড় মেলা হয় । জগৎপিতা ব্রহ্মার আজমীরে এতো বড় মেলা হয় না । জগদম্বার অনেক সম্মান কেননা মাতার প্রভাব তো বৃদ্ধি করতেই হবে । মানুষ তো বলে, স্ত্রীর পতি হলো গুরু, ঈশ্বর । কিন্তু এমন তো নয় । বাবা এসে বলেন, আমি তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের পদ উচ্চ তৈরী করে দিই । গভর্নমেন্টও মাতাদের এগিয়ে রাখছে । সে*সব হলো ভায়োলেট আর এখানে হলো ননভায়োলেট, গুপ্ত শক্তি সেনা ।

সে*সব হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । এমন ড্রামাও বানানো আছে । এই ড্রামাকে বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে রাখতে হবে । অসীম জগতের এই ড্রামা রিপিট হয় । আমি বাচ্চাদের যেভাবে শেখাই, আবার পরের কল্পে সেইভাবে শেখাবো । সবাই এই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ । বাবা নিজেও বলেন - আমিও এই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ । ভারতবাসীদের উপরে দুঃখ তো অনেকই আসতে থাকে । এমন তো নয়ই যে, আমি বারে বারে অবতার গ্রহণ করে মুক্ত করবো । আমি তো একবারই আসি, আর এসে তোমাদের সমস্ত বিশ্বের মালিক বানাই । পরমধাম থেকে আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি । তোমরা এখন ড্রামার ডায়রেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টরকে জানো । জগতের মানুষ জাগতিক কথা শোনায় - অমুকে বিত্তবান ছিলো । এখানে তোমরা জানো - হু ইজ হু, এই সৃষ্টিতে সবথেকে বিত্তবান কে ? সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে সবথেকে বিত্তবান হলেন স্বর্গের লক্ষ্মী-নারায়ণ । এমন কথা কে এসে শোনান? বাবা । বাচ্চারা জানে যে, আমাদের মতো ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য সম্পত্তিবান কেউই হতে পারে না । তোমরা অনেক বড় সেবা করো । বিশেষতঃ ভারতের আর সাধারণভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বের । তোমরা হলে স্যালভেশন আর্মি । ভারতের তরী এখন ডুবে আছে, এও ড্রামা । তোমাদের বোঝানো হয় যে, ভারতের এই ডুবন্ত তরী কারা উদ্ধার করেন? শিবশক্তির । তোমরা সবাই হলে শিব শক্তি । বাবা বলেন, আমি তোমাদের সবাইকে এই স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম । মায়া তোমাদের পতিত বানিয়েছে, আমি আবারও তোমাদের মহারাজা - মহারানী বানাই । তোমাদের হলো প্রবৃত্তি মার্গ । সন্ন্যাসীদের হলো নিবৃত্তি মার্গ । সেটা হলো জাগতিক সন্ন্যাস । আর এ হলো অসীম জগতের সন্ন্যাস । আজকাল দুনিয়াতে মিথ্যা, করাপশন (দুর্নীতি) অনেক । এ হলো ভয়ানক নরক । বাচ্চারা, তোমরা এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধির দ্বারা কি তৈরী হও ? তোমরা এখন বলো, আমরা এখন ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবার বাচ্চা হয়েছি । এরপর আমরা দেবতা হবো, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবো, তারপর আবার ঈশ্বরের সন্তান তৈরী হবো । পূর্ব কল্পেও তোমরা ঈশ্বরের সন্তান ছিলে । বাবার থেকে যেহেতু স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় তাই তোমাদের শ্রীমতে চলতে হবে । ওদের হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি যাদব আর কৌরব । তোমরা হলে বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি পাণ্ডব, যাদের জয়জয়্যাকার হবে । তোমরা হলে গুপ্ত শিব শক্তি ভারত মাতা, এর মধ্যে গোপ - গোপী দুইই আছে । মাতাদের নামই করতে

হবে । মাতাদেরই অনেক অত্যাচার করা হয়েছে । দ্রোপদীকেই নগ্ন করা হয়েছে । বলে - ভগবান, আমাকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করো । তাই বাবা এসে বাঁচান । তোমরা অনেক সম্পদ প্রাপ্ত করো । তোমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত - শিববাবা, মিষ্টি বাবা, আমরা আপনার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো । উত্তরাধিকার তো শিব বাবার থেকেই প্রাপ্ত করতে হবে, তাই না । এমন গাওয়াও হয় যে, ঈশ্বরের গতি - মতি একেবারেই আলাদা । তিনিই জানেন, আর কেউই জানে না । তোমরা এখন জানো যে, ঈশ্বরের গতি - মতি বাচ্চারাই জানে আর তারপর তা বাচ্চাদের শো করাতে হবে । বাচ্চাদের স্থায়ী সুখ - শান্তির উত্তরাধিকার বাবাই প্রদান করেন । অল্পকালের শান্তি কোনো কাজের নয় । মা - বাবা যখন বলো, তখন বাচ্চাদের মাদার- ফাদারকে শো করাতে হবে । ফাদার - মাদার কে ? তা বাচ্চারা বসে বলে দেয় । এই মাদার - ফাদার হলেন সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের । তিনি বসে উত্তরাধিকার প্রদান করেন । অবশ্যই আমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলাম । এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, তাহলে অবশ্যই বাবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত । সন শোজ ফাদার, ফাদার শোজ সন । বাবা কেবল বলেন, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বোঝা নেমে যাবে । তোমাদের স্মরণের চার্ট রাখা উচিত । আমরা কতো সময় ধরে বাবাকে স্মরণ করি । এমন নয় যে, আমরা তো শিব বাবার সন্তানই । কিন্তু তিনি বলেন -- উঠতে, বসতে, চলতে-ফিরতে তোমরা কতখানি স্মরণ করো - চার্ট রাখো । মুখ্য হলো স্মরণ । যোগে বিঘ্নও আসে । ভারতের প্রাচীন যোগ বিখ্যাত । সে হলো হঠযোগ । রাজযোগ বাবাই শেখান । ওরা তো নানা ধরনের যোগ শেখায় । ওদের হলো জাগতিক সন্ন্যাস, তোমাদের হলো অসীম জগতের সন্ন্যাস । প্রবৃত্তিতে থেকে বাবাকে এতটাই স্মরণ করো যাতে অন্তিম সময় অন্য কেউই স্মরণে না আসে । আত্মাকে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে তাহলেই বিকর্মাজিৎ হতে পারবে । বিকর্মাজিৎ আর কেউই করতে পারে না । যদিও ভাবনার ফল অল্পকালের জন্য প্রাপ্ত হয় কিন্তু পতিত থেকে পাবন হতে পারে না । ভক্তরা কতো মাথা ঠুকতে থাকে, তবুও যেতে পারে না । সমস্ত বাচ্চাদের ভগবান একজনই । তিনি একবারই আসেন । তিনি বলেন, আমি হুবহু পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো এসেছি, আবার আমি হারানিধি বাচ্চাদের সাথে এসে মিলিত হয়েছি । আত্মা-পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল -- কোন্ আত্মারা, যারা পৃথক রয়েছে? তাদেরই প্রথমে আসতে হবে । অনেক ধর্মের বিনাশ, আর এক ধর্মের স্থাপনা হয়ে যাবে, তখন তারা সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের হয়ে যাবে । অন্য কোনো ধর্ম আর থাকবে না ।

এখন তোমরা হলে হারানিধি বাচ্চা, স্বদর্শন চক্রধারী । প্রথমে তোমাদের হারানিধি, তারপর স্বদর্শন চক্রধারী বলা হবে । মানুষ বলবে - এ তো দেবতাদের টাইটেল । দেবতাদেরই অলংকার থাকে । এ সবই কল্পনা, এমনও বলা হবে । তোমরা জানো যে, মিষ্টি বৃক্ষের চারা লাগানো হচ্ছে । বিলেতেও তোমাদের এই নলেজ দান করতে হবে । তোমাদের হেভেনলী গড ফাদার কে? অবশ্যই মাদারও থাকবে । বাবা এসেছেন সুখ - শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করতে, এতে হেল্থ আর ওয়েলথ (স্বাস্থ্য আর সম্পদ) সবকিছুই প্রাপ্ত হয়, তাই নিয়ম করে বাবাকে স্মরণ করো । মানুষ বলে থাকে - ও গড ফাদার! তাহলে সর্বব্যাপী কীভাবে বলে, এ তো ভুল হয়ে যায় । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিকর্মাজিৎ হওয়ার জন্য চলতে- ফিরতে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে । অবশ্যই স্মরণের চার্ট রাখতে হবে ।

২) নিজের প্রতিটি আচার-আচরণে মাতা-পিতা আর টিচারকে শো করাতে হবে । বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধির হয়ে থাকতে হবে । রুহানী সেবা করতে হবে ।

বরদানঃ:- নিজের ভরপুর স্টক দ্বারা সবাইকে শুভ ভাবনা - শুভ কামনার গিফ্ট দিয়ে মাস্টার ভাগ্য বিধাতা ভব তোমরা সবাই ভাগ্যের গন্ডি টানতে পারা ব্রহ্মার সন্তান, তাই তোমাদের যেন সদা গোল্ডেন গিফটের স্টক ভরপুর থাকে । যখনই কারোর সাথে মিলিত হও, তখনই প্রত্যেককে শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার গিফ্ট সদা দিতে থাকো । বিশেষত্ব দান করো আর বিশেষত্ব গ্রহণ করো । গুণ দান করো আর গুণ গ্রহণ করো । এমন গডলী গিফ্ট সবাইকে দিতে থাকো । যে যেমন ভাবনা বা কামনা নিয়েই আসুক না কেন, তোমরা এই গিফ্ট অবশ্যই দান করো, তখনই বলা হবে মাস্টার ভাগ্য বিধাতা ।

স্লোগান:- পরিশ্রমের সাথে সাথে মহানতা আর আশ্চর্যতার অনুভব করাই হলো শ্রেষ্ঠত্ব ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই জ্ঞান হলো খুবই মজার আনন্দের, তোমরা প্রত্যেকে নিজের জন্য উপার্জন করে থাকো। তোমাদেরকে অন্য কারো কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, নিজের এই দেহকেও ভুলে উপার্জন করায় লেগে পড়া উচিত”

*প্রশ্নঃ - অবিনাশী উপার্জন করার বিধি কি? কে এই উপার্জন থেকে বঞ্চিত থেকে যায় ?

*উত্তরঃ - এই অবিনাশী উপার্জন করার জন্য রাতে অথবা অমৃতবেলায় জেগে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, বিচার সাগর মন্থন করো। উপার্জন করায় কখনও ক্লান্তি বা নিদ্রা অনুভব হয় না। তোমরা চলতে-ফিরতেও বাবার স্মরণে থাকলে প্রতিটা সেকেন্ড উপার্জন হবে। তোমাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে নিজের জন্য উপার্জন করতে হবে। যারা এই বিনাশী উপার্জনের লোভে বেশি থাকে, তারা এই অবিনাশী উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। বুদ্ধিতে বসে গেলো। সজন বলো বা বাবা বলো, তাঁকে পতি-দের পতি কেন বলা হয়? ইংরেজিতে ব্রাইডসও বলে। সজনকে ব্রাইডগ্রুম বলে। উনি হলেন নিরাকারী সজন। এখানে সাকারী সজনের কোনও কথা নেই। নিরাকারী সজনের সজনী অবশ্যই চাই। নাহলে নিরাকার সজনও সজনী ছাড়া রচনা করবেন কীভাবে। বাচ্চারা জানে যে উনি নিরাকার, কোন সজনীর দ্বারা রচনা করেন। সেই পরমপিতা পরমাত্মা এনার মধ্যে প্রবেশ করে সবাইকে জাগিয়ে তুলছেন। অবশ্যই নবযুগ অর্থাৎ সত্যযুগ সত্যথওে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে এসেছি। পুরানো যুগ বলা হয় কলিযুগকে। তো বাচ্চারা তোমাদের অনুভব হচ্ছে যে, আমরা এখানে এসেছি জ্ঞান সাগরের কাছে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য, সম্মুখে বসে ধারণা করার জন্য। বাচ্চাদের, সম্মুখে যতখানি মজা অনুভব হয় ততখানি সেন্টারে হয় না। তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে আছো এবং সেন্টারবাসীরা দূরে আছো। এই কথা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে প্রতিটি আত্মা হলো রথী আর পরমপিতা পরমাত্মা হলেন এই দেহে রথী। তাঁকেই বলা হয় পরমপিতা পরম আত্মা। তিনিও হলেন আত্মা, তাইনা। তিনি সর্বদা উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্ব থাকেন। ভগবানকে যখন স্মরণ করা হয় তখন দৃষ্টি উপরের দিকেই যাবে। ও পরমপিতা পরমাত্মা দয়া করো! সবারই জ্ঞান আছে যে তিনি উপরে নিবাস করেন। বাবা তাঁর নির্ধারিত করা রথে এসেছেন। উনি বলেন আমি কল্প-কল্প এতেই রথী হই, কারণ এই ব্রহ্মা রথের দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের স্থাপনা করি। যদি শ্রীকৃষ্ণের দেহে আসি তবে তো দৈব কুল হয়ে যাবে। সত্যযুগ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণের শরীর সত্যযুগে থাকে। বাচ্চারা বুঝতে পারে অসীম জগতের বাবা বসে আমাদেরকে তিন কালের জ্ঞান প্রদান করে ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দিচ্ছেন। যে মুহূর্তটি পার হয়েছে তা হ-ব-হ রিপিট হবে। যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল পুনরায় রিপিট হবে। ক্রাইষ্টকেও নিজের পাট রিপিট করতে হবে। পুনরায় সেই নাম, রূপ, দেশ, কালে আসবেন। শিববাবা বলেন - আমিও নিজের নিরাকার রূপ বদল করে সাকার রূপে এসেছি। অবশ্যই মনুষ্য দেহে আসবেন তবেই তো জ্ঞান শোনাবেন। শাস্ত্রে তো কচ্ছ-মচ্ছ অবতার লিখে দিয়েছে। সর্বব্যাপীর জ্ঞানের দ্বারা ভেবেছে উনি সবেতেই প্রবেশ করেন।

এখন বাবা স্বয়ং বলেন - সজনীরা, আমি এসেছি তোমাদেরকে জাগিয়ে তুলতে, নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। যে সত্যযুগ ছিল সেই যুগ এখন পুনরায় রিপিট হবে। এখন নবযুগ আসবে। দুনিয়া ভাবে নবযুগ আসতে এখনও ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। এ'হল মানুষের বিশাল বড় ভুল। এখন বাচ্চারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে গেছে। দুনিয়ার মানুষের জন্য অবশ্যই নতুন জ্ঞান। সত্যযুগে দেবী-দেবতা থাকবে অন্য ধর্মের জ্ঞান থাকবে না। এখন অন্য সব ধর্ম গুলি পুরানো ধর্ম। নতুন দেবী-দেবতা ধর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে পুনরায় এখন সেই নতুন ধর্মের স্থাপনা হয়। দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আছে। জ্ঞান আছে যে সত্যযুগে যথার্থ রাজত্ব ছিল। সেখানে তোমাদের এই জ্ঞান থাকবে না যে লক্ষ্মী-নারায়ণের পরে কোনও রামের রাজ্য আসবে। যা কিছু ঘটবে তোমরা দেখতে থাকবে। পরে বলবে এডওয়ার্ড দি ফার্স্ট, সেকেন্ড.... যারা পরে পরে আসবে তারা জানবে যে ফার্স্ট, সেকেন্ড এডওয়ার্ড রাজত্ব করে চলে গেছেন। ভবিষ্যতে আবার কবে হবে - তা জানবে না। ড্রামার পাট ইমার্জ হতে থাকবে। ড্রামার নলেজ একমাত্র বাবা বুঝিয়ে দেন। ওই ভক্তি মার্গের তীর্থ যাত্রা গুলি একেবারেই পৃথক। এ'হল জ্ঞান - বাবা ও অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা। এখন তোমরা জানো সত্যযুগে কতখানি সময় রাজত্ব থাকবে, তারপরে ত্রেতাযুগ রাম-সীতা রাজত্ব করবে। বাচ্চারা সীন সিনারী গুলি দেখতে পায়। তোমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে - এই জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। এই হল নতুন নলেজ। শিবপিতা বলেন আমি কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। এই সঙ্গমে পরমপিতা

পরমাত্মা রথী (দেহ রূপী রথে বিরাজমান) হয়েছেন, আমাদের অর্থাৎ রথী আত্মাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা সবাই হলাম রথী। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা ক্ষণে-ক্ষণে ভুলে যাও। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম পার্ট প্লে করেছি। এখন বাবা এসেছেন - আমাদেরকে সম্পূর্ণ রহস্য বুঝিয়ে দেন। পতিত থেকে নিজ সম পবিত্র বানান। উনি অসীম জগতের একমাত্র পিতা যিনি বাচ্চাদেরকে নিজ সম বানান। লৌকিক পিতা কখনও বাচ্চাদেরকে বানান না। একই পিতার সন্তানেরা কেউ কার্পেন্টার তো কেউ সার্জেন, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে। এখানে এমন নয়। এখানে তোমরা সবাই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও। তোমরা ব্যারিস্টার, সার্জেন ইত্যাদি হও না। তোমরা জানো পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে পড়ান, যার দ্বারা আমরা পড়াশোনা করে দেবতায় পরিণত হই। এমন স্কুল কোথাও দেখিনি হয়তো, যেখানে সবাই বলছে আমরা সেই দেবতা পদ পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। দিন-দিন বৃদ্ধি হতেই থাকে। তারপরে ঘর বাড়িও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বাচ্চাদের প্রভাব পড়বে তখন আমন্ত্রণ জানাবে। এখানে এসে আমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানানোর রাজযোগ শেখান। অনেক বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবা তবুও বাচ্চাদের বলেন - রাত্রিতে অথবা অমৃতবেলায় जागो, এতেই অনেক উপার্জন হয়। যে সব মানুষদের অনেক অনেক উপার্জন করার নেশা থাকে, তারা রাতেও যদি গ্রাহক পেয়ে যায় তো জেগে থাকে। মানুষ যদি ২৪ ঘন্টার জন্য সম্পত্তি পেয়ে যায় তবে নিজের রাতের ঘুমও ত্যাগ করে। উপার্জনের সময় ঘুম আসে না। উপার্জন না হলে তখন হাই তোলে, ঘুম এসে যায়। উপার্জনের সময় অনেক খুশী হয়। মানুষ অর্থ বৃদ্ধি করার চেষ্টা ই করে যাতে সুখী হয়। যদিও পেটের জন্য এক আধটা রুটি হলেও চলে যায়।

বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থাকার কথা নয়। অতিরিক্ত লোভ করবে না। এর দ্বারা ই বুদ্ধি-যোগ বিচলিত হয়, তখন অবিনাশী উপার্জন থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এই উপার্জনের প্রতি খুব সতর্ক থাকতে হবে। তোমাদের উপার্জন সেকেন্ড বাই সেকেন্ড চলে। তারপরে যদি চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো তবে তো অনেক উপার্জন হবে। অন্য উপার্জন গুলি এমন চলতে-ফিরতে হয় কি? এ'তো হলো ওয়ান্ডারফুল উপার্জন। ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিজের জন্য উপার্জন করতে থাকো। লৌকিক পিতারও নিজের সন্তানের চিন্তা থাকে - বাচ্চারা যেন সুখী থাকে, খাওয়া পড়ার কোনো অভাব যেন না থাকে। এতে সন্তান ইত্যাদির চিন্তা থাকে না। নিজের জন্য ২১ জন্মের উপার্জন করো। কেমন মজার এই স্তান। প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের জন্য উপার্জন করতে হবে। সন্তানাদি, মিত্র পরিজনকেও স্মরণ করবে না। নিজের দেহকেও স্মরণ করবে না। বাবাকে যদিও এই দেহে আসতে হয় কিন্তু তিনি হলেন দেহী-অভিমানী। এই সময় দেহে আসেন, এসে আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদেরকে নলেজ প্রদান করেন অথবা সহজ উপার্জনের পথ বলে দেন। যদি তোমরা প্র্যাক্টিস করতে থাকো তো অনেক উপার্জন করতে পারো। বাবাও প্র্যাক্টিস করেন শিব পিতাকে স্মরণ করার তাই হ্যাবিট হয়ে যায়। নিজেকে ভুলে যান শিববাবা স্মরণে থাকেন কারণ এনার মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেছেন। এই বাবা (ব্রহ্মাবাবা) বোঝেন যে আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। লৌকিক পিতার সন্তানদেরও বোধ থাকে যে আমরা পিতার সম্পত্তির অধিকারী। অতএব এই বাবা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবারও স্তান আছে যে আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। শিববাবা প্রবেশ হয়ে আছেন, তাইনা। তাই এই নেশা থাকে - আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, প্রপারটিরও মালিক আমি। শিববাবা নিজে তো বিশ্বের মালিক হন না। আমি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তো বিশ্বের মালিকও হই। শিববাবা হলেন শুধু ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তোমরাও বিশ্বের মালিক হও, তাইনা। রাজা হোক বা প্রজা - বোঝে আমরা হলাম বিশ্বের মালিক, তারা জেনেছে আমরা বিশ্বের মালিক। এই কথা বুঝলেও খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। গায়নও আছে - অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জানতে হলে গোপী-বল্লভের গোপ-গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো। এমন নয় যে গোপী-বল্লভকেই জিজ্ঞাসা করবে। বল্লভ বাবাকে বলা হয়। বল্লভ অর্থাৎ বাবাকে তো বিশ্বের মালিকানার সুখ প্রাপ্ত করার প্রয়োজন নেই। বাবা কতো উঁচুতে উঠিয়ে দেন। ইনি (ব্রহ্মা) বলেন আমিও নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের মালিক মনে করি। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় এমনভাবে কেউ বুঝবে না যে আমি হলাম ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এমন নয় যে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবো। কোথায় ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, কোথায় ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হওয়া - অনেক পার্থক্য আছে। তোমরা জানো বাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। শিববাবা নিজে বলেন जागो সজনী রা। আমি তোমাদেরকে প্রতিটি নতুন কথা বুঝিয়ে বলি। তোমরা কি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ছিলে না? তারপরে পার্ট প্লে করেছো, এখন পুনরায় তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হও, তারপরে তোমরা বিশ্বের মালিক হবে - এই স্মৃতি স্থায়ীভাবে থাকা উচিত। একেই বলে বিচার সাগর মন্তন করা। এর দ্বারা তোমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে। এই দূঢ় নিশ্চয় তো থাকা উচিত ইনি হলেন আমাদের পিতা। পিতা ব্যতীত এমন কথা কেউ বোঝাতে পারে না। হৃদয়ে নোট করা উচিত। এখানে নোট ইত্যাদি নাও স্মৃতিতে রাখার জন্য। পরে এইসব কাজে লাগবে না। ব্যারিস্টারের কাছে অনেক বইপত্র থাকে। দেহ ত্যাগ হলেই সব শেষ। পর জন্মে কি হবে তা কেউ জানেনা। বাচ্চারা, তোমাদের তো একটা মাত্র পড়াশোনা। তোমরা জানো স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের মালিক পিতা, আমাদেরকে ব্রহ্মাণ্ডের এবং বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও তোমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকে না, কেন? বাবা বুঝিয়েছেন এই

গীত ঘরে নিজেকে রিফ্রেশ করার জন্য রাখা উচিত।

কেউ কেউ ভাবে জ্ঞানে আসার পরে আমাদের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি-লাভ তো পুরানো দুনিয়ায় আছেই। আজ কেউ মন্ত্রী হলো, তাকে কেউ যদি শ্যুট করে দিল তো শেষ হয়ে গেল। সবারই ক্ষতি হতেই থাকে। কারো ধূলায় চাপা পড়ে যাবে.... সবারই ক্ষতি আছে। শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারা, তোমাদের সদাকালের জন্য লাভ হয় ভবিষ্যতে। তাও ২১ জন্মের জন্য। বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া আছে লোকসানে। এইসবই হলো মৃগতৃষ্ণা সম। কেউ জানেনা যে এইসব মাটিতে মিশে যাবে। সবাই কবরে আছে, ভস্মীভূত হয়ে পড়ে আছে। তোমরা এই সব কথা জানো। তোমাদের মধ্যেও যারা খুব বুদ্ধিমান আছে তারা জানে এই দুনিয়া টি হল অগ্নিকুন্ড। সবাই কবরে প্রবেশ করবে। যাদব-কৌরব সবাই কবরে প্রবেশ করেছিল। কেবল পান্ডবদের বিজয় হয়েছিল। বিশ্বের উপরে অর্থাৎ নতুন দুনিয়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করেছিল কারণ তোমরা পান্ডব রা ঈশ্বরের পরিচয় জানো। তাঁর সঙ্গে ভালোবাসা আছে। যে যতখানি ভালোবাসে, যে যতখানি স্মরণ করে ততই সে উপার্জন করে - এমন কথা কখনও শুনেছো ? ভারতের প্রাচীন যোগ খুব বিখ্যাত। ব্রহ্মাবাবাও আগে জানতেন না, এখন সব কিছু বুদ্ধিতে এসে গেছে। বাবা বলেন - সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান যা তোমাদের শোনাই সেসব সত্যযুগে থাকবে না। সেখানে তো তোমাদের প্রালঙ্কের সুখের পার্ট যেমন ভাবে কল্প পূর্বে চলেছিল তেমনভাবেই চলবে। এই জ্ঞান বাবা একবারই এসে প্রদান করেন এবং অন্তিম সময় পর্যন্ত দিতেই থাকবেন। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, দেহ ত্যাগের সময়ে শিববাবা যেন স্মরণে থাকেন, ত্রিকালদর্শী স্বরূপের জ্ঞান যেন থাকে। জ্ঞান-অমৃত যেন মুখে থাকে, স্ব-দর্শন চক্র যেন স্মরণে থাকে তখন যেন প্রাণ দেহ থেকে নির্গত হয়। কোথায় সেসব ভক্তিমার্গের কথা, কোথায় এইসব জ্ঞানের কথা। মানুষের মৃত্যুর সময় তার হাতে মালা দেওয়া হয়। বলা হয় রাম-রাম (ঈশ্বরের নাম) জপ করো তাহলে সন্নতি হয়ে যাবে। কিন্তু রাম কে, কোথায় আছে - কেউ জানেনা। কেউ রামকে, কেউ হনুমানকে স্মরণ করে। অনেককে স্মরণ করা - একেই ভক্তি বলা হয়। এখন তোমরা একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করো - যিনি তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করেন, তোমাদের সদগতি করেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্থায়ী খুশীতে থাকার জন্য বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। এই নেশায় থাকতে হবে যে আমরা ব্রহ্মানন্দ আর বিশ্বের মালিক হতে চলেছি।

২) একমাত্র শিববাবার সাথে প্রকৃত ভালোবাসা রেখে উপার্জন করতে হবে। আমি আত্মা এই দেহে রখী। রখী মনে করে দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- নতুন থেকে নতুন, উঁচু থেকে উঁচু সংকল্পের দ্বারা নতুন দুনিয়ার ঝলক প্রদর্শনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব নতুন দিন, নতুন রাত তো সবাই বলে, কিন্তু তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা, তোমাদের প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সঙ্কল্প নতুনের থেকেও নতুন, উঁচু থেকেও উঁচু, ভালোর চেয়েও ভালো থাকলে তবে চারিদিক থেকে নতুন দুনিয়ার দৃশ্য দেখার আওয়াজ ধ্বনিত হবে এবং নতুন দুনিয়ায় আসার প্রস্তুতিতে সবাই এক জোট হবে। যেমন স্থাপনার আদিতে স্বপ্নে এবং সাফাংকারের লীলা বিশেষ ছিল, তেমনই অন্তিম সময়েও এই লীলা প্রত্যক্ষ করাবার নিমিত্ত হবে।

স্নোগানঃ:- মাযাজিত হতে হলে একমাত্র বাবাকেই নিজের কম্পানিয়ান (সাথী) বানাও এবং তাঁর কম্পানিতেই (সঙ্গেই) থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সময়, সঙ্কল্প, বোল এর দ্বারা উপার্জন জমা করার আধার - তিন বিন্দু লাগানো"

আজ বাপদাদা কোন্ সভায় এসেছেন? এই সমগ্র সভা কোন্ আত্মাদের? বাপদাদা দেখছেন যে, প্রত্যেকে হায়েস্ট, রিচেস্ট। দুনিয়ার লোকে তো বলে রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু তোমরা সবাই রিচেস্ট ইন কল্পা। এই সময়ের সঞ্চয় করা রত্নভান্ডার সারা কল্প সাথে চলে। সারা কল্পে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে ভাববে এই জন্মে তো রিচেস্ট হয়েছি বটেই কিন্তু ভবিষ্যতেও অনেক জন্ম বিত্তবানের থেকেও বিত্তবান থাকবে। আর তোমরা সবাই নিশ্চয় এবং নেশার সাথে বলে থাকো, এই রত্ন ভাণ্ডার অনেক জন্ম সাথে থাকবে। গ্যারান্টি আছে তো না? তো এমন রিচেস্ট সারা কল্পে দেখেছো? শাহেনশাহেরও শাহেনশাহ, রাজাদেরও রাজা বাচ্চাদের দেখছেন। একেক দিনে কত উপার্জন সঞ্চয় করো? হিসেব বের করো, সঞ্চয়ের খাতা কতো তীব্রগতিতে বেড়ে চলেছে? আর বাড়ানোর সাধন কত সহজ! এতে পরিশ্রম আছে কি? তোমাদের উপার্জন কিংবা সঞ্চয়ের খাতা বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ সাধন - বিন্দু লাগিয়ে যাও আর বাড়িয়ে যাও। তুমিও বিন্দু, বাবাও বিন্দু আর ড্রামাতেও যা হয়ে গেছে তাতে বিন্দু লাগানো। সুতরাং উপার্জনের আধারই হলো বিন্দু লাগানো। আর কোনও মাত্রাই নেই। কি, কেন, কীভাবে - কোশ্চেন মার্কেসের মাত্রা, আশ্চর্যের মাত্রা কিছুরই আবশ্যকতা নেই, কেননা তোমরা মাস্টার নলেজফুল হয়ে গেছো। তাইতো 'কীভাবে' শব্দ 'এভাবে'তে বদলে গেছে। বদলে গেছে নাকি এখনও 'কীভাবে কীভাবে' বোলো? 'জানি না' এই শব্দও সঙ্কল্পে বদলে গেছে? ত্রিকালদর্শী এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না তো মুখে বলার প্রশ্নই ওঠে না। সঙ্গমে সম্পূর্ণ খেলাই তিন বিন্দুর। সবচেয়ে সহজ বিন্দু, নাকি কোশ্চেন মার্ক সহজ? বিন্দু সহজ হয়, তাই না? বিন্দু লাগাতে কত টাইম লাগে? সেকেন্ডের থেকেও কম। বিন্দু লাগাতে জানো, নাকি কলম পিছলে যায়? অনেকবার বিন্দুর পরিবর্তে কলমও লম্বা রেখা টেনে নেয়। বিন্দু লাগানোয় এক সেকেন্ডে তোমাদের কত রত্নভান্ডার বেঁচে গেছে। ভান্ডারের লিস্ট জানো তো না? যদি বিন্দুর পরিবর্তে অন্য কোনো মাত্রা লাগাও বা লেগে যায়, তো ভাবো জ্ঞানের ভান্ডার চলে গেল, শক্তির ভান্ডার চলে গেল, গুণের ভান্ডার চলে গেল, সঙ্কল্পের ভান্ডার চলে গেল, এনার্জি গেল, শ্বাস সফলতার পরিবর্তে অসফলতায় গেছে, সময় গেছে! কত গেছে? লম্বা লিস্ট হয়ে গেছে, গেছে না? সুতরাং এটা কখনও ভেবো না যে, এক-দুই সেকেন্ডই তো গেছে। কিন্তু এক সেকেন্ডে কত হারিয়েছে? তাহলে, এক সেকেন্ডও কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল! সবসময় নিজের জমার খাতা বাড়িয়ে যাও। কি উপার্জন করেছে আর কি হারিয়েছে? এই সমুদয় ভান্ডারের কতগুলো ভান্ডার হারিয়েছে? বাপদাদাও বাচ্চাদের জমার খাতা চেক করতে থাকেন। যখন খাতা দেখেন তো তিনি মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। তিনি কী দেখেন যে স্মিতহাসি হাসেন? অমৃতবেলায় মিলনও উদযাপন করো, আত্মিক বার্তালাপও করো, খুব ভালো ভালো প্রতিজ্ঞাও করো এটা করবো, এটা করবো, খুব ভালো ভালো কথা বোলো কিন্তু চলতে চলতে সারাদিনে কোনো না কোনো ভান্ডার খুঁয়ে ফেল। তারপরে আধার কী বানাও? বাপদাদাকেও ভালো ভালো গল্প শোনাতে শুরু করো। যদি ব্যর্থ সঙ্কল্প চলে তবে কী সেটা জমা হলো নাকি খোঁয়ালে? তারপরে আবার কী বোলো? শুধু সঙ্কল্পে এসেছে তো না, সেটা তো ঠিক হয়ে যাবে, বাবাকেও আশ্বাস বাণী শোনায় যে ঠিক হয়ে যাবে, পুরুষাধী তো না, সম্পূর্ণ তো হয়নি, হয়ে যাবে... । তো বাপদাদা বলেন, এই 'বে বে'-র গীত সারাদিনে অনেক শোনে কিন্তু সেটাও কত সময় ধরে? অন্তে সম্পূর্ণ হবে কি? নাকি বহুকালের অভ্যাসের দ্বারা বহুকালের উত্তরাধিকার নেওয়ার ইচ্ছা আছে? উত্তরাধিকার কি অবিনাশী চাও? সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে চাও নাকি অসম্পূর্ণ হলেও চলবে? তাছাড়া, পুরুষার্থে অসমাপ্ত পুরুষার্থ চলবে? তবে তো পুরুষার্থের সময় করবে, দেখবে, হবে, করেই নেবে, হয়েই যাবে... এই সব ভাববে, তবে প্রাপ্তির সময় বে - বে করবে? তাতে তো সম্পূর্ণ প্রাপ্তি চাই, সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার চাই। লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়াতে সবাই হাত তোলো। তোমরা জানোও যে লক্ষ্মী-নারায়ণেরও আট প্রজন্ম চলবে, কিন্তু তোমরা হাত তোলো লক্ষ্মী-নারায়ণে তো না? তো লক্ষ্মী-নারায়ণের অর্থ হলো নম্বর ওয়ান পাস উইথ অনার হওয়া। বাপদাদা বাচ্চাদের সাহস দেখে খুশিও হন। রাম-সীতায় কেউ হাত তোলে না। সাহস ভালো আর সাহসীদের সহায়তাও লাভ হয়। পুরুষার্থের সময়ও যেমন বাবার সামনে সঙ্কল্প করো তেমনই সেটা বোল আর কর্মে নিয়ে এসো।

বাপদাদা দেখেছেন সময়ের ভান্ডারের গুরুত্ব যতটা দেওয়া প্রয়োজন অনেক বাচ্চা ততটা গুরুত্ব দেয় না। একদিনেরও চার্ট যদি চেক করা হয় তো দেখা যায় মেজরিটির সময় ওয়েস্টের দিকে যাচ্ছে। দ্বাপর কাল থেকে ব্যর্থ শোনার, দেখার আর তারপরে চিন্তার অভ্যাস না চাইলেও আকর্ষণ করে আর এই কারণে সময়ের ভান্ডার ওয়েস্টের খাতায় চলে যায়। আগেও তোমাদের বলা হয়েছে সেকেন্ডও কত মহত্বপূর্ণ! দ্বিতীয় বিষয় হলো, মেজরিটি ব্যর্থ বোলেও সময় ওয়েস্ট করে।

এক ঘন্টার ভিতরেও চেক করো, যে বোল বলেছ, প্রতিটা বোলে আত্মিক ভাব আর শুভ ভাবনা ছিল? বোল দ্বারা ভাব আর ভাবনা উভয়ই অনুভব হয়। যদি প্রতিটা বোলে শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ ভাবনা না থাকে অবশ্যই মায়ার ভাবনা রয়েছে। সে'সব তো অনেক রয়েছে, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, এই ভাবনাগুলো কিছু পার্সেন্টেজেও সমাহিত হয়ে থাকে। প্রায়শঃই বাপদাদা তোমাদের বোলের টেপ রেকর্ডিং শোনেন। প্রত্যেকের টেপ অটোম্যাটিক্যালি রেকর্ড হয়ে যায় এবং যে মুহূর্তে যারই শুনতে চাইবেন তা' শুনতে পারেন। সব বোলের সার হয় না। অনেকবার তোমরা বলেও থাকো আমার ভাবনা, আমার ভাব খারাপ ছিল না, এমনিই বেরিয়ে গেছে, অথবা বলো যে, বিনা অভিপ্রায়ে বলে দিয়েছি। কিন্তু যে বোলে আত্মিক ভাব আর শুভ ভাবনা নেই, তা' কোন্ খাতায় জমা হবে? ওয়েস্টে হলো তো না? সুতরাং উপার্জনের খাতা বেশি হবে নাকি খোয়ানোর খাতা বেশি হবে? এটা তো খুইয়ে ফেলা হলো, তাই না? তো বোলেও হারানোর খাতা বেশি হয়। সুতরাং বোল চেক করো। এমনিই বলে দিয়েছি এই ভাষার পরিবর্তন করো। সমর্থ বোলের অর্থই হলো যে বোলে কোনো আত্মার প্রাপ্তির ভাব বা সার অংশ থাকবে। যদি সার না থাকে তবে তো জমার খাতায় কোনো কিছু সঞ্চয় হবে না, তাই না? একদিনে যতটা জমা করতে পারো, তো বাপদাদা দেখেছেন, হিসেবমতো যতটা উচিত ততটা হয় না। তাহলে কী করতে হবে? লক্ষ্মী-নারায়ণ হতেই হবে তো না! নাকি না হলেও অসুবিধা নেই। প্রথম জন্ম থেকেই প্রালব্ধ পেতে চাও নাকি দ্বিতীয় তৃতীয় জন্ম থেকে শুরু করবে? যদি প্রথম জন্মে না আসো, দ্বিতীয়-তৃতীয়তে আসো পছন্দ হবে তোমাদের? পছন্দ হবে না তো না? তো জমার খাতা এত রয়েছে? যদি খাতায় কম জমা হয় তাহলে প্রালব্ধ কী থাকে? ততটাই থাকে যতটা জমা করেছে। তো আজ বাপদাদা সবার জমার খাতা দেখেছেন। অন্যদেরকে সময়ের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তোমরা খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে থাকো, কত ভালো করো সঙ্গমযুগের মহিমা করে থাকো! সুতরাং নিজেও সদা সময়ের মাহাত্ম্যকে সামনে রাখো। সময়ের আগে নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের আধারে সার্বিক প্রাপ্তির খাতা পূর্ণরূপে (fully) জমা করো।

সঙ্গমযুগের সময়ের বিশেষত্ব হলো তিন রূপের প্রাপ্তি। এক, উত্তরাধিকারের রূপে; দুই, পড়াশোনার প্রাপ্তির আধারে, কেননা পড়াশোনাকে সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়; আর তিন হলো বরদানের রূপে। উত্তরাধিকারও আছে, ইনকামও আছে আর বরদানও আছে। কখনো ভেবেছিলে যে প্রতিদিন ভগবানের বরদান পাওয়া যাবে? এত বরদান কেউ কখনও পেতে পারে না। কিন্তু তোমরা তো বলো আমাদের অধিকার। উত্তরাধিকারেও, পঠন-পাঠনেও আর বরদানেও। ছোট ব্যাপার নয়, অনেক বড়! তিন সঙ্কল্পের থেকে তিনের উপরে নিজের অধিকার প্রাপ্ত করে নিয়েছ তো না? সবাই গর্বের সাথে বলে থাকো তো না যে, বাবা আমার। এটা বলো কী আমার নয়, তোমার? আমাদের পড়ানোর জন্য বাবা আসেন, এটা তো বুঝতে পারো, পারো তো না? তাহলে পাঠের পঠনে অধিকার আছে, তাই না? আর বরদাতার কাছে বরদান আছেই কার জন্য? তোমরা প্রত্যেকে ভাবো বরদাতা বাবা আমারই। সুতরাং তিনের উপরেই অধিকার আছে। কথায় বলতে এটা তো খুব সাধারণ, সেইজন্য তো দুনিয়ার লোকে হাসে যে, তোমরা কি আর বলো কি! অতএব, আধিকারকে সদা স্মৃতিতে রেখে কদম ওঠাও। ইমার্জ রূপে রাখো, মার্জ রূপে নয়। আমি তো ব্রহ্মাকুমার, আমি তো বাবার.... এভাবে নয়। ইমার্জ রূপে, মনে, বুদ্ধিতে, কর্মে ইমার্জ রাখো। মনে এই সঙ্কল্প যেন ইমার্জ হয় যে, আমি এই, বুদ্ধিতে স্মৃতিস্বরূপ হতে হবে আর কর্মে অধিকারী হওয়ার নিশ্চয় এবং সকল কর্ম আত্মিক সুগন্ধির (নেশা) সাথে হতে দাও। এমন নয়, অমৃতবেলায় তো ইমার্জ থাকে তারপরে সারাদিনে মার্জ হয়ে যায়। না, সদা যেন ইমার্জ রূপে থাকে। সুতরাং জমার খাতা বাড়াও। তীব্রগতিতে বাড়াতে হবে, অলসভাবে ক'রো না। কারণ তোমরা সব মাস্টার রচয়িতার জন্য সময় খেমে আছে। এখনও প্রকৃতিকে যদি অর্ডার করা হয় তাহলে তারা কি না করতে পারে! যদি পাঁচ তত্ত্বই উত্থালপাথাল অবস্থা শুরু করে দেয় তবে কি না হতে পারে আর কতক্ষণের মধ্যে হতে পারে? সুতরাং সময়, প্রকৃতি এবং মায়ার প্রস্থানের জন্য অপেক্ষা করছে। তোমরা যদি সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতাকে উদযাপন করো তবে সে বিদায় নিয়েই যাবে। মায়ারও দেখে যে এ' এখনও তৈরি হয়নি সুতরাং সে তার চান্স নিতে থাকে। প্রকৃতিকে অর্ডার করি? পুরুষ প্রস্তুত? প্রকৃতি তো তৈরি হয়ে যাবে। অর্ডার করি? নাকি জ্ঞান সরোবর তৈরি হোক তারপরে অর্ডার করবে? এই রকম এভাররেডি হয়েছে, নাকি রেডি হয়েছে? শক্তি সকলে এভাররেডি রয়েছে? সম্পূর্ণ হয়ে গেছে? অল্প কিছুকে তো এভাররেডি বলবে না তো না? এটা ভাবো, চেক করো যে, যদি এই মুহূর্তেও মহাবিনাশ হয়ে যায় তাহলে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখো নলেজের আয়নায় যে, আমি কী হবো! আয়না সবার কাছে আছে তো না? ক্লিয়ার আছে না? সুতরাং নিজের ভাগ্যের প্রতিচ্ছবি দেখো। বাবার কী টাইম লাগবে? যখন ব্রহ্মার জন্য এই গায়ন রয়েছে যে সঙ্কল্প দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেছেন, তবে কী সঙ্কল্প দ্বারা বিনাশ হতে পারে না? বাবা জানেন, রাজত্ব চালাতে হবে, সুতরাং একা ব্রহ্মা কী করবেন! সাথী চাই, চাই না? তো ব্রহ্মা বাবাও তোমরা সব সাথীর জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তাইতো বাবা বাম্বাদের প্রশ্ন করেন, বাম্বারা তো বাবাকে ইতিমধ্যে অনেক প্রশ্ন করেছে। এখন বাবা বাম্বাদের বলছেন ডেট ফিক্স করো। তোমরা সব কাজের জন্য ডেট ফিক্স করো তো, তাই না? তো এটারও ডেট ফিক্স করো, এটারও তো মনোহর হতে হবে তো না। জ্ঞান সরোবরের জন্যও ডেট ফিক্সড আছে, হসপিটালেরও ডেট ফিক্স আছে। এর ডেট কি? এটা

কা'কে ফিক্স করতে হবে? বাবার করার নয়। বাবা এটা তোমাদের-বাচ্চাদের দিয়েছেন। কিছু কাজ তো তোমরাও করবে, নাকি সব বাবা করবেন! ডেট ফিক্সিংয়ের প্রোগ্রাম বানাও। আচ্ছা!

(নতুন বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে) তোমরা নতুন নতুন বাচ্চারা যারা এসেছ, তোমাদের প্রতি সবার কতো ভালোবাসা রয়েছে! প্রথম চান্স তোমাদের সবাইকেই দেওয়া হয়। সবাই তোমরা খুশি আর সন্তুষ্ট হয়েছে? কত পা পৃথ্বী পেয়েছ? দু পা নাকি তিন পা? (দুপা) দুপা ভূমিতেও সন্তুষ্ট তো, কোনো কষ্ট নেই তো না? ভোজন-পানীয় ভালো পাচ্ছ তো না? মেলায় এমন পরিপোষণ আর কারও হতেই পারে না। মেলা দেখেছ না? এমন ব্রহ্মা ভোজন, এমন পরমাত্ম-পরিবার কোথায় পাওয়া যায়? ঠান্ডা লাগে? আবহাওয়ারও মাধুর্য (মিষ্টি) থাকে। তাইতো, এই ঠাণ্ডাও ঋতুর মিঠাই, মিঠাই তো খাওয়া চাই, চাই না? উপহারস্বরূপ শাল সবাই পেয়েছ তো না? কোনো মেলায় এমন সওগাত (উপহার) পাওয়া যায়? নাকি খালি হয়ে ফিরে আসো? আচ্ছা, নতুনদের হৃদয় পূর্ণ হয়েছে, মধুবন দেখে নিয়েছ? আগে স্বপ্নে ছিল, এখন সাকারে হয়ে গেছে। জায়গা যতই বাড়ানো না কেন কম হতেই হবে, কেন? ভাবো, এখনও ৯ লাখ জমায়েত হয়েছে? তোমাদের প্রথম জন্মের সংখ্যাই এখনো তৈরি হয়নি। সেটা তো হতে হবে, তাই না? কত ভবন বানাবে? কত জ্ঞান সরোবর বানাবে? সবাই বলে, সংখ্যা বাড়ানো। যত সংখ্যা বাড়াবে, তত সংখ্যা পরের বছরে আরও হয়ে যাবে। যতটা পেয়েছ তা'তে সন্তুষ্ট থাকো। তোমাদের মেলাও তো করতে হবে, তাই না? (তালহাটিতে ব্রাহ্মণদের বিশাল সংগঠন হওয়ার আছে) এই মেলায় তোমরা তো যাচ্ছ না, এখন তো এখানে এসেই গেছো। অন্যদের জন্য এতবড় মেলা তোমাদের পছন্দ? দশ হাজার শোবে! ভিড় হয়ে যাবে না? এটা তো বুঝতে পারো আমাদের তো অন্য চান্স পাওয়ার নেই। অপেক্ষার মুহূর্তও প্রিয় হয়। এক বছর পরে যাচ্ছি - এই প্রত্যাশা রয়েছে তো না? তো প্রত্যাশায় পুরুষার্থ কত ভালো চলে! আর যখন এখান থেকে ফিরে যাবে তখন তোমাদের সবই দেখা যাবে, তারপরে কী হবে? তারপরে অসাবধানতা আসবে? আসবে না? আরও এগিয়ে যাবে? এই যে বিধি ড্রামাতে তৈরি হয়েছে তা' খুবই লাভজনক। এক বছরে পাকাপোক্ত হয়ে যাও তো না? নয়তো কাঁচা কাঁচা (দুর্বল) এসে যাও আর তখন যুদ্ধ করতে হয়।

প্রতি বছরে তোমাদের এখানে (মধুবনে) ইন্টারন্যাশনাল মেলা কতবার বসে? এখনও এই মেলা কি? ইন্টারন্যাশনাল তো না? দেশ-বিদেশ সব তরফের উপস্থিত হয়েছে, তাই না? দুনিয়ার লোকে তো ভাবে ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম পাঁচ বছরে একটা করেছে তো তারা অনেক করে নিয়েছে। আর মধুবনে কত হয়, জানতে পারা যায়? ইন্টারন্যাশনাল মেলা হয়ে গেছে। আর সবাই খুশি! আনন্দ হয়েছে তো না? কিন্তু আসতে হবে তোমাদের টার্নে। এখন তো দেখো দশ হাজারেও তোমরা টেন্ট তো পারে, তাই না? শেষমেষ এই সব সাধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। আবুর সমুদয় পাহাড়কে যদি শোয়ার জায়গা বানিয়ে নাও তবে কত সংখ্যক থাকতে পারবে? আচ্ছা!

চতুর্দিকের হায়েস্ট আর রিচেস্ট শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, প্রতিটা রক্তভান্ডারের মালিক, সম্পন্ন আত্মাদের, সদা নিজেকে এভাররেডি বানিয়ে রাখা তীর পুরুষার্থী আত্মাদের, সদা সময়, সঙ্কল্প, বোল দ্বারা শ্রেষ্ঠ উপার্জনের খাতা সঞ্চয়কারী সমীপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীজীর সাথে : - সব সহজভাবে চলছে তো না? মেলা চলছে নাকি খেলা চলছে? সন্তুষ্টতার খেলা চলছে। যারা সন্তুষ্ট করার তারা সন্তুষ্ট করে আর যারা সন্তুষ্ট হওয়ার তারা সন্তুষ্ট হয়। সন্তুষ্টতার এই খেলা সবার প্রিয় লাগে। আর সবকিছু ঠিক আছে? (তালহাটিতে দুটো টার্নের জন্য ভাবা হয়েছে) সর্বাগ্রে লিস্ট দেখো, পরে দু'বারও যদি হয় তো কোনও ব্যাপার নয়। বাবা বাচ্চাদের সব আশা পূরণ করেন। বাবার আসতে তো কোনও সমস্যা হয় না। তা' তিনি মধুবনে আসুন বা পাণ্ডব ভবনে আসুন, অথবা তালহাটিতে আসুন, তাঁর আসায় কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা তো বাচ্চাদের, কিন্তু সেটা সমস্যা মনে হয় না। বাচ্চারা যখন সাহস রাখে যে, আমাদের জন্য সমস্যা হয় না, এটা মনোরঞ্জন, তখন বাবাকে তো তনেই আসতে হবে, তাই না, ব্যস! সঙ্গমে করারই কী আছে? মেলা আর খেলা। সেবা হলো খেলা। মেলা উদযাপন করো, সেবার খেলা খেলো, আর কী করতে হবে? ভোজনপান করো, ব্রহ্মা ভোজন খাও। আচ্ছা।

বরদান:- বাবা শব্দের ডায়মন্ড "কি" (চাবি) দ্বারা সব খাজানা প্রাপ্ত করে পরমাত্ম-স্নেহী ভব যারা পরমাত্ম-স্নেহী বাচ্চা তাদের বাপদাদা এক ডায়মন্ড শব্দের খুব সুন্দর উপহার দেন - সেই শব্দ হলো "বাবা"। এই চাবিকে সদা যদি সাথে রাখো তবে সব খাজানার প্রাপ্তি হয়ে যাবে। এই চাবির কি চেন হলো - সদা সর্ব সস্বন্ধের সাথে স্মৃতিস্বরূপ থাকা। সেইসঙ্গে প্রতিজ্ঞার বালা আর সর্ব গুণের শৃঙ্গারে সেজে সজ্জিত হয়ে থাকো, তখনই বিশ্বের সামনে ফরিস্তা রূপ বা দেব রূপে প্রসিদ্ধ হবে।

স্লোগান:- অতীতকে পাশ কাটিয়ে বাপদাদার পাশে (সমীপ) থাকো, তাহলে পাস উইথ অনার হয়ে যাবে।

সূচনা: – আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সবাই রাজযোগী তপস্বী ভাই বোনেরা সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় মাস্টার সর্বশক্তিমানের শক্তিশালী স্বরূপে স্থিত হয়ে সর্বশক্তির মহাদান করুন। দুঃখীদের আত্মনাদ শুনুন, উপকার করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সহায়তা বা সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য সগে অর্থাৎ প্রকৃত বাচ্চা হও, সগে বাচ্চা অর্থাৎ সম্পূর্ণ সন্ধ্যাস করে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞাকারী বাচ্চা”

*প্রশ্নঃ - বাবা হলেন করুণাময় - কিভাবে? বাবা বাচ্চাদের প্রতি কিরকম দয়া সর্বদাই করে থাকেন?

*উত্তরঃ - কোনও বাচ্চা যদি অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে, মায়ার বশীভূত হয়ে উল্টো-পাল্টা কর্ম করে, আবার তারপর যদি সে তার কৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা করে, তখন বাবা তাকে আশ্রয় প্রদান করে বলেন যে - আচ্ছা, আবার ট্রায়াল (চেষ্টা) করো। অপগুণগুলিকে বের করে গুণবান হও। বাবা হলেন করুণার সাগর, কারণ তিনি জানেন যে বাচ্চারা আর কোথায় যাবে! বাচ্চারা সদা সুখী থাকবে - এটাই হল বাবার আশা।

*গীতঃ- তোমাকে আহ্বান করতে মন চায়...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদেরকে গোপ-গোপিকাও বলা হয়। সত্যযুগে গোপ-গোপিকা থাকবে না। সেখানে তো রাজধানী পরিচালিত হবে। গোপ-গোপিকা সঙ্গম যুগেই থাকে যখন গোপী বল্লভও আসেন। বল্লভ বাবাকে বলা হয়। বাচ্চারা স্মরণ করে যে বাবা পুনরায় এসো। সকল সেন্টারের বাচ্চারা আছে। সকলেই এ বিষয়ে জানে যে বাবা এই সময় মুরলী বাজাচ্ছেন। সেই মুরলী টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করা হবে, লেখাও হবে। লিখো (কপি করার মেশিনে কপি) হবে তারপর আমাদের কাছে আসবে। আমরা ধারণা করবো তারপর অন্যদেরকেও ধারণা করাবো। এরা সব বুঝবে যে মধুবনে তো গোপ-গোপিকারা গোপী বল্লভের সম্মুখে শুনছে। সেই মুরলীই আবার আমরা ৪-৫ দিন পর শুনবো। এইরকম চিন্তন চলছে তাই না। বলে যে - বাবা তুমি এসো তো আমরা সর্বদাই হাসিখুশীতে থাকবো। যেরকম দেবতারা সর্বদা হাসিখুশীতে থাকে। সেখানে যথা রাজারানী তথা প্রজা সবাই হাসি-খুশীতে থাকবে। দুঃখের নাম-নিশান থাকবে না। এখানে তো হলই প্রজার রাজ্য। তো বাচ্চারা জানে যে বাবা এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এখানে গরীবরাই ভালো করে পড়ে। যেরকম লৌকিক জগতে গরীবরাও এম. এল. এ., কেউ এম. পি হয়ে যায়। এখানে গরীবরাই পড়তে পারে। উত্তরাধিকারীও গরীবরাই হয়। ধনীদের সমস্যা অনেক থাকে। এক তো হল ধনসম্পত্তির নেশা, দ্বিতীয় হল সময় নেই। তারা সমর্পিতও হয় না। এখানে তন-মন-ধন সমেত সমর্পিত হতে হয়। ধনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গরীবদের সময় অনেক থাকে এইজন্য শীঘ্রই সমর্পিত হয়ে যায়। এতেও প্রথম নম্বরে কন্যারা যায়। মাস্ট্রাও তো কন্যা, তাই না। বাবার হয়ে গেল আর বলে দিল - ব্যস্, আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই। একেই বলা হয় বলি প্রদত্ত হওয়া বা সমর্পিত হওয়া। ঘর-গৃহস্থ থেকেও যেন সেখানে নেই। বুদ্ধিতে শান্তিধাম সুখধামই থাকে। এখন আমরা সুইট হোমে যাচ্ছি, তারপর সুইট রাজধানীতে আসবো। ঘর-গৃহস্থ থেকে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরও পালনা করতে হবে কিন্তু শ্রীমতের আধারে। শ্রীমৎ তখন প্রাপ্ত হবে যখন সমর্পিত হবে। সর্ব-শক্তিমানের সাথে যোগ লাগানোর দ্বারাই শক্তি প্রাপ্ত হয়। বাবার না হলে তো শক্তি প্রাপ্ত হবে না। প্রকৃত সন্তান আর সতীন পুত্র (লগে) হয় তাই না। লৌকিক সন্ত্যাসীদের ক্ষেত্রেও প্রকৃত আর সতীন পুত্র হয়। কেউ তো বাড়ি ঘর ত্যাগ করে গিয়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে। সে হল প্রকৃত সন্ত্যাসী। কেউ আবার ফলোয়ার্স হয়। তারা গৃহস্থে থাকে। তাদেরকে বলা হয় সতীন পুত্র। প্রকৃত সন্ত্যাসী বলা যাবে না। তাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না কারণ তারা অপবিত্র থাকে। এখানেও তো কেউ কেউ হলো প্রকৃত বাচ্চা যারা পবিত্রতার রাখী বাঁধে। বাদবাকি যারা পবিত্র থাকে না তাদেরকে প্রকৃত বাচ্চা বলা যাবে না। এটা হলো রাজযোগের দ্বারা সন্ত্যাস। তাদের হল হঠযোগের দ্বারা সন্ত্যাস। বাবা বুঝিয়েছেন - কিভাবে নিজেদেরকে সন্ত্যাসীদের ফলোয়ার্স বলে থাকে। কিন্তু থাকে ঘর-গৃহস্থে। তো বাস্তবে তাদেরকে ফলোয়ার্স বা সন্ত্যাসী বলা হবে না। সন্ত্যাস করার পুরুষার্থ করতে চায় কিন্তু বন্ধন আছে। যারা কল্প পূর্বে সন্ত্যাস করেছিল, তারাই ত্যাগ করে। তারা হয়ে যায় প্রকৃত সন্ত্যাসী আর তারা হয়ে যায় সতীন পুত্র। এখানে যারাই বাবার হয় তারাই হল প্রকৃত সন্তান। সহায়তা আর উত্তরাধিকারও প্রকৃত বাচ্চাদেরই প্রাপ্ত হয়। সতীন পুত্র সহায়তা পায় না।

বাবা বুঝিয়েছেন যে এটা হলো জ্ঞানের ইন্দ্র সভা। এখানে সবাই হল জ্ঞান পোখরাজ পরী। নয় রঞ্জেরও অনেক মহিমা আছে। নয় রঞ্জের আংটিও পরে। লৌকিক ব্রাহ্মণেরা বলে যে এইরকম আংটি পরলে দশা পরিবর্তন হয়ে যাবে। পাথরেরও মহিমা করে দেয়। সেই নয় রঞ্জ তো হল তোমরা বাচ্চারা। যে যত সেবাধারী বাচ্চা হবে সে বিজয় মালাতে আসতে পারবে। সর্বোচ্চ হলেন হীরের মত নির্মাণকারী বাবা। তাঁকে মধ্যখানে রাখা হয়। সাধারণ মানুষ তো এসব বিষয় জানেই

না। নয় রত্ন কারা? পাথরের সাথে কেন তুলনা করে? যেরকম নদীর সাথে তুলনা করে, তোমরা হলে জ্ঞান নদী। সেটা হল জলের নদী। তাই তারা বলে যে - বাবা এসো তাহলে আমরা সর্বদা হাসি-খুশীতে থাকবো। তোমার মুরলী শুনে অন্যদেরকেও শোনাব। আবার প্রিন্স-প্রিন্সেস হয়ে রত্ন খচিত মুরলীও বাজাবো। মুরলী বাজানোর শখ থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী অবশ্যই ছিল। যখন সে প্রিন্স ছিল, রাস করতো। এছাড়া জ্ঞান মুরলী শোনানো বা বাজানো তো জ্ঞান সাগরেরই কাজ। সেই জ্ঞান মুরলী বাবা এসে শোনান। জ্ঞানের কথা এখানেই হয়। সেখানে (সত্যযুগে) জ্ঞানের কথা হয় না। এখন তোমরা কন্যারা মুরলী বাজাচ্ছে। সত্যযুগে ত্রিকালদর্শী হওয়ার জ্ঞান থাকবে না। সেখানে এই নলেজ প্রায় লোপ হয়ে যাবে। এই জ্ঞান পরম্পরা ভাবে চলতে পারে না। পরে আসে প্রালঙ্ক। জ্ঞান একইবার প্রাপ্ত হয়। এখন তোমরা ২১ জন্মের জন্য প্রালঙ্ক পাচ্ছে। প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হলে বাবাও পরমধামে গিয়ে বসে যাবেন। তোমাদেরকে জ্ঞান যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক বানিয়ে আমি বাণীর থেকে উদ্ধার গিয়ে বসে যাই। তারপর সেখানে আমাকে কেউ জানে না। আমি রচয়িতা আর আমার রচনাকে কেউ জানতে পারে না। না বাবাকে জানে, না সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। সেখানে এই জ্ঞান থাকে না। রাধাকৃষ্ণ যদি জানতে পারতো যে তাদেরকে ১৪ কলায় আসতে হবে সত্যযুগী রাজ্য আর মুকুটের খুশী হারিয়ে যেত। এই জ্ঞান সেখানে থাকবেই না। বাবা প্রত্যেক কথা ক্রিয়ার করে বোঝাচ্ছেন। তোমরাও সন্ন্যাসী, তারাও হল সন্ন্যাসী। তাদের হল হঠযোগের দ্বারা সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা লৌকিকের ঘড়ি বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। সেখানে হল শংকরাচার্য আর এখানে হল শিবাচার্য। শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর তাই না। তাঁকে আচার্য বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য নয়। ভগবান শিবাচার্য বসে তোমাদেরকে এখন বোঝাচ্ছেন। রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তারা হল হঠযোগী। তারা রাজযোগ শেখাতে পারবে না। এই অসীম জগতের বাবা-ই সত্যযুগের রাজ্য প্রাপ্ত করানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এখন তোমরা বাবার কাছে এসেছো। তারা প্রত্যেক জন্মে সন্ন্যাস নেয়। তোমরা পরবর্তী ২১ জন্ম আর সন্ন্যাস নেবে না। তোমরা জানো যে এটা হল পুরানো দুনিয়া, আমরা একে লাথি মারছি।

শিববাবা দুই প্রকারের যাত্রা বুঝিয়েছেন - একটা আত্মিক যাত্রা, অন্যটি হল শারীরিক যাত্রা। সুপ্রীম বাবা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে যাত্রাতে নিয়ে যাই। পুনরায় তোমাদেরকে আর এই মৃত্যুলোকে আসতে হবে না। বাবা হলেন সুপ্রীম পান্ডা। অনেক বাচ্চাও পান্ডা হয়। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা, অত্যাধিক যাত্রা করাচ্ছে। এটা হল ধারণ করার কথা। বাচ্চারা ভালো ভাবে ধারণ করে বোঝায়। কেউ কেউ আবার এমনও আছে যাদের সম্পূর্ণ যোগযুক্ত স্থিতি থাকেনা। যদিও জ্ঞানের ধারণা খুব ভালো থাকে। কিন্তু যোগযুক্ত হয়ে থাকতে পারে না। জ্ঞানে মায়া ইন্টারফেয়ার (মাঝখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানো) করেনা। যোগে মায়া ইন্টারফেয়ার করে। যেরকম যুদ্ধের সময় যখন রেডিওতে স্পিচ (বক্তৃতা) দেয়, তখন ট্রান্সমিশন (প্রসারণ) জ্যাম করে দেয়, যাতে আওয়াজ শুনতে না পাওয়া যায়। থিটথিট করতে থাকে, তো যোগে মায়াও ইন্টারফেয়ার করে। ভারতে যোগ হল প্রসিদ্ধ। প্রাচীন যোগ কে শিখিয়েছেন? তারা তো শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ তো হবেন সত্যযুগে, তারপর তার নাম, রূপ, দেশ, কাল পরিবর্তন হতে-হতে এটা হল অস্তিম জন্ম। পুনরায় বাবা তার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে এইরকম বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়, তারপর ক্ষত্রিয় তথা বৈশ্য তথা শূদ্র হয়। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন আমি তোমাদেরকে যা কিছু জ্ঞান প্রদান করছি, সেইসব প্রায় লোপ হয়ে যায়। আমি এনার (ব্রহ্মার) দ্বারা শোনাচ্ছি। তো প্রথম নম্বর নদী হলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মপুত্র আর সাগরের পারে মেলা বসে তাই না। এই ব্রহ্মপুত্র হল বড় নদী। যিনি ধারণা করে অন্যদেরকে করাচ্ছেন। অবশ্যই ভগবান রূপ পরিবর্তন করে এসেছেন। যেটা নিরাকার রূপ আছে সেটা পরিবর্তন করে সাকারে এসেছেন। ব্রাহ্মণদের হলো সবথেকে উঁচু কুল। বাবা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা ব্রাহ্মণদেরকে জ্ঞান দিয়ে দেবী-দেবতা ধর্ম আর ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেন। সত্যযুগ ত্রেতাতে আর অন্য কোনও ধর্ম থাকবে না। এখন স্থাপনা হচ্ছে। যারা রাধাকৃষ্ণ হবে, তারাই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। যারা এই পড়াশোনা করবে তারা সত্যযুগে তো অবশ্যই আসবে, কেননা অবিনাশী জ্ঞানের বিনাশ তো হয় না। প্রজা তো অনেক হয় তাই না। কেউ চলে যায় তো চক্র লাগিয়ে আবার চলেও আসে। যাবে কোথায়, বহি তো একটাই। বহি পতঙ্গ তো অনেক আছে। তো বহির কাছে আসতে থাকবে। ভাগ্যি হয়ে যাওয়া আত্মারাও আসবে। সদ্ধরুর নিন্দা করিয়ে পুনরায় বাবার কাছে আসে তো বোঝানো হয় যে পুনরায় তোমরা এই জ্ঞান ধারণ করতে পারো। তারা অনুভব করতে পারে যে অবশ্যই আমাদেরই ভুল ছিল। তো তাদেরকেও শরণ (আশ্রয় দেওয়া) নিতে হয়। তারপর তাদেরও সেবা করবো। অস্তিম সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে হবে। সে যতই বিঘ্ন নিয়ে আসুক। তবুও বলবো, যদি ফিরে আসো, তাহলে আবার প্রচেষ্টা করো। মানা নেই। বাবা হলেনই করুণাময়। তোমরা হলে তাঁর বাচ্চা তাই না। বলে যে মায়া উদ্ধার করে দেয়। তথাপি তার সেবা করা হয়। শরণে আসলে তো পুনরায় ওঠাতে হবে। অপগুণগুলিকে বের করে গুণবান বানাতে হবে। বাবা কখনও শত্রু হন না। অসীম জগতের বাবা বলবেন যে বাচ্চারা সুখে থাকো। করুণা হয়। কোথায় যাবে, আর তো কোথাও জায়গা নেই, যেখানে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবে। বাবা সমস্ত বিষয় বোঝাচ্ছেন। যদি অনেক কিছু ধারণা করতে না

পারে, তো অল্পই ভালো। আচ্ছা, মন্মনা ভব। বাবার স্মরণে থাকো। আত্মার স্বধর্ম হল শান্ত। অ্যাটেনশন প্লিজ, সাবধান - নিজের বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার অবশ্যই স্মরণে আসবে। এমন হতে পারেনা যে উত্তরাধিকার স্মরণে আসবে না। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করলে তোমরা জীবন্মুক্ত হবে। কত সহজ বিষয়। নামই রাখা হয়েছে - 'সহজ রাজযোগ।' যোগ করার কথা বললেই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এখানে তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাই না।

বাবা বলছেন - আরে বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে ভুলে যাও? যে বাবার থেকে হীরের মতো জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে, তোমরা তাঁকে ভুলে যাও? লৌকিক বাবাকে কখনও ভুলে যাও কি? বাবাকে ভুলে গেলে উত্তরাধিকারও হারিয়ে যাবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্ম-অভিমানী হওয়ার পরিবর্তে দেহী-অভিমানী হলে মায়ার কাছে ধোঁকা খাও। সন্ন্যাসীদের হলো নিবৃত্তি মার্গ। ভারত পতিত হওয়া শুরু হলে তখন এই সন্ন্যাসীরা এসে মেরামত করে। অপবিত্র হওয়া থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা করে। তাদের মধ্যে পিওরিটির (পবিত্রতার) শক্তি থাকে। পিওরিটি থাকলে পীস (শান্তি), প্রস্পারিটিও (সমৃদ্ধি) থাকবে। কন্যারাও হল পবিত্র, তবেই তার সামনে সবাই মাথা নত করে। দেবতারাও হলো পবিত্র তবেই তো দেবতাদের সামনে সবাই মাথা নত করে। সত্যযুগে মাথা নত করার ব্যাপার নেই, কারণ সেখানে সবাই পবিত্র থাকে। দর্পণে নিজেকে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনও ভূত তো নেই? লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্য হয়েছে? নিজেকে যোগ্য বানাতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন শিববাবা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর আর লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রমুখ দেবী-দেবতাদের থেকেও উচ্চ হলেন শিববাবা। এক শিববাবাই হলেন হীরের মতো। বাদবাকি সবাই এইসময় তমোপ্রধান কড়িতুল্য হয়ে গেছে। সমস্ত মহিমাই এক বাবার। সমগ্র সৃষ্টিকে স্বর্গ বানানো - এটা হল বাবারই কাজ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) বাবার কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়ে, বাবার প্রকৃত বাচ্চা হয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে।

২) নিজেকে দর্পণে দেখে ভুতগুলিকে বের করে গুণবান হতে হবে। বাবার মুরলী শুনে ধারণ করে অন্যদেরকেও করাতে হবে।

বরদান:- পরমার্থের আধারে নিজের ব্যবহারকে সহজ করে থাকা ভাগ্যবান আত্মা ভব
অর্ধেক কল্প ব্যবহারে (লোকজনের সাথে আচরণে), ভক্তিতে, ধর্মক্ষেত্রে সব জায়গায় পরিশ্রম করেছে আর এখন পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। এখন তোমাদের ব্যবহারও পরমার্থের আধারে সহজ হয়ে গেছে। নিমিত্ত মাত্র করছো। যে নিজেকে নিমিত্ত মনে করে কর্ম-ব্যবহারে আসে, তার কাছে সবকিছু সদা সহজ অনুভব হবে। ব্যবহার মনে হবে না, মনে হবে এটা যেন একটা খেলা। মায়ার তুফান নয়, কিন্তু এটা হলো ড্রামা অনুসারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ। এইরকম পরিশ্রম থেকে নিজেকে রক্ষাকারী আমি হলাম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মা - এই স্মৃতিতে থাকো।

স্লোগান:- জীবনে মধুরতার গুণ ধারণ করাই হলো মহানতা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণ রূপে ফলো করে সুপুত্র হও, স্মরণ আর শ্রীমতের আধারেই বাবার সিংহাসনে আসীন হবে"

*প্রশ্ন:- কোন পুরুষার্থের দ্বারা সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে?

*উত্তর:- পুরুষার্থ করো যাতে অস্তিম মুহূর্তে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ স্মরণে না আসে। এরজন্য গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও বুদ্ধিকে পৃথক (ডিট্যাচ) রাখো, সবকিছু ভুলে গিয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চলো। কাউকে কাঁটা (দুঃখ) দিও না। প্রতি কদমে মাতা-পিতাকে ফলো (অনুসরণ) করো। কোনো দুর্বলতা যদি থাকে তাহলে অবিনাশী সার্জনকে সত্যি কথা বলো।

*গীত:- নতুন যুগের কুঁড়ি

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের এই গানের অর্থ বোঝানো হয়। এই যে মহিমা করা হয় এই দেশেই জন্মেছিল সীতা.... বাস্তবে মেল (পুরুষ) ফিমেল (মহিলা) সবাই সীতা, কেননা সবাই ভক্ত, যারা ভক্তি করে তারাই ভগবানকে স্মরণ করে। এখানে সজনীরা সাজনকে স্মরণ করে। কেন স্মরণ করে? ফুলে পরিণত হওয়ার জন্য। বলাও তো হয় না - কমলফুলের মতো থাকতে হবে। এখন তোমরা জানো - আমরা আত্মাদের পিতা হলেন পরমাত্মা। ওঁনার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, যাকে জীবনমুক্তি বলা হয়। জীবনমুক্তির বর্ষা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে সত্যযুগের জন্য, কলিযুগের জন্য নয়। নতুন দুনিয়া শুরু হয় অর্থাৎ নতুন রূপে নাটক শুরু হয়। দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে তার মানে নাটকও পুরানো হয়ে গেছে। এটা হলো পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়াতে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো ফুল ছিল। এখন তোমরা জানো আমরা কাঁটা থেকে ফুল তৈরি হচ্ছি - স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। কাঁটা হলো তারাই যারা একে অপরের প্রতি কাম কাটার চালায়। তোমাদের নিশ্চয় আছে যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা এসেছেন আবারও সদা সুখী স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য। এই নিশ্চয়ের মধ্যে কোনো নড়চড় হওয়া উচিত নয়। বাবা এসে এনাকেও (দাদাকে) বুঝিয়েছেন। ইনি বলেন আমি সত্যিই জানতাম না। আমরা প্রথমে সত্যযুগে ধর্মাত্মা ছিলাম। ধর্মিক আত্মা তাকেই বলা হয় যে কাম কাটারী চালায় না। ধর্মাত্মা কেবল তাদেরকে বলা হয় না যারা দান-পুণ্য করে। মানুষ যা কিছু করে তার ফল পরবর্তী জন্মে পেয়ে থাকে। ওরা ইনডাইরেক্ট (পরোক্ষ ভাবে) দান করে। ঈশ্বরার্থে দান করে। যেমন কেউ কৃষ্ণার্থে দান করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে গীতার ভগবান মনে করার কারণে বিভ্রান্তি তৈরি করে দিয়েছে। ভগবান বলেন - আমি ভারতেই এসেছি। তোমরা বাচ্চারা জানো - আমাদের পিতা পরমধাম থেকে এসেছেন। তিনি আমাদের বলেন - বাচ্চারা, এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আমাকে স্মরণ করো। তোমরাই সেই লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলে। ত্রেতায় রাম-সীতা... শ্রীকৃষ্ণের যুগ অন্য কোনো যুগে নয়। ওরা দ্বাপরে নিয়ে গেছে। এ'সব আবারও হবে। বাবা বসে বাচ্চাদের শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন আমি হাতে কোনো গীতা ইত্যাদি ধরিনি। আমাকে তো জ্ঞানের সাগর বলা হয়। ভক্তরা আমাকে এমনও বলে আমি সত্য, চৈতন্য.... মানুষ যা কিছু বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে, ওঁনাকে শাস্ত্রের অর্থরিটি (অধিকারী) বলা হয়। এই বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি কবে থেকে শুরু হয়েছে? ভক্তি মার্গ থেকে শুরু হয়েছে। এই ড্রামা অনাদি পূর্বনির্ধারিত। এমন নয় যে বেদ-শাস্ত্র অনাদি বলবে। যদি অনাদি বলা হয় তবে সত্যযুগ থেকে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সত্যযুগে তো বেদ-শাস্ত্র হয়না। এগুলো ভক্তি মার্গ থেকে শুরু হয়। বাবার বুদ্ধিতে আছে আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। এই মনুষ্য সৃষ্টিকে আমিই জানি। বাবা এসে নিজের পরিচয় দেন। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে, ৮৪ জন্ম কিভাবে ভোগ করো। তোমরা জানো আমরা ৮৪ জন্ম সতঃ, রজঃ, তমঃ-র পার্ট প্লে করে আসি।

এখন বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা এই যজ্ঞ রচনা করেছেন। শিববাবার দ্বারা আমরা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছি। সুতরাং উনি দাদা (শিববাবা) হয়ে গেলেন। সেখানে তো বাবারই উত্তরাধিকার। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা চেয়েছো - মুক্তি জীবনমুক্তির বর্ষা। এটা জানতে না যে বাবা ভক্তদের কাছে আসবেন, কি করবেন। বলাও হয় ঘরে বসেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। সুতরাং তিনি তো বড় ঘরেই আসবে তাই না! তোমাদের জন্য নিজের ঘর তো হলো ছোট। এ হলো অসীম গৃহ। কখন ভগবান ভক্তদের কাছে চলে আসবেন বলা যায় না। ভগবান তো অবশ্যই ভক্তদের জন্য আসবেন। ভক্তরা ভগবানের সন্তান। এমন নয় যে, ভগবান সব ভক্তদের মধ্যে আছেন, সবাই ভগবান। না। বাবা ডাইরেক্ট বসে বোঝান আমি অবশ্যই আসবো, এসে বাচ্চাদের সুখ প্রদান করবো। মানুষ যখন বিলেত থেকে আসে তখন ওয়ান্ডারফুল (চমত্কার)

উপহার নিয়ে আসেন। বাবা বলেন আমি তোমাদের জন্য বৈকুণ্ঠ উপহার স্বরূপ নিয়ে আসি। ওখানে বিষ (বিকার) পাওয়া যায় না। এই জ্ঞান অমৃত পান করলে তোমরা স্বর্গে যেতে পারবে। সুতরাং বিষ অবশ্যই ছাড়তে হবে। আমি কোনো সন্ন্যাসী-উদাসীর মতো বই গ্রহণ করিনা। আমি তো শান্তিধাম-সুখধামের মালিক করে তোলার জন্য পথ বলে দিই। হে আমার প্রিয় বাচ্চারা, পরদেশী বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আর কেউ-ই এমন বলবে না যে আমি পরমাত্মা, তোমরা আত্মাদের সাথে কথা বলছি। ওরা তো বলে আমি পরমাত্মা এবং তোমরাও। একজন পিতা, পিতাকে উত্তরাধিকার দেবেন? পিতা অবশ্যই তাঁর সন্তানদের উত্তরাধিকার দেবেন। তোমাদের বুদ্ধি কত বিস্তার লাভ করেছে। বাবা এসে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দেন। তোমরা তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে মূললোক, সূক্ষ্মলোককে স্মরণ কর। এখানে হলো স্থূললোক। তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছো। তিন লোক, তিন কালকে তোমরা জানো। এ'সব হলো ডিটেলের (বিস্তারিত বিষয়) কথা। সংক্ষেপে শুধু দুটো বিষয়ই আছে - বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের চার্টের উপরেই নির্ভর করে। ঘরে থাকো, যুক্তি দিয়ে চলো, বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। চার্ট রাখো - কতটা সময় আমি যোগে থেকেছি? বাবাকে স্মরণ করলে উত্তরাধিকার নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। বাবা কত সহজ করে বলেন। কিন্তু কেউ স্মরণ করবে তবে তো! মায়া সম্পূর্ণ রূপে ভুল করিয়ে দেয়। কিছু-কিছু বন্ধনযুক্ত বাচ্চারা এতোই ভালো যে ঘরে থেকেও তারা অনেক মহারথীর চেয়েও ভালো যোগে থাকে। শিববাবাকে খুব স্মরণ করে বলে - শিববাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো। ওরা জানে - শিববাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের রাজত্ব পাই। ঘরে থেকে স্মরণ করতে-করতে যদি প্রাণ ত্যাগ করে তবুও অনেক ভালো পদ পেতে পারে। "আমার তো এক দ্বিতীয় কেউ নেই" - এমনই নিশ্চয়ে তরী পার হতে পারে। ওরা এতো মার খায়। এমন সংসঙ্গ তো কখনও দেখেনি যেখানে মহিলারা মার খায়। সংসঙ্গে যেতে কাউকে মানা করা যায়? অসংখ্য সংসঙ্গ আছে। এখানে অবলাদের উপরে কতো অত্যাচার হয়, বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। শুরু থেকেই চলে আসছে। অকাসুর, বকাসুর কিভাবে বাচ্চাদের নিয়ে যেত, বিষের জন্য তারা কতো মার খেয়েছে! এর মধ্যে কিছু তো কারণ আছে। ভালো-ভালো বাচ্চারা যদিও সেন্টার খোলে তবুও চলতে-চলতে মায়া তাদের আক্রমণ করে। বাবা তো ধর্মরাজও। তিনি বলেন - আমি কালেরও কাল। অমৃতসরে ওদের একটা অকাল তখত (শিখদের ৫ টি মূখ্য কেন্দ্রের একটি) আছে, কিন্তু এর অর্থ কেউ বোঝেনি। বাবা বলেন - আমি কালেরও কাল। ঐ মৃত্যুর যম তো একজন দুজন করে নিয়ে যায়। বাবা বলেন - আমি তো সমস্ত আত্মাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, সেইজন্য তোমাদের খুশি হওয়া উচিত। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করেছো কিন্তু কেউ-ই ফিরে যেতে পারে না। এখন বাবা সবাইকে নিয়ে যাবেন।

মানুষ বলে - ভগবান হলেন কালেরও কাল, যিনি সবাইকে মেরে ফেলেন। কিন্তু আমি মারি না। আমি তো তোমাদের শরীর থেকে মুক্ত করে, আত্মাকে গুল-গুল (ফুল) বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, এতে ভয় পাওয়ার কথাই নেই। অনেক বাচ্চারাই মরতে ভয় পায়। ভয় সে-ই পায় যার সম্পূর্ণ যোগ নেই। আমরা তো তৈরি হচ্ছি ফিরে যাওয়ার জন্য। বাবা এসেছেন আমাদের তৈরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তোমরা কি স্বর্গবাসী হবে না? বলা হয় - অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু কেউ-ই যায় না। স্বর্গ তো ভারতেই হয়। সেটা ছিল সত্যযুগ। কলিযুগে স্বর্গ কোথা থেকে আসবে। সংবাদপত্রেও লেখা হয় অমুকে বৈকুণ্ঠে (স্বর্গ) গেছে এবং তারা সেই বিদেহী আত্মাকে খাইয়ে থাকে। বৈকুণ্ঠে তো অগাধ বৈভব, তাহলে তোমরা তাদের কি খাওয়াবে। ওদের তো সঙ্গতি হয়ে গেছে তারপরেও এখানকার ভোজন খাইয়ে কেন পতিত বানাচ্ছ। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্যি সত্যিই তোমাদের নির্বাণধামে যাওয়ার জন্য বাবা শিক্ষা প্রদান করছেন। খুশির সাথে যাওয়া উচিত। পুরানো কাঁটা থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন করে দেওয়া উচিত। বাবা কতো সহজ করে বলেন, শুধু আমাকে স্মরণ করো, এতে তো অতীব খুশি হওয়া উচিত। বাবা বলেন অতীন্দ্রিয় সুখ সম্পর্কে জানতে হলে আমার বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করো। এখনকার পুরুষার্থের দ্বারাই ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ তৈরি করে থাকে। এখন না করলে সব শেষ। রেস (প্রতিযোগিতা) খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবার পুরুষার্থ করা উচিত। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার মন জয় করো। তোমরা বাবা, মাম্মা, বাপদাদা, পিতাশ্রী বলো তাইনা। এই বাবাও (ব্রহ্মা) ওঁনার কাছে পড়াশোনা করছেন। শিববাবা পড়ান। ইনিও গৃহস্থ এবং ব্যবসায়ী ছিলেন তাইনা। এমন ভাবনা আসা উচিত নয় যে - আমি পরে এসেছি সেইজন্য দৌড় লাগাতে পারব না। মাতা-পিতা বলেন - সপুত্র তারা যারা ফলো (অনুসরণ) করে। এই মাতা-পিতাও (ব্রহ্মা, সরস্বতী) পুরুষার্থী। মাতা-পিতাই পুরুষার্থ করান। তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক (সন্তান) সুতরাং ইনিও ওঁনার বালক হলেন তাইনা। ইনিও গৃহস্থী ছিলেন, তোমরাও গৃহস্থী। খুব সহজ কথা। কন্যাদের ক্ষেত্রে এটা তাদের বড় সৌভাগ্য, তিনি দ্রুত তাদের রক্ষা করেন। ৫ বিকারের সিঁড়ি চড়া উচিত নয়। ভীষ্ম-পিতামহের উদাহরণ আছে না! যিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। এটা হলো রাজযোগ। তোমরা জানো আমরা ভবিষ্যতে রাজত্ব পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। মাম্মা-বাবাও পুরুষার্থ করে উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ পেয়ে থাকেন। কল্প পূর্বেও ওনারা পেয়েছিলেন। বাবা বলেন - আদরের প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা আমার সিংহাসনের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। মাম্মা-বাবা বলো তবে কেন পুরুষার্থ করছো

না। কোনো অসুবিধে হলে সেটা বাবাকে বলো যে এই কারণের জন্য পুরুষার্থ কম হচ্ছে। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন। কোনো রকম অসুবিধা থাকলে হয় লেখো, নয়তো সামনে এসে জিজ্ঞাসা করো। বাবা পরামর্শ দেবেন। প্রধান বিষয় হলো বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করা। নাটশেলে (সংক্ষেপে) এটাই যথেষ্ট। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে-করতে এতোটাই স্মরণ করতে হবে যাতে অন্তিমে আর কিছুই স্মরণে না আসে। গৃহস্থ ব্যবহারকে ভুলতে থাকো। বলা হয় লক্ষ্য অনেক বড়, বিশ্বের মালিক হতে হবে। লড়াইয়ে কত পরিশ্রম করে হদের (সীমিত) বাদশাহী অধিগ্রহণ করে। তোমরা তো স্বর্গে বিশ্বের মালিক হতে চলেছ আর কি চাই ! এতো মিষ্টি বাবা দুনিয়াতে কেউ হতে পারে না। কিন্তু এই বাবার নাম, রূপ, দেশ, কালকে ভুলে গেছে। পূর্বের মতোই শিব হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা, স্বর্গের রচয়িতা। সুতরাং তিনি তো স্বর্গের উত্তরাধিকারই দেন তাইনা! এটা ভুলে গেছে। সেকেন্ডের মধ্যেই কারো তীর (জ্ঞানের) লাগতে পারে। অবশ্যই অসীম জগতের পিতা তিনি, স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। তিনি হলেন ক্রিয়েটর (রচয়িতা)। কিসের? নরকের? এমনটা তো কখনও বলা যায় না। বাবা তো স্বর্গের মালিক করে তোলেন। ব্যস, আমরা তো ঝট করেই ওঁনার হাত ধরি। তিনি বৃদ্ধের সাধারণ শরীরে এসেছেন। বাবা বলেন - সব বাচ্চারা অবিবেচক পূজারী পতিত হয়ে গেছে। আমি এসে পূজারী থেকে পূজ্য করে তুলি। ইনিও (ব্রহ্মা) পূজারী ছিলেন। নারায়ণের পূজা করতেন। চিত্রতে দেখানো হয়েছে - লক্ষ্মী ওনার পদ সেবা করছে। বাবা খোড়াই এমন বলেন চরণ ধুয়ে জল পান করো। বাবা বলেন প্রথমে লক্ষ্মী, তারপর নারায়ণ। সুতরাং যে লক্ষ্মী হয় আমি তার পদ সেবা করি। বাবা বৃদ্ধা মাতাদের বলেন অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা কত হোঁচট খেয়েছ। প্রথমে ভক্তি অব্যভিচারী ছিল, এখন ভক্তি ব্যভিচারী হয়ে গেছে। তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। বাবারও সঙ্কল্প উঠেছিল - আমি গিয়ে নতুন সৃষ্টি রচনা করবো। বাবা হলেন জানিজননহার। তিনি বলেন - এই বেচারারা অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি করেছে। এখন একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মৃত্যুও বড়ই কড়া, একে একে শেষ করে দেবে। বাবা হলেন নলেজফুল (জ্ঞানী)। তবুও তিনি বলেন - আমিও বন্ধনে (ড্রামার) আবদ্ধ। আমি জানি - বাচ্চারা খুব দুঃখী। ৫ বিকার এদের আঁকড়ে ধরে আছে। তিনি আশ্বস্ত করেন, তোমাদের সুখের দিন আসতে চলেছে। এখন তোমরা শ্রীমত অনুসারে চললে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। বাবা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চতম (শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ)। বাদবাকি সব তাঁর রচনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে পরমাত্মা বলা যায় না। সুপ্রীম সোল একজনই, বাবা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর - এরা সুষ্মলোকের নিবাসী। চিত্রতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সামনে শিবলিঙ্গ রাখা হয়েছে, কেননা ওরা তাঁর সন্তান তাইনা। এটাও ওরা জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা দিব্য দৃষ্টি পেয়েছ। তোমাদের তো কত প্রফুল্ল থাকা উচিত। আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানি। বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিষি। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। পরিবারের সাথে গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, এখানে ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। প্রথমে গোশালা তৈরি করতে হয়েছিল। তা না হলে ওরা কিভাবে চতুর হতো। পান্ডবদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল (মহাভারতে), তাই এই গোশালা তৈরি করা হয়েছিল। এখন তোমরা বুঝেছো আমরা কাঁটা থেকে ফুল তৈরি হচ্ছি। কেন আমরা বাবা-মাম্মার সিংহাসনে বসব না! বাবাও বলেন ফলো করে নশ্বরানুসারে সিংহাসনে বসো। নিজের অন্তর্মর্নকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমি কি বাবাকে স্মরণ করি? প্রতিদিন রাতে চার্ট দেখো। সারাদিনে অথবা ভোরবেলায় উঠে কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করেছি? বাবাকে স্মরণ করে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। একে অপরকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। মুখ্য হলো কাম-ক্রোধ। একে জিততে পারলেই অন্যান্য ছোট-ছোট বিকার শীতল হয়ে যাবে। কাম হলো মহাশত্রু। কামবাসনার জন্যই কত লড়াই-ঝগড়া, মারামারি করতেই থাকে। ওরা বলে - বাবা, বাচ্চারা খুব অশান্তি করে। স্বর্গে কখনও কেউ কাউকে বিরক্ত করে না। ওখানে বাচ্চারাও বিরক্ত করবে না। সেইজন্যই এখন বাবা আর স্বর্গের সুখকে স্মরণ করো। ব্যস, এখন আমরা যাবো সুখধামে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মাতা-পিতার সিংহাসন জেতার জন্য দৌড় লাগাতে হবে। সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে।

২) পুরানো কাঁটা থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন করে "আমার তো সেই এক দ্বিতীয় কেউ নয়" এই নিশ্চয়ে দৃঢ় থাকতে হবে।

বরদান:- প্রতিটি গুণ বা শক্তিকে নিজের স্বরূপ বানিয়ে বাবার সমান সম্পন্ন ভব

যে বাচ্চারা বাবার সমান সম্পন্ন হতে চলেছে তারা সবসময় স্মরণ স্বরূপ, সর্বগুণ এবং সর্ব শক্তির প্রতীক

হয়ে যায়। স্বরূপ হওয়ার অর্থ হলো নিজেই সেইরূপ হয়ে ওঠা। গুণ বা শক্তি পৃথক নয় কিন্তু স্বরূপে সমাহিত হয়ে থাকবে। যেমন দীর্ঘকাল ধরে দুর্বল সংস্কার বা কোনো অবগুণ স্বরূপ হয়ে গেছে, সেগুলো আত্মস্থ করার জন্য কোনো পরিশ্রম করতে হয়না। একইভাবে প্রতিটি গুণ এবং শক্তি যেন নিজের স্বাভাবিক রূপ হয়ে যায়, স্মরণের জন্য চেষ্টা করতে হবে না অথচ স্মরণে সমাহিত থাকবে, তবেই বলা হবে বাবার সমান।

স্লোগান:- "বাবা" শব্দটিই হলো সকল খাজানার চাবি, একে সবসময় সামলে রাখো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রকৃত শান্তির অনুভূতি করার জন্য এই শরীর থেকে ডিট্যাচ (পৃথক) হয়ে যাও, যখন চাও তখন এই শরীররূপী বাজনা বাজাও আর যখন চাও এর থেকে পৃথক হয়ে যাও"

*প্রশ্নঃ - প্রেমের সাগর শিব বাবার প্রেমের কামাল (বিস্ময়) কি?

*উত্তরঃ - প্রেমের সাগর শিববাবা বাচ্চাদেরকে ভালোবেসে শিক্ষা প্রদান করে নিজের সমান, অতি মিষ্টি, অতি প্রিয় করে গড়ে তোলেন। তাঁর প্রেমের কামাল (বিস্ময়) এটাই যে তোমরা পূজনীয় শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ সমান হয়ে যাও। যাদের এক ঝলক দর্শন লাভের আশায় আজও মন্দিরে মানুষের ঢল নামে। বাবা তো এসেছেনই বাচ্চাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা, পূজারী থেকে পূজনীয় করে তুলতে।

*গীতঃ- তুমি যে প্রেমের সাগর....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই সময় তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছ অর্থাৎ আত্মার চক্ষু উন্মোচিত হয়েছে। ত্রিনেত্রী (ত্রিনয়নী) বলা হয় না! একে তিভীরী কথাও বলে থাকে। বাস্তবে একটি মাত্র নাম রয়েছে, তা হল 'রাজযোগ', যার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। যিনি সেই রাজত্ব প্রাপ্ত করানোর উপযোগী করে তোলেন তাঁর সাথে যোগ এবং সেই রাজত্বের সাথে যোগ স্থাপন - একেই বলা হয় মন্মনাভব, মধ্যাজীভব। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো, নিজের স্বরূপকে স্মরণ করো। বাবা কখনোই সংস্কৃত ভাষায় গীতা শোনাননি। বাবা কি বোঝাচ্ছেন আর শাস্ত্র ইত্যাদিতে কি লেখা রয়েছে - তার পার্থক্য এখন বাচ্চারা জানে। বাবা অবশ্যই প্রেমের সাগর, সেই জন্যই তো সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকেই স্মরণ করা হয়ে থাকে। বাবাও জানেন যে, তিনি এসে বাচ্চাদেরকে সদা কালের জন্য সুখী করে তোলেন। এই দাদা (ব্রহ্মা বাবা) খুবই সুখী ছিলেন, তাঁর কোনো রকমের কোনো দুঃখ ছিল না। কিন্তু তিনিও জানতেন না যে বাবা এসে কোন্ সুখ প্রদান করেন। এখন তোমরা ক্রমশঃ অনুভবী হয়ে ওঠো। বাবা এসে তোমাদেরকে সদা সুখী, সদা শান্ত করে তোলেন। ধনসম্পত্তি লাভ করলেও মানুষ সুখী হয়। এখানে বাবা এসে তোমাদেরকে তাঁর অবিদ্যার উত্তরাধিকার প্রদান করেন। কোনো ধনবান ব্যক্তি তাঁর সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রদান করে, তাদেরকে সুখী করে তোলে, কিন্তু শান্তি দিতে পারে না। সকলেই শান্তি পেতে চায়। সন্ন্যাসীরাও বলে যে, মনের শান্তির প্রয়োজন। মন বুদ্ধি সবই রয়েছে আত্মার ভিতরে। তাই তারা মনের শান্তিলাভের উপায় খুঁজতে থাকে। বাবা এসে বোঝান যে - মানুষকে জিজ্ঞাসা করো যে, আত্মাকে এমন অশান্ত করে তুলেছে কে? ওরা তো বলে যে আত্মা সুখ দুঃখ থেকে পৃথক, অভোক্তা (কিছু গ্রহণ করে না), অশোচতা (চিন্তাভাবনার উর্ধ্বে)। তারা এটা জানে না যে, মন আর বুদ্ধি হল আত্মারই অংশ। বাবা এসে বুঝিয়ে দেন যে, মনকে অশান্ত করে তোলে মায়া। আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত। বাকি এ'গুলি হলো অরগ্যান্স। কিন্তু শান্তিতে কতক্ষণ বসে থাকবে? সন্ন্যাসীদের তো হলোই হঠযোগ, মাটির অভ্যন্তরে অথবা কোনো গুহায় বসে। এখানে তো বাবা এসে অতি সহজ ভাবে বসে নলেজ প্রদান করেন। কর্মযোগের কথা বলেন। এমনিতে তো রাত্রির নিশ্চিন্ততাতেও শান্তি প্রাপ্ত হয়। আত্মা, আত্মা এই সমস্ত অর্গ্যান্স এর (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) দ্বারা কাজ করাবে কিনা তা তো তার নিজেরই হাতে। আমি এই ইন্সট্রুমেন্ট বাজাই না। বাবা বলেন - নিজেকে এই দেহ থেকে ডিট্যাচ (পৃথক) বলে জানো, এর জন্য চোখ বন্ধ করে বসার কোনো দরকার নেই। আত্মা এই চোখ দিয়ে দেখতে পায়। আত্মা এই চোখ প্রাপ্ত করেছে দেখার জন্য। বাকি এই মুখ বা কণ্ঠের ব্যবহার করি না, এমনিই বসে থাকি। কিন্তু শুধু চুপচাপ বসে থাকলে কোনো লাভ নেই, বাবাকে স্মরণ করলে তাতেই একমাত্র লাভ। বাবা বলেন - যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে পারছো, ততক্ষণ কোনো লাভ হতে পারে না। যোগকেই অগ্নি বলা হয়। একে যুদ্ধক্ষেত্রে বলা যায়, মায়ার ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করার এ হল যুদ্ধের ময়দান। যোগের মাধ্যমে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয়, বিকর্মও বিনাশ হয়, অত্যন্ত আনন্দের অনুভূতি হয়। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে চলে যাবে। এ সমস্তই তো অবিদ্যার ড্রামার খেলা, কিন্তু বাবা প্রতিটি কথা ভালো করে বুঝিয়ে দেন। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তার সাথে জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে, তার কারণ তোমরা হঠযোগী নও। তোমরা এ সকল অর্গ্যান্স (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) প্রাপ্ত করেছো কর্ম করার জন্য।

তোমরা জানো যে, আত্মার প্রথমে সতোপ্রধান থাকে। তারপর ক্রমশঃ সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসে। এখন লৌহ যুগের শুরু থেকে সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কোনো কোনো ভালো আত্মা খ্যাতনামা হয়। কিন্তু যারা শেষের দিকে আসে তাদের মধ্যে শক্তি খুবই কম থাকে। সৃষ্টির শুরুতে যে সকল আত্মারা আসে, তাদের মধ্যে শক্তি অনেক বেশি থাকে।

অসীম জগতের বাবা হলেন প্রেমের সাগর, তাঁর আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র। দেখো এই লক্ষ্মী-নারায়ণও কতো আকর্ষণীয়। তাদেরকে এত মধুর কে বানিয়েছেন? কেউই জানে না। যারা নিজেরাই পূজনীয় ছিল, তারাই এখন পূজারী হয়ে গেছে। তোমাদের মাম্মা-বাবাও জানতেন না। এখন সে কথা জেনে সকলে জেগে উঠেছেন, আহা আমরাই সেই দেবতা হবো ভগবান এসে আমাদেরকে জাগিয়ে দিচ্ছেন। মায়ার উপরে বিজয়প্রাপ্ত করার জন্য যুক্তি বলে দিচ্ছেন। বাদবাকি আর কোনো হাতিয়ার ইত্যাদি নেই। মানুষ তো এটাও জানে না যে মায়ী কাকে বলে, একেবারেই অবুঝ হয়ে গেছে। মানুষ যখন এমন প্রস্তুতবুদ্ধিতে পরিণত হয়, তখন বাবা এসে পারসবুদ্ধি করে তোলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন মোস্ট বিলাভেড (সর্বোচ্চ প্রিয়)। এখন সকলেই তমোপ্রধান অবস্থায় রয়েছে। মানুষ পরমাত্মাকে জানে না বলে, গাছ পাথর ইত্যাদিকে স্মরণ করতে থাকে। তারা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এদের সম্বন্ধেও জানেন না। তারা তো সূক্ষ্মলোক নিবাসী। লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদিদেরকে দেবী গুণসম্পন্ন মানুষ বলা হবে। সত্য যুগের আদিতে শ্রীকৃষ্ণ দেবীগুণ সম্পন্ন ছিলেন। যদি দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ পরে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, তাহলে তো তার আগে শ্রীরামচন্দ্রকেও দোলনায় দোল দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু রামচন্দ্রকে কেউ এমন ভাবে দোলনাতে দোল খাওয়ায় না। তোমরা এখন জানো যে, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্রুত অন্য কোনো শরীরে প্রবেশ করতে ধাবিত হয়। এতে কোনো রকম বিলম্ব হয় না। আত্মা সবচেয়ে দ্রুত বেগে ধাবিত হতে পারে। এক সেকেন্ডও লাগে না। এই রুহানি রকেট এর থেকে তীব্রগামী আর কিছু হতে পারে না। বাদবাকি সবই হলো জাগতিক জিনিস।

তুমি হলে প্রেমের সাগর। এই মহিমা হলো সেই এক এরই গাওয়া হয়। নিশ্চয়ই কিছু করেছিলেন, তবেই তো এই মহিমা কীর্তন করা হয়। বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে, শিব বাবা হলেন অনন্ত প্রেমের সাগর। বাবার এই স্বর্গীয় প্রেমের বিস্ময় অপরিমিত - শিক্ষা প্রদান করে এমন লক্ষী-নারায়ণ বানিয়ে দেন। সেই লক্ষী-নারায়ণই কতো প্রিয়, তাদেরকে এক ঝলক দেখতে মন্দিরে মন্দিরে ছুটে যায় বহু মানুষ। শ্রীনাথ মন্দিরে দর্শন লাভের আশায় কতো মানুষ ভিড় করে, কখনো কখনো লাঠির আঘাত সহ্য করতে হলেও তারা পিছুপা হয় না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে আমি এত মধুর এত প্রিয় করে তুলি। তোমরাই তো ছিলে সেই দেবী দেবতারা। হাম সো, সো হাম বলা হয় না! (যা আমরাই ছিলাম, আমরা তাই আবার হতে চলেছি)। আমরাই ছিলাম বাবার সন্তান, আমরাই দেবী দেবতা ছিলাম, আবার আমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছিলাম। আমরাই ছিলাম দেবতা তারপর, দুই কলা কম হয়ে গিয়ে আমরাই ক্ষত্রিয় হয়ে যাই, এরপর যখন বৈশ্য হই তখন আরো দুই কলা কম হয়ে যায় - একেই বলা হয় - স্বদর্শন। এই স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে মাত্র এক সেকেন্ড লাগে। এখন আমরা পুনরায় ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি - এই নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। সেইজন্যই তো গায়ন রয়েছে যে, যদি অতীন্দ্রিয় সুখ কাকে বলে তা জানতে হয় তাহলে গোপিবল্লভের গোপ-গোপীদেরকে জিজ্ঞাসা করো। এখন হাম সো (সেই আমরাই) আবার এসে বাবার হয়ে গেছি। হাম সো (সেই আমরাই) দেবতা হয়ে উঠবো পুনরায়। সেই আমরাই কাল ছিলাম রাত্রির অন্ধকারে, আজ দিনের আলোয় রয়েছি। গায়ন রয়েছে যে - সদগুরু দিয়েছেন জ্ঞানরূপী অঞ্জন, অজ্ঞানতার অন্ধকার বিনাশ হয়েছে....। আমরা একেবারেই তমোপ্রধান ছিলাম, এখন বাবা আমাদেরকে কি থেকে কি বানিয়ে তুলেছেন, কত যত্ন করে ভালোবেসে আমাদের লালন পালন করেন। এর জন্য বাবাকে কত গালিগালাজও খেতে হয়। কিন্তু বাবা জানেন যে এ তো ড্রামারই পার্ট - নাথিং নিউ (নতুন কিছু নয়)। যুদ্ধের ময়দানে মেহনত তো অবশ্যই করতে হবে। এইরকম তো নয় যে, বিনা পরিশ্রমে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়ে যাবে। স্টুডেন্ট এইরকম কখনোই বলে না যে, মাস্টারমশাই আশীর্বাদ করলেই ভালো নম্বরে পাস হয়ে যাবে। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য তো পুরুষার্থ করতে হবে। এ তো হলো গডলি কলেজ (ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়)। ভগবানুবাচ - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে রাজার রাজা করে তুলি - এই কথাটির অর্থ, অন্য কেউ বুঝতে পারে না। সূতরাং অসীম জগতের বাবা, বাচ্চাদেরকে এই বিশ্ব জগতের মালিক করে তোলেন। ক্যাপিটাল (রাজধানী) স্থাপিত হবে যমুনার উপকণ্ঠে দিল্লিতে। এই রাজধানী বহু সত্তা, বহুজনের হাতবদল হয়েছে। এখন তো এই দিল্লির কানা কড়িও মূল্য নেই। আবার এই দিল্লি পুনরায় নব রূপে সোনার সাজে সেজে উঠবে। এইরকম নয় যে, সোনার নগরী দ্বারকা সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, তা আবার উঠে এসেছে। লক্ষ্য আর কিছু নয়, এই সমগ্র দুনিয়াটাই হলো এখন লক্ষ্য। রাবণের রাজত্ব চলছে। সমস্ত সজনিরা শোক বাটিকাতে বসে রয়েছে। সত্যযুগে থাকবে অশোক বাটিকা। এখানে তো প্রতি পদে পদে শোক দুঃখ রয়েছে। বাবা এসে তোমাদেরকে অত্যন্ত মিষ্টি মধুর করে তোলেন। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, কখনো কাউকে দুঃখ দিও না। সুখ শান্তির দাতা একমাত্র বাবা। তিনি এসে সুখ শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন, অতএব তাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী অবশ্যই চলতে হবে। জীবন নির্বাহের জন্য কর্ম করার পর, যতটা সময় পাওয়া যায় বাবাকে স্মরণ করো। পবিত্রতার বল প্রয়োজন, যার দ্বারা তোমরা নীরোগ দেহ প্রাপ্ত করবে। ভারতের প্রাচীন যোগের মহিমা অনেক। যখন সময় আসে, তখন বাবা নিজে এসে এই নলেজ প্রদান করেন। মানুষ তো তা দিতে পারে না। এইরকম অনেক সল্যাসীরা ভারতের বাইরে গিয়ে বলেন যে, ভারতের প্রাচীন যোগ শেখাতে এসেছি।

কিন্তু তাঁরা কেউই রাজযোগ শেখান না। এইসবই ড্রামাতে পূর্বনির্ধারিত হয়ে রয়েছে। ভারতের প্রাচীন যোগ হলো রাজযোগ। বাবা বলেন - আমি তো আসি কল্পের সঙ্গম যুগে। কিন্তু মানুষ 'সঙ্গমযুগ' - এই শব্দটির পরিবর্তে যুগে যুগে ঈশ্বরের আগমন হয় - বলে দিয়েছে। বাবা বুঝিয়ে দেন যে সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগেরও সঙ্গম হয় - তাতে দুই কলা কম হয়ে যায়। কলিযুগে তো সম্পূর্ণরূপে কলার নাশ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ... এই সমস্ত বর্ণতে তোমাদের পরিবর্তন হতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা যথার্থ ভাবে জানো যে, এ সবই তো শুধু খেলা মাত্র। ভারতে এই হার - জিতের খেলা হতে থাকে। মায়া হারিয়ে দেয় আর বাবা এসে আবার জয়ী করিয়ে দেয়। এই কথা কেউই বুঝতে পারে না যে, মায়াই মানুষকে অশান্ত করে তোলে। এখন বাবা বলেন যে - তোমরা শান্তির মালাখানি হারিয়ে ফেলেছো, এখন পুনরায় সেই শান্তির মালা আমি এসে তোমাদেরকে পরিয়ে দিই, যার দ্বারা তোমরা এভার (সদা কালের জন্য) শান্ত হয়ে যাও। এই স্বদর্শন চক্রটি মনে মনে ঘোরাতে হবে। বাইরে যখন গ্তান শব্দের শব্দধ্বনি বাজাবে তখন রাজা রানী হয়ে যাবে। আর কিছু করতে হবে না। অত্যন্ত সহজ কাজ। বাবার পরিচয় পেয়েছো, বাবা স্বর্গের রচয়িতা। অবশ্যই তোমরাই ছিলে স্বর্গের মালিক, এখন পুনরায় বাবা এসেছেন তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাতে। বাচ্চারা বলে - ব্যস, বাবা এখন তো শুধুই তোমার, আর অন্য কারো নই। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করার জন্য, ওরা বলে - আমার তো শুধু গিরিধর গোপাল আর কেউ নেই... মনে করে শ্রীকৃষ্ণই হলেন ভগবান, সব এখানেই সেই একই এক। ওরা ভগবানকে প্রকৃতভাবে জানে না বলে নাস্তিক হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবাকে জেনেছো, তাই তোমরা আস্তিক হয়ে গেছো। ওদের হলো বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। বিপরীত বুদ্ধি অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতি ভালোবাসা নেই। বাবা তো হলেন প্রেমের সাগর, শান্তির সাগর, সুখের সাগর - তাঁর অনন্ত মহিমা। এমন নয় যে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর সকলেই একই ভগবান। নারায়ণও ভগবান, রামও ভগবান - তা নয়। ওরা একদিকে বলে পরমাত্মা হলেন নাম রূপ এর উর্ধ্ব আবার অন্যদিকে বলে, তিনি নুড়ি পাথর সবকিছুর মধ্যে রয়েছেন। এখন তোমরা বাবাকে জেনে, বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করছো।

এই সমস্ত বিন্দিং ইত্যাদি সমস্ত শিব বাবা তৈরি করাচ্ছেন বাচ্চাদের জন্যই, কারণ এখানে বাচ্চাদেরকে পড়াশুনা করতে হবে। মুসাফিরি (যাত্রা) পূর্ণ করে মানুষ যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন বুঝতে পারে এখন আমরা এসে পৌঁছে গেছি। বাচ্চারা, তোমাদের এখন অপার খুশী হতে থাকবে। অস্তিম সময়ে অনেক সমস্যা, অনেক হাঙ্গামা হবে, তখন বাবা স্বয়ং সাক্ষাৎকার করিয়ে তোমাদের মনোরঞ্জন করাবেন। সুতরাং এমন সময়ে বাবার সাথে তোমরা থাকতে চাও, বাবার সাথে থাকলে সাক্ষাৎকার করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। যোগে বসে তোমরা অনেক অনেক সাক্ষাৎকার করতে থাকবে আর আনন্দে ডাঙ্ক করতে থাকবে। বাকি সকলে শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে। রক্তপাতের খেলা চলবে। তোমাদের সাথে কারোর যুদ্ধ নেই। তখন এই সমস্ত দৃশ্য সাক্ষী হয়ে দেখার জন্য অত্যন্ত সাহসেরও প্রয়োজন। দুর্বল হৃদয়ের ব্যক্তি, সে সময় টিকতে পারবে না। দুনিয়াতে যত বেশি দুঃখ হবে ততই বাবা তোমাদেরকে মনোরঞ্জন করার জন্য সুখ দেবেন। বসে বসে অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। বাবার এত সন্তান রয়েছে, শিববাবার ভান্ডারা তো অবশ্যই ভরপুর হয়ে থাকবে। বাচ্চাদের জন্যই তো সবকিছু হয়, কারোর কাছে যদি ৭ টি সন্তান থাকে, তাদের মধ্যে কেউ যদি দরিদ্র হয় আর কেউ ধনী হয়, তবুও সকলেই তো সন্তান তাই না। সে তো গেল লৌকিকের কথা, এখানে ইনি তো সবচেয়ে বড় পিতা, অসীম ঘর। ইনি তো আমাদের মাতা পিতা। তারপর বাচ্চারা, তোমাদেরকে সামলানোর জন্য জগদম্বাকে নিমিত্ত রাখা হয়েছে। কুমারী মাঙ্গ্মার মধ্যে গ্তানযোগ এর শক্তি ভরা রয়েছে। বাবাও যোগে থাকেন, মুরলী চলতে থাকে। এমনটা ভেবো না যে শুধুমাত্র শিববাবা এই মুরলী চালান। তোমরা এই রকম ভাবো না তো যে ইনি (ব্রহ্মা বাবা) নন, প্রকৃতপক্ষে শিববাবাই মুরলী চালান। এনার (ব্রহ্মা বাবা) সোল কি অস্ত? আচ্ছা যদি অস্তই মনে করো, শিববাবাই মুরলী চালান, তাঁকে স্মরণ করা তো ভালো। সর্বদা জানবে যে এনার (ব্রহ্মা বাবা) মধ্যে প্রবেশ করে শিববাবা তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বাবা বলেন যে - আমাকে স্মরণ করলে, তোমরা সদা সুরক্ষিত থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) হাম সো, সো হাম (আমিই ছিলাম আবার আমিই হব) এর স্মৃতির দ্বারা সুদর্শন চক্র ঘুরিয়ে রুহানি (আত্মিক) নেশায় থাকতে হবে। বাবার সমান অতি মধুর অতি প্রিয় হতে হবে।

২) সদা সুরক্ষিত থাকার জন্য এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শুধুমাত্র শান্তিতে বসে থেকো না, সর্বশক্তিমান বাবাকে

স্মরণ করে তাঁর থেকে শক্তিও নিতে হবে।

বরদান:- তপস্যা আর সেবার মাধ্যমে ভবিষ্যতের রাজ্য ভাগ্যের সিংহাসন প্রাপ্তকারী সিংহাসনধারী ভব যে বাম্ভারা এখানে সেবার সীটে (আসনে) কাছাকাছি বসে রয়েছে, তারা ভবিষ্যতে রাজ্য সিংহাসনেরও নিকটে রয়েছে। যতই এখানে সেবার সহযোগী হয়ে থাকবে ততই ওখানে রাজ্যে সদা সাথী হয়ে থাকবে। এখানে তপস্যা আর সেবার আসন ধারণ করলে, সেখানে রাজ্য ভাগ্যের সিংহাসনধারী হবে। যেমনভাবে এখানে প্রতিটি কর্মে বাপদাদাকে স্মরণের সাথী করেছো, ঠিক তেমনভাবে ওখানেও শৈশব থেকে শুরু করে রাজ্য অধিকারী হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কর্মে সাথী হয়ে থাকবে। যে সদা বাবার সমীপে থাকবে, সদা সাথী হয়ে থাকবে, সদা সহযোগী হয়ে থাকবে, সদা তপস্যা এবং সেবার আসনে আসীন হয়ে থাকবে, সে-ই ভবিষ্যতে সিংহাসনধারী হয়ে উঠবে।

স্লোগান:- রুহে গোলাপ সে, যে নিজের আত্মিক বৃত্তির দ্বারা বায়ুমন্ডলে আত্মিকতার সৌরভ ছড়িয়ে দিতে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ-সহ তোমাদের কাছে যা কিছুই রয়েছে সেইসবের বলি (সমর্পণ) চড়িয়ে দাও, তারপর ট্রাস্টি হয়ে দেখাশোনা করো তবেই মমত্ব কেটে যাবে"

*প্রশ্ন:- প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কোন্ যুক্তি অবশ্যই শেখা উচিত?

*উত্তর:- সার্ভিস করার যুক্তি অবশ্যই শেখা। শখ থাকা উচিত যে কিভাবে প্রমাণ করে বলবো -- পরমাত্মা কে? তোমাদের বাবার শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়েছে। সেন্সিবেল হয়ে সকলকে বাবার পয়গাম (বার্তা) শোনাও। এমন ভালো ভালো পর্চা, কার্ড ছাপাও যাতে মানুষ জানতে পারে যে পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা হলো তাঁর ইনসাল্ট করা। বাচ্চারা, তোমরা তীর্থযাত্রীদের অনেক সেবা করতে পারো।

*গীত:- যার সাথী হলেন ভগবান....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। বাচ্চারা এই অর্থ বুঝতে পারে, বাকি যারা গান গেয়েছে তারা এই অর্থ কিছুই বোঝে না। তাদের সঙ্গে না ভগবান রয়েছেন, না তাদের একথা জানা আছে যে ভগবান কবে এসে নিজের বাচ্চাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বাবা-ই এসে বাচ্চাদের সম্মুখে নিজের পরিচয় দেন। সেই বাবাই এখন সম্মুখে বসে রয়েছেন আর তোমরা শুনছো। তোমরাই তুফানকে বোঝো। ওরা তো ক্যালামেটিস (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) ইত্যাদিকেই তুফান মনে করে নেয়। এ তো ৫ বিকার রূপী মায়ার তুফান আসে। পুরুষার্থে মায়ী অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু তার পরোয়া করা উচিত নয়। কেবল বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করলে তুফান উড়ে যায়। বাদশাহ-র সন্তান হলে তাদের এই নিশ্চয় থাকবে যে আমার বাবা হলো বাদশাহ। আমি এই বাদশাহীর মালিক। নেশা থাকে। বাচ্চারা, তোমাদেরও কারোর কারোর এমন পাক্কা নিশ্চয় রয়েছে আর বাবাকে আপন করে নিয়েছে। আপন করে নেওয়া কোনো মাসির ঘর নয়। ব্যস্, আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। অনেক বাচ্চারা এই কথাগুলিকে বোঝেনা। সেইজন্য মায়ার তুফান হযরান করে আর তারপর বাবাকেই ত্যাগ করে। দুনিয়ায় ভগবানকে যথার্থ ভাবে কেউই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা আসলে শিবালয়ের অধিবাসী। এখন হলো বেশ্যালয়। এইসময় মানুষ বাঁদরের থেকেও খারাপ হয়ে গেছে, মানুষের ক্রোধ বাঁদরের থেকেও তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। মানুষ হয়েও এমন কাজ করে সেইজন্য তাদের বাঁদরের থেকেও খারাপ বলা হয়ে থাকে। ভারতবাসীদের সবথেকে বড় শত্রু কে যে তাদের বাঁদরের থেকেও খারাপ বানিয়ে দিয়েছে। এ কথা কেউ জানে না। বাবা বলেন - তোমরা হৃদয় রূপী দর্পণে নিজের চেহারা দেখো। তোমরা প্রথমে কি ছিলে। এখন বাবা তোমাদের উপযুক্ত করে তৈরি করছেন। কিন্তু যারা শ্রীমতে চলে না তখন মায়ী তাদের অযোগ্য করে দেয়।

বাবা শ্রীমৎ দেন, দেহ-সহ তোমাদের কাছে যাকিছু রয়েছে সে সবেরই বলি চড়িয়ে দাও। তারপর তোমাদের ট্রাস্টি বানিয়ে দেবেন। তোমাদের মমত্ব মিটিয়ে দেবেন। তোমাদের অর্থাৎ অবলাদের জন্য অত্যন্ত সহজ। রাজস্থানের দিকে রাজাদের নিজের বাচ্চা না হলে তখন দত্তক নিয়ে থাকে। গরিবের বালক যদি ধনবানের কোলে যায়, তাহলে কত খুশি হয়। আমি এত প্রপাটির মালিক। ধনী ব্যক্তিদের বাচ্চাদেরও অত্যন্ত নেশা থাকে যে আমরা কোটিপতির সন্তান। এই স্ত্তান তো তাদের জানাই নেই। তোমরা জানো যে এই স্ত্তানে কত কড়া নেশা থাকে। শ্রীমতে চললে শ্রেষ্ঠ হবে, না চললে হবে না। ভগবান বলেন তোমাদের তো কোনো রকমেরই পরোয়া নেই। রাত-দিন তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে বাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের রাজত্বের উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন। আমরা বাবার সন্তান হয়েছি। বাস্তবে সকলেই হলো শিববাবার সন্তান কিন্তু এখন শিববাবা প্র্যাকটিক্যালি এসে নিজের সন্তান করে নেন। এখন তোমরা সম্মুখে বসে রয়েছো। তোমরা জানো, শিববাবা আমাদের আপন করে স্বর্গের উপযুক্ত বানানোর জন্য মত দিয়ে থাকেন যে -- বাচ্চারা, কারোর নাম-রূপে ফেসে (আটকে পড়ো) যেও না। একমাত্র শিববাবার নাম-রূপই বুদ্ধিতে রাখতে হবে। ওঁনার নাম-রূপ হলো মানুষের থেকে আলাদা। বাবা বলেন তোমরা আমার ছিলে, নির্বাণধামে বসবাস করত। তোমরা কি ভুলে গেছো যে আমরা আত্মারা পরমধাম, শান্তিধাম অথবা নির্বাণধামের অধিবাসী? আমাদের স্বধর্ম হলো শান্তি। এই শরীরের অর্গান্স হলো কর্ম করার জন্য। নাহলে পার্ট প্লে কীভাবে করবে? আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ার অধিবাসী - একথা একেবারেই জানে না। এইসব কথা মানুষই তো জানবে, পশুরা খোড়াই জানবে! পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে তাই নিজেকেও ভুলে গেছে যে আমরা হলাম আত্মা। তারা বলে থাকে খ্রাইস্টকে, ইব্রাহিমকে পরমপিতা পরমাত্মা পাঠিয়েছেন। তাহলে অবশ্যই পাঠানোর জন্য কোনো বাবা রয়েছেন। এ তো তোমরা জানো যে ড্রামা অনুসারে প্রত্যেকেই আসতে থাকে।

পাঠাবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই সময় মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে রয়েছে। না বাবাকে, না নিজেকে, না রচনাকে জানে। আমি হলাম আত্মা, এই শরীর হলো আলাদা। আমরা আত্মারা ওখান থেকেই এসেছি - এইসব কথা বাবাই স্মরণ করান। আর বাবা বলেন সকলকে স্মরণ করাও। তোমাদের নিমন্ত্রণ (পত্র) অত্যন্ত ভালোভাবে ছাপানো হয়েছে। শিবের চিত্রও রয়েছে। এই বাবা, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো উত্তরাধিকার। লেখা রয়েছে পরমপিতা পরমাত্মার থেকে এসে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হওয়ার উত্তরাধিকার নাও। তোমরা হলে নর থেকে নারায়ণে পরিণত হওয়ার স্টুডেন্ট। ওই ধনবান ইত্যাদিদের বাচ্চারা পড়ার সময় কত খুশি হয়ে থাকে ! কিন্তু আমাদের আগে তো তারা কিছুই নয়। অল্পকালের সুখের জন্য মেহনত করে। বাচ্চারা তোমরা সদাকালের জন্য সুখ প্রাপ্ত করো। এও তোমরাই বলতে পারো। কোথাও গেলে হাতে নিমন্ত্রণ পত্র যেন থাকে। বলো, ইনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা, স্বর্গের রচয়িতা, ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পাওয়া যায় তা এতে লেখা রয়েছে। এই নিমন্ত্রণ-পত্র এরোপ্লেন থেকেও ফেলতে পারো, সমাচার পত্রেও দিতে পারো। বড় বড় গণ্যমান্যেরা নিমন্ত্রণ পেয়ে যাবে। এই এরোপ্লেন বিনাশের জন্যও তো আবার তোমাদের সার্ভিসের জন্যও রয়েছে। এই কাজ তো গরীব করতে পারেনা কিন্তু বাবা হলেনই দীনদয়াল। গরীবেরাই উত্তরাধিকার পায়। ধনবানেরা তো মোহে আটকে রয়েছে। স্যারেন্ডার (সমর্পিত) হতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। কন্যাদের-মাতাদের এই সময়েই ভাগ্য উদ্ভিত হয়।

বাবা বলেন - এই মাতাদের দ্বারাই ভারতের সাধুসন্ত, বিদ্বানদের উদ্ধার করতে হবে। ভবিষ্যতে এ'সব আসবে। এখন ওরা মনে করে - আমাদের মতো কেউ নেই। তারা এটা জানে না যে গৃহস্থী জীবনে থেকেই বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন। তাদের হঠযোগ কর্ম-সন্ধ্যাস আলাদা। ভগবান তো অবশ্যই এসে স্বর্গের মালিক বানাবেন। তাহলে তোমাদের কত খুশি থাকা উচিত ! বাবা ভক্তিতেও লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র অতি প্রেম-পূর্বক সাথে রাখতেন। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র দেখে অত্যন্ত খুশি হতেন। বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে যদি নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করতে হয় তাহলে সার্ভিস করতে লেগে পড়ো। এইম্ অবজেক্ট তো অত্যন্ত ক্লিয়ার। উত্তরাধিকার হলো ডিটি ওয়ার্ল্ড সভারেনিটি (দৈবী বিশ্বের সার্বভৌমত্ব)। উপরে শিব বাবা, নিচে লক্ষ্মী-নারায়ণ, বোঝানো কত সহজ ! সেইজন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। অসীম জগতের বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। যেখানে অনেক লোকের সমাগম হয় সেখানেই এই পর্চা অবশ্যই ছড়িয়ে দিতে হবে। কেউই বাঁধা দিতে পারবে না। যদি কেউ কিছু বলে তাহলে আমরা প্রমাণ সহকারে বোঝাবো যে বাবা, যাঁর থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, ওঁনাকে তোমরা সর্বব্যাপী কেন বলো! বাবা বলেন -- দেখো, এ হলো আমাকে ইনসাল্ট করা ! আমি স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই, আমাকেই আবার পাথর-মাটির টুকরোয় ফেলে দিয়েছে। এখন তোমরা শ্রীমৎ পেয়েছো যে খুব পর্চা বিলি করো। অমরনাথের যাত্রায় দলে দলে যায় -- সেখানে গিয়ে বন্টন করো। এতে লেখা রয়েছে - যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ ইত্যাদিতে আমাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে বোঝাবে তার সেম্ভিবেল হওয়া দরকার। বোঝানো উচিত উনি হলেন গডফাদার। কেবল ভগবান ঈশ্বর পরমাত্মা বললে পিতা শব্দটি আসে না। গডফাদার বললে পিতা শব্দটি আসে। আমরা সকলেই হলাম এক পিতার সন্তান। পরমাত্মা সর্বব্যাপী তাহলে পরমাত্মা কি পতিত হয়ে গেছেন ? উনি হলেন সর্বোচ্চ। ওঁনার স্মরণিক হিসেবে মন্দিরও রয়েছে। অতএব বাচ্চাদের যুক্তিসহকারে সার্ভিস করার শখ থাকা উচিত। তীর্থ স্থান গুলিতে গিয়ে প্রচুর সার্ভিস করতে পারো। ওরা হলো দৈহিক যাত্রী, তোমরা হলে রুহানী যাত্রী। বোঝানো উচিত যে তোমরা কোথায় যাচ্ছে। শঙ্কর-পার্বতী তো সূক্ষ্মলোকে থাকে। এখানে তারা কি করে আসবে ! এসব হলো ভক্তিমার্গ। তাহলে এইরকম তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো। বেচারি ভক্তরা অনেক হোঁচট খেয়ে থাক, সেইজন্য তাদের প্রতি করুণা হয়। তাদের বলো - তোমরা নিজের ধর্মকে ভুলে গেছো। হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছে ? সার্ভিস তো অনেক আছে। বাচ্চাদের উঠে দাঁড়ানো উচিত। বাবা এসেছেন স্বর্গের উত্তরাধিকার দিতে, তবুও মায়া নাক ধরে একদম মুখ ঘুরিয়ে দেয়। এইজন্য মায়ার থেকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বাচ্চারা এখন তোমরা বাপদাদার সম্মুখে বসে রয়েছে। দুনিয়ার কি জানা আছে যে বাপদাদা সম্মুখে এসেছেন। সকল আত্মার জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। একদম নিভে যায় না, লাইট কমে যায়। তারপর বাবা এসে জ্ঞান-ঘূত ঢালেন। যখন কেউ মারা যায়, তখন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। যোগের দ্বারা আত্মার জ্যোতি জাগানো হয়। জ্ঞানের ধারণা করতে থাকে। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ হলো প্রসিদ্ধ। ওই নিবৃত্ত মার্গের যারা তারা অনেক রকমের হঠযোগ শেখায়। লাভ কিছু নেই। নিচে পড়তেই থাকে। যোগেশ্বর ব্যতীত কেউ যোগ শেখাতে পারে না। যোগ শিক্ষা দাতা হলেন ঈশ্বর, তিনি হলেন নিরাকার।

বাবা বলেন এখন তোমাদের যোগ শেখাচ্ছি। এখন তোমাদের ৮৪-র পাট সম্পূর্ণ হয়েছে। কারোর ৮৪ জন্ম, কারোর ৬০, কারোর এক-দুই জন্মও হয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের প্রচুর সার্ভিস করতে হবে। ভারতই হেভেন ছিল। গড-গডেজের রাজ্য ছিল। এই কথাগুলি তোমরা ব্যতীত কেউই বোঝাতে পারে না। তোমাদের গালিও খেতে হয়। বাবা গালি খেলে

বাচ্চারা গালি খাবে না ! অনেক কষ্ট সহ্য করে বাচ্চারা। এও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। তারপরেও এমনই হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের পারশ-বুদ্ধি বানিয়ে দিই। এমন বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে - যিনি বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। তিনি বলেন - বাচ্চারা, জয়ী হও। স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্ত করো। এইরকম মিষ্টি মিষ্টি বাবাকে তোমরা স্মরণ করতে পারো না ? স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। থেকে যাওয়া পাপের খাতা এখানেই মিটিয়ে ফেলতে হবে। যদি যোগযুক্ত না হও তাহলে সাজা ভোগ করতে হবে। সেইসময় বাবা সাক্ষাৎকারও করিয়ে থাকেন - তোমরা আমার হয়ে গিয়ে পুনরায় ত্যাগ করে তোমরা ড্রেটর (বিশ্বাসঘাতক) হয়ে গেছো। তোমরা শুরুতে সাক্ষাৎকারও করেছো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি সদা সুরক্ষিত বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। বাচ্চাদের বুঝতে হবে যে আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করে সুইট হোমে ফিরে যাবো। এখন এখানে থাকতে এতটুকুও মজা নেই। এখন আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সেখান থেকে আবার স্বর্গধামে যেতে হবে। এই যাত্রা অত্যন্ত বিস্ময়কর, এতে মায়া অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটায়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা তাঁর আত্মরূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) একমাত্র শিববাবারই নাম-রূপ বুদ্ধিতে রাখতে হবে আর কারোর নাম রূপে আটকে পড়া উচিত নয়।

২) মাযার তুফানের পরোয়া করা উচিত নয়। আমার তো হলো একমাত্র শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়.... এই বিধির দ্বারা তুফানকে দূর করে দিতে হবে।

বরদান:- সদা যথার্থ শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা সফলতার ফল প্রাপ্তকারী জ্ঞানী, যোগী তু আত্মা ভব যারা জ্ঞানী আর যোগী তু আত্মা হয় তাদের সমস্ত কর্ম স্বতঃই যুক্তিযুক্ত হয়। যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ সদা যথার্থ শ্রেষ্ঠকর্ম। কোনো কর্মরূপী বীজই ফল ব্যতীত হতে পারে না। যে যুক্তিযুক্ত হবে, সে যে সময়ে যে সংকল্প, বাণী বা কর্ম করতে চায় সেটাই করতে পারবে। তাদের সংকল্পও যুক্তিযুক্ত হবে। এইরকম নয় যে এটা করতে চাইনি, হয়ে গেলো। চিন্তা করা উচিত ছিল না কিন্তু চিন্তা করে ফেললাম। রহস্যযুক্ত, যোগযুক্তের নিদর্শনই হলোই যুক্তিযুক্ত।

স্নোগান:- যাদের হৃদয় অতি বড় (উদার) হয়, তাদের ভাল্ভার সদা ভরপুর থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - রাত জেগে মোস্ট বিলাভড (অতি প্রিয়) বাবাকে স্মরণ করো, দেহী অভিমানী হও, শ্রীমৎ বলে - বাবার সমান নিরহংকারী হও"

*প্রশ্নঃ - শিব বাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার মত নামীদামী - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা ব্রহ্মা শিব বাবার একই মূরুঝি বাচ্চা । এনার নিজের মতের কোনো অহংকার নেই। তিনি সর্বদা বলেন - তোমরা সর্বদা বাবার শ্রীমৎকে বোঝো, এতেই তোমাদের কল্যাণ। বাবাকে দেখো কতো নিরহংকারী, তিনি মাতাদের বলেন, বন্দে মাতরম্ । মাতারা হলেন গুণা গঙ্গা, শক্তি সেনা, এঁদের আগে রাখতে হবে, রিগার্ড (সম্মান) দিতে হবে । এতে দেহ বোধ আসা উচিত নয় ।

*গীতঃ- যে পিয়ার সঙ্গে আছে...

ওম্ শান্তি । গীতের প্রথম লাইন বাচ্চারা শুনেছে । বলা হয়, যে পিয়ার সাথে আছে.... কিন্তু সাথে একত্রে থাকার কোশ্চেন উঠতেই পারে না । যে বাবার হয়েছে, সে তো সাথেই আছে । যে বাবার হয়েছে, সেই ব্রাহ্মণ যেখানেই থাকুক না কেন, তার জন্য গুণানের বর্ষা । যারা শিব বাবার পৌত্র - পৌত্রী হয়ে প্রতিজ্ঞা করে - বাবা, আমরা সদা পবিত্র থাকবো, গুণান অমৃত পান করবো - তাদের জন্যই এই গুণানের বর্ষণ । অমৃত কোনো জল নয়, বিশ্বের তুলনায় গুণানকে অমৃত বলা হয় । তাই তোমরা হলে পাণ্ডব সম্প্রদায় । যাদব সম্প্রদায়, কৌরব সম্প্রদায়ের গায়ন আছে তো - তারা কি করতো ? তোমাদের মতো পাণ্ডবদের উপরে গুণান অমৃতের বর্ষণ হয় । বাকি যে কৌরব - যাদবরা আছে, তাদের উপরে গুণান অমৃতের বর্ষণ হয় না । বাচ্চারা এও জানে যে - যাদব আর কৌরব হলো অনেক। পাণ্ডব খুবই অল্প। এমন গায়নও আছে যে-- রাম গেলো, রাবণ গেলো....যাদের অনেক সম্প্রদায় । রামের সম্প্রদায় পাণ্ডব খুবই অল্প। এরা হলো শ্রীমতে চলা পাণ্ডব গভর্নমেন্ট। এ যেন ভগবানের গভর্নমেন্ট, কিন্তু এরা হলো গুপ্ত। তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে ভারতের তরী পার করছি । যারা শ্রীমতে চলে তারা নিজের তরী পার করে । যাদব আর কৌরবদের কাছে কতো মহল। বাচ্চারা, তোমাদের সেই তুলনায় কিছুই নেই। তিন পদ পৃথিবীও তোমাদের নেই। সবই ওদের। এমনও গায়ন আছে - যারা তিন পদ পৃথিবী পায়নি, তাদেরই বিজয় হয়েছিলো আর তারা এই বিশ্বের মালিক হয়ে গিয়েছিলো । পাণ্ডব শক্তিসেনা হলো গুপ্ত। শাস্ত্রেও দেখানো হয়েছে, জুয়া খেলেছিলো, পাণ্ডবদের রাজ্য ছিলো, তা জুয়ায় হারিয়ে দিয়েছিলো, এখন না তো আছে রাজ্য, না আছে জুয়ার কথা । এ সবই মিথ্যা । তোমরা হলে যথার্থই পাণ্ডব। শিব বাবা হলেন রুহানী পান্ডা । তিনি বাচ্চাদের রুহানী যাত্রা শেখাতে এসেছেন। তিনি এই ব্রহ্মার তনের দ্বারা শ্রীমৎ দান করেন। শিব বাবার শ্রীমতের যেমন মহিমা আছে, তেমনই ব্রহ্মারও মহিমা আছে, কেননা শিব বাবার একজনই মূরুঝি বাচ্চা । এঁর দ্বারা কতো মুখ বংশাবলীর রচনা করা হয় । বাবা পবিত্রতার কঙ্কন পরিয়ে বলেন - যত আমার মতে চলবে ততই মোস্ট বিলাভড (অতি প্রিয়) তৈরী হবে । তোমাদের জীবন হীরের মতো হয়ে যাবে । শিব বাবা বলেন - এঁর (ব্রহ্মার) আর তোমাদের কানেকশন আমার সঙ্গে । তোমরা হীরের মতো জন্ম পাও, তাই এখন দেহী অভিমানী হও । তোমরা যতো শিব বাবাকে স্মরণ করবে ততই দেহী অভিমানী হবে, মায়া তোমাদের আঘাত করবে না ।

বাপদাদার নজর সর্বদা বাচ্চাদের উপরে থাকে । বাচ্চারা যদি কিছুমাত্র বেকায়দায় চলে তাহলে বাপদাদার নাম বদনাম করবে । তাই তাদের শিক্ষা দিতে হয় - এমন কাজ ক'রো না । যারা নাম বদনাম করে, তাদের জন্য বলা হয়, সঙ্করুর নিন্দুক টিকতে পারে না । এমন কোনো উল্টো কর্তব্য বা ভুল কাজ ক'রো না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে - বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে । যারা স্মরণে থাকে তাদেরই দেহী অভিমানী বলা হয় । দেহ বোধ থাকলে মায়ার আঘাত জোরে লাগবে । এ হলো উচ্চ লক্ষ্য। এতে স্কলারশিপ নেয় । কতো ব্রাহ্মণ তৈরী হবে । এমন গায়ন আছে - ৩৩ কোটি দেবী দেবতা । সেই বিজয় মালাতে আসে, যে দেহী অভিমানী হয় । দেহ অভিমানী হওয়া অর্থাৎ মায়ার আঘাত প্রাপ্ত হওয়া । দেহী অভিমানী হওয়া অর্থাৎ বাবার হয়ে যাওয়া । এই কথা খুবই সূক্ষ্ম। তোমাদের পুরুষার্থ করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । তিনি যেমন বাবাও, তেমনই সাজনও । তিনি অপার সুখ দান করেন। তিনি বাচ্চাদের বলেন - আমি তোমাদের জন্য হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছি । তোমরা কেবল আমার শ্রীমতে চলো । শ্রীমৎ বলে - দেহী অভিমানী ভব। দেহ বোধ তোমাদের তরী ডুবিয়ে দিয়েছে । মায়া তোমাদের দেহ বোধে নিয়ে আসে । সবাই রুহানী বাবাকে ভুলে গেছে । বাবা এখন এসে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। তোমরা নিজেদের অশরীরী আত্মা মনে করো । আমার তো শিব বাবা আর

স্বর্গের রাজত্ব, ব্যস। দেহ বোধে এসে যদি 'আমার' বলে তাহলে স্বর্গের রাজত্ব নিতে পারবে না। আমরা হলাম আত্মা - এ কথা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করো। 'আত্মাই পরমাত্মা' এই যে ভূমি বুদ্ধিতে ভরে আছে, তা দূর করে দাও। এখন তোমরা দেহী অভিমানী হও। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। তোমরা শ্রীমতে চলো। দেহী অভিমানী যদি না হও, তাহলে মায়া তোমাদের তরী ডুবিয়ে দেবে। এমন অনেকেরই তরী মায়া ডুবিয়ে দিয়েছে, কেননা তারা শ্রীমতে চলে না। এ হলো যুদ্ধের ময়দান। তোমরা কোনো বিষয়েই হেরে যেও না। কামের ভূত তো একদম টুকরো - টুকরো করে দেয়। দ্বিতীয় নম্বরে হলো ক্রোধের ভূত। ক্রোধে একে অপরকে মেরে শেষ করে দেয়। যাদবদের ক্রোধ বৃদ্ধি পাবে। তারা একদম ডেভিল হয়ে যাবে। ক্রোধও অনেক বড় শত্রু। তোমরা যদি কাম জয় না করো তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে না। ক্রোধ এমনই শত্রু, যা নিজেকে এবং অন্যদেরও দুঃখ দেয়। এও হলো ভবিতব্য। এখন এই যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডব কি করে? এও তোমরা জানো। এ হলো পাণ্ডব গভর্নমেন্ট। তোমরা এখন দেখো যে, পাণ্ডবদের রাজত্ব তো আর নেই। তিন পা পৃথিবীও আর পাওয়া যায় না। ওদের তো দেখো কতো জৌলুস। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে খুব অল্পই আছে, যারা নারায়ণী নেশাতে থাকে। বাকি সব নেশাতেই ক্ষতি। দেহ বোধে এলে অনেক বড় ক্ষতি। বাবা তাই বোঝান, তোমরা সর্বদা শিব বাবাকে স্মরণ করো। এমন মনে করো না যে, এই ব্রহ্মা জ্ঞান দেন। তিনি বোঝান, তোমরা শিব বাবাকে স্মরণ করো। শিব বাবা বলেন, আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হও। এই ব্রহ্মাও আমার সাথে যোগ লাগান। আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদের সাহায্য করতে থাকবো। দেহ বোধে থাকলে মায়া তোমাদের আঘাত করতে থাকবে। তখন একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকবে। এতেও দুটো হলো বড় শত্রু। নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই, তাই না। কাম আর ক্রোধ হলো প্রত্যক্ষ বিকার। মোহ, লোভ ইত্যাদি তো গুপ্ত। তাই এই ভূত গুলির উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে।

বাবা বলেন, তোমরা এখন তিন পা পৃথিবীও পাও না, আমি এরপর তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাই। বাবার সর্বদা মনে হয় যে, বাচ্চাদের নাম উজ্জ্বল হোক। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তোমরা কার বাচ্চা, তখন সাথে সাথে উত্তর দেওয়া উচিত। আহাঃ বাবা বাচ্চাদের অনেক উচ্চ বানিয়েছেন। লৌকিক বাচ্চারা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ অন্য কিছু হয় - তখন তাদের বাবা খুশী হন। কোনো কোনো বাচ্চা তো বাবার অসম্মান করতেও দেরী করে না। তোমাদের তো বাবার সম্মান বৃদ্ধি করতে হবে, তাই না। কুল কলঙ্কিত বাচ্চাদের জন্য লৌকিক বাবারা বলে - এর থেকে মৃত্যু ভালো। এই বাবাও এমন বলবেন। তোমরা কামী, ক্রোধী হয়ে ঈশ্বরীয় কুলে কলঙ্ক লাগাও। বাবার থেকে তো সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত। তোমরা দেখো যে, এই মাম্মা - বাবা তো প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী - নারায়ণ হন। তাহলে কেন না আমরা তাদের হৃদয় আসনকে জয় করে নিই। বরাবর তোমরা মা - বাবার হৃদয় সিংহাসন তো জয় করো, তাই না। বাচ্চারা হৃদয় আসনে বসলে নিজেই নেমে আসবে। এখন তোমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাবা বলেন, তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করো। তোমরা প্রজাতে যাবে না। তোমাদের নারায়ণী নেশা থাকা উচিত। যদিও প্রজাদের মধ্যেও অনেক ধানবান হয়, কিন্তু তবুও তো তাদের প্রজা বলা হবে, তাই না। রাজাদের থেকেও প্রজাদের মধ্যে কিছু বিত্তবান হয়। এই সময় গভর্নমেন্ট একদম কাঙ্গাল। তারা লোন নেয়, তাহলে তো প্রজা বিত্তবান হলো, তাই না। বাবা বোঝান যে, তোমরা জানো ভারতের গভর্নমেন্ট এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন, এখন আবার তাঁরাই তৈরী হচ্ছেন। বাবার শ্রীমতে চললে তরী পার হয়ে যায়। তোমরা শ্রেষ্ঠ তৈরী হবে। না হলে মায়া তোমাদের গ্রাস করবে। মায়া অনেককেই গ্রাস করেছে, হয়তো এখান থেকে বেড়িয়ে তারা লাথপতি হয়ে গেছে। হয়তো সক্তি বিক্রেতাও আজ কোটিপতি হয়ে গেছে। তারা বাবার কাছে আসে, বলে - বাবা এখন তো অর্থ অনেক হয়ে গেছে। বাবা বলেন, তোমাদের উপরে অনেক বোঝা, শিব বাবার থেকে তোমরা অনেক পালনা নিয়েছো। ধার তো অনেক হয়ে গেছে, তাই সাবধান থেকো। তাই তারাও মনে করে, কিভাবে বোঝা মুক্ত হওয়া যায়। এমন অনেকেই হয়। করাচি থেকে তোমরা বাচ্চারা পালিয়ে এসেছিলে। কিছু নিয়ে এসেছিলে কি? কিছুই না। শিব বাবার সম্পদ থেকেই তোমাদের পালন হয়েছিলো। যারা শিব বাবার কাছে সমর্পিত হয়েছিলো, তাদের দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ অন্য বাচ্চাদের পালনা হয়েছিলো। এই বাবা তো জানতেনই না যে, ইনি একত্রিত ভাবে মিলিত হয়ে এমন হয়ে যাবেন। শিব বাবা এনার বুদ্ধিতে স্পর্শ করিয়েছিলেন আর ভাঙি হওয়ার ছিলো, তাই সেখানে সবাই চলে এসেছিলো। পালিত হওয়ার জন্য কেউ কেউ নিজেদের বলি দিয়েছিলো অর্থাৎ সমর্পিত হয়েছিলো। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ পালিয়ে গিয়েছিলো। মায়া তাদের হারিয়ে দিয়েছিলো। মায়াও কম সমর্থ নয়। এখন বাবার সাহায্যে এই মায়াকে জয় করতে হবে। যোগ শব্দ ব'লো না। কোনো কোনো বাচ্চা বলে, যোগে বসাও কিন্তু এই অভ্যাস হয়ে গেলে চলতে - ফিরতে তোমরা আর স্মরণ করতে পারবে না। নতুনদেরও এমন শেখাবে না যে, তোমরা যোগে বসো। নতুনদের তোমরা সামনে বসাও, আর তারা নাম - রূপে আটকে যায়। অনুভব এমনই বলে তাই মানা করা হয়। মা - বাবাকে কি এক জায়গায় বসে স্মরণ করতে হয়? তোমরা উঠতে বসতে, সেবা করতে করতে বাবাকে স্মরণ করো। বাবার যারা লাল (প্রিয় বাচ্চা) হবে, তারা রাত জেগেও স্মরণ করতে থাকবে। এমন যিনি মোস্ট বিলাভড বাবা, যাঁর দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক

হও, তাহলে তাঁকে কেন স্মরণ করবে না?

পারলৌকিক বাবার থেকে অগাধ সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন থেকে পুরুষার্থ করো, পরিশ্রম করো, যাতে তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে ঈশ্বরীয় প্রালব্ধ ভোগ করো। এমন নয় যে, ওই সত্যযুগে তোমরা যেভাবে কর্ম করো, সেই হিসাবে রাজস্ব প্রাপ্ত হয়। তা নয়, এখানকার পুরুষার্থ থেকেই প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো। এ অনেক বড় পদ। এমন অনেকেই এসেছে তারপর আশ্চর্যবৎ শুনন্তি-কথন্তি তারপর ভাগন্তি হয়ে গেছে। অনেক সেন্টারও স্থাপন করন্তি, তারপর ভাগন্তি, নামন্তি হয়ে গেছে....কেউ কেউ সেন্টার স্থাপন করেও ধীরে ধীরে নেমে যায়। এই মায়া তো আশ্চর্যের, তাই না। মায়া চট করে নাক পাকড়ে নেয়, তাই বাবা বলেন, নিরন্তর স্মরণ করো। মনে করো, শিব বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। এদের সকলের মধ্যে মাঝা হলো তীক্ষ্ণ। বাবা হলেন নিরাকার, নিরহংকারী। বাচ্চারা, তোমাদেরও বোঝাতে হবে যে, আমরা নিরাকারী আত্মা, আমাদের নিরহংকারী হতে হবে, তাহলেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। দেহ বোধ আসা উচিত নয়। তোমাদের অতি প্রিয় হতে হবে। ওখানে মায়া থাকে না। তাহলে কেন আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো না। আমরা বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে যাবো। কারা হয়? যারা সেন্টার স্থাপন করে। তারা তো জাদু করে দেয়, কতো লোকের কল্যাণ করে। কেউ কেউ সেন্টার স্থাপন করে আবার চলেও যায়। এরও ফল প্রাপ্ত হয়। একদিকে জমা, অন্যদিকে 'না' হয়ে যায়। এ তো বাবাই জানেন। ব্রহ্মাও জানতে পারেন। এই এক বাচ্চাই হলো মুরব্বী। তোমরা সবাই হলে পৌত্র - পৌত্রী। তোমরা জানো যে, মাঝা নাশ্বার ওয়ানে যায়। বাবা সেকেন্ড নাশ্বারে আসে। তাই মাতাদের খুব সম্মান করতে হবে। বাবা বলেন, বন্দে মাতরম্। তাই বাচ্চাদেরও বন্দে মাতরম্ করতে হবে। মাতা ব্যতীত উদ্ধার হতে পারবে না। বাস্তবে সবাই তো হলো সীতা। সকলেই সজনী - এক সাজনের, অথবা সব বাচ্চারা হলো এক বাবার। বাবা নিজেই বলেন - বন্দে মাতরম্। আমি যেমন কর্ম করবো, আমাকে দেখে বাচ্চারাও তেমনই করবে। তাই মাতাদেরও রক্ষা করতে হবে। এদের উপর খুবই অত্যাচার হয়। কেউ যদি বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহলেও বেচারি মাতারা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। পাপের ঘড়া এমনভাবে ভরে যায়, আসুরী বিকারে আক্রান্ত হয়ে পাপাত্মা হয়ে যায়। এ তো হলো সবই ড্রামা অনুসার, একে কেউই মুছে ফেলতে পারে না। পূর্ব কল্পের মতো প্রত্যেকেই তাদের নিজের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। সাক্ষাৎকার হয় - কে কে ভালো সাহায্যকারী। শিব বাবা বলেন, আমি তো দাতা, আমি কিছুই গ্রহণ করি না। এমন খেয়াল যদি তোমাদের আসে যে, আমি দান করছি, অহংকার এলেই তাহলে মৃত্যু হবে। শিব বাবা তো বলেন, তোমরা তো কণামাত্র দান করে রিটার্নে কতো গ্রহণ করো। বাবা সর্বদাই হলেন দাতা। আমি শিব বাবাকে দান করছি - এমন কথা বুদ্ধিতে কখনোই আসা উচিত নয়। আমরা এক পয়সা দান করে লাখ গ্রহণ করি, ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্য গ্রহণ করি। বাবা হলেন সদ্ধতি দাতা, তিনি ঝুলি ভর্তি করে দেন। তোমাদের গুপ্ত দান করতে হবে, বাবাও হলেন গুপ্ত। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহী অভিমানী হয়ে অবশ্যই মায়াকে জয় করতে হবে। রাত জেগেও অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

২) বাবার সমান নিরাকারী, নিরহংকারী হতে হবে। শিব বাবাকে দান করি - এমন কথা তো সঙ্কল্পেও আসা উচিত নয়।

বরদানঃ:- সময়ের গুরুত্বকে জেনে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে নলেজফুল মহান আত্মা ভব ৬৩ জন্ম তো ব্যর্থ নষ্ট করেছো, এখন সমর্থ হওয়ার এই এক জন্ম, একে ব্যর্থ করো না, কেননা সঙ্গমের এই এক একটি মুহূর্ত পদ্মসম উপার্জন জমা করার। এ হলো উপর্জনের সিজিনের যুগ, তাই কখনোই সমর্থকে ত্যাগ করে ব্যর্থের প্রতি যেও না। নলেজফুল হয়ে যে যতটা স্বয়ং সমর্থ হবে, ততই অন্যদেরও সমর্থ বানাতে পারবে। সময়ের গুরুত্বকে যে এভাবে জানে, সে সত্যতই মহান হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- এক বাবার ফরমানের (নির্দেশে) চলতে থাকো, তাহলে সমগ্র বিশ্ব তোমাদের প্রতি কুর্বান (সমর্পিত) হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদের অভিষপ্ত করেছে, এখন শিববাবা তোমাদের সব অভিষাপ নষ্ট করে সম্পদের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন, তোমরা শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলো তবে বর্ষা প্রাপ্ত করার উপযুক্ত হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - দেহী-অভিমানী হওয়ার যথার্থ রহস্য তোমরা বাচ্চারা, কি বুঝেছো?

*উত্তরঃ - পুরানো দুনিয়ার থেকে মৃত হয়ে বাবার হওয়া অর্থাৎ মরজীবা হওয়াই হলো দেহী-অভিমানী হওয়া। এই পুরানো দেহ রূপী পাদুকাটিকে ভুলে বাবার সমান অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো - এটাই হলো দেহী-অভিমানী হওয়ার যথার্থ রহস্য।

*গীতঃ- ওম্ নমো শিবায়....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গীত শুনলো। এক দিকে ভক্তরা আছে ঘোর অন্ধকারে, অন্য দিকে আছে মাতা-পিতার সন্তানেরা। যাঁর মহিমা শুনলে তোমরা, এখন তাঁর সম্মুখে বসে আছো। বলেও থাকে শিবায় নমঃ। তারপরে ঝট করে বলে দেয় তুমি মাতা-পিতা... সর্বজনের মাতা-পিতা তিনি, সর্বজনের স্বামীও। বোঝানো হয়েছে যত মানুষ আছে - নর অথবা নারী, সবাই হলো ভক্ত, ব্রাইডস এবং তিনি একমাত্র হলেন ব্রাইডগ্রুম, স্বামী, মাতা-পিতা। বাচ্চারা, যথার্থই ভাবে উনি হলেন তোমাদের পিতা, সজনীদের সজনও হলেন উনি। এই সব কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো অন্যরা সবাই তো অন্ধকারে আছে। তোমরা এখন জ্ঞানের আলোয় রয়েছো। তোমরা জানো আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। নিরাকার ভগবান সৃষ্টি কীভাবে রচনা করবেন? নিশ্চয়ই মাতা-পিতা চাই তাই শিববাবা বলেন আমি এনার দ্বারা বাচ্চাদের নতুন জন্ম প্রদান করি। তোমরাও বলো আমরা এই পুরানো দুনিয়া থেকে মরে বাবার আপন হয়েছি অর্থাৎ দেহী-অভিমানী হয়েছি। বাবা তো হলেন সর্বদাই দেহী-অভিমানী। উনি এসে এই সময় দেহী-অভিমানী বানানোর রহস্য বুঝিয়ে দেন। তোমরা যাঁর মহিমা গান করতে, স্বমেব মাতাশ্চ পিতা.... তাঁর সম্মুখে বসে আছো। তোমরা তোমাদের নিজের গ্রামে যদি রয়েছো তবুও সম্মুখে আছো।

বাবা এসেছেন বাচ্চাদের সার্ভিস করতে। পতিত-পাবন বাবা জানেন যে আমাকেই পতিতদের পবিত্র বানাতে আসতে হয়। স্মরণ তো তাঁকেই করে তাইনা - পতিত-পাবন এসো। এখন তো তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছো। তোমরা জানো যে যথার্থই আমরা পতিত ছিলাম। পতিতকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবা, যাঁর উদ্দেশ্য বলে শিবায় নমঃ। বাচ্চারা বাবাকে আহবান করে। বাচ্চারা সকলের কাছেই প্রিয় হয়। বাচ্চাদের সেবায় বাবা উপস্থিত থাকেন। সন্তানের জন্ম হলে পিতা তার সেবায় উপস্থিত থাকেন। এখন তোমরা জানো যে তাঁর দ্বারাই আমরা পবিত্র হয়ে উঠছি। অবশ্যই তিনিই হলেন বিলাভেড বাবা তাইনা, যাঁকে অর্ধেক কল্প ধরে আমরা আহবান করে এসেছি। সত্যযুগ-ত্রৈতায় আমরা বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম। পরে সেই অধিকার হারিয়ে যায়। মায়া রাবণের অভিষাপ লেগে যায়। আমরা অনেক দুঃখী হয়ে পড়েছিলাম। দুনিয়ায় সবাই হল দুঃখীই দুঃখী। দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়ে। তখনই বাবা বলেন - আমি আসি। সবাই পাপ আত্মা হয়ে পড়েছে। পাপ কর্ম করে দুঃখী হয়েছেন। শিব বাবা এসে পুণ্য আত্মা বানান, বর্ষা প্রদান করেন। তোমরা জানো যথার্থই আমরা পুনরায় অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। মায়া অভিষপ্ত করেছে। শিববাবা এসে সেই অভিষাপ থেকে মুক্ত করে দেন। শিববাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো, তবে তোমরা সদাকালের জন্য শান্ত হয়ে যাবে। এখানে তো শান্তি হতে পারে না। এ হল দুঃখ ধাম, তাইনা। আমি তোমাদেরকে শান্তিধামে নিয়ে যাই। সেখানে সুখ, শান্তি, ধন ইত্যাদি সব আছে। অসীম জগতের বাবার কাছে তোমরা ২১ জন্মের ঝুলি ভরতে এসেছো। প্রত্যেককে নিজের পুরুষার্থের দ্বারা বর্ষা প্রাপ্ত করতে হবে, এখন যখন ভগবানের সন্তান হয়েছো। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গের বর্ষা দিয়ে থাকবেন। আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি তো অবশ্যই বর্ষা প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সন্তানরাই হলো সম্পদের উত্তরাধিকারী। শিববাবা বলেন ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমাদেরকে বর্ষা প্রদান করেছিলাম যা পরে হারিয়েছে তোমরা। এখন হলো সঙ্গম যুগ, পুনরায় তোমরা বর্ষা প্রাপ্ত করছো। এই কথা তোমরা জানো যে, কল্প পূর্বে স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ হয়েছিলে। তারাই ধীরে ধীরে আসতে থাকবে। দিন-দিন ব্রাহ্মণ কুলভূষণ তৈরী হতে থাকবে। বংশ বৃদ্ধি হতে থাকবে। ব্রহ্মা মুখবংশী তোমরাই হও। বানিয়ে দেন শিববাবা। তোমরা এই সময় হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পন্ন, অহিংসা পরম ধর্মের বানান। দেবতারা কখনও হিংসা করেন না। তোমরা জানো আমরা সেই দেবতা ছিলাম। এখন পুনরায় আমরা হতে চলেছি। চক্র পরিক্রমা করেছি,

দেবতা কুল থেকে ঋত্রিয় কুল অথবা বর্ণে এসেছি। ঋত্রিয় কুল থেকে বৈশ্য কুলে অথবা বর্ণে এসেছি। আমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করে এসেছি। এখন পুনরায় বাবা এসেছেন বর্ষা প্রদান করতে। অভিশাপ মোচন করে পতিত থেকে পবিত্র বানান। এখানে সকল মানুষ মাত্রই অভিশাপগ্রস্ত হয়ে আছে। বাবা এসে শাপ মোচন করে বর্ষা প্রদান করেন। এ হলো সঙ্গমযুগ। এখন সত্যযুগ তোমাদের থেকে দূরে নয়। স্বর্গ এতখানি নিকটে আছে, যেমনভাবে এই আত্মার দেহটি নিকটে আছে। খুব কাছে আছে। মানুষ মনে করে স্বর্গ হলো বহু দূরে। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এখন খুব নিকটে এসেছো। পাঁচ হাজার বছর পূর্বের কথা যখন স্বর্গ ছিল। অর্ধেক কল্প স্বর্গ ছিল পরে অর্ধেক কল্প নরক চলেছে। এখন স্বর্গ সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা বলেন সেকেন্ডে স্বর্গের রাজত্ব নাও। যথাযথই তোমরা জানো আমরা বাবার আপন হই তখন স্বর্গের মালিক হই। যেমন সন্তান বুঝতে পারে আমি পিতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। পিতাও বুঝবেন উত্তরাধিকার জন্ম নিয়েছে। যদি ছোট শিশু হয়, মুখে এখনও কথাও ফোঁটেনি, তবুও বাবা তো জানে এ'হল আমার উত্তরাধিকারী। আর তিনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা। আত্মা বুঝেছে অবশ্যই আমরা বাবার আপন হয়েছি এবং উত্তরাধিকারী হয়েছি। শিববাবাও বলেন তোমরা স্বর্গের উত্তরাধিকারী তো অবশ্যই হয়েছো। কিন্তু বর্ষা বা উত্তরাধিকারের মধ্যে পদমর্যাদার অর্থাৎ পার্থক্য আছে। কেউ সূর্যবংশী, কেউ চন্দ্রবংশী, কেউ প্রজাতে আসবে। পদমর্যাদা তো পৃথক রয়েছে। বাচ্চারা বলবে আমরা বাবার প্রপাটির মালিক হই। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান। আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হই। শুধুমাত্র ভারতেই নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের। যদিও ভারতে রাজত্ব করো কিন্তু বিশ্বের মালিক হও। সেখানে দ্বিতীয় কোনো রাজা রাজত্ব করার জন্য থাকে না। সুতরাং তোমাদের কত নেশা থাকা উচিত! অসীম জগতের বাবা এবং অসীম জগতের সন্তান। এখন তোমরা বাচ্চারা সংখ্যায় অনেক! তোমরা বলবে আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। বাবার মতন মিষ্টি কেউ নয়। বাবা নিষ্কাম সেবা করেন। নিজে মালিক হন না, বাচ্চাদের মালিক বানান। মানুষ বলে এই দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা তো অনেক সুখ দেখেছেন, বৃদ্ধ বয়সে এসে সন্ধ্যাস ধারণ করেছেন, তাতে কি হয়েছে। শিববাবার উদ্দেশ্যে তো এমন বলবে না, তাইনা। উনি তো বলেন আমি তো স্বর্গের সুখ গ্রহণ করি না। আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে তোমাদেরকে স্বর্গের রাজধানী প্রদান করি। ওই রাজারা নিজের রাজত্ব করে তারপরে রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করে। উনি (শিববাবা) তো বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, আমি পরমধাম থেকে এসেছি তোমাদেরকে রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করার জন্য। আমি রাজত্ব করি না। আমাকে এই পতিত দুনিয়া, পতিত দেহে আসতে হয় তোমাদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য। তাতেও কত রকমের বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। শ্রীকৃষ্ণ কাউকে অপহরণ করেনি। শিববাবার কাছে তোমরা ছুটে পালিয়ে আসো। তোমরা বলবে - আমরা বাবার কাছে যাই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে। সম্মুখে গিয়ে কোলে স্থান অর্জন করি। তোমরা বলো আমরা এখন ঐশ্বরীয় কোলে স্থান গ্রহণ করেছি। ঐশ্বরের কাছে অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা এসেছেন পতিত দুনিয়ায়, এই রাবণ রূপী শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে। এই ৫ বিকার রূপী রাবণই হলো মানুষের বড় থেকেও বড় শত্রু। এখানে তোমাদেরকে এই শত্রুর কাছ থেকেই মুক্ত হতে হবে। পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা, যাঁকে শিবায় নমঃ বলা হয়। সর্বজনের সজন এখন তোমাদের অর্থাৎ সজনীদেরকে গুল-গুল বা ফুল বানিয়ে নিয়ে যান। এখন তোমাদের আত্মা ও শরীর - দুইই হলো পতিত। আমি তোমাদের আত্মাকে পবিত্র বানাই, ফলে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে। তারপরে তোমরা সত্যযুগের মহারাজা-মহারানী হবে। সজন এসে উপযুক্ত করে তোলেন। তোমরা জানো যে মায়া রাবণ অযোগ্য বানিয়েছিল। এখন শিববাবা ব্রহ্মা তনের দ্বারা উপযুক্ত বানাচ্ছেন। যদি শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলতে থাকবে তবে। শ্রীমৎ হল ভগবানের। মাতা-পিতাও তাঁকেই বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে বলবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যাঁর মহিমা তারা করে, তাঁর কাছেই আমরা পড়াশোনা করছি। অবশ্যই ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়। পরে দৈব কুলে যেতে হবে। নিশ্চয়ই ব্রহ্মা মুখের দ্বারা সর্ব-প্রথমে এই ব্রাহ্মণ শিখার (ঠিকই) উদগম হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে রুহানী পান্ডা, রুহানী সেবাধারী। শিব বাবা বলেন আমি তোমাদের পান্ডা হয়ে এসেছি প্রকৃত সত্য তীর্থ যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদেরকে খুব সহজ কথা বলি। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। কোনও ইভিল কথা তোমাদেরকে শুনতে হবে না, ইভিল কথা খুবই ক্ষতিকারক। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় পাঁচ ভূতের (বিকারের) প্রবেশ রয়েছে। সুতরাং ইভিল কথাই শোনাবে। অসীম জগতের বাবার মহিমা বিশাল, অথচ তারপরে বলে দেয় সর্বব্যাপী। তোমরা বোঝাতে পারো - তোমরা তো গান গেয়ে থাকো যে, পতিত-পাবন এসো। তারপরে তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দাও। তাহলে তো সকলেই পবিত্র হওয়া উচিত। সর্বব্যাপীর জ্ঞানই ভারতকে নাস্তিক (ঐশ্বরে অবিশ্বাসী), কড়ি তুল্য বানিয়ে দিয়েছে। শিববাবা তো বলেন বাচ্চারা, আমি কল্প-কল্প এসে তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে স্বর্গের মালিক বানাই। আমি তোমাদের সেবায় উপস্থিত। যত সহ্যই করতে হয় করি তবুও সেবায় উপস্থিত হই। আমি তো জানি - বাচ্চারা অনেক, কেউ শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলে, কেউ চলে না, কেউই আমাকে জানে না। অসংখ্য বাচ্চা রয়েছে।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা উনি তো অবশ্যই প্রজাদের পিতা হবেন। ক্রিয়েটর ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন। ব্রহ্মার দ্বারা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করি। আদরের প্রিয় বাচ্চারা, আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো তো তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে থাকবে আর তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে। পাথর থেকে পারশে পরিণত করার সেবায় এসেছি। নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যাই। পিতা তো আসেনই সঙ্গমে। যখন সম্পূর্ণ সৃষ্টি পতিত তমোপ্রধান জর্জরিভূত হয়ে যায়, একে-অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। কাম কাটারী চালিয়ে একে অপরকে দুঃখ দেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার কাছে শান্তিধামে যাবো পরে সুখধামে আসবো। শিববাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদেরকে রুহানী নয়নে বসিয়ে সুইট হোমে নিয়ে যাব। এখন তোমরাও পান্ডার সন্তান পান্ডা হয়েছো। তোমাদের নামও হল শিব শক্তি পান্ডব সেনা। প্রত্যেককে নিজের পিতার পরিচয় দিয়ে পিতার কাছে যাওয়ার পথ বলে দাও। তোমাদেরকে নিজেও বর্ষা নিতে হবে আর অন্যদেরকেও প্রাপ্ত করাতে হবে।

দেখো, মিরাত শহর থেকে ২২ জনের পার্টি এসেছে। তারা পরিশ্রম করে, প্রত্যেককে কড়ি থেকে হীরে সম হওয়ার পথ বলে দেয়। গায়নও করা হয় - ভগবান, অন্ধের লাঠি তুমি। বাবা এসে কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়ায় নিয়ে যান। তোমরা জানো অসুর থেকে পুনরায় দেবতায় পরিণত হচ্ছে তোমরা। আমরাই এই বর্ণ গুলি পরিক্রমা করে এসেছি। এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে পুনরায় সেই দেবতায় পরিণত হবো। তোমরা হয়েছো স্বদর্শন চক্রধারী। এই অলঙ্কার হল তোমাদের, কিন্তু বিষ্ণুকে দেওয়া হয়েছে। কারণ তোমাদের স্থায়ী ভাবে এই পার্টি তো থাকে না, তাই দেবতাদের দেওয়া হয়েছে এই চিহ্ন গুলি। বাচ্চাদের জন্য তো বাবার দয়া হয়। কোথাও মায়ার সঙ্গ যেন না হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ না করলে মায়া অবশ্যই গ্রাস করবে। বাবা বেশি পরিশ্রম করতে দেন না। শুধু বলেন আমি বাবা, আমাকে স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এ হল রুহানী যাত্রা। তোমরাও যাত্রা করো। বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যোগ শব্দটি ব্যবহার করবে না। শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা কি বাবাকে ভুলে যাও ? শিববাবা বলেন অশরীরী হয়ে যাও। তোমরা হলে অশরীরী। এখানে এসে এই দেহ ধারণ করেছো। এখন আবার এই দেহের বোধ ত্যাগ করো। আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আমি হলাম কালেরও কাল। এই পুরানো দেহকে ভুলে আমাকে স্মরণ করো। এ'হল পুরানো জুতো (পুরানো দেহ)। এরপরে তোমাদের নতুন শরীর প্রদান করা হবে। পুরানো দেহের প্রতি আসক্তি সমাপ্ত করো। আমি তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব। অতএব খুশীতে থাকা উচিত যে আমরা ফিরে যাই পিতার আলয়ে। পাঁচ হাজার বছর হয়েছে, আমরা শান্তিধাম ত্যাগ করেছি। এখন আবার আমরা ফিরে যাই। এ'হল দুঃখধাম। শিববাবা এসে বাচ্চাদের সেবা করেন। আত্মা যে ছিঃ ছিঃ ময়লা হয়েছে, তার জ্যোতি জাগ্রত করেন। সুসন্তান যারা হবে, তারা বলবে আমরা তো শ্রী নারায়ণকে বরণ করবো। শিববাবা বলেন - নিজের হৃদয় দর্পণে দেখো, কোনও ভূত বসে নেই তো? ভূতদের ভাগাতে থাকো যাতে ভূতদের রাজত্বই শেষ হয়ে যাবে। বাবা তো বাচ্চাদের সেবায় উপস্থিত আছেন। উনি তো বিচিত্র, কোনও চিত্র নেই। অন্যের অর্গ্যাস দ্বারা বাবা পড়ান। বাস্তবে তো সব আত্মারাই হল বিচিত্র। পরে চিত্র (শরীর) ধারণ করে পার্টি প্লে করে। শিব বাবা বলেন আমি এই চিত্র বা প্রকৃতির আধার নিয়ে থাকি, মাতাদেরকে জ্ঞানের কলস প্রদান করি। যখন তোমরা বাচ্চারা বাবার পরিচয় জানতে পারো তখনই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবাকে স্মরণ করে, বাবার শ্রীমতে চলে মায়ার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে।

২) দেহ বোধ ত্যাগ করে অশরীরী হতে হবে, পুরানো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি দূর করে দিতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের উদারতার দ্বারা সর্বকে আপন অনুভব করিয়ে বাবার সমান সর্বংশ ত্যাগী ভব সর্ব-বংশ ত্যাগী হলো সে, যার সঙ্কল্প, স্বভাব, সংস্কার, নেচার হয় বাবার সমান। বাবার যেমন স্বভাব তেমনই হবে তোমার, সংস্কার সদা বাবার সমান স্নেহপূর্ণ, দয়া এবং উদারতার হবে, যাকে বিশাল হৃদয় বলা হয়। বড় মন বা বিশাল হৃদয় অর্থাৎ সর্ব জন আপন অনুভব হবে। বিশাল হৃদয়ের গুণে তন, মন, ধন, সম্বন্ধে সফলতার বৃদ্ধি হয়। সংকীর্ণ হৃদয়ের হলে পরিশ্রম বেশি, সফলতা কম হয়। বিশাল হৃদয়, উদার চিত্তের আত্মাই বাবার সমান হয়ে ওঠে, তাদের উপরে সাহেব (বাবা) রাজি থাকেন।

স্লোগান:- পরিপক্ব হওয়ার জন্য পরীক্ষা গুলিকে গুড-সাইন মনে করে খুশীতে (হর্ষিত) থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নিজের তিন স্বরূপ সর্বদা স্মৃতিতে যেন থাকে - ১) সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ, ২) ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, আর ৩) ফরিস্তা থেকে দেবতা"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের তিন রূপকে দেখছেন। সবথেকে শ্রেষ্ঠ রূপ হলো ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা আর ফরিস্তা থেকে দেবতা। ব্রাহ্মণ স্বরূপ, ফরিস্তা স্বরূপ আর দেবতা স্বরূপ। ব্রাহ্মণ স্বরূপের বিশেষত্ব হলো সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন স্বরূপের। কেননা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মায়াজিৎ। তাই সর্ব শক্তির সম্পন্ন হওয়াই হলো মায়াজিৎ হওয়া। প্রথম স্বরূপ ব্রাহ্মণ নিজেকে দেখে যে, ব্রাহ্মণ স্বরূপের বিশেষত্ব (সর্ব শক্তি গুলি) ধারণ হয়েছে কী? সর্ব শক্তি গুলি রয়েছে নাকি কোনো কোনো শক্তি রয়েছে? একটি শক্তিও যদি দুর্বল থাকে বা কম থাকে, তবে ব্রাহ্মণ স্বরূপের বদলে বারে বারে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যোদ্ধা হয়ে যায়। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হলো যুদ্ধ করা আর ব্রাহ্মণের কর্তব্য হলো সদা এবং সহজ মায়াজিৎ হওয়া। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিজয়ী, সদা সর্ব শক্তি গুলি অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন। আর ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কখনো বিজয়ী আবার কখনো হেরে যাওয়া। কেননা শক্তি প্রাপ্ত হওয়ার পরেও ধারণ করতে পারে না। সেইজন্য সময় আর পরিস্থিতি অনুসারে সদা বিজয়ী হতে পারে না। ব্রাহ্মণ স্বরূপ অর্থাৎ সদা মুকুট, সিংহাসন আর তিলকধারী। বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্বের তাজধারী, সদা স্বতঃতই স্মৃতির তিলকধারী, সদা বাবার হৃদয় সিংহাসনে আসীন। ক্ষত্রিয় একরস, অচল, অটল না হওয়ার কারণে কখনো অচল, কখনো অস্থির, কখনো অধিকারী আর কখনো বাবার থেকে শক্তি প্রার্থী রয়্যাল ভিখারী। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা অলৌকিক আমোদ এর জীবনে থাকা। সদা রুহানী চেহারা এবং চরিত্র সম্পন্ন। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কখনো এক রকম, কখনো আরেক রকম। অতএব নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে, আমি কে? কখনো ব্রাহ্মণ, কখনো ক্ষত্রিয় নাকি সর্বদা ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব সম্পন্ন? লক্ষ্য হলো ব্রাহ্মণ জীবনের, কিন্তু কখনো ব্রাহ্মণ, কখনো ক্ষত্রিয় - এই রকম লক্ষণ নেই তো? লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান রয়েছে নাকি অন্তর রয়েছে? বোল আর কর্ম সমান নাকি তফাৎ রয়েছে? তোমরা সবাই নিজেকে ব্রাহ্মাকুমার-কুমারী বলে থাকো তাই তো? নাকি ক্ষত্রিয় বলে থাকো? নিজেকে চন্দ্রবংশী বলাটা পছন্দ নয় তোমাদের, তাই তো? কেউ যদি বলে যে, আপনি চন্দ্রবংশী, তাহলে সেটা পছন্দ হবে? হবে না। আর কর্ম কী? যে সময় যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে, নিজের সেই সময়ের ফটো বের করো। ফটো তুলতে সবাই খুব ভালোবাসে তাই না! তো নিজের ফটো তুলতে জানো নাকি কেবল অন্যদের ফটো তুলতেই পারো? তাই নিজের ফটো তোলা যে, আমি কে? কারো ফটো যদি ভালো না ওঠে, তবে সেটা পছন্দ হয় না, তাই না? অতএব সারা দিনে অথবা কতবার সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় হয়ে যাও - এটা চেক করো আর চেক করে চেঞ্জ করো। কেবল চেক করবে না। চেক করা হয় চেঞ্জ করার জন্য। তো সকলের কাছে পরিবর্তন শক্তি রয়েছে? নাকি কারো কাছেই নেই? এটা তো খুবই ভালো আনন্দের কথা যে, সকলের কাছে রয়েছে। এখন সময় মতো কাজে লাগাতে পারো নাকি কখনো কখনো লাগেও না? কেননা শক্তি থাকলে সময় মতো সেটা কাজেও আসবে। শত্রু নেই, কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে আর যখন শত্রু এলো তখন অস্ত্রশস্ত্র কোনো কাজেই এলো না, তাহলে তাকে কি শক্তিশালী বলা যাবে? কেবল এটা চেক করবে না যে, শক্তি রয়েছে, বরং কর্ম করবার সময়, তখন যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি কার্যে লাগাতে পারছি কী? নাকি শত্রু আঘাত হানলো, তার পরে শক্তির কথা মনে পড়লো? সুতরাং ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব গুলিকে চেক করো। ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা হবে, ক্ষত্রিয় তথা ফরিস্তা নয়।

দ্বিতীয় স্বরূপ হলো ফরিস্তা। সকলকে ফরিস্তা হতেই হবে, তাই না? নাকি ফরিস্তা হওয়াটা কঠিন? সহজ নাকি কঠিন? নাকি কখনো কঠিন, কখনো সহজ? তাই ফরিস্তা স্বরূপের বিশেষত্বকে সকলে তোমরা জানোও যে, ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট? তো ডবল লাইট হয়েছে? নাকি কখনো বোঝা বহন করতে ইচ্ছা হয় আর তুলে নাও? নাকি তুলতে চাও না কিন্তু মায়াজিৎ মাথার উপরে ঝুড়িটাকে রেখে দেয়? মায়াজিৎ তার আর্টিফিসিয়াল এমন টেম্পোরারী শক্তি দেখায় যে বাধ্য হয়েই বোঝা না তুলতে চাইলেও তুলে নেয়। কারণ দুর্বল হওয়ার কারণে যে দুর্বল সে সর্বদা পরের অধীন হয়ে থাকে। তো মায়াজিৎ অধীন বানিয়ে দেয়। অধিকার যে আছে সেটাই ভুলে যায় আর অধীন হয়ে যায়। সেই সময় ভাষা কেমন হয়ে যায়? চাইনি তুলতে কিন্তু কী জানি...। সব কথায় 'কী জানি', 'কী জানি' বলতে থাকবে। অধিকারী অর্থাৎ সদা স্বাধীন (স্বতন্ত্র) আর অধীন অর্থাৎ সদা পরের বশ। তো পরের বশে যে, সে কখনোই আনন্দের জীবনে থাকতে পারবে না। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আমোদ এর জীবন। কোনো সময় যদি আমোদ এর পরিবর্তে মুষড়ে পড়ে যে এটা কী হলো? এমনটা কীকরে হলো? এই রকমও হতে পারে?... তাহলে সেটা আনন্দের নয়, সেটা হবে মুষড়ে পড়া জীবন। যদি কোনো সময় আনন্দের অভাব অনুভূত হয়, তবে পুনরায় এই প্রথম পাঠ স্মরণ করো যে, আমি কে? শুধুমাত্র আত্মা নয়, বরং কীরকম আত্মা আমি? এই কতগুলো জবাব আসবে? লক্ষ্য লিস্ট রয়েছে, তাই না? প্রতিদিনের মুরলীতে 'আমি কে' এর ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পড়তে থাকো,

শুনতে থাকো তোমরা।

সূতরাং ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট। লাইট অর্থাৎ হাল্কা ভাব। হাল্কা ভাবের অর্থ হলো কেবল পরিস্থিতির সময় হাল্কা থাকা নয়, বরং সারাদিনে স্বভাব, সংস্কার, সম্বন্ধ, সম্পর্কে লাইট ছিলে? এমনিতে ঠিক আছে, কিন্তু স্বভাব-সংস্কারেও যদি হাল্কা ভাব না থাকে, তবে তাকে ফরিস্তা বলা যাবে? আর হাল্কার লক্ষণ হলো হাল্কা জিনিস সকলেই পছন্দ করে। বোঝা বা ভারী কোনো জিনিস তোমাকে দিলে তোমার ভালো লাগবে কী? আর যদি হাল্কা খুব সুন্দর জিনিস হয়, তখন পছন্দ হবে তাই না? সূতরাং যে স্বভাব, সংস্কার, সম্বন্ধ, সম্পর্কে হাল্কা হবে, তার নিদর্শন হলো সে সকলের কাছে প্রিয় আর সকলের থেকে আলাদা হবে। কেননা ব্রাহ্মণ স্বভাব, আলাদা স্বভাব নয়। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সকলের মনের মতো স্বভাব-সংস্কার বা সম্বন্ধ-সম্পর্ক বিশিষ্ট হবে। মেজরিটি ১৫ শতাব্দির মনের মতো অবশ্যই যেন হয়, এতটা রেজাল্ট অবশ্যই হতে হবে। ৫ শতাংশ মার্জিন এখনও দেওয়া হচ্ছে। অন্তিম সময় পর্যন্ত নয়, এখনকার জন্য দেওয়া হচ্ছে। ১৫ শতাংশ সকলের মনের মতো অর্থাৎ সকলের থেকে লাইট। আর সেই হাল্কা ভাব কথায়, কর্মে আর বৃত্তি দ্বারা অনুভূত যেন হয়। এই রকম নয় যে, আমি তো হাল্কা, কিন্তু অন্যরা আমাকে হাল্কা মনে করে না, চিনতে পারে না। যদি তারা না চিনতে পারে, তবে তুমি তোমার উইল পাওয়ারের দ্বারা তাদেরকেও নিজের পরিচয় দাও। তোমাদের কর্ম, বৃত্তি তাকে পরিবর্তন করবে। এতে কেবল পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে সহন শক্তির প্রয়োজন হয়। আর ফরিস্তা অর্থাৎ যার পুরানো দেহ আর পুরানো দুনিয়ার সাথে কোনো রিস্তা অর্থাৎ সম্বন্ধ নেই। এটা তো সকলের মনে আছে তাই তো? নাকি এখনও সেটা রয়ে গেছে? পুরানো দুনিয়ার প্রতি এখনও আকর্ষণ রয়েছে? দেহের সম্বন্ধের দিক থেকে হাল্কা হয়ে গেছো নাকি হওনি? কাকা, চাচা, মামা এ'সবের থেকে ডিট্যাচ হয়ে গেছো তো? নাকি এখনও রয়েছে? পৃথক আর প্রিয় হয়েছে? প্রিয় হয়েছে কিন্তু যেটা ভুল হয়ে যায় সেটা হলো পৃথক হচ্ছে প্রিয় হয়ে। এটা মিস হয়ে যায়। হয় ডিট্যাচ হওয়া সহজ মনে হয়, নাহলে প্রিয় হওয়া সহজ মনে হয়। কিন্তু এই দেহের সম্বন্ধ কাকা, চাচা, মামা, এ'সব তো তবুও সহজ। সহজ নাকি একটু আধটু স্বপ্নে বা সংকল্পেও চলে আসে? যখন ব্রাহ্মণ পরিবারে কোনো পরিস্থিতি আসে, তখন চাচা, কাকা, মামা স্মরণ আসে? বাপদাদা দেখেন যে, পরিস্থিতির সময় অনেক আত্মার ব্রাহ্মণ পরিবারের বদলে লৌকিক সম্বন্ধ তার আগে সাথে সাথে স্মৃতিতে চলে আসে। পরিস্থিতির থেকে সরে যাওয়ার পরিবর্তে লৌকিক সম্বন্ধের আশ্রয়কে অনুভব করিয়ে দেয়। যখন মরজীবা হয়ে গেছো, তখন আগের জন্মের সম্বন্ধী কাকা, চাচা, মা, বাবা স্মরণ রয়েছে কী? স্বপ্নেও চলে আসে কী? তাহলে সম্বন্ধ, জন্ম সবই বদলে গেছে তো না? সূতরাং ফরিস্তা অর্থাৎ পুরানোর সাথে রিস্তা (সম্বন্ধ) নেই, এই পরিভাষাই তো বলে থাকো, তাই না? তাহলে সেই সময় কোথা থেকে বেরিয়ে আসে? ছিল হয়ে যাওয়া সম্বন্ধ আবার জুড়ে যায় নাকি? মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠে নাকি? ফরিস্তা অর্থাৎ পুরানো কোনো কিছুর সাথে কোনো রিস্তা বা সম্পর্ক নেই, সব নতুন। বাপদাদা দেখেছেন যে ফরিস্তা হওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা এসে থাকে তার কারণ হলো একটি প্রথম সিঁড়ি - দেহের চেতনাকে ত্যাগ করা। দ্বিতীয় সিঁড়ি যেটা সেটা হলো আরও সূক্ষ্ম, সেটা হলো দেহ অভিমানকে ত্যাগ করা। দেহ ভান আর দেহ অভিমান বা অহমিকা। দেহ ভান তাও কমন জিনিস, কিন্তু যতখানি জ্ঞানী তুমি আত্মা, যোগী তুমি আত্মা হয়ে থাকো, ততই দেহ অহমিকা (অহংকার) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর অহমিকা অনেক প্রকারের হয়ে থাকে - নিজের বুদ্ধির অহমিকা, নিজের শ্রেষ্ঠ সংস্কারের অহমিকা, নিজের ভালো স্বভাবের অহমিকা, নিজের বিশেষত্ব গুলির অহমিকা, নিজের কোনো বিশেষ কলার অহমিকা, নিজের সেবার সফলতার অহমিকা। এই সব সূক্ষ্ম অহমিকা (অভিমান) দেহ বোধের থেকেও অনেক বেশি মিহি। অহমিকার দরজাকে তো তোমরা জানো, তাই না! "আমি আর আমার" এই দুটি হলো অহমিকার দ্বার। তো ফরিস্তার অর্থ এটা নয় যে কেবল দেহ বোধ বা দেহের আকর্ষণ এর উর্ধ্বে বা দেহের স্থূল সম্বন্ধের থেকে উর্ধ্বে থাকা। বরং ফরিস্তা অর্থাৎ দেহের সূক্ষ্ম অহমিকার সম্বন্ধের থেকেও ডিট্যাচ থাকা। আর অহমিকার চিহ্ন হলো যেখানে অহমিকা থাকে সেখানে অপমানও তাড়াতাড়ি ফিল হয়ে থাকে। যেখানে অহমিকা থাকে সেখানে অপমানের ফিলিং খুব তাড়াতাড়ি হয়। কারণ 'আমি', আর 'আমার' এর দ্বার খোলা থাকে। ফরিস্তার যথার্থ স্বরূপ হলো দেহ বোধ আর দেহের সম্বন্ধের থেকে, দেহের অহমিকার থেকে ডিট্যাচ। যদি কোনো গুণ রয়েছে, কোনো শক্তি রয়েছে, তবে দাতাকে কেন ভুলে যাচ্ছে? আর দ্বিতীয়তঃ, এতে সহজে ডিট্যাচ হওয়ার রাস্তা বা বিধি হলো অত্যন্ত সহজ, একটাই শব্দ। সেই একটা শব্দের মধ্যে এতখানি শক্তি রয়েছে যে, যা কিনা দেহ-অভিমান আর দেহ বোধকে চিরদিনের জন্য তাতে সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেই শব্দটি কী? করন-করাবনহার বাবা করাচ্ছেন। 'করন-করাবনহার' শব্দ দেহ বোধ আর অহমিকা দুটোকেই দূর করে দেয়। একটা শব্দকে মনে রাখা তো সহজ তাই না? আর অন্য সব পয়েন্ট ভুলে গেলেও, ভুলে যাওয়া তো উচিত নয়, তবুও যদি ভুলেও যাও তবুও একটি শব্দকে মনে রাখতে পারবে না? করন-করাবনহার বাবা রয়েছে। তখন দেখবে, ফরিস্তা জীবনের অনুভব কতো সহজ অনুভূত হবে। ব্রহ্মা বাবা ফরিস্তা হয়েছিলেন কীসের আধারে? সদা করন-করাবনহার এর স্মৃতির দ্বারা সমর্থ হয়ে ফরিস্তা হয়েছিলেন। ফলো ফাদার তাই না? নাকি ফলো মায়া রয়েছে? কখনো মায়াও মাদার

ফাদার হয়ে যায়, খুব সুন্দর করে লালন পালন আর প্রাপ্তি করায়। কিন্তু সে সবই হলো ধোঁকার প্রাপ্তি। প্রথমে প্রাপ্তি তারপরে ধোঁকা। যাচাই বা পরখ করে নেওয়ার শক্তি তো আছে তোমাদের না? মায়া রয়েছে নাকি বাবা রয়েছেন তাকে সময় মতো পরখ করতে হবে। ধোঁকা খেয়ে তারপর পরখ করা, এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ধোঁকা খেয়ে তো সব বুদ্ধি এসে যায়, কিন্তু গ্তানী তুমি আত্মা আগেই এটাকে পরখ করে নিজেকে বাঁচিয়ে নেবে। তাহলে বুঝেছো ফরিস্তা কাকে বলা হয়?

তৃতীয় হলো ফরিস্তা থেকে দেবতা। এখন দেবতা হতে হবে নাকি ভবিষ্যতে হবে? দেবতা অর্থাৎ সর্ব গুণে সুসজ্জিত। এই দিব্য গুণ হলো সঙ্গমের দেবতা জীবনের শৃঙ্গার। এই সময় দিব্য গুণ গুলির দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে উঠলে তবেই ভবিষ্যতে স্থূল শৃঙ্গারে সুসজ্জিত হয়ে থাকবে। তো দেবতা অর্থাৎ দিব্য গুণ গুলির দ্বারা সুসজ্জিত থাকা। আর দ্বিতীয় হলো দেবতা অর্থাৎ যারা দিয়ে থাকে। নেয় না (লেবতা নয়), বরং দিয়ে থাকে। তো মাস্টার দাতা হয়েছে? নাকি কখনো লেবতা কখনো দেবতা? চেক করো যে, দিব্য গুণের শৃঙ্গার সদা থাকে নাকি কখনো কোনো শৃঙ্গার ভুলে যাও, কখনো কোনো শৃঙ্গার ভুলে যাও? সম্পূর্ণ সর্ব গুণ সম্পন্ন... এটাই হলো দেবতা জীবনের চিহ্ন। এই গুণই হলো গহনা। তাহলে দেখো যে, ব্রাহ্মণ স্বরূপের সর্ব শক্তি গুলি, ফরিস্তা স্বরূপের ডবল লাইট স্থিতি আর দেবতা স্বরূপের দাতা ভাবের চিহ্ন আর দিব্য গুণ গুলিতে সম্পন্ন হয়েছে? তিনটি স্বরূপকেই অনুভব করতে পারছো? যেমন বাবার তিন সম্বন্ধ - বাবা, শিক্ষক, সন্তান সব সময় স্মরণে থাকে, সেই রকমই এই তিন স্বরূপ সদা স্মরণে রাখো। বুঝেছো? হতে তো তোমাকেই হবে আর তো কেউ আসবে না। তোমাদেরকেই তো হতে হবে না? আজ ব্রাহ্মণ, কাল ফরিস্তা আর তারপরে হলো দেবতা। নিজের ফরিস্তা স্বরূপকে গ্তানের দর্পণে দেখো। ফরিস্তা সদা উড়তে থাকে আর ম্যাসেজ দিতে থাকে। ফরিস্তা এলো, সন্দেশ দিলো আর উড়ে গেলো। তাহলে সেই ফরিস্তা কারা? তোমরাই তো না? নেশার সাথে বলো যে, আমরাই ছিলাম, আমরাই আছি আর আমরাই থাকবো। পাক্সা তো? একেই বলা হয় নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ী। ঋত্রিয় নাকি বিজয়ী? ঋত্রিয় কেউ তো হবে? অন্যরা তা হবে নাকি? তাহলে তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। চলতে চলতে কখনো ঋত্রিয় হয়ে যেও না। যদি বারে বারে ঋত্রিয় হতে থাকবে, যুদ্ধ করতে থাকবে, তবে যুদ্ধের সংস্কার যারা নিয়ে যাবে তারা কোথায় পৌঁছাবে? চন্দ্রবংশীতে নাকি সূর্যবংশীতে? তাহলে চন্দ্রবংশী তো পছন্দ নয় না? নাকি কখনো কখনো হয়ে গেলেও কোনো ঋতি নেই? তাহলে তোমরা সবাই কারা? ব্রাহ্মণ? পাক্সা ব্রাহ্মণ নাকি একটু আধটু কাঁচা রয়েছে? শক্তির পাকাপোক্ত তো? পান্ডব পাকাপোক্ত? যদি পাকাপোক্ত হয়ে থাকো, তবে সদা সুখবরের পত্র আসবে। মায়া এসে গেছে, এই হয়ে গেছে, কি জানি কি হয়ে গেলো, কি হয়ে গেলো - এই সব সংকল্পও যেন না আসে। বাবা তো বলেন স্বপ্ন মাত্রও যেন না আসে। স্বপ্নও কেন, কি নয়। এই রকম পোক্ত? শক্তির পাকাপোক্ত হয়েছে? বলো, পান্ডব যদি পাকাপোক্ত হয়, তবে আমরা মহা পাকাপোক্ত। কেননা শক্তিদেবকেই নিমিত্ত বানানো হয়েছে। তো যারা নিমিত্ত হয়েছে তারাই যদি কাঁচা-পাকা হবে, তাহলে অন্যদের কী হাল হবে? পান্ডব হলো ব্যাকবোন। ব্যাকবোন হতে ভালো লাগে তো না? নাকি সামনে সম্মুখীন হতে ভালো লাগে? ব্যাকবোন হওয়া ভালো, অনেক সেফ থাকবে, নাহলে মার খেতে হতো। আচ্ছা।

সকলে নিজের সুইট হোমে পৌঁছে গেছো। সংকল্প ছিল যেতে হবে, যেতে হবে আর এখন তাহলে কোন্ সংকল্প রয়েছে? এখনও যেতে হবে, তাই না? সেবার্থে যাচ্ছো, সেইজন্য খুশী মনে যাচ্ছো। সেবাতে যাবে নাকি দোকানে যাবে, বাড়ি যাবে, অফিসে যাবে? সে তোমরা অফিসে যাও, বাড়িই যাও সবই হলো সেবা স্থূল। সেবাধারীদের সব জায়গাতেই সেবা। সুতরাং মধুবনে আসা আর উৎসাহ-উদ্দীপনার খাজানা ভর্তি করা আর তারপর সেবাতে যাওয়া। খুশী মনে যাচ্ছো তো? নাকি বাধ্য হয়ে যাচ্ছো? সেবা মানে খুশী। হিসাব-পত্র রয়েছে, ঋণ পরিশোধ করতে যাচ্ছো, এমন নয়। ফর্জ অর্থাৎ কর্তব্য সম্পাদন করতে যাচ্ছো। বাড়িতে তো অনেক বক রয়েছে। বক যদি না থাকে তবে গ্তান কাদেরকে দেবে? হংসকে কি হংস বানাবে? বক-কেই তো হংস বানাবে তাই না? তবে কি মনে রাখবে? ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, ফরিস্তা থেকে দেবতা। পাক্সা থাকবে তো? নাকি ট্রেনে যেতে যেতে একটা ভুলে যাবে? নিজের স্থানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বাকি একটা রয়ে গেলো, এই রকম হবে না তো? আচ্ছা।

চতুর্দিকের সর্ব ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা, ফরিস্তা তথা দেবতা, তিনটি স্বরূপের স্মৃতি স্বরূপ আত্মাদেরকে, সদা একটি শব্দ 'করন-করাবনহার' এর স্মৃতির দ্বারা নিজেকে ডবল লাইট বানানো শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা দেবতা অর্থাৎ দাতা হয়ে দিতে থাকা, সর্ব খাজনাতে সম্পন্ন আত্মাদেরকে, সদা বরদান গুলিকে কর্মে নিয়ে আসা কর্মযোগী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ দিব্য বুদ্ধির দ্বারা দিব্য সিদ্ধি গুলিকে প্রাপ্তকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব

যেমন সময়, সেই বিধির দ্বারা দিব্য বুদ্ধিকে ইউজ করো, তবে সর্ব সিদ্ধি গুলি তোমাদের হাতের তালুতে থাকবে। সিদ্ধি কোনো বড় জিনিস নয়, কেবল দিব্য বুদ্ধির হাতে খেলা। যেমন আজকালকার জাদুকররা হাতের খেলা দেখায়, এই দিব্য বুদ্ধির হাতের খেলা সর্ব সিদ্ধি গুলিকে হাতের তালুতে এনে দেয়। তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা সকল দিব্য সিদ্ধি গুলিকে প্রাপ্ত করেছো। সেইজন্য তোমাদের মূর্তি গুলির দ্বারা এখনও পর্যন্ত ভক্তরা সিদ্ধি প্রাপ্ত করবার জন্য গিয়ে থাকে।

স্লোগান:- যার কাছে সর্বশক্তিমান বাবার সর্বশক্তি গুলি রয়েছে, তারা পরাজিত কখনোই হতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বিশ-টা (২০ টা) নখের জোর লাগিয়ে পুরুষার্থ করো আর বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নাও, ধারণা করে অন্যদেরকেও করাও”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা কোন্ জিনিসটিকে গুরুত্ব দিলে অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে পারবে?

*উত্তরঃ - বাবা যে এত সুন্দর সুন্দর মেডেলস্ (ব্যাজ) বানিয়েছেন... বাচ্চারা, এই জিনিসটিকে তোমাদের অনেক গুরুত্ব দিতে হবে। এই ব্যাজই হলো তোমাদের সত্যিকারের গীতা, এই ব্যাজের আধারেই তোমরা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য যে কাউকে বোঝাতে পারো। তোমাদের কাছে এই ব্যাজ সবসময় রাখতে হবে। বাবা অনেক চিন্তা করে এই ব্যাজ বানিয়েছেন, পরবর্তী কালে এই ব্যাজের অত্যন্ত মহিমা হবে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন এই গান শুনেছে, কেননা সম্মুখে বসে আছে। এটাও জানো যে আমাদের সকলের মাতা হলেন জগদম্বা। কিন্তু সমগ্র জগৎবাসী তো চিনতে পারবে না। ভারতেই জগদম্বার চিত্র আছে আর তাঁর মহিমাও এই ভারতেই রয়েছে। বিদেশে আবার শিবের অনেক মহিমা আছে কেননা তিনি হলেন সকলের ফাদার (বাবা)। এখানে আবার জগদম্বা আছে। এখন এই জগদম্বাকে জন্ম কে দিয়েছেন? অবশ্যই বলবে জগদম্বাকেও রচনা করেছেন অসীম জগতের বাবা। পরে মাতা এসেছে। মাতাদের অনেক মহিমা হয়। তোমরা সবাই তো হলে মাতা। বন্দে মাতরম্ বলা হয়ে থাকে। কন্যারাও মাতা হয়। তো এই মহিমা হলো জগদম্বার। বাচ্চারা, জগদম্বার বায়োগ্রাফি (জীবনী) সম্বন্ধে তোমরা সবাই জ্ঞাত আছো। তোমরা জগদম্বার মন্দিরে গিয়ে বলবে, এরা সবাই চৈতন্য রূপে বসে আছেন। বিশেষতঃ বৃধবারের দিনে মাম্মার মহিমা করা হয়ে থাকে, শিববারের দিন হল সোমবার। তাঁকে সোমনাথও বলা হয়। সোমবারের দিন শিব লিঙ্গের উপরে জল বা দুধের একটা ছোটো কলসি বা ঘট উপর থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম ঘট তো শিব লিঙ্গের উপরে প্রতিদিন ঝোলানো উচিত। বিশেষ সোমবারের দিনই কেন? কোনো নির্দিষ্ট এক দিন স্থির করা থাকে। তো তোমরা এর-ও অর্থ বুঝতে পারো। রুদ্র নাম, সোমনাথ নাম, শ্রীনাথ নাম কেন রাখা হয়েছে? বাচ্চারা তোমরা জানো - বাবলা গাছে কাঁটা হয়, কাঁটাকে ফুল বানানোর জন্য এক বাবা-ই আছেন। এখন তোমরা অর্থ বুঝতে পেরেছো। সমস্ত মহিমা ভারতেই আছে। শিববাবা এখানেই আসেন। যীশু খ্রিস্টকে কৃষ্ণের সাথে তুলনা করে। যীশু খ্রিস্টের ছোটো রূপ তৈরী করে সকলের সামনে নিয়ে আসে। মুকুটও দেয়। কিন্তু যীশু খ্রিস্ট তো মুকুট প্রাপ্ত করবে না। প্রত্যেকেই নিজের ধর্মের গুণকীর্তন বা প্রশংসা করে। কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই নিজের ধর্মের প্রশংসা করে না। ধর্মের মধ্যে শক্তি আছে। এখন আমরা বাবার থেকে অনেক শক্তি নিষ্ছি।

এই গানে মাম্মার মহিমা আছে কিন্তু বাবা যদি না আসতেন তাহলে শিব শক্তির কিভাবে হত? বন্দে মাতরম্ এর যোগ্য কিভাবে হত? ভগবান বলছেন বন্দে মাতরম্। সন্ন্যাসীদের নিবৃত্তি মার্গও ড্রামাতে নিরূপিত আছে। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে এটাও যথার্থরূপে ভালো ধর্ম। সকল ধর্মই প্রথম দিকে ভালো থাকে। যেসমস্ত নতুন আত্মারা আসে তারাও ভালোই হয়। নিজেদের প্রভাব বের হয়। যেরকম অরবিন্দ ঘোষ যখন এসেছিলেন তখন তার অনেক মহিমা হয়েছিল! তার দ্বারা ছোটো মঠ স্থাপন হয়েছিল। বাবা বুঝিয়েছেন যে নতুন আত্মারা আসে, এসে নিজেদের মঠ-পন্থা স্থাপন করে। যেরকম আর্থ সমাজী। দয়ানন্দ এসেছেন কত বছর হল? তার আবার ছোট ছোট শাখা প্রশাখাও আছে। যেরকম চিদাকাশী, তার সময়কাল ১০০ বছর হবে হয়ত। কত সবাই চলে গেছে! মহিমা কতো হয়েছে কেননা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মকে না জানার কারণে অন্যান্য ধর্মে ঢুকে গেছে। এখন তোমরা জেনে গেছো যে এসব হল পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা, যেটা পুনরায় রিপিট হবে। কিভাবে ধর্ম স্থাপন হয়। অবশেষে সৃষ্টিকে পুরানো অবশ্যই হতেই হবে। বাবা বলছেন যে নতুন কেবলমাত্র আমিই করি। এই সময় সবাই জর্জরিভূত অবস্থায় রয়েছে। ভক্তি মার্গের এখন অন্ত হবে। জ্ঞানের হল আদি। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না। বাবা একবারের জন্যই এই জ্ঞান প্রদান করেন। তারপর ২১ জন্ম এই জ্ঞানের দরকার থাকবে না। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। পুনরায় সত্যযুগ ত্রেতাতে এই পড়াশোনা হবে না। অবিনাশী বাবার দ্বারা অবিনাশী পড়াশোনা হয়, পুনরায় ২১জন্ম তার ফল প্রাপ্ত হয়। সাধারণ মানুষ যে লৌকিক পড়াশোনা করে তা কেবলমাত্র এক জন্মের অল্পকালের সুখের জন্য। তারপর আর পড়তে হবে না। প্রত্যেকে নিজের সুখের প্রালম্ব তৈরী করে। লৌকিক সম্বন্ধে তো কেবল বাবা আর ঠাকুরদার থেকেই বাচ্চাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে বাবা বলছেন মেল-ফিমেল (পুত্র-কন্যা)

উভয়েই আমার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারে - নিজের নিজের পুরুষার্থ অনুসারে। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো আছে তাই না।

(বাপদাদা আজ সভাতে নিজের বাগান থেকে নানান প্রকারের ফুল ঝুড়ি ভরে নিয়ে এসেছেন।)

এখন দেখো এই ফুল হলেন মাশ্বা, বীণাও সরস্বতীকেই দেয় তাই না। বাবার জন্য এই গোলাপ ফুল ঠিক আছে। তোমরাও প্রত্যেকে নিজেদেরকে মনে করতে পারো যে আমরাও হলাম সুগন্ধি ফুল। বাগানের মালিক হলেন শিববাবা। আমরা হলাম এই বাগানের মালী। বাগানের মালিক হলেন এক বাবা। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে ফুল বানাচ্ছেন। এই মাহাত্ম্য জগদম্বা বা জগতপিতার নয়। মাহাত্ম্য তো হল শিববাবার। তিনি যদি না আসতেন তাহলে এনাদের মহিমা কি করে হত! শিববাবার স্মরণেই এত শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান। থাকেনও পরমধামে। আচ্ছা, বলে যে লক্ষ্মী ভগবতী, নারায়ণ ভগবান। তাহলে তারা কোথায় থাকেন? এটা মানুষের থাকার স্থান। তাদেরকে এইরকম শ্রেষ্ঠ কে বানিয়েছেন? তোমরাও এখন তৈরী হচ্ছে তাই না। অবশ্যই সৃষ্টির রচয়িতা হলেন বাবা। ভগবান ভগবতী সারনেম (উপাধি) হয়ে যায়। যেরকম কোনও ব্যারিস্টারের থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি কেউ ব্যারিস্টার হয়, তাহলে তারও উপাধি ব্যারিস্টার-ই হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো হলেন মহারাজা-মহারানী। প্রথমে প্রিন্স-প্রিন্সেস তো হতেই হবে। তো মানুষ সৃষ্টিতে উচ্চ থেকেও উচ্চতম হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। শ্রী শ্রী ১০৮ জগতগুরু এই মহিমা হল শিববাবার। ১০৮ এর মালা হয়। সেই মালা হল সর্ব শ্রেষ্ঠ। সেই মালা বিষ্ণু মালা নামেও সুপ্রসিদ্ধ। রুদ্র মালাও আছে। রুদ্র মালা-ই পুনরায় বিষ্ণু মালা হয়। গাওয়াও হয়ে থাকে রুদ্র মালা আর ভক্ত মালা। এরও অর্থ কেউ জানে না। ভক্তমালারও পুস্তক আছে। রুদ্র মালার তো গীতা আছে। তো বাবা প্রত্যেক কথা বসে ভালো ভাবে বোঝাচ্ছেন। বোঝানোর জন্য চিত্রও বাবা তৈরী করিয়েছেন। বাবা লকেট (ব্যাজ)ও তৈরী করিয়েছেন। একদিকে ত্রিমূর্তি অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণ। এই চিত্র তো খুব ভালো। এর আধারে তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। ভালো কাজ করলে গভর্নমেন্টের থেকে উপহার প্রাপ্ত হয়। বাবা তোমাদের জন্য পরিশ্রম করে লকেট (ব্যাজ) বানিয়েছেন। ফার্স্ট ক্লাস জিনিস। লকেট দেখিয়ে বলো - ‘আসুন, আমরা সমগ্র সৃষ্টির রহস্য এই ব্যাজের দ্বারা আপনাদেরকে বলবো। আমরা আপনাদেরকে ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকীনাথ, বিশ্বের মালিক বানাতে পারি। বোধগম্য হচ্ছে তাই না। এতে নলেজ খুব ভালো চাই। এর দ্বারা আমরা আপনাদেরকে বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করছি। সত্যযুগে কে রাজ্য করেছিলেন, ত্রেতাতে কে করেছিলেন? আমরা আপনাদেরকে স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে দেব, যার দ্বারা পুনরায় আপনারা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবেন। এখন বাবা পুনরায় এসে জ্ঞানের তৃতীয় দিব্য নেত্র প্রদান করছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা মূলবতনে বাবার কাছেই ছিলাম। এইসব কথা আর কারো বুদ্ধিতে থাকতে পারে না। আপনাদেরকে যাকিছু শেখানো হচ্ছে, এসবই হল নতুন।’ গীতা শাস্ত্র রয়েছে, কিন্তু আমরা তার থেকে নিতে পারি না। নইলে তারা বলবে তোমাদের সেই গীতার থেকেই নেওয়া উচিত।

বাবা জানেন যে কিছু কিছু বাচ্চা খুবই সার্ভিসেবল। সেনাতেও অনেক থাকে, তাই না। পান্ডব সেনাতেও এই রকম অনেকে রয়েছে। বাবা বলেন যে অমুক বাচ্চা খুব ভালো। ধারণা করে অন্যদেরকেও করাচ্ছে। বিশটা নখের জোর লাগিয়ে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। নাহলে তো অনেক অনুতাপ করতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য তো মুখ্যরূপে ট্রাইব্যুনাল (বিচারসভা) বসবে। সাক্ষাৎকার করাবেন। দেখো, তোমাদেরকে কতো বোঝাতাম। ভক্তি মার্গে জন্ম-জন্মান্তর গেয়ে এসেছো - ‘তুমি এলে তোমার কাছেই সমর্পিত হয়ে যাবো, তোমাকেই স্মরণ করবো।’ এর অর্থও তোমরা এখন বুঝে গেছো। এ কথাও বলতে যে - সবকিছু ঈশ্বরই প্রদান করেন। তারপর যখন ঈশ্বর বাচ্চা দিয়ে আবার নিয়ে নেন তখন ঈশ্বরকেই গালি দিতে লেগে যায় - তুমি এইরকম... তুমি এটা... বলে দেয়। দুঃখও তুমি দাও। সুখদাতাকে দুঃখদাতা বলে দেয়। তো অসীম জগতের বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা কতো অবুঝ হয়ে গেছো। বাবা কতো ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। লকেটে খুব ভালো জ্ঞান আছে। সকল বেদ-শাস্ত্রে সার এর মধ্যে আছে। কিন্তু বাচ্চারা লকেটকে এতোটা গুরুত্ব দেয় না। এতটা দূরদর্শী, বিশালবুদ্ধি নেই। লকেটে ত্রিমূর্তি আছে আর নীচে লেখা আছে - গড্ ফাদারলী বার্থরাইট (ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার)। বলেও যে গড্ ফাদার পরমপিতা, ফাদার অবশ্যই বলবে। ফাদার-এর অর্থ হলই আমরা তাঁর বাচ্চা। ভক্ত হল ভগবানের বাচ্চা। এমন নয় যে ভক্তই হল ভগবান। ভগবানকেই ভক্তিমার্গে নিয়ে আসে। তাহলে ভক্তদের ভক্তির ফল কে দেবে? কিন্তু এসব কথা না বোঝালে কেউ বুঝতে পারবে না। লিটারেচার (সাহিত্য/শাস্ত্র) পড়ে খুব কম মানুষই বুঝতে পারে। তোমরা লকেটের দ্বারাও বোঝাতে পারো। ইনি হলেন উঁচুর থেকে উঁচু গড্ ফাদার। ‘আমরা আপনাদেরকে গড্ ফাদারের জীবনের রহস্য বলবো। যিনি হলেন সকলের গড্ ফাদার তিনি এসে কি কর্তব্য পালন করেন, যে কারণে তাঁকে ফাদার বলা হয়।’ গড্ ফাদার বলা হয় আবার অ্যাডম-ইভ, আদম-বিবি ব্রহ্মা-সরস্বতীকে বলা হয়। গড্ ফাদার তাদের

দ্বারা রচনা রচিত করেন। এই গড় ফাদার হলেন সকল আত্মাদের বাবা। আর ইনি হলেন প্রজাপিতা। আমরা আত্মারা হলাম তার অবিনাশী বাচ্চা। তারপর চক্রে এলে তো ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদারও বলা হয়। শিবকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হবে না। শিবকে কেবল ফাদার বলা হবে। তিনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা। মনুষ্য সৃষ্টির বংশতালিকা তৈরী হবে তখন সর্ব প্রথমে ব্রহ্মা-সরস্বতী, তারপর তাদের থেকে আরও বৃদ্ধি হতে থাকবে। উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন পরমাত্মা। তাঁর দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়। পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারে অন্যান্য ধর্মের স্থাপনা হয়। ব্রহ্মাকে সর্বদা বৃদ্ধ দেখানো হয়।

তিনি হলেন গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার তাই না। বাচ্চারা তোমরা জানো যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে নিজের বানিয়েছেন। এখন আমরা তাঁর থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। দালাল তার দালালীও (পারিশ্রমিক) অনেক কষ্ট করে পায়। গাইতে থাকে দালালের রূপে সন্ধুর প্রাপ্ত হয়েছে। এইসব কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তাই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। তোমরা বোঝাতে পারো যে আমরা এত সবাই হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম সুপ্রসিদ্ধ। বাবা খুব ভালো ভালো কার্ডও ছাপিয়েছেন। তার মধ্যেই সমগ্র জ্ঞান এসে যায়। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এরকম জিনিস তৈরী করা হয়, কিন্তু এতটা কদর করা (গুরুত্ব দেওয়া) হয় না। মিলেটারীদের মেডেলস্ প্রাপ্ত হয় তারপর তারা এখানে (বাঁদিকের বুক জামার উপর) পরে তাই না। তোমাদের কাছে তো একটাই মেডেল আছে। তাদের কাছে তো ভিন্ন-ভিন্ন মেডেলস্ এর নিদর্শন থাকে। এখানে তোমাদের একটাই নিদর্শন আছে। কার্ড দেখিয়ে তারপর সেখানেই বসে বোঝাতে হবে। সেই সময়ও আসবে, যখন তোমাদের এই মেডেলস্-এর, কার্ডের অনেক মহিমা করা হবে। বাবা তো খুব ভালো ভাবে বোঝাতে থাকেন। কিছু-কিছু বাচ্চা জিজ্ঞেস করে - বাবা যোগ কিভাবে করবো? লক্ষ্য তো দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরদার থেকে তোমাদেরকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। লৌকিক ঘরে তো সবাই উত্তরাধিকার পায় না। এখানে তো সবাই হল অধিকারী। প্রথমে দেখো অনেক আত্মা আসবে, তারপর কারোর পা কেটে যাবে, কারো হাত কেটে যাবে। বাদবাকি যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে তারা নিজেদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার নিচ্ছে। এমন নয় যে তারা স্বর্গে আসবে না। আসবে সবাই কিন্তু যে ভালো ভাবে পড়বে সে বিজয় মালাতে আসবে, বাকিরা প্রজাতে আসবে। হ্যাঁ, প্রজাতেও যারা ধনবান হতে চাইবে তাদের জন্যেও যুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে। প্রজার মধ্যেও অনেক ধনবান হতে পারবে। রাজার থেকেও অনেক বেশী সম্পত্তি ধনবানদের কাছে থাকবে। দ্বাপর থেকে যখন রাজার কোষাগারে ঘাটতি দেখা দেয়, তখন রাজা ধনবানদের থেকে ঋণ নেয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা আমাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন তাই বিশটা (২০ টা) নখের জোর লাগিয়ে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার অবশ্যই নিতে হবে।

২) শিববাবার স্মরণে থেকে সুগন্ধী ফুল হতে হবে আর অন্যদেরকেও বানাতে হবে। বুদ্ধিবান আর দূরদর্শী হয়ে লকেট (ব্যাজ) দেখিয়ে ভালো সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের ফিচার (আচার-আচরণ) দ্বারা অনেকের শ্রেষ্ঠ ফিউচার (ভবিষ্যৎ) নির্মাণকারী শ্রেষ্ঠ সেবাধারী ভব
বাণীর দ্বারা সেবা তো যথাশক্তি সময় অনুসারে করেই থাকো কিন্তু সঙ্গম যুগের যে ফিউচার (ভবিষ্যতের) ফরিস্তা স্বরূপ আছে, সেটা তোমাদের ফিচার্স (আচার-আচরণ) এর দ্বারা যেন দেখা যায়, তবেই সহজ সেবা করতে পারবে। যেরকম জড় চিত্রের ফিচার্স দ্বারা অন্তিম জন্ম পর্যন্ত সেবা করছে, সেইরকম তোমাদের ফিচার্সে সদা সুখের, শান্তির, খুশীর ঝলক থাকবে তো শ্রেষ্ঠ সেবা করতে পারবে। যেরকমই দুঃখী, অশান্ত, অতৃপ্ত আত্মা হোক, তোমাদের ফিচার্সকে দেখে তারও নিজের শ্রেষ্ঠ ফিউচার বানিয়ে নেবে।

স্নোগানঃ:- ভাগ্যবিধাতা বাবাকে নিজের সর্ব সম্বন্ধী বানিয়ে নাও তাহলে সর্ব প্রাপ্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - উত্তরাধিকারী যদি হতে চাও তবে নিজেকে সমর্পণ করো অর্থাৎ সব কিছুর থেকে নষ্টমোহ হও। সাকার বাবাকে সম্পূর্ণ রূপে ফলো করো"

*প্রশ্ন:- পাপ থেকে বাঁচার তথা অনেক আত্মাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার সাধন কী?

*উত্তর:- পাপ থেকে বাঁচার জন্য তন-মন-ধন সহ সবকিছু বাবার উপরে বলিহার (অর্পণ) করে দাও, তারপর ট্রাস্টি (নিমিত্ত) হয়ে দেখাশোনা করো। কদমে কদমে শ্রীমৎ নিতে থাকো। শ্রীমত বলে - তোমরা বাচ্চারা নিজেদের পয়সা পাপ কার্যে ব্যবহার করতে পারো না। পাপ আত্মাকে দান দেওয়া - এটাও পাপ করানোর নিমিত্ত হওয়া। সেইজন্যই যদি ধন (অর্থ) থাকে তবে রুহানী হসপিটাল খোলো - এর দ্বারা বহু মানুষের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে।

*গীত:- আমাদের তীর্থ সকলের থেকে পৃথক...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি বা হারানিধি বাচ্চারা নিজেদের মহিমা শুনেছে। বাবা বুঝিয়েছেন - ভারতকেই পাপাত্মা, ভারতকেই পুণ্যাত্মা বলা হয়। ভারতবাসীরাই পতিত-পাবনকে আহ্বান করে। সত্যযুগে পতিত হয় না। তাকে বলা হয় স্বর্গ, শিবালয়, পুণ্য আত্মাদের ভূমি। কলিযুগ হলো পাপ আত্মাদের ভূমি। ভারতে দান-পুণ্যও অধিক হয়ে থাকে। এই সময় তোমরা বাচ্চারা বাবাকে তোমাদের তন-মন-ধন সবকিছুই দিয়ে দাও। তোমাদের সামনে দৃষ্টান্তও আছে। এই বাবা (ব্রহ্মা) নিমিত্ত হয়েছেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যেমন কর্ম আমি করব, আমাকে দেখে অন্যান্যরাও করবে। সুতরাং বাবা বলেন এনাকে দিয়ে আমি এমন কর্ম করাই যার ফলে ইনি স্বর্গে নম্বর ওয়ান হয়ে যান। ইনি তন-মন-ধন সবকিছুই তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিয়ে নষ্টমোহ হয়ে গেছেন। নিজের সন্তানদের উত্তরাধিকারী না করে এই মাতাদের বানিয়েছেন। সবকিছু মাতাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। মাতাদের ট্রাস্টি করেছেন। বলেছেন - এসবই তোমরা মাতাদের চরণে। তোমরা উত্তরাধিকারী হয়ে যাও। ব্যস্, আর কিছুই ভাবনাতে আসেনি। আমরা বাবার হয়েছি। ভক্তি মার্গে জন্মের পর জন্ম গেয়ে আসছি তোমার হয়ে যাবো, আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় কেউ নেই.... তাই মাতাদের নিজের উত্তরাধিকারী করে তুলি। মাতাদের দ্বারাই সৃষ্টির কল্যাণ হবে। প্রথমে মাতাদের তিনি নিজের গুরু বানিয়ে দিয়েছেন। ব্যস্, আমার তো এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্যথায় তার সন্তানদের প্রতি মোহ থাকত তাইনা। কিন্তু তাদের থেকে মনকে সরিয়ে, বাবার সাথে মনকে জুড়ে দেন। অসীমিত বর্ষা নিতে হলে জাগতিক সবকিছু তো দিতেই হবে। কিন্তু বাবা তো দাতা, তিনি কখনো কিছুই নেন না। শিববাবা দিয়ে থাকেন। তিনি ডাইরেকশন (নির্দেশ) দেবেন - এইভাবে-এইভাবে করো। সুতরাং এই মাতা গুরু হয়ে যান। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... প্রথমে মাতা। সত্যযুগেও প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ। প্রথমে রাধা তারপর কৃষ্ণ। যেমন বাবা মাতাদের সামনে রেখেছেন, তেমনি পুরুষদেরও মাতাদের সামনে রেখে তাদের দেখাশোনা করতে হবে। বেচারারা অসহায় নিরীহ।

তোমরা সবাই এই সময় হলে জ্ঞানের নদী। ব্রহ্মপুত্র নদীর কিনারা সাগরে গিয়ে হয়। কোলকাতায় রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদী। শিবজয়ন্তী উপলক্ষে সেখানে বড় মেলা হয়। ব্রহ্মপুত্র নদী আর সাগরের সঙ্গমে সব তীর্থযাত্রীরা যায়। সেখানে গিয়ে সবাই স্নান করে। শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর আর এই ব্রহ্মা হলেন নদী। এখন তোমরা এসেছ ব্রহ্মা নদী, শিব সাগরের মেলায়। কিন্তু এ'সবই হচ্ছে জ্ঞানের কথা। তোমরা জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়েছ। জ্ঞান স্নানের দ্বারাই সবার কল্যাণ হয়। এখানে জলের কোনো বিষয় নেই। এই ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মা, শিববাবার সন্তান। তীর্থের রহস্যও তোমরা জানো। আমরা বুদ্ধিযোগের যাত্রায় আছি। বুদ্ধিযোগ লাগাই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে। ভক্তি মার্গে কত মাথা ঠুকতে থাকে। বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ থাকেই না। বাবাও বলেন - আমি একবার এসেই মত দিয়ে বলি যে বুদ্ধিযোগ আমার সাথে জোড়ো। এমন কথা আর কেউ-ই বলতে পারবে না। জ্ঞানের সাগর বাবাই সুখের সাগর, আনন্দের সাগর। প্রত্যেকের মহিমা আলাদা-আলাদা। উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান যিনি পতিত-পাবন। তিনি একজনই, যিনি পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তোলার পাট প্লে করছেন। তিনি স্বয়ং বলেন - কল্পে-কল্পে আমি এসে সবাইকে তীর্থ করতে নিয়ে যাই। সব ভক্তরা পুরুষার্থ করে মুক্তির জন্য। নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাসীরাও মুক্তি চায়, ওরা তো মনে করে সুখ হচ্ছে কাকের বিষ্ঠার সমান। এক পয়সার সুখ বাকি দুঃখ। স্বর্গে তো এমনটা হবে না। বাবা বুঝিয়েছেন ওরা নিবৃত্তি মার্গের রজোগুণী সীমিত জাগতিক (হদের) সন্ন্যাসী। এটা হলো সতোগুণী অনন্ত অসীমিত সন্ন্যাস। আমাদের তো সম্পূর্ণ ছিঃ- ছিঃ সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে

নতুন সৃষ্টিতে আসতে হবে। আমরা দেবতা হই তাইনা। লক্ষ্মীকে আহ্বান করার সময় সবদিক কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকে। এটা তো হলো অসীমিত জগতের কথা। সম্পূর্ণ দুনিয়া পরিষ্কার হবে, ৫ তন্ত্রও তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে উঠবে। ওখানে তো নম্বর ওয়ান বৈভব থাকে। ফুল ইত্যাদি এমন হয় যে ঘরে বসেই তার সুগন্ধ পাওয়া যায়। আতর ইত্যাদি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না। ধূপকাঠিরও প্রয়োজন নেই। ন্যাচারাল সুগন্ধি হয়। স্বর্গ বললেই মুখ মিষ্টি হয়ে যায়।

পরমপিতা পরমাত্মা এসে সৃষ্টিকে এতো উষ্ণ (শ্রেষ্ঠ) বানান, সুতরাং এমন বাবার প্রতি কতটা ভালোবাসা থাকা উচিত। প্রমিস (প্রতিজ্ঞা) করা উচিত যে - বাবা, আমরা নষ্টমোহ হয়ে তোমার সাথে যোগযুক্ত হবো। তোমাকেই উত্তরাধিকারী করবো। প্রত্যেকেই নিজের উপার্জন করতে হবে। সুতরাং উপার্জন করার জন্য উৎসাহ থাকা উচিত। যে করবে সেই পাবে। এই দুনিয়াতে মানুষ যাই করুক না কেন পাপ করবে। এখন বাবার কাছে সমর্পণ করলেই তোমরা আমার মতে চলতে পারবে। অর্থ সবসময় যোগ্যদের দেওয়া হয়। যদি কোনো মদ্যপায়ীকে দেওয়া হয় তবে দোষের ভাগীদার হতে হবে। কপূত (অবাধ্য) বাচ্চাদের দিলেও তার পাপ তোমাদের উপরে এসে পড়বে। সেইজন্যই হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলো। স্যারেন্ডার (সমর্পণ) করে তারপর অ্যালাউ করবে না কাউকে কিছু দেওয়ার জন্য, তা না হলে আবারও পাপ হবে। কন্যাকে তো দিতেই হবে। স্বর্গের মালিক না হতে চাইলে, স্বর্গে যেতে না চাইলে, নরকেই যদি ধাক্কা খেতে চায় তো কি করতে পারবে। তোমরা বাচ্চারা জানো - এখন ছোট-বড় সবার মৃত্যু হবে। যাদব-কৌরবরা নিজেদের প্ল্যান তৈরি করছে। পান্ডবদেরও নিজেদের প্ল্যান আছে। বিজয় তো পান্ডবদেরই হবে তাইনা। এখানে স্কুল লড়াইয়ের বিষয় নেই। এখানে যোগ আর জ্ঞানের বিষয়। যা কিছু শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছ সব ভুলে যাও। নতুন করে এখানে পড়া পড়ো। বেঁচে থেকেও মরে গিয়ে বাবার বাচ্চা হলে তখন সেই সবকিছু ভুলে যাবে। তোমরা হলে ছোট বাচ্চা। বাবা বলেন এখন তোমরা আমার হয়ে আমার কাছ থেকে শেখো। নিজেদেরকে কোলের ছোট বাচ্চা মনে করো। বাচ্চাদের বাবা বসে পড়ান। এদের মধ্যে ছোটরাও আছে, বৃদ্ধরাও আছে। বাবা সবাইকে বাচ্চা বানিয়ে দেন। তারপর শ্রীমত দেন - বাচ্চারা, এখনও পর্যন্ত যা কিছু শুনেছো সব ভুলে যাও। হিয়ার নো হেভিল, সি নো ইভিল....(মন্দ কিছু দেখো না, শুনো না) কোনো মানুষের কথা শুনবে না। মানুষ যা কিছু করবে আনরাইটিয়স (অধর্ম), ভুল করবে। সবচেয়ে খারাপ হয়েছে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা। আরে, বাবা যদি সর্বব্যাপী হন তবে উত্তরাধিকার কার কাছ থেকে নেবে! তবে তো সবাই বাবা হয়ে গেল। শিবোহম্, ততত্বম বলে দিলে উত্তরাধিকারের বিষয় সিদ্ধ হয় না। সবাইকে উল্টো রাস্তা বলে ডুবিয়ে (বিভ্রান্ত) দেয়। কে পতিত করে তোলে? রাবণের মতানুসারে চলে যারা। সেইজন্যই বাবা বলেন এদের ভুলে যাও। মামেকম্ স্মরণ করো। তোমরা মরে গেলে, দুনিয়াও তোমাদের জন্য মৃত। প্র্যাকটিক্যালি এই পুরানো দুনিয়া শেষ হবেই। কবরস্থান হয়ে যাবে, এরপর পরিস্থান হবে। বোমা পড়বে। সবকিছু কবরস্থানায় পরিণত হবে। তারপর নতুন হবে। হিরোশিমা এখন নতুন রূপে তৈরি হয়েছে। সুতরাং বিশেষ করে এখন সম্পূর্ণ ভারত আর সাধারণভাবে বিশ্ব কবরস্থ হবে। মনে করো সবাই মরে পড়ে আছে। এখন পরিস্থান বৈকুণ্ঠের জন্য পুরুষার্থ করা উচিত।

বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে এখন বাপদাদা এসেছেন। শিববাবা ব্রহ্মার রথে এসে রথী হন। এমন নয় যে, কৃষ্ণ কোনো অর্জুনের রথী হয়েছিলেন। না। পরমপিতা পরমাত্মা এই রথে বসে শোনান। বাবা তো খুব বিজি (ব্যস্ত) থাকেন। তিনি বলেন আমি আসি পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তোলার জন্য। সুতরাং আমাকে কতো রূপ ধারণ করতে হয়। অনেকের আলো জ্বলাই। আমার সাথে যোগযুক্ত হও, পেট্রোল ঢালো তবেই ব্যাটারি (আত্মা রূপী) চার্জড হবে। প্রদীপ নিভে গেলে তাতে ঘি ঢালা হয়। বাবা বলেন সম্পূর্ণ রূপে যোগযুক্ত হও। এটা তো জানো যে বাবা এই ব্রহ্মার শরীর দ্বারা আমাদের পড়াতে এসেছেন। ভগবানুবাচ, ভগবান কি বলছেন? বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। মৃত্যু তোমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ছোট-বড় সবার মৃত্যু হবে। এটা হলোই মৃত্যুলোক। আমি অমরনাথ এসেছি অমরকথা শোনাতে। তোমরা সবাই পার্বতী অথবা সীতা। সবাই রাবণের জেলে রয়েছে। শোক বাটিকায় পড়ে আছে। বাবা এসে অশোক বাটিকায় নিয়ে যান। সেখানে কোনো শোক থাকে না। এখন তোমরা বাচ্চারা ঠিক-ভুল চিন্তা করার বুদ্ধি পেয়েছো। ঠিক কোনটা, ভুল কোনটা, পুণ্য কিভাবে হয়, পাপ কিভাবে হয় - সব তোমরা জানো। যোগ ছিল হলেই মায়া পাপ করিয়ে দেবে কেননা এই সময় মায়া তমোপ্রধান রয়েছে। সেইজন্যই প্রতিটি কদমে কদমে সাবধান হতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চললে কোনো ক্ষতি হবে না। মানুষ ভগবানকে জানে না। বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের শিক্ষা প্রদান করতে। তোমরা আমার বাচ্চারা প্রাণের থেকেও প্রিয়। আমি জানি তোমরা বাচ্চারা অনেক দুঃখী হয়ে পড়েছো। এখন তোমাদের সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। প্রকৃত এবং সৎ-এর রহস্যও তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই সন্তান যারা বাবার তাদের প্রতি ধ্যান (মনোযোগ) থাকে। প্রকৃত সন্তানরাই রাজত্বের উত্তরাধিকারী হবে। সৎ সন্তানরা প্রজার

উত্তরাধিকার পাবে। এতো বড় ডিটি কিংডম (দৈবী রাজধানী) স্থাপন হচ্ছে। তোমরা রাজত্ব পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। প্রথম এবং প্রধান বিষয় হলো পবিত্রতার। বিকারের বিকল্প (ভাবনা) এলে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা করা উচিত নয়। ক্রোধ এলে মুখে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয়। যদি তোমাদের মধ্যে ভূত থাকে তবে লক্ষ্মীকে কীভাবে বরণ করবে। যার মধ্যে ৫ বিকার আছে তাকে বাঁদর বলা হয়। বাবা বাঁদরের ছবির জায়গায় কন্যা নলিনীর ছবি ব্যবহার করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে টক নো ইভিল, সী নো ইভিল.... (মন্দ কথা বলবে না, মন্দ দেখবে না)। ঐ বাচ্চার (নলিনীর) লৌকিক পিতা সেন্টার খুলে দিয়েছিলেন। তার যা কিছু ধন-সম্পদ ছিল সব বিক্রি করে সন্তান নলিনীকে দিয়েছেন। বাবা যেমন মাতাদের সব দিয়েছেন তেমনই ইনি (কাকু ভাই, নলিনীর পিতা) সব তার সন্তানকে দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এ তো কন্যাই, তাহলে তার মাধ্যমেই শুভ কাজ সম্পাদন করি না কেন। কন্যা বলেছিল আমি বিবাহ করব না। সেই পরিস্থিতি এই কার্যে ব্যবহার করবো এবং পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তোলায় সেবা করবো। যদিও তার পুত্র ছিল, তবুও তিনি তার কন্যাকে উত্তরাধিকারী করেছিলেন। তার কত উচ্চ মর্যাদা হয়ে গেলো। অনেক উচ্চ পদ তিনি পাবেন। অনেকের আশীর্বাদ তার কাছে আসবে। কারণ তিনি ঈশ্বরীয় হাসপিটাল বা ঈশ্বরীয় কলেজ খুলেছিলেন। এই সময় মানুষের আচরণ এমনই যে সবকিছু পাপ কার্যে ব্যবহার করে। নিজেরাও পাপ করে এবং অন্যদেরও পাপ করতে বাধ্য করে। তারা সব পাপ আত্মা হয়ে গেছে। এখন বাবা বলছেন - বাচ্চার, পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করো। পাপের বোঝা অনেক। নিরন্তর স্মরণ করার পুরুষার্থ করো, যাতে অস্তিত্বেও সেই অবস্থা থাকে। সল্যাসীও এইভাবে বসে-বসে চলে যায়। ওরা বলে আমরা গিয়ে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাই। ব্যস্, এই বলে শরীর ত্যাগ করে। এমনটাও হয় যে সেই সময় চারদিকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায়। এই বাবা নিজের অনুভবের কথা শোনান। অনুভবও হয়।

বাবা বলেন তোমরা বাচ্চারাই সৃষ্টির পাপ আত্মাদের পুণ্য আত্মা করে তোলার জন্য প্রকৃতপক্ষেই জ্ঞান গঙ্গা। গঙ্গার কিনারে দেবতাদের মন্দির দেখানো হয়েছে। নাম রাখা হয়েছে গঙ্গা। জলের নদী তো আর পতিত-পাবন হতে পারে না। না দেবতারা পতিত-পাবন। পতিত-পাবন তো ব্রাহ্মণ। ওরা গঙ্গার পাড়ে চিত্র রেখে দিয়েছে। দেবতারা তো পতিতদের পবিত্র করে না। মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান নেই যে কাউকে জিজ্ঞাসা করবে। কোথায় জলের নদী, কোথায় এই দেবতারা। এই সময় তোমরা জ্ঞান গঙ্গায় স্নান করে দেবতা হয়ে যাও। তোমাদের সার্ভিস হলো মানবকে দেবতা করে তোলা। এখানে আত্মা পবিত্র হয়। আত্মাদের ইঞ্জেকশন প্রয়োজন।

বাবা এসে জ্ঞান-যোগের ইঞ্জেকশন দেন। পাঁচ হাজার বছর আগেও বাবা এই জ্ঞান যোগ শিখিয়েছিলেন যাকে ভক্তি মার্গের ভক্তরা প্রাচীন গীতা জ্ঞান এবং যোগ বলে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তরে কোনো রকম বিকল্প আসলেও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। রাজত্ব পাওয়ার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা অবশ্যই করতে হবে।

২) জীবিত থেকেও মৃত হয়ে নিজেকে ছোট বাচ্চা মনে করতে হবে। এক বাবার কাছ থেকেই শুনতে আর শিখতে হবে, বাকি সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

বরদান:- ফলো ফাদার করে নম্বর অনুসারে বিশ্ব রাজত্বের সিংহাসন নিতে পারা সিংহাসনাসীন (তখতনশীন) ভব বাবা যেমন বাচ্চাদের সামনে রেখে, নিজে ব্যাকবোন হয়ে থেকেছেন, তেমনই বাবাকে ফলো করো। এখানে যত বাবাকে ফলো করবে তত বেশি সেখানে বিশ্ব রাজত্বের সিংহাসন নিয়ে থাকা সিংহাসনে আসীন হবে। এই সময় যত বেশি বাবার সাথে থেকে আহার, পানীয় গ্রহণ করবে, খেলাধুলা, পড়াশোনা করবে, ততই সেখানে সাথে থাকবে। যে বাচ্চাদের যত বেশি সমীপে থাকার স্মৃতি থাকে ততই ন্যাচারাল (স্বাভাবিক) নেশা এবং সবসময়ের জন্যই নিশ্চয়. (অটুট বিশ্বাস) থাকে। সুতরাং অন্তরে সবসময় এটাই অনুভব করো যে অনেকবার বাবার সাক্ষী হয়েছি, এখনও আছি আর অগণিত বার এমনই থাকবো।

স্নোগান:- সেবার ফল আর বল প্রাপ্তকারীই হলো শক্তিশালী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের উপরে মায়ার পুরোপুরি প্রহরা রয়েছে, সেইজন্য একদম গাফিলতি কোরো না, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকার মেহনত করতে থাকো"

- *প্রশ্নঃ - বাবার কাছে কোন্ ভান্ডার সদা ভরপুর রয়েছে? সেই ভান্ডার থেকে নিজেকে ভরপুর করার সাধন কি?
- *উত্তরঃ - বাবার কাছে পবিত্রতা-সুখ-শান্তির ভান্ডার সদাই ভরপুর থাকে। স্থায়ী সুখ এবং শান্তি চাইলে জঙ্গলে বিভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করার প্রয়োজন নেই। পবিত্রতাই হলো সুখ আর শান্তির আধার। পবিত্র হও তবেই তোমাদের সমস্ত ভান্ডার ভরপুর হয়ে যাবে। বাবা আসেনই বাচ্চাদের পবিত্র বানাতে। তিনি হলেন এভার পিওর (চির-পবিত্র)।
- *গীতঃ- না তিনি আমার থেকে আলাদা হবেন....

ওম্ শান্তি । এ বাচ্চাদেরই গাওয়া গান বাচ্চারা শুনছে। এ'কথা বাচ্চাদের আত্মাই বলে। এখন বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে অর্থাৎ নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে, পরমাত্মা নয়। যেমন সন্ন্যাসীরা বলে -- আত্মাই পরমাত্মা, একে বিপরীত মুখে বয়ে চলা গঙ্গা (উল্টো গঙ্গা) বলা হয়। এখন বাবা বোঝান - এত সময় ধরে তোমরা সকলে দেহ-অভিমানী হয়ে এসেছো। এখন দেহী-অভিমানী হও। এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় ঘরে ফেরার জন্য। তারপর সত্যযুগে হয় তোমাদের প্রালঙ্ক (ফলভোগ)। যখন এখানে তোমরা দেহী-অভিমানী হও আর বাবার নলেজ গ্রহণ করো তখন গিয়ে জ্ঞানের দ্বারা ফল প্রাপ্তের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করো। ওখানে তো দেহ-অভিমান বা দেহী-অভিমানীর প্রশ্নই নেই। এই সময় তো মানুষের জানাই নেই যে আমরা হলাম আত্মা। আমাদের বাবা হলেন পরমাত্মা। একদমই বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীরা বলে যে আমি-তুমি সকলেই হলাম পরমাত্মা। যেকোনো দেখি তুমিই-তুমি, এতে তো কোনো লাভ হয় না। ওরা তো একে ভাবনা মনে করে। কিন্তু সকলের ভাবনা তো একই রকমের হয় না। একই ঘরে বাবা আর বাচ্চার ভাবনাও একই রকমের হয় না। কোথাও কোথাও দেখো বাচ্চা বাবাকে মেরে ফেলে কারণ এ হলো ঘোর অন্ধকার। সকলেই হলো পতিত।

বাচ্চারা, এখন তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো। চক্রধারী হওয়ার জন্যই তোমরা রাজা রানী হও। সেইজন্য বাবা বাচ্চাদের বারবার বলেন - দেহী-অভিমানী হও। এমন মনে করো, আত্মারূপী আমাকে বাবা নিজের পরিচয় দিয়ে পড়াচ্ছেন। আমাদের সংস্কার পরিবর্তন করছেন। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায়। শরীর তো বিনাশ হয়ে যায়। বাবা এখন আমরা তোমার সঙ্গেই যোগযুক্ত হবো। আমাদের এই প্রতিজ্ঞা কখনো বিচ্যুত হবে না। যদিও পবিত্রতার জন্য অনেক রকমের বিঘ্ন আসবে। অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। কন্যারা বলে, বাবা এই কষ্ট সহ্য করবো। যেমন দুঃখের সময় মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, তাইনা? - হায় রাম, হে প্রভু.... তোমরা তো এইরকম বলবে না। তোমরা ব্রাহ্মণেরা আবার বাবাকে স্মরণ করো। বাবা আমরা দুঃখ থেকে কবে মুক্ত হবো, আমাদের অত্যন্ত মারধর করে। গানেও বলা হয়, বাবা যতই মার পড়ুক তোমাকে স্মরণ করতে ভুলবো না। আমাদের তো বাবার হতেই হবে। বুদ্ধির যোগ ওঁনার সঙ্গে জুড়তে হবে। এ'সব হলো বোঝবার মতন কথা। একদিন এই কষ্ট দূর হয়ে যাবে। কিছু তো অবশ্যই সহ্য করতে হবে। এ'সব ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। অবলাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়। এই গানও দেখো প্রথমেই বানানো হয়েছে যার অর্থ কেউই বোঝেনা। তোমাদের শাস্ত্রের মতোই এর রেকর্ড বানানো হয়েছে। সবাই বলে এমন তো কোথাও হয় না যে রেকর্ডে এর অর্থ করা হয়ে থাকে। এ হলো ফিল্মি রেকর্ড। কিন্তু এ'সব বাবা বানিয়েছেন। বাচ্চারা, তোমাদের এর উপর বোঝানো উচিত। আমাদের পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে, বাবার আদেশ অনুযায়ী চলতে হবে। মানুষ তো জানে না। তারা তো শিবশঙ্করকে মিলিয়ে এক করে দেয়। শ্রীকৃষ্ণও হলো ভগবান, তিনি তো হলেন হাজিরা-হজুর, যেকোনো দেখো কৃষ্ণই কৃষ্ণ রয়েছে। রাধার পূজারীরা আবার বলবে যেকোনো দেখো রাধাই-রাধা। সাঁই বাবার ভক্ত হলে তখন বলবে যেকোনো দেখো সাঁই বাবা.... কত অন্ধকারে রয়েছে। তারপর এও হতেই হবে, এ হলো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। তোমরা বলো এই জ্ঞান যন্ত্রের থেকে বিনাশের আগুন প্রজ্বলিত হয়েছে। তখন বলে তোমাদের বাবা এমন যন্ত্র রচনা করেছেন যে বিনাশ করিয়ে দেন। আমরা বলি শান্তি হোক, তোমরা আবার বিনাশ করিয়ে দাও। রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের নাম রয়েছে, তাই না ! যন্ত্রের রচনা করা হয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা। তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হলে ব্রাহ্মণ। ওই পার্থিব জগতের যন্ত্র রচনা করেন শেঠেরা। তাতে রুদ্রযন্ত্র হলো বিখ্যাত। ওরা তাতে জ্ঞান অক্ষরটি ব্যবহার করে না। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র। ওইটিকে জ্ঞান যন্ত্র বলবে না। বাবা বুঝিয়েছেন জ্ঞানের দ্বারাই তোমাদের সদগতি হয়। ওখানে সত্যযুগে এই জ্ঞানের দরকার নেই। ওখানে হলোই

সদগতি, স্বর্গ। এ হলো বোঝার মতন কথা, তাই না ! বাবা বসে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান দিয়ে থাকেন। দেখানো হয়, রথের উপর রথী বসে রয়েছে। এ হলো শরীররূপী রথ, তাইনা ! প্রত্যেক রথে রথী আত্মা রয়েছে। এতেও এঁনার আত্মা রয়েছে। কিন্তু বাবা বলেন আমি রথকে লোন হিসেবে নিই। যেমন বাড়ি নেয় তাতে ধনীও (বাড়ির মালিক) থাকে আর ভাড়াটেও থাকে। এখানে এই রথী হয়ে বাবা আসেন। তিনি বলেন আমি আবার তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। 'কথা এমন ভাবে আর কেউ বলতে পারে না। এই সমস্ত পয়েন্টস বোঝানো হয়ে থাকে ধারণা করার জন্য। আমাদের বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন, প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে। একটি শব্দের ভুল করার জন্য কত অবতার, কত নাম লিখে দিয়েছে। এখন অবশ্যই কল্প বৃক্ষের নিচে তোমরা বসে রয়েছে। রাজযোগ শিখছে, ভবিষ্যতে রাজা-রানীর পদ প্রাপ্ত করার জন্য। এখানে তো কোটিপতি, পদমপতি রয়েছে, এদের সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) ইত্যাদি সব আচমকাই আসবে। অন্তে বিনাশ তো হবেই। সকলের কাছে অগণিত বম্বস্(বোমা) রয়েছে। তা কি এমন-এমনই সমুদ্রে থোড়াই ফেলে দেবে ! এ হলো ওদের লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটির মালিকানা। 'এসব তৈরী না হলে বিনাশ কিভাবে হবে? জ্বলেপুড়ে একদম থাক হয়ে যাবে। এইরকম নয় যে জখম হয়ে দুঃখ ভোগ করতে থাকবে। জিনিসই এমন তৈরি হয় যে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যাবে। তাহলে এক ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ - এ তো ক্রিয়ার রয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। স্বর্গে বসবাসকারীদের উপযুক্ত বানাচ্ছেন। পবিত্র যারা হয় তাদের সামনে সকলেই নমন করে। এখন বাবাও বলেন পবিত্র হও। এখন তোমাদের আত্মার পাথনা ভেঙে রয়েছে। তোমরা উড়বে কিভাবে? যত জ্ঞান-যোগ বলের ধারণা করবে ততই পাথনা জুড়তে থাকবে। রাজধানী প্রাপ্ত করা কোনো মাসির ঘর (সহজ কথা) নয়।

মুখ্য কথা হলো - অহম্ (আমি) আত্মা, এই আমার শরীর। অহম্ আত্মা হলোই শান্ত স্বরূপ। শান্তির জন্য ধাক্কা খাওয়ার দরকার নেই। একটি কাহিনী বলা হয়, তাই না ! রানীর গলায় হার পরা ছিল কিন্তু সে বাইরে তা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তোমরা হলে রানী, শান্তির জন্য জঙ্গলে যাওয়ার দরকার নেই। এখানে তো হলোই মায়ার রাজ্য। এখানে শান্তি থাকতে পারে না। কেউ বলে যে আমার অমুকের থেকে শান্তি প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে তো হলো অল্পকালের কাক বিষ্ঠা সমান সুখ অথবা শান্তি। আমাদের তো অবিনাশী চাই, তাই না ! বাচ্চারা, তোমাদের চাই স্থায়ী শান্তি। পবিত্রতার দ্বারা শান্তি, সুখ যত চাও তত নিয়ে নাও। শিবের ভান্ডারা রয়েছে, তাইনা? যিনি চির-পবিত্র তিনি এসে সকলকে পবিত্র করেন। সন্ন্যাসী তো মনে করে আত্মা অলিপ্ত (দাগহীন)। বাকি শরীরের উপর পাপ চড়ে। বাচ্চারা, তাহলে তোমরা এখন জানো বাবা হলেন স্বর্গের স্থপতি। সঠিকভাবে বোঝালে অবশ্যই বুঝবে যে এদের যিনি পড়ান তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে পতিত-পাবন, সন্নতি দাতা বলা হয়ে থাকে। সকলকে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যান। সদগতি তো বাবাই করবেন, তাই না ! ওঁনাকে বলাই হয়ে থাকে সন্নতি-দাতা। দুর্গতি-দাতা তো বলবে না, তাই না ! পতিত-পাবন বলবে, তারপর পতিত কে বানায় ? তাও কেউ জানে না। বাবা বলেন - তোমরা বামমার্গে (বিকারে) গিয়ে পতনে যাও তখন রাবণের প্রবেশ হয়ে যায়। মন্দিরে বড় বড় রাধা কৃষ্ণের কালো চিত্র রাখা রয়েছে। নামই রাখা হয়েছে শ্যাম-সুন্দর। সত্যযুগে সুন্দর ছিল, তারপর কলিযুগে মায়ারূপী সর্প দংশন করায় কালো করে দিয়েছে। এখন কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে এসেছে। মানুষের কিছুই জানা নেই। বাবা অর্থাৎ রচয়িতা আর রচনার বিষয় কারোর জানা নেই। বাবা বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা, সতর্ক থাকবে, মায়া অতি কড়া। এই সময় তো হলো তমোপ্রধান, কাউকে আছড়ে ফেলতে দেরি করে না, একদম নাক ধরে ফেলে দেয়। এ হলো যুদ্ধস্থল, সেইজন্য বাবা বারবার বোঝাতে থাকেন - তোমরা নিজের কল্যাণ চাও তো দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তবেই অস্তিমে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। সমস্ত সংস্কার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকে। অনেক জন্মের পাপ বিনাশ করতে সময় লাগে। তোমাদের শেষ পর্যন্ত পুরুষার্থ চলতে থাকে। সর্বপ্রথম কথা হলো দেহী-অভিমানী হওয়া। পরমাত্মা বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে পড়িয়ে নিজের সমান তৈরি করছেন। ব্যারিস্টার অবশ্যই নিজের সমান ব্যারিস্টার বানাবেন। তারপর হলো পুরুষার্থের উপর। কোনো কোনো ব্যারিস্টার তো একটি কেসে লাখ টাকাও উপার্জন করে। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে বাবা বলেন যে পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ লাভ করো। এখানকার পদমপতির তো সবকিছু থাক (ভস্ম) হয়ে যাবে। বাবা হলেন দীনদয়াল।

এখন দেখো, যারা লড়াই করে তাদের কাজই হলো মরা আর মারা। তারা সংস্কার নিয়ে যায়। জন্ম অবশ্যই গৃহস্থীর ঘরে নেবে কিন্তু পরে যুদ্ধে চলে যায়। বাবা অতি সহজ করে বোঝান। জন্ম জন্মান্তরের পাপ রয়েছে সেইজন্য যোগ অত্যন্ত ভালো হওয়া চাই, তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। মাথার থেকে বোঝা কিভাবে নামাবে - এরজন্য যতখানি সম্ভব ততখানি বাবাকে স্মরণ করা উচিত। বাবা, তুমি কত মিষ্টি ! বাবা বলেন - আদরের দুলালেরা, গাফিলতি করোনা। মায়া সম্পূর্ণভাবে প্রহরা দিচ্ছে, সেইজন্য দেহী-অভিমানী ভব। এ হলো বুদ্ধিযোগের রেস, এতেই সব কিছু রয়েছে। বাবা বারবার

বলেন - নিজের কল্যাণ চাইলে যোগ অত্যন্ত ভালো হওয়া উচিত। তখন অতি প্রফুল্লিত থাকবে। আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান। ভবিষ্যতের জন্য আমাদের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। কলিযুগে তো রাজ্য করবে না। রাজ্য করবে সত্যযুগে। দেহী-অভিমানী হওয়া অত্যন্ত বড় লক্ষ্য। এ'ভাবে খোড়াই বিশ্বের মালিক হবে। কষ্টও অনেক সহ্য করতে হবে। কত বন্ধনযুক্ত কন্যারা মার খায়। শেষে বিজয় তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরই হয়। তোমরা কেবল বাবার স্মরণে থাকো। এ হলো যোগবল, যা বাবা তোমাদের একবারই শিখিয়ে থাকেন। যারফলে তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যাও, যা আর কেউই হতে পারে না। সমগ্র ড্রামায় সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা হলো লক্ষীনারায়ণের। একটি কাহিনী রয়েছে, তাই না! - দুটি বিড়াল পরস্পর ঝগড়া করে আর মাঝখান থেকে মাখন বাঁদরে খেয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়। বাবা স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন, এমন বাবার সঙ্গে তো যেকোনো স্থান থেকে ছুটে এসে মিলিত হওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমি হলাম এই রথে বিরাজমান রথী আত্মা, এই অভ্যাস করতে করতে সম্পূর্ণরূপে দেহী-অভিমানী হতে হবে। বুদ্ধিযোগের রেস করতে হবে।

২) সম্পূর্ণরূপে নষ্টমোহ হতে হবে। এই অন্তিম জন্মে কষ্ট সহ্য করেও পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ:- নাথিং নিউ-এর স্মৃতির দ্বারা সমস্ত প্রশ্নকে সমাপ্ত করে বিন্দু প্রয়োগকারী অচল অটল ভব যখনই কিছু ঘটে তখন বাচ্চারা, তোমাদের এই জ্ঞান রয়েছে যে নাথিং নিউ, এই সীন অনেকবার রিপিট হয়েছে। নাথিং নিউ-এর স্মৃতির দ্বারা কখনো দোলাচলে আসতে পারো না, সদাই অচল অটল থাকবে। কোনো নতুন কিছু ঘটলে তখন আশ্চর্যের সাথে বেরিয়ে আসে যে - এ কি? এইরকম হয় নাকি? কিন্তু নাথিং নিউ হলে তখন কি, কেন-র প্রশ্ন নয়, ফুলস্টপ চলে আসে। এমনভাবেই প্রতিটি দৃশ্যে বিন্দু লাগিয়ে চलो তাহলে হয়-হয় এর মধ্যেও বাঃ-বাঃ এর গান গাইতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- সুখদাতা বাবার সুখ-স্বরূপ বাচ্চা হয়ে থাকো তাহলে দুঃখের ঢেউ আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;